বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র : বিবরণ ও বিশ্লেষণ

মোস্তফা আহাদ তালুকদার

403626

ঢাকা
বিশ্ববিদ্যালয়
গ্রন্থাগার

Dhaka University Library
403626

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম.ফিল.- ডিগ্রির জন্য প্রস্তুত অভিসন্দর্ভ

মার্চ ২০০৬

Dhaka University Institutional Repository

বাংলা বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ
ফোন: ৯৬৬১৯০০-৭৩/৪২০২; ফ্যাক্স: ৮৮০-২-৮৬১৫৫৮৩
ই-মেইল bangla@du.bangla.net

Department of Bangla
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Call : 9661900-73/4202; Fax : 880-2-8615583
E-mail : bangla@du.bangla.net

Date :

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে মোস্তফা আহাদ তালুকদার কর্তৃক উপস্থাপিত 'বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র: বিবরণ ও বিশ্লেষণ'-শীর্ষক অভিসন্দর্ভ আমার তত্ত্বাবধানে রচিত। এই অভিসন্দর্ভ বা এর কোনো অংশ গবেষক অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রির জন্য উপস্থাপন করেন নি।

403626

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া ৩০.০৩.২০০৬
(ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া)
গবেষণা তত্ত্বাবধায়ক ও প্রফেসর
বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা-১০০০, বাংলাদেশ।

Dhaka University Institutional Repository

মুখবন্ধ

'বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত পুরোনো বাংলা দলিলপত্র : বিবরণ ও বিশ্লেষণ'- শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার বিগত দুই বছরের অবিরাম গবেষণার ফল। এম.এ. শ্রেণীর ছাত্রাবস্থায় বাংলা পাণ্ডুলিপির প্রতি গভীর কৌতূহলবশতই এমন একটি বিষয়ে গবেষণার সিদ্ধান্ত নেই। এছাড়া বাংলা গদ্যের আদিপর্বের ইতিহাস অনুসন্ধান, বিশেষত অঞ্চলভিত্তিক পুরোনো বাংলা গদ্যের বিক্ষিপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় উপকরণসমূহ (এসব দলিল-দস্তাবেজ) পুনরুদ্ধার ও যথাযথ পাঠোদ্ধারের মাধ্যমে তা সকলের দৃষ্টিগোচর করা এ গবেষণার অন্যতম উদ্দেশ্য।

সম্পাদিত গবেষণাকর্মটিতে বগুড়া জেলা থেকে প্রাপ্ত সর্বমোট ১৩৩টি 'পুরোনো বাংলা দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র' স্থান পেয়েছে। এখানে ১৩৩টি পত্রের প্রত্যেকটির মূল পাণ্ডুলিপি ও তার প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ (আধুনিক বাংলালিপিতে) সংযোজিত হয়েছে। গবেষণাকর্মটিতে ভূমিকা ও একাধিক পরিশিষ্টের মাধ্যমে পুরোনো বাংলালিপি, ভাষা, সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা উপাদান অধ্যয়ন, বিশ্লেষণ ও বিন্যাস করা হয়েছে।

গবেষণাকর্মটিতে সংযোজিত ও ব্যবহৃত সর্বমোট ১৩৩টি 'পুরোনো বাংলা দলিল দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র' বিভিন্ন সময়ে বগুড়ার জেলা রেকর্ডরুম, জেলা ভূমি-রেজিস্ট্রি অফিস, বিভিন্ন পুরোনো জমিদার বাড়ি, শেরপুর ডি.জে. উচ্চ বিদ্যালয় ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে সংগৃহীত। এই সংগ্রহের বিভিন্ন পর্যায়ে যাঁরা সাহায্য ও সহযোগিতা দান করেছেন তাঁদের নিকট আমার ঋণ অপরিসীম। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হলেন বগুড়ার তৎকালীন জেলা-প্রশাসক জনাব রফিকুল মোহামেদ, যিনি বগুড়া জেলা রেকর্ডরুমে সংরক্ষিত পত্রসমূহের জেরক্স কপি করার অনুমতি দিয়ে সহায়তা করেছিলেন; পত্রগুলো জেরক্স করে দিয়েছিলন রেকর্ডরুমের উচ্চমান সহকারী জনাব মো: আব্দুস সোবহান সেখ;তৎকালীন জেলা রেজিস্ট্রার জনাব মোহাম্মদ মোখলেছুর রহমান খন্দকার- যাঁর ব্যক্তিগত কৌতূহল, আগ্রহ ও সহায়তায় জেলা ভূমি রেজিস্ট্রি অফিসে রক্ষিত দলিলপত্রসমূহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে; শেরপুর ডি.জে. উচ্চবিদ্যালয়ের বর্তমান প্রধানশিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব রবীন্দ্রনাথ সরকার, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক (ভারপ্রাপ্ত) জনাব সদানন্দ লাহিড়ী, প্রাক্তন প্রধানশিক্ষক জনাব মো: আব্দুল হামিদ ও জনাব আহমদ আলী; এঁরা প্রত্যেকেই আমার সম্মানিত শিক্ষক। প্রায় দেড়শতাব্দী প্রাচীন 'স্কুল রেজলুশন্ বুক' থেকে বাংলা রেজলুশন্গুলোর জেরক্সকপি সংগ্রহে ও সুপ্রাচীন স্কুল লাইব্রেরী ব্যবহারে এঁরা এবং স্কুলের বর্তমান শিক্ষকবৃন্দ ও কর্মচারীগণ সকলেই সানন্দ-সহযোগিতা দান করেছেন। এঁদের সহায়তা এমুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে পুরোনো পত্রসমূহের জেরক্সকপি প্রদান করে যাঁরা আমাকে সহায়তা করেছেন তাঁরা হলেন: বর্তমান বগুড়া জেলা রেজিস্ট্রার জনাব ওসমান গনি ও

Dhaka University Institutional Repository

শেরপুরের প্রখ্যাত পীর 'গাজী মিঞার' খাদেমগণের অন্যতম উত্তরাধিকারী জনাব মজনুর রহমান মজনু। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে কিছু পত্র আমার নানামণি মরহুম ডা. হাফিজার রহমানের (মাতামহ) সংগ্রহে ছিল। এগুলো আমাকে সরবরাহ করেছেন তাঁর পৌত্রী মোছা: হাবীবা সুলতানা। এঁদের সকলের নিকট আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ।

আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক, শেরপুর ডিগ্রিকলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, 'শেরপুরের ইতিহাস (অতীত ও বর্তমান)' গ্রন্থের প্রণেতা জনাব অধ্যক্ষ মুহম্মদ রোস্তম আলী। তিনি আমার গবেষণা-কর্মেও নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন এবং প্রয়োজনীয় কতিপয় মূল্যবান পরামর্শ দিয়েছেন। এজন্য তাঁর কাছে আমি সবিশেষ ঋণী।

শেরপুরের প্রবীণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তি দৈনিক উত্তরবার্তা পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক মুহম্মদ আবদুল মতিন আমাকে তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরী ব্যবহার করার সুযোগ দিয়েছেন। শেরপুরের শতবর্ষজীবী প্রবীণ ব্যক্তি এবং প্রখ্যাত কবি ও সাহিত্যিক জনাব হোসেন-বিন-আব্বাস (জন্ম: ১৯০২) শেরপুর সম্পর্কে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ও পরামর্শ দিয়ে আমাকে সহায়তা করেছেন। আমি তাঁদের কাছেও সমভাবে কৃতজ্ঞ।

গবেষণাকর্ম নির্বাহকালে আমার পারিবারিক সংগ্রহ এবং আমার গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক মহোদয়ের বিপুল সংগ্রহ ছাড়াও আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমী গ্রন্থাগার ও বগুড়া উডবার্ণ পাবলিক লাইব্রেরী ব্যবহার করেছি। এসব প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারিবৃন্দকে আমি ধন্যবাদ জানাই। এ প্রসঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়গ্রন্থাগারের জনাব মো: আমান উল্লাহর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি বিভাগের প্রভাষক স্নেহাস্পদ মুহা: মিজানুর রহমান এবং ফার্সি ও উর্দু বিভাগের প্রভাষক জনাব মো: আবুল কালাম সরকার আমার বিশেষ ধন্যবাদার্হ। পত্রসমূহে প্রাপ্ত বেশকিছু আরবি-ফারসি শব্দের উৎস-নির্ণয় ও যথাযথ অর্থঅনুধাবনে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতার কথাও এমুহূর্তে আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণাকার্যের নানা পর্যায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকবৃন্দ আমাকে অনুক্ষণ বিভিন্ন পরামর্শ ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন এবং প্রয়োজনীয় গ্রন্থাদি পাঠ করতে দিয়ে সহায়তা করেছেন। উল্লিখিত শিক্ষকবৃন্দ হচ্ছেন: প্রফেসর ড. রফিকুল ইসলাম, প্রফেসর ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ড. ওয়াকিল আহমদ, প্রফেসর ড. আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, প্রফেসর ড. সৈয়দ আকরম হোসেন, প্রয়াত প্রফেসর ড. হুমায়ুন আজাদ, প্রফেসর ড. সাঈদ-উর-রহমান, প্রফেসর আবুল কাসেম ফজলুল হক, প্রফেসর আহমদ কবির, প্রফেসর ড. এস এম লুৎফর রহমান, প্রফেসর ড. বেগম আকতার কামাল, প্রফেসর ড. রফিকউল্লাহ খান, প্রফেসর ড. সৈয়দ মোহাম্মদ শাহেদ, প্রফেসর ড.

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্বজিৎ ঘোষ, প্রফেসর ড. ভীষ্মদেব চৌধুরী, প্রফেসর মনোয়ারা বেগম, অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর দে, অধ্যাপক বায়তুল্লাহ কাদেরী, অধ্যাপক আমীনুর রহমান, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, অধ্যাপক মেহের নিগার। তাঁরা সকলে, সান্নিধ্য ও অনুপ্রেরণা দিয়ে, আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন।

এপ্রসঙ্গে বিভাগীয় চেয়ারম্যান প্রফেসর মোহাম্মদ আবু জাফরের পরামর্শ, প্রশাসনিক তৎপরতা ও সহায়তার কথা আমি কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করছি।

গবেষণাকর্মের কোন কোন পর্যায়ে আমি পরামর্শ নিয়েছি প্রবীণ অধ্যাপক ড. কাজী দীন মুহম্মদ ও অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউমের। এজন্য তাঁদের কাছেও কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করছি।

সর্বোপরি আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ও গবেষণাতত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়ার পরামর্শ ও সহযোগিতার কথা আমি বিশেষভাবে উল্লেখ করতে চাই। পাণ্ডুলিপি সম্পর্কে তাঁর সুগভীর জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর দীর্ঘ অভিজ্ঞতা-ঋদ্ধ প্রজ্ঞা ও সাহচর্যে আমি উপকৃত হয়েছি। লিপিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিষয়সমূহ নিয়ে তাঁর সঙ্গে দীর্ঘদিনের আলোচনা-পর্যালোচনা আমার এই দুরূহ গবেষণাকর্মকে অনায়াসলব্ধ করেছে। তাঁর কাছে আমার কৃতজ্ঞতা ও ঋণ অপরিমেয়। প্রসঙ্গত লায়লা ভাবীর অনুপ্রেরণা ও আপ্যায়নও বিশেষভাবে স্মরণীয়।

আমার শ্রদ্ধেয় পিতা অধ্যাপক নূর মোহাম্মদ তালুকদার ও মাতা মহিনূর বেগমের কথা এ প্রসঙ্গে না বললেই নয়। বিশেষত আমার পিতা তাঁর শত ব্যস্ততার মধ্যেও বেশকিছু দলিলপত্র সংগ্রহের কষ্টসাধ্য কাজটি করে দিয়েছিলেন। তাঁদের নিরন্তর উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা গবেষণাকর্মে আমাকে সারাক্ষণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা যুগিয়েছে। অগ্রজা প্রভাষক নূর মহল, অনুজ মেডিক্যাল পড়ুয়া মুস্তাফা আল্লামা তালুকদার, ভগ্নিপতি অধ্যাপক মো: সিরাজুল ইসলাম, ভাগিনেয়ীদ্বয় সিতি ও প্রিতি এবং আমার পরিবার-পরিজনবর্গকেও আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। কারণ তাঁদের সকলের উৎসাহ-অনুপ্রেরণা ও সাহায্য-সহযোগিতা আমার শ্রমসাধ্য গবেষণাকার্যের পরিসমাপ্তিকে ত্বরান্বিত করেছে।

পরিশেষে এ.জেড. কম্পিউটার (১১১-১১২, বাকুশাহ হকার্স মার্কেট, নীলক্ষেত, ঢাকা-১২০৫) এর স্বত্বাধিকারী জনাব মো: জাকির হোসেন ও মুদ্রাক্ষরিক মো: কামাল হোসেনকে অভিসন্দর্ভটি মনোযোগ ও ধৈর্য সহকারে কম্পোজ করার কষ্টস্বীকার করায়, আমি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

মোস্তফা আহাদ তালুকদার

(মোস্তফা আহাদ তালুকদার) ৬০-৬৩-০৬

Dhaka University Institutional Repository

সূচী

ভূমিকা		**৭-২৮**
দলিলপত্রসমূহের তালিকা		**২৯-৪০**
দলিলপত্রসমূহের মূলপাঠ		**৪১-৩৯৭**
পরিশিষ্ট		**৩৯৮-৪৮৫**
পরিশিষ্ট-১	দলিলপত্রসমূহের কালানুসারী তালিকা	৩৯৮
পরিশিষ্ট-২	দলিলপত্রসমূহের বিষয়ানুসারী তালিকা	৪০৯
পরিশিষ্ট-৩	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তিনামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৪২২
পরিশিষ্ট-৪	পত্রসমূহে প্রাপ্ত স্থাননামগুলোর বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৪৫৩
পরিশিষ্ট-৫	পত্রসমূহে প্রাপ্ত বিশিষ্ট আঞ্চলিকশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৪৬৫
পরিশিষ্ট-৬	পত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবি, ফারসি ও হিন্দিশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৪৬৮
পরিশিষ্ট-৭	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কিছু বিকৃত ইংরেজিশব্দের তালিকা	৪৭৬
পরিশিষ্ট-৮	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সংক্ষেপিতশব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা	৪৭৮
পরিশিষ্ট-৯	পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সাংকেতিকশব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন	৪৮০
পরিশিষ্ট-১০	সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি	৪৮১
নির্ঘণ্ট		**৪৮৬**

Dhaka University Institutional Repository

ভূমিকা

"তিন শ বছরের সচল ধারা ফেলে রেখে নতুন অভিভাবকতায় এভাবে বাংলা গদ্যের নবযাত্রা শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শুরুতে। এ যাত্রায় অনেক বিত্ত সংগৃহীত হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু ঘরের অনেকদিনের সঞ্চয়ও হারিয়ে গিয়েছিল।"[১] -সেই হারানো ঐতিহ্যের অনুসন্ধান, বিশেষত, পুরোনো বাংলা গদ্যের আঞ্চলিক ইতিহাস ও ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধার-প্রচেষ্টাতেই বর্তমান গবেষণাকর্মটি পরিচালিত হয়েছে।

'তত্ত্ববোধে ও যুক্তিজ্ঞানে পরিশীলিত'[২] আধুনিক বাংলা গদ্যের উদ্ভবের মূলে পাশ্চাত্য প্রভাব অনস্বীকার্য। বস্তুত কলকাতা ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী হওয়ায় এবং ১৮০০ খ্রিষ্টাব্দে ইংরেজ কর্তৃক ফোর্টউইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠাই বাংলাগদ্যের নবযাত্রাকে ত্বরান্বিত করেছে। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত কলেজে বাংলা বিভাগ চালু হয় এবং এই বিভাগের ইংরেজ অধ্যাপক ও সংস্কৃতজানা বাঙালি পণ্ডিতদের উপরই আধুনিক বাংলা গদ্য রচনার দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। স্বভাবতই তাঁদের সৃষ্ট গদ্যে ইংরেজি ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব ছাড়াও সংস্কৃত ভাষার ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এর ফলে সমকালীন গদ্য ভিন্নতর রূপপরিগ্রহ করে। পরবর্তী সময়ে সেই ভিন্নতর গদ্যে শিল্প-সাহিত্য রচিত হয়ে ক্রমশ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

আধুনিক বাংলা গদ্যের এই ইতিহাস যেমন সত্য, তেমনি প্রাক্-উনিশশতকী বাংলা গদ্যের অবহেলার ইতিহাসও সমধিক সত্য। উনিশ শতকের পূর্বে তথা ষোল থেকে আঠার শতকের বাংলা গদ্যের নিদর্শন সীমিত ও ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ইত্যাদি বলে মূলত অবহেলা ও অবজ্ঞাই করা হয়েছে। অথচ পাশ্চাত্য প্রভাবের পূর্বে মুসলিম শাসনামলে ভারতবর্ষে গদ্যচর্চার ও গদ্যরীতির সমৃদ্ধ ঐতিহ্য ছিল। এসব ঐতিহ্যের প্রামাণ্য নমুনা আজো সারাদেশে 'পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্রে' ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। তাছাড়া উনিশ শতকের প্রথমার্ধে আধুনিক বাংলা গদ্যের নবযাত্রা শুরু হলেও গোটা উনিশ শতক জুড়েই তা কেবল কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এগদ্য তখনো 'সর্বত্রগামী' হয়নি। বরং উনিশ শতকের শেষ পর্যন্তও বাংলাদেশের সর্বত্র (চিঠিপত্র ও দলিল-দস্তাবেজে) বাংলা গদ্যের পুরোনো রীতিই অনুসৃত হয়েছে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে পুরোনো গদ্যের এসকল প্রকৃষ্ট নমুনা আজও

Dhaka University Institutional Repository

অবহেলিত ও অনুদ্‌ঘাটিত। ইতস্ততবিক্ষিপ্ত ও বিলুপ্তপ্রায় এউপকরণগুলো একত্র করার চেষ্টা করা হয় নি। তেমন ভাবে উপাদান সংগ্রহের কাজও হয় নি। বিশেষ করে অঞ্চলভিত্তিক পুরোনো বাংলা গদ্যের উপকরণ সংগ্রহের কোন দৃষ্টান্ত নেই। অথচ বাংলাভাষা বা গদ্যের প্রাচীন নমুনা ছাড়াও এসব 'পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ ও চিঠিপত্র' বাঙালীর সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ইতিহাসের অনেক উপাদানে সমৃদ্ধ। সমকালীন বাংলালিপির (বাংলা হরফের) ইতিহাস আবিষ্কারেও এসব পুরোনো দলিলপত্র সমধিক গুরুত্বপূর্ণ।

বাংলাদেশের অন্যতম পুরোনো ও ঐতিহ্যবাহী জেলা বগুড়া। এদেশের সর্বপ্রাচীন নগরী (পৌণ্ড্রবর্ধন/ মহাস্থানগড়) এই বগুড়া। পৌণ্ড্রবর্ধন মৌর্যরাজ অশোকবর্ধনের (২৫২খৃ:পূ:) সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল।[৩] এই সুপ্রাচীন নগরীর বহুবিধ ঐতিহ্যের ন্যায় 'পুরোনো দলিল-দস্তাবেজ ও' আজ বিলুপ্তপ্রায়। অযত্ন-অবহেলায় কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে এসব পুরোনো ঐতিহ্য। অনেক চেষ্টা করেও উনিশ শতকের পূর্বের কোন দলিল-দস্তাবেজ সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বগুড়া জেলা রেকর্ডরুম, জেলা ভূমি-রেজিস্ট্রি অফিস, বিভিন্ন জমিদার বাড়ি ও ব্যক্তিগত সংগ্রহ থেকে প্রাপ্ত ১৮০১-১৯০০ পর্যন্ত অর্থাৎ উনিশ শতকের সর্বমোট ১৩৩টি বিনষ্টপ্রায় ও ইতস্ততবিক্ষিপ্ত 'পুরোনো বাংলা দলিলপত্রের' সংগ্রহ নিয়েই গবেষণাকর্মটি পরিচালিত ও সম্পন্ন হয়েছে।

বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত এসব 'পুরোনো দলিলপত্র' একদিকে যেমন জেলার প্রাচীন ঐতিহ্যের ধারক, তেমনি ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতির ইতিহাসে অঞ্চলভিত্তিক নিদর্শনেরও প্রামাণিক দলিল। এগুলো আঞ্চলিক পুরোনো বাংলা গদ্যের উৎকৃষ্ট নমুনাও বটে। এসব দলিল অধ্যয়ন ও বিশ্লেষণে বগুড়া অঞ্চলের পুরোনো বাংলা লিপি, ভাষা, সমাজ,সভ্যতা,সংস্কৃতি ও ইতিহাসের নানা উপাদানের সঙ্গে পরিচিত হওয়া সম্ভব।

উনিশ শতকের ১৩৩টি দলিলপত্রের প্রতিটির মূল পাণ্ডুলিপি ও তার প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ (আধুনিক বাংলালিপিতে) এখানে দেওয়া হয়েছে। প্রাপ্ত পত্রসমূহ উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত হলেও, লিপিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে, এগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষত বাংলালিপির বিবর্তন ও সমকালীন ভাষার বৈশিষ্ট্য বিচারে এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

Dhaka University Institutional Repository

১

লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশের জন্য যেসব চিহ্ন ব্যবহার করা হয়, তাকেই আমরা সাধারণত 'লিপি' বলে থাকি। লিপির উদ্ভব যেমন অকস্মাৎ একদিনে হয় নি, তেমন প্রাক-মুদ্রাযন্ত্র- কালে লিপির বিবর্তন ছিল ভাষার বিবর্তনের মতই সহজ ও স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রাচীনতম বর্ণমালা দু'টি-'খরোষ্ঠী' ও 'ব্রাহ্মী'। [ব্রাহ্মীলিপির পূর্ববর্তী কোন লিপি এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি।] ব্রাহ্মীলিপি থেকেই বাংলা লিপির উদ্ভব। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময় প্রায় সমগ্র উপমহাদেশে ব্রাহ্মীলিপির প্রচলন ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ থেকে ১০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত এই লিপি মোটামুটিভাবে অপরিবর্তিতই ছিল। এ লিপির বিবর্তন খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকে শুরু হয়।[৪] খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক থেকে তৃতীয় শতক পর্যন্ত কুষাণ রাজাদের আমলে 'কুষাণলিপি' প্রচলতি ছিল। আবার খ্রিষ্টীয় চতুর্থ থেকে পঞ্চম শতকে গুপ্তবংশীয় রাজত্বকালে ভারতীয় উপমহাদেশে 'গুপ্তলিপির' প্রচলন ছিল। এভাবে রাজবংশের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে লিপিরও পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। তবে খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতক থেকে এই উপমহাদেশে বিভিন্ন লিপির উদ্ভব বা প্রচলন প্রধানত অঞ্চল ভিত্তিক। খ্রিষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব, উত্তর ও দক্ষিণ অঞ্চলে বিভিন্ন আঞ্চলিক লিপির সন্ধান পাওয়া যায়। এগুলো হল পূর্বাঞ্চল লিপি, উত্তরাঞ্চল লিপি ও দক্ষিণাঞ্চল লিপি।[৫]

পরবর্তী প্রত্যেক শতকেই এমনকি সতের, আঠার ও উনিশ শতকেও, বাংলালিপির অঞ্চলভিত্তিক বিভিন্নতা (বর্ণ-বৈচিত্র্য) বিদ্যমান ছিল। বাংলালিপির এ বিবর্তন অশোকের ব্রাহ্মী-লিপি থেকে শুরু করে মুদ্রাযন্ত্রে উত্তরণ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। [দ্র: ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা', (বাংলা একাডেমী ঢাকা, ১৯৮৪) পৃ: ২১৯-২২৫]

বগুড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত উনিশ শতকের লিপিতেও লিপিবিবর্তন (বর্ণবৈচিত্র্য) তথা একই লিপির বিভিন্ন রূপের 'প্রয়োগ-বৈশিষ্ট্যের' অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলে একই হরফের দু-তিনটি এমনকি তার অধিক রূপ (আকৃতি) প্রচলিত ছিল।

পত্রসমূহে প্রাপ্ত বেশকিছু হরফের প্রতিটির একাধিক আকৃতির দৃষ্টান্ত নিচের চুকে দেওয়া হল:

আধুনিক বাংলা বর্ণ	দলিলপত্রে প্রাপ্ত আকৃতিসমূহ	সংশ্লিষ্ট দলিলগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা
অ	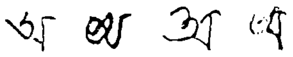	(১, ৮, ১৪, ২২, ৮১)
আ	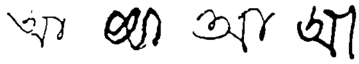	(১, ৬, ২৪, ৮১)
উ	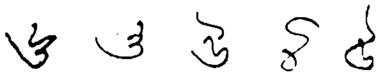	(৮২, ৮৭, ১০৩, ১১৪)
ও		(১,২২, ২৩, ৬৯,১১১, ১১৪, ১১৯)
ক		(১, ২, ৩, ৬, ১১, ৮১, ৯২, ১১২)
ঙ		(১, ৪৬, ৫১, ৭১)
চ	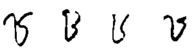	(৬৮, ৭২, ৭৩, ১১৬)
ছ	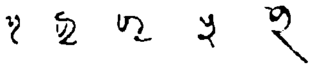	(৯, ১৮, ১৯,২০)
জ		(১৬, ১৯, ২৩, ২৫,৭৯)
ত		(৪, ১৩, ৪০, ৯২, ১২৮)
ৎ		(৪২, ৫৮, ৭৬, ৮৪, ১১২)
ঝ		(৫৪, ৭০, ৭৯)
দ	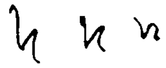	(৬, ৭৩, ৭৬, ১১৩)
ধ		(৮, ২০, ২৩, ৩৯, ৭২)
ন	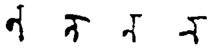	(১, ৩, ১২, ৩০, ৭৯, ৮২)
ফ	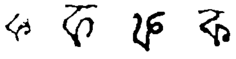	(৩, ১০, ৪৩, ৮৪)
ব		(৩, ৭, ১৩, ৯৬)
ভ		(৮, ২২, ৪৩,৮৬)

Dhaka University Institutional Repository

আধুনিক বাংলা বর্ণ	দলিলপত্রে প্রাপ্ত আকৃতিসমূহ	সংশ্লিষ্ট দলিলগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা
র		(৩, ৬৫, ১১১, ১১২)
ল		(১, ২, ১৮, ২৩, ৮২, ১১৮)
শ	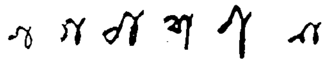	(১, ২, ২২,৬৮,৮১)
ষ	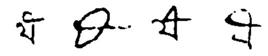	(৫, ৭৫, ১৫৩, ১২৮)
ড়	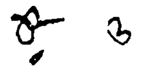	(২, ৪৫)
ং		(১, ১৩, ৪৩, ৪৭, ৫৮, ৫২, ১১২)
ঃ	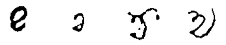	(১৩, ৫৬,১০১)
ঁ		(৯, ২৪, ৬৫)

স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা যুক্তবর্ণ	দলিলপত্রে প্রাপ্ত আকৃতিসমূহ	সংশ্লিষ্ট দলিলগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা
কু		(১, ৬, ৭, ১১, ১৮, ২৬, ৬৪, ৭৯)
ঙ্গ		(১৩,২৬ খ, ৪০, ১০১)
তু		(৪, ৩৪, ৪৭)
তে	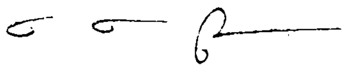	(৪৬, ৪৭, ১১০)
দ্দ		(৫, ৫৪, ৬৬)
ট্ট		(১১, ১২, ৪৭, ৬৮, ৯০)
ন্ন		(৯৯)
পু		(৬, ৭, ৯৬ক)

স্বরসংযুক্ত ব্যঞ্জন অথবা যুক্তবর্ণ	দলিলপত্রে প্রাপ্ত আকৃতিসমূহ	সংশ্লিষ্ট দলিলগুলোর পর্যায়ক্রমিক সংখ্যা
ভূ		(৮, ২২)
মু		(১৬, ৪৬, ৫৩, ১২২)
যু		(১৩, ১৯, ৪৬, ৭০, ৮৩)
লু		(৩, ৩০, ৭৩, ৮৭)
শ্রী	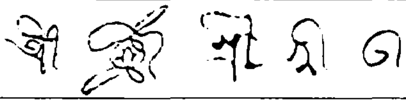	(১৫ , ১৮,২৪, ২৫, ৪২, ৮৫, ৯১)
সু		(১, ৩, ২৮, ৪০, ৫২, ৭২, ৯১)
ষ্ণ		(৯, ৭২, ৭৯, ৮৪, ৮৫)
হ্ন		(৯৬ক)
কৃষ্ণ (একীভূত শব্দ)	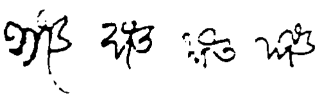	(৮, ৯, ১৪, ১৯, ২০, ৩৭, ৪০, ৮১, ৯১, ১০৫)

পত্রসমূহের লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়: এসব পাণ্ডুলিপি বহুরকম লিপি-বৈশিষ্ট্যে পরিপূর্ণ। এ লিপি-বৈশিষ্ট্যে শুধু বর্ণ বা হরফের (আ, ক, ন, ব, র, ল, শ, ং, ঃ, প্রভৃতি) আকৃতিতেই কেবল বৈচিত্র্য বিদ্যমান নেই, বহু স্বরসংযুক্ত বর্ণ ও যুক্তবর্ণের, (কু, দ্দ, ঙ্গ, ষ্ণ, হ্ন প্রভৃতি) বহু বিচিত্র-আকৃতিও (রূপ) পরিদৃষ্ট হয়। আবার সমরূপ বর্ণ ও যুক্তবর্ণও = সু. = খ, = তু, = ও, = কু, 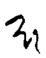 = দ্দ ইত্যাদি) তখন প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান ছিল। 'সাদৃশ্য (analogy)-এর প্রভাবে পৃথক্ পৃথক্ আকৃতিবিশিষ্ট একাধিক হরফ, স্বর-সংযুক্ত ব্যঞ্জন ও যুক্তবর্ণ, একপর্যায়ে বহুবিধ সমরূপে আবির্ভূত হয়েছিল'। লিপিতাত্ত্বিকগণ একে 'সাদৃশ্য-মূলক প্রতিক্রিয়া'-বলে অভিহিত করেছেন। (দ্র: ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠ-সমীক্ষা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪, পৃ: ১৬৭-১৮০)। এছাড়াও প্রাপ্ত দলিলপত্রসমূহের পাণ্ডুলিপিতে 'রেফ্' চিহ্নটির বিচিত্র ব্যবহারের প্রচলন ছিল। বেশকিছুসংখ্যক পত্রের পাণ্ডুলিপিতে 'একীভূত শব্দ'[৬]-ও লিখিত হতে দেখা যায়।

আধুনিক বাংলায় 'রেফ্'-চিহ্নটি 'র' নির্দেশে ব্যবহৃত হলেও পুরোনো বাংলালিপিতে রেফ্ চিহ্নের এক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়।[৭] যত্রতত্র প্রযুক্ত এসব 'রেফ'-চিহ্নকে কোনো ক্রমেই 'র'-নির্দেশক রূপে ধরে নেওয়া যায় না।

দলিলপত্রসমূহে প্রাপ্ত 'রেফ্' চিহ্নের নানামাত্রিক প্রয়োগের কতিপয় উদাহরণ:

(১) 'এতদর্থে আপন খুশীতে মালজামীনীপত্র লিখীয়া দিলাম' (৫৭)। -এখানে 'এতদর্থে' শব্দটিতে রেফ্চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে বিশুদ্ধ শব্দের অপরিহার্য অঙ্গ হিসাবে।

(২) 'জর্দ্দপী বয় কি হেপা ও দান কি বিক্রয় করি তাহা ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর' (৪০)। এখানে দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন নির্দেশে রেফ্চিহ্ন প্রযুক্ত হয়েছে।

(৩) 'করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৭ বারশও শাতার্ম্ব শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চআগে' (১০৭)। - এখানে 'ব'-ফলাযোগে গঠিত যুক্তবর্ণে রেফ্চিহ্ন প্রযুক্ত হয়েছে।

(৪) 'উক্ত মহাল বিক্রয় করার ঊর্দ্দত হওাতে তুমীতাহা জ্ঞাত হৈয়া(৫৪)।' 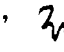 (কু) এবং 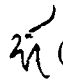 (দ্দ) যুক্তবর্ণ দুটির সাদৃশ্যজনিত বিভ্রান্তি দূর করতে-এখানে রেফ্ প্রযুক্ত হয়েছে।

(৫) 'ইর্চ্ছায় (ঈশ্বরের ইচ্ছায়) উক্ত গোকুল মুনী দাস্যা...... লোকান্তর হওয়াতে আমী তাহার তেজ্য সমস্তত সুর্ম্পত্যে দাখিলকার আছি (৬১)।' -এখানে প্রথম 'রেফ্' দ্বিত্ব নির্দেশক এবং দ্বিতীয় রেফ্টি সাদৃশ্যমূলক প্রতিক্রিয়া জনিত।

বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠে অন্যতম রহস্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যাযোগ্য লিপি-বৈশিষ্ট্য হলো 'একীভূত শব্দ।''পুরোনো বাংলালিপির বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্যময় জগতে কোন কোন সময়ে এমন কিছু শব্দ পাওয়া যায়, যেগুলো লিপিগত কি আকৃতিগত বিচারে এক একটি যুক্তবর্ণই বটে, কিন্তু প্রকৃতিগত নিরিখে একাধিক একাক্ষর (monosyllable)–এরই স্তূপীকৃত একক বিপনী। যেমন- (কৃষ্ণ), (প্রভু), (কুণ্ড) ইত্যাদি।' বাংলা পাণ্ডুলিপিতে এগুলোকেই 'একীভূত শব্দ' হিসাবে নির্দেশ করা হয়েছে।

দলিলপত্রগুলোতে প্রাপ্ত 'একীভূত শব্দ' ব্যবহারের কতিপয় দৃষ্টান্ত এখানে দেওয়া হল:

(১) 'শ্রী 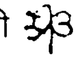 কীঙ্কর সরকার' (৮) [এখানে ব্যক্তিনামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত]

Dhaka University Institutional Repository

(২) 'শ্রী সুন্দর শর্ম্মর্ণ তালুকদার' (৩৭)।

(৩) 'রাম মজুমদার' (২১)।

(৪) ' মোহন তালুকদার' (৯১) (১০৫)।

(৫) ' পুর' (৩৫খ) [এখানে গ্রামনামের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত]

আধুনিক বাংলায় 'চন্দ্রবিন্দু' (ঁ) হরফটির ব্যবহার-ক্ষেত্র সংকুচিত হয়েছে; অথচ বাংলা পাণ্ডুলিপিতে বর্ণটির বহুবিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বগুড়া অঞ্চলে প্রাপ্ত এসব দলিলপত্রে 'চন্দ্রবিন্দু'-হরফটির নানামাত্রিক ব্যবহার চোখে পড়ার মত। 'আল্লাহ', 'ঈশ্বর', 'ভগবান-সহায়'-অর্থে শব্দের পূর্বে 'চন্দ্রবিন্দু' প্রয়োগ করা হত। কোন কোন ক্ষেত্রে তীর্থ বা পুণ্যস্থানের নামের পূর্বে 'চন্দ্রবিন্দুর' প্রয়োগ হত। আবার কখনও মৃতব্যক্তির নামের পূর্বে এবং সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তির নামের পূর্বেও 'চন্দ্রবিন্দু' যোগ করার রেওয়াজ দৃষ্টিগোচর হয়।

সংশ্লিষ্ট দলিল-পত্রসমূহে 'চন্দ্রবিন্দু'-হরফের নানাবিধ প্রয়োগের নমুনা:

(১) ' শহায়' (৩০) [আল্লাহ-সহায়]

(২) ' না করেন' (৩০) [আল্লাহ না করেন]

(৩) ' গয়া' (৫৩) [পুণ্যস্থানের নামের পূর্বে]

(৪) ' গাজীমিঞা সাহেব'(২) [সম্মান প্রদর্শনে]

(৫) ' দেওান সূর্য্য নারায়ন মজুমদার' (৬১)। [মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে]

(৬) ' স্বারদিয় পুজা' (৬১)। [দুর্গাপূজা]

বেশ কিছু দলিলপত্রে আর একটি লিপিতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেসব ক্ষেত্রে ঈ = কার (ী) কোথাও কোথাও আ-কারের (া) মত প্রযুক্ত হয়েছে।

উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যের কতিপয় নমুনা:

(১) 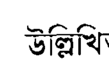 = থাকী (২)।

(২) 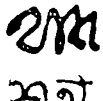 = কীতা (২০)।

(৩) 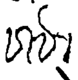 = চীঠা (২২)।

(৪) 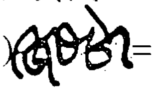 = জেষ্টী (২)।

(৫) = দাখীলা (৫)।

Dhaka University Institutional Repository

(৬) 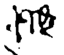 = কীছু (৯)।

(৭) = কুঠী (৫৭)

(৮)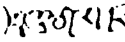= এক্তীয়ার (১২খ)।

২

বগুড়ায় প্রাপ্ত এইসব দলিলপত্রের ভাষায় সমকালীন সাহিত্যিক গদ্যের মান রক্ষিত না হলেও, পুরোনো বাংলাগদ্যের ঐতিহাসিক নিদর্শনস্বরূপ এগুলোর মূল্য কম নয়। ভাষাতাত্ত্বিক বিচারেও এ গদ্য বিশিষ্ট। ঐতিহাসিক নিদর্শন বলার কারণ হল : আধুনিক বাংলা গদ্য ইংরেজি ও সংস্কৃতপ্রভাবিত পরিবর্তিত রূপের ও রীতির গদ্য। মুসলিম প্রভাবে মধ্যযুগে 'আরবি-ফারসি' শব্দবহুল যে গদ্যরীতির ধারা সচল ছিল- আধুনিক গদ্য ভাবে ও ভাষায়, তা হতে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। উনিশ শতক পর্যন্ত পুরোনোগদ্য ছিল 'আরবি-ফারসি' শব্দবহুল, এর বাক্য কাঠামো ছিল সরল এবং কেবল সাধারণ ভাবপ্রকাশের উপযোগী। এই ভাষাই ইংরেজ রাজত্ব স্থাপনের পঞ্চাশ-ষাট বছরের মধ্যে রীতিমত নতুন রূপ পরিগ্রহ করেছিল। এসময়ে গদ্যে আরবি-ফারসি শব্দের ব্যবহার কমে গিয়ে তাতে ব্যাপক সংস্কৃতায়ন ঘটে। জটিল ও যৌগিক বাক্য-কাঠামো জনপ্রিয়তা লাভ করে। ইংরেজি ভাষার প্রভাবও এর উপর পড়ে । ইংরেজির বাক্যকাঠামো, পদক্রম এবং যতিচিহ্ন ধীরে ধীরে বাংলাতেও দেখা দিতে থাকে। দৈনন্দিন কাজকর্মেও বাংলা গদ্যের ব্যবহার বাড়তে থাকে। এই নতুন ভাষায় সংবাদপত্র প্রকাশিত হতে থাকে। কয়েক দশকের মধ্যেই বিদ্যাসাগর, প্যারীচাঁদ মিত্র, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখের সাহিত্যচর্চার মাধ্যমে এই গদ্য 'সাহিত্যিক গদ্যে' উত্তরণলাভ করে। এভাবে এই নব্যরীতির বাংলা ভাষা সৃজনশীলতার প্রশস্ত বাহন হয়ে ওঠে। আর ইতিহাসের অন্ধকারে হারিয়ে যায় কয়েক শত বছরের তিল তিল করে গড়ে ওঠা ও সচল হওয়া 'আরবি-ফারসি' শব্দবহুল পুরোনো বাংলা গদ্যের মূলধারা। কিন্তু লক্ষণীয় বিষয় হল বগুড়ায় প্রাপ্ত উনিশ শতকের এই দলিলপত্রগুলোর ভাষা পুরাতনেরই অনুসারী, বস্তুত সেগুলো, 'ভাবে' ও 'রীতিতে', অতীত ঐতিহ্যচারী। এ গদ্যে আধুনিকতার তেমন কোন স্পর্শ নেই। এ গদ্য আরবি-ফারসি শব্দবহুল এবং এর বাক্যকাঠামো সরল। এই ভাষা সাধারণ ভাবপ্রকাশের উপযোগী। যেমন :

'আরজদাস্ত ফিদ্বি শ্রীজয়কৃষ্ণগীর গোশাঞী

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার ডিহি কচুয়াপাড়া ওগএরহ গরিব পরওর সেলামত
আমার আরজ এহি জে আমারদিগের গুরু গোশাঞী অভাবপর আমরা
দুই ব্রাতা এক হামতামে থাকিয়া গুরুমৌছুফের তের্য্য তাবত বস্তুতে দখিলকার
হইয়া সদর মালগুজারীর আনঞ্জাম করিয়া ভোগতছরূপ করিয়া আসিতেছিলাম আমার
গুরু ব্রাতা গোবর্দ্ধনগীর গোশাঞী কাসরোগে চিরকাহিল ছিলেন সেরোগ হইতে অব্যাহুতি
না হওয়া বিবচনাতে তাহার নিজ জমিদারী পরগনে মেহমানসাহির ডিহি কচুয়াপাড়া
ও বাজে তালুক ওগএরহ শ্বনামি ও বিনামী তাহার নিজহক জে ছিল এবং লাখিরাজ ওগএরহ
জে জমি ছিল নগদ দৌলত ও তেজারতি কারবারি খতখাতা শুরুত এবং আদালতে জে সকল
টাকা আমানতি পাওনাছে এবং সোনারূপা ও তামা কাঁশা পীতল ওগএরহ জেহরাত ও তৈজষাদি
ও বাড়িঘর ও হাতি ঘোড়া গোরূপ ও নৌকা সোওারী এবং রেশমি ও পশমিনা ও গএরহ জে কীছু
ছিল তাবত তাহার অভাবে আমার হক জানিয়া আপন শ্বকীয় ভাববুদ্ধে আমাকে হেবা করিয়া
হেবানামা লিখিয়া দিয়া ১২ মাঘ বেলা ১ প্রহর উদায় পঞ্চত্য পাইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন
আমাদের জাইতের সবমোত আমি তাহার ক্রীয়াদি করিয়া তাহার তের্য্য তাবৎ বস্তুতে দখিল-
কার হইয়া সরকারের মালগুজারীর আঞ্জাম করিতেছী এওনাকারণ জোনাবে আরজ করিলাম ইতি
তারিখ ১৩ তেরঞী মাঘ" [পত্রসংখ্যা-৯]

উল্লিখিত পত্রের ভাষা সরল ও প্রত্যক্ষ। বাক্যে যতিচিহ্নের কোনো ব্যবহার নেই। শব্দ-চয়নে 'আরবি-ফারসি' শব্দের প্রাধান্য থাকলেও আঞ্চলিক শব্দের প্রভাবেরও স্বাক্ষর আছে (এক হামতাম, ভাব-বুদ্ধে, জাইত)। আবার দু'একটি শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগও লক্ষণীয় (গোরূপ, পঞ্চত্য পাওয়া)। এখানে বাক্যের পদবিন্যাস একটু বিচিত্র। বাক্যে অসমাপিকা ক্রিয়ার পূর্বে 'না'-অব্যয়ের ব্যবহার পরিলক্ষিত (অব্যাহুতি না হওয়া)।
আবার কোন কোন ক্রিয়াপদে সম্প্রকর্ষ বা স্বরলোপ ঘটেছে (পাওনাছে)।

কতিপয় দলিলপত্রে বাক্যগঠন ও পদবিন্যাসে সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের (সম্ভ্রমাত্মক মধ্যম পুরুষের সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের অনুজ্ঞা রূপের) বিশিষ্ট প্রয়োগও বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য যেমন :

"........ রিতীমোত জেলা রাজশাহীর কালেক্টরি শেরেস্তাতে আপন
নাম জারী করিয়া রাজস্য আদায় পূর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপসত্য

Dhaka University Institutional Repository

ভোগ দখল করিতে থাকেন দানবিক্রীর সত্যাধিকারী আপনে ও

আপনকার ওয়ারিশান আমার ও আমার ওারিসানের সহীত

কোন ইলাকা নাহী ও কীছু শত্য থাকীলনা কালে কস্মীনে

আমী কিম্বা আমার ওারিশান কোন দাবি ও দরপেস

করি ও করে ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর" [পত্রসংখ্যা-৬৬খ]

আবার কোন কোন পত্রে সর্বনাম পদে বহুবচনের দ্বিত্ব ও পরিলক্ষিত হয় :

"…….উক্ত জমীর দান বিক্রএর শত্তাধিকার তোমরা-

দ্বিগের ও তোমাদিগের ওয়ারিসানের তাহাতে আমরা ও

আমরাদ্বিগের উত্রাধিকারীগণ প্রস্তাবিত কবলাতে পরগনার

বিপরিত লিখিত হওার বিশয় বাজখাস্ত ও ওজর আপর্থ

কোনখানে করিব না ও করিবেক না …….।" [পত্রসংখ্যা-৬৯খ]

বহুবচনাত্মক ফারসিপ্রত্যয় 'আন'-যোগে গঠিত বহু শব্দও এসব দলিলপত্রে অবাধে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫৩-সংখ্যক 'পত্তনিপত্রে', ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৭৯ ও ১০৭-সংখ্যক যথাক্রমে, ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র ও করজখতপত্রে 'শাকিনান' [=সাকিনান (সাকিন+আন)] বহুবচনজ্ঞাপক শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর অর্থ: ঠিকানাসমূহ বা 'নিবাসসমূহ'।

দরখাস্ত বা ব্যক্তিগতপত্রগুলোর সম্ভাষণ-রীতি 'আধুনিক, রীতিসিদ্ধ,সমাসবদ্ধ ও অলঙ্কৃত' হলেও, বিষয়, ব্যক্তি ও যোগ্যতা-অনুযায়ী তার প্রয়োগ-বিভিন্নতা পরিদৃষ্ট হয়। তবে ওই সম্ভাষণ-গুলোতে প্রযুক্ত সমাসবদ্ধ, অলঙ্কৃত ও গুণবাচক শব্দতালিকা কোথাও দীর্ঘ আবার কোথাও সংক্ষিপ্ত।

পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সম্ভাষণের দৃষ্টান্ত:

(১) "ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীসোমতউল্বা বকসী সদাসয়েষু।" (১)

(২) "মহামহীম শ্রীযুত ˇ গাজী মিঞা সাহেব বরাবরেষু।" (২)

(৩) "মহামহীম শ্রীযুতা বাদাম বেওা স্তানে।" (৩)

(৪) "আরজদাস্ত ফিদ্বি শ্রীগোবর্দ্ধনগীর গোশাঞী জমিদার গরিব পরওর শেলামত।" (১০)

(৫) " মহামহিম শ্রীযুত ডেপুটী কালেকট্টর শাহেব জেলা বগুড়া বরাবরেষু।" (১৮)

Dhaka University Institutional Repository

(৬) " ধর্ম্মাবতার ।" (২১)

(৭) " মহামহিম শ্রীযুত বলরাম ময়ুমদার মহাশয় সমীপেষু ।" (২৮)

(৮) " মহামহিম শ্রীশ্রীযুক্ত মিঃ হেভির এস্টক বোর্ডড শুপ্রেনন্টেডেন্ট সাহেব হুজুর বরাবরেষু ।" (২৯)

(৯) " মহামহীমা শ্রীযুতা কাত্যায়নী দেব্যা মহাশয়া বরাবরেষু ।" (৪০)

(১০) " মহামহীম শ্রীযুত ভবানী সঙ্গর পাড়ে জমীদার মহাশয় বরাবরেষু ।" (৪৭)

(১১) " পরমকল্যানীয় শ্রীযুতা আল্হাদমুনী দাস্যা কল্যানবরেষু ।" (৬১)

(১২) " সকল মঙ্গলালয় শ্রীলোচনসাহা বরাবরেষু ।" (৭৬)

(১৩) " পরম পূজনিয় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্রগীর গোসাঞ্চী মহাসএ বরাবরেষু ।" (৮৪)

(১৪) "মহামহিম শ্রীযুক্ত মেং জওজেফ উলিএমছ পেটর সাহেব মহাশয় বরাবরেষু ।" (১০)

(১৫) " শস্তি শকল মঙ্গলালয় ।" (৩৯)

(১৬) " শ্রীযুক্ত মহারাজা জগইন্দ্র বনয়ারিলাল বাহাদুর ।" (৬৪)

বগুড়া জেলায় প্রাপ্ত উনিশ শতকের এসব পত্রের আর একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল হিন্দু-মুসলমাননির্বিশেষে পত্রগুলোর লেখা শুরু হয়েছে "শ্রীশ্রীদুর্গা", "শ্রীশ্রীকালী", "শ্রীশ্রীহরি" ইত্যাদি দেবকীর্তনমূলক শব্দ দিয়ে। তবে ৯৪-সংখ্যক পত্রে এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। এপত্রের লেখা শুরু হয়েছে- "শ্রীশ্রীজাহান" শব্দটি দিয়ে। সারাদুনিয়ার মালিক তথা 'আল্লাহ'-অর্থে ব্যবহৃত "শ্রীশ্রীজাহান" শব্দটি যেমন ব্যতিক্রান্ত, তেমনি এশব্দটি মুসলিম ঐতিহ্যের স্মারকও বটে।

পত্রগুলোতে প্রাপ্ত মঙ্গলসূচক দেবকীর্তনমূলক 'সূচনা-শব্দের' নমুনা:

(১) "ॅশ্রীশ্রীকালী" (১)

(২) "শ্রীশ্রীরাধা বনওারিজী শ্বরনং" (৫)

(৩) "ধম্মাবতার" (২২)

(৪) "৭শ্রীশ্রীরাম" (২৫)

(৫) "ॅশ্রীশ্রীদুর্গা" (৪২)

(৬) "শ্রীশ্রীহরি" (৩০)

(৭) "শ্রীগীরিজা" (৭২)

Dhaka University Institutional Repository

(৮) "৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণ" (৭৫)

(৯) "শ্রীশ্রীজাহান" (৯৪)

উনবিংশ শতাব্দীর এসকল দলিলপত্রের শব্দভাণ্ডারের এক বিশাল অংশ জুড়ে রয়েছে "আরবি-ফারসি" শব্দ। সমকালীন ইংরেজি ও সংস্কৃত প্রভাবিত নব্যরীতির বাংলাগদ্য তৎকালীন গদ্য ধারাকে খুব সামান্য পরিমানেই প্রভাবিত করতে পেরেছিল । অন্যভাবে বলা যায় : সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সর্বস্তরে তখনও আধুনিক বাংলা গদ্যের ছোঁয়া লাগে নি। কিছু কিছু বিকৃত উচ্চারণের ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ দেখা গেলেও, সংশ্লিষ্ট লিপিকরগণ পত্রসমূহে 'আরবি-ফারসি'-শব্দচয়নেই অধিকতর উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছেন। এমনকি কতিপয় আরবি-ফারসি শব্দের 'মূল উচ্চারণের কাছাকাছি প্রতিবর্ণীকরণ' করতেও তাঁরা সক্ষম হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট শব্দগুলোর বাংলাদেশে প্রচলিত আধুনিক উচ্চারণই বরং বিকৃত। যেমন :

(১) 'আলাহিদা'<আলাহিদাহ্[৮] (আ) (৩), আলাদা।

(২) 'মজমুদার' <মজমুআদার (আ) (৫২), মজুমদার।

(৩) 'মোওাফিক' <মুয়াফিক (আ) (৭০), মাফিক।

(৪) 'তফাওৎ' <তাফাওৎ বা তাফাবুত (আ) (৭০), তফাত।

(৫) 'গোমাস্তা' <গুমাশ্‌তাহ্[৯](ফা) (৮৭), গোমস্তা।

আবার বর্তমানে অপ্রচলিত বেশ কিছু শব্দের প্রয়োগও দলিলগুলোতে লক্ষ্য করা যায়। কালের গর্ভে এ শব্দগুলো আজ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। আধুনিক বাংলা গদ্যে এসব শব্দের অস্তিত্বও আজ প্রায় বিলীয়মান।

বর্তমানে অপ্রচলিত অথচ উনিশ শতকের দলিলপত্রে ব্যবহৃত শব্দের কতিপয় নমুনা:

(১) 'হিন-হিয়াত' (ফা) (১২) : জীবনকাল।

(২) 'মোলাহেজা' (আ) (১২) : পর্যবেক্ষণ।

(৩) 'মোকনসি' (আ) (১২) : উদ্ধার।

(৪) 'পাইকস্তা' (ফা) (৬৯) : বর্গাজমি।

(৫) 'সুকী' (বা) (৭০), সিকি $^{1}/_{8}$ ।

(৬) 'ফারখতি' (আ) (২৯) : সম্পর্কচ্ছেদ।

(৭) 'পোন্দ্রহী' (স) (১০৪) : পনের।

(৮) 'পঞ্চত্ব পাওয়া' (স) (৯) : মৃত্যু।

(৯) 'ওান' (ফা) (৫৫) : ভূমির পরিমাণ বিশেষ।

(১০) 'নিস্পী' (ফা) (৫৫) : অর্ধাংশ।

(১১) 'তহফিক' (আ) (৪৫) : তদন্ত।

(১২) 'তাদোমজিস্ত' (ফা) (৭৫) : সমগ্রজীবন।

(১৩) 'জেরবার' (ফা) (১১২খ) : পর্যুদস্ত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের কিছুপূর্ব কাল থেকেই বগুড়াঅঞ্চলে ইংরেজি শব্দের অল্পবিস্তর প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ১-সংখ্যক পত্রে, 'আকট্যবর', 'সিএর'; ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৩-সংখ্যক পত্রে 'কমপুনী', ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ২৬ সংখ্যকপত্রে 'রেপট', 'রেবনিউ কমীশনরী' এবং ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫২-সংখ্যক পত্রে 'এপ্রেল' প্রভৃতি শব্দদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে তখন এ-অঞ্চলে ইংরেজি ভাষা ততটা পরিচিতি পায়নি; বরং আরবি-ফারসি শব্দবহুল পুরোনো বাংলাভাষা ব্যবহারেই এ-অঞ্চলের সাক্ষর জনগোষ্ঠী বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন।

৩

প্রাচীন বাঙালি সমাজের বিভিন্নস্তরের মানুষের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ক্ষুদ্র-বৃহৎ নানা তত্ত্ব ও তথ্য এইসব 'চিঠি' ও 'দলিলে' পাওয়া যায়। এসব পুরোনো দলিল-দস্তাবেজের আলোকে বাঙালীর জীবনধারা তথা উনিশ শতকের বগুড়া অঞ্চলের সমাজ-জীবনের বাস্তব চিত্র খানিকটা হলেও আমরা জানতে ও বুঝতে পারব। এছাড়াও পত্রসমূহ পাঠে সমকালীন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা, প্রশাসনিক স্তর বিন্যাস, ভূমিব্যবস্থা ও ভূমি আইন সম্পর্কেও সম্যক্ ধারণা পাওয়া সম্ভব হবে।

উনবিংশ শতাব্দী ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগ।১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দে মুঘল সামন্ত শাসনের অবসান হলেও ইংরেজ ঔপনিবেশিক আমলে নব্য জমিদারতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। বিশেষত, লর্ড ক্লাইভ কর্তৃক ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে প্রাচীন

Dhaka University Institutional Repository

জমিদারদের বিলুপ্তি ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নব্য জমিদারের আবির্ভাব ঘটতে থাকে। বগুড়া অঞ্চলেও এরূপ বেশ ক'জন সম্ভ্রান্ত ও নব্য জমিদার, তালুকদার এবং তাঁদের জমিদারি ও তালুকদারি ব্যবস্থার পরিচয় এই দলিলগুলোতে পাওয়া যায়। জমিদারদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন, বগুড়া জেলার পোলাদশী পরগনাধীন লাট ইন্যাতপুরের জমিদার, 'মহারাজা জগইন্দ্র বনয়ারীলাল বাহাদুর'; মেহমানসাহী পরগনাধীন ডিহি কচুয়াপাড়ার (বর্তমান শেরপুর) 'গীর-গোশাঞী' জমিদারদের মধ্যে 'ডোম্বরগীর গোশাঞী', 'রঘুনাথগীর গোশাঞী', 'রাজগীর গোশাঞী' গুরুদয়ালগীর গোশাঞী, গোবর্দ্ধনগীর গোশাঞী ও 'জয়কৃষ্ণগীর গোশাঞী'; [এঁরা সকলেই অকৃতদার সন্ন্যাসী জমিদার ছিলেন; এঁদের মধ্যে পরস্পর গুরু-চেলা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। পূববর্তী গুরু যাঁকে লায়েক (যোগ্য) মনে করতেন তিনি তাঁকেই পরবর্তী জমিদার নিযুক্ত করে যেতেন (দ্র: পত্রসংখ্যা-১২)]; মেহমানসাহী পরগনাধীন (বর্তমান শেরপুর) মুনসী জমিদারদের মধ্যে 'রায় বাহাদুর কালী কিশোর মুন্সী', চন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুন্সী, 'মহেশ নারায়ণ মুন্সী' রাধারমন মুন্সী', শীবনারায়ণ শর্ম্ম মুনশী'; পরগনা শেলবর্ষের জমিদার 'শৈয়দ আশদজ্জমা চৌধুরী; চান্দনীয়ার (বর্তমান শিবগঞ্জ) জমিদার 'শৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী', বগুড়ার তরফ বেহারের নাবালক জমিদার 'গোলাম গোফফর চৌধুরী', পরগণা ছিণ্ডাবাজু শেলবর্ষের তরফ পাওগাছার জমিদার 'শৈয়দ জয়গমজ্জমা চৌধুরী, ও পরগণা শেলবর্ষের জমিদার 'হামেদ আলী চৌধুরী' প্রমুখ। তালুকদারদের মধ্যে, 'কৃষ্ণসুন্দর শর্ম্মন ভাদুড়ী', 'গুরু প্রসাদ চক্রবর্ত্তী', 'তারিনীপ্রসাদ মুখয্যা', 'দিনবন্ধু তালুকদার', 'দুর্গাকান্ত শর্ম্ম রায়', 'ভিক্ষাকর শর্ম্ম তালুকদার', 'রামাঞী তালুকদার', 'দোস্তমামুদ চৌধুরী', 'দলেল মাহামুদ মুনশী', 'আলে মাহামুদ শরকার' প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

এপ্রসঙ্গে বগুড়ার সম্ভ্রান্ত মহিলা জমিদারদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে বগুড়া জেলার পরগনা প্রতাপবাজুর অন্তর্গত ডিহি জাঙ্গীরাবাদের জমিদার 'সৈয়দানী আমিরন্বেছা চৌধুরানী', পরগনা শেলবর্ষের হিস্যা আট আনার জমিদার 'লতীফন বিবি চৌধুরানী', পরগনা শেলবর্ষের (অপর) আট আনার জমিদার 'শৈয়দানী ফয়জন্বেছা বিবি চৌধুরানী', পরগনা শেলবর্ষের তরফ কাথহালীর জমিদার 'আছদন্নেছা বিবি', পরগনা শেলবর্ষের পাকৈড়-এর

Dhaka University Institutional Repository

জমিদার 'শৈয়দানী মহবুবন্বেছা চৌধুরানী', তরফ রুদ্রবাড়িয়ার জমিদার 'জয়দুর্গা দাস্যা' ও 'বরদেশ্বরী দাস্যা' প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

প্রাপ্ত করজখতপত্রসমূহ পরিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয় যে উনিশ শতকে বগুড়া অঞ্চলে ব্যাপকভাবে মহাজনী প্রথার প্রচলন ছিল। সমাজের অর্থশালী ব্যক্তিরা সুদে টাকা ধার দিতেন। সুদের হার ছিল প্রতি শ-তে সর্বোচ্চ ১ টাকা। এমনকি সমাজের বিত্তশালী মহিলারাও এ পেশায় জড়িত ছিলেন (দ্র: পত্রসংখ্যা ১০৯)। ১০১-সংখ্যক পত্রে উলিএমছ পেটর (মিস্টার উইলিয়ামস্ প্রেটার) নামক একজন ইংরেজ মহাজনের পরিচয় পাওয়া যায়, যিনি সুদে বড় অঙ্কের টাকা ধার দিতেন।

এসব দলিলপত্রে সমাজের উচ্চবিত্ত ছাড়াও গোমস্তা, আমলা, কারপরদাজ, বরকন্দাজ, নেওগী, মুনশী, পণ্ডিত, কৃষক, জেলে, মাঝি, চাপরাশি, চকিদার, খানসামা ইত্যাদি নানা পেশার মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের জীবন ও জীবিকার নানাবিধ পরিচয় বিধৃত হয়ে আছে। বিশেষত নিম্নবিত্ত 'ডাক'-সম্প্রদায়ের (যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী) 'গওসী ডাক' (৬৫); হকার শ্রেণীর 'গুইয়া হকার' (৩৬), জিউনী বা জেলে সম্প্রদায়ের 'কামনা জিউনী' (১৮) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ১৮৫০ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ৬৫-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত 'কশবে শেরপুর' ও 'রঙ্গরেজটোলা' শব্দ দু'টি বিশেষ তাৎপর্যবহ। 'কশবা' অর্থ: নগর। অত্যন্ত সুপরিকল্পিত নগরের নামের পূর্বে (১৭/১৮ শতকে) 'কশবা'-শব্দটি ব্যবহৃত হত। আর এসকল প্রাচীন নগরীতে ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবীদের জন্য ভিন্ন ভিন্ন পাড়া বা মহল্লা থাকত। 'রঙ্গরেজটোলা' নাম থেকে সহজেই অনুমেয় যে এটিও একটি নির্দিষ্ট পেশাজীবীদের অর্থাৎ যাঁরা রাজমিস্ত্রি এবং রঙের কাজ করতেন তাদের বসবাসের মহল্লা ছিল।

তৎকালে এ অঞ্চলে সরকারী চাকরিতে নিয়োগ পেতে, বিশেষ করে খাজাঞ্চীগিরি কর্মে নিয়োগপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কর্তৃক সম্পত্তির মাল-জামানতির প্রয়োজন হত, (দ্র: পত্রসংখ্যা-৪৫)।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম সমাজে বিয়েতে দেন-মোহরের প্রচলন ছিল। বিশেষত সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের কনেকে বড় অঙ্কের টাকা দেন-মোহর প্রদানের রেওয়াজ ছিল। ৭৫-সংখ্যক পত্রে দেখা যায়, বগুড়ার অন্যতম জমিদার সৈয়দ জয়গমজ্জমা চৌধুরী ১২৫৭ সালের ৭ শ্রাবণ 'শৈয়দানী ফয়েজন্নেছা চৌধুরানীকে' ৩০,০০০ টাকা দেন-মোহরে বিয়ে করেন এবং উক্ত দেন-মোহরের অর্থ-নগদ আদায় করতে তিনি তাঁর বিভিন্ন এলাকার জমিদারি ও তালুকসম্পত্তি স্ত্রীকে লিখে দেন।

আবার সমাজের যে সকল সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সন্তান-সন্ততি ছিল না, বৃদ্ধাবস্থায় বা মৃত্যুর পূর্বে তাঁরা তাদের স্ত্রীদেরকে দত্তকপুত্র রাখার অনুমতি দিতেন এবং এজন্য তাঁরা রীতিমত অনুমতিপত্র লিখে দিতেন (দ্র: পত্রসংখ্যা-১১০)।

উনিশ শতকের শুরুতেও এ অঞ্চলে আধুনিক শিক্ষার (ইংরেজি) প্রসার তেমন ভাবে লক্ষ্য করা যায় না। পরিবারের পুরুষরাই প্রধানত লেখাপড়া করতেন। তবে কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত পরিবারের দু'একজন মহিলাও সাক্ষর ছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের বেশকিছুসংখ্যক পত্রে নিরক্ষর ব্যক্তির 'টিপসহির' বিকল্পে 'কালীর নেশানী করা' এবং সাক্ষর ব্যক্তির ক্ষেত্রে তার 'স্বাক্ষরের' বিকল্পে 'আপন হরফ' প্রতিশব্দ দুটির প্রচলন ছিল, (দ্র: পত্রসংখ্যা-৫৩)।

১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়ার কালেক্টর মিস্টার ইউল সাহেবের উদ্যোগে বগুড়া শহরে সর্ব প্রথম বঙ্গবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়।[১০] ১৮৬৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার শেরপুরে ইংরেজ সরকার ও স্থানীয় সম্ভ্রান্ত জমিদারদের (মুনসী জমিদার) প্রচেষ্টায় ও অর্থ সহায়তায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'সেরপুর ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয়'(বর্তমানে শেরপুরে ডি,জে, হাইস্কুল)। শেরপুর থেকে প্রাপ্ত ১১৮-সংখ্যক পত্রে (স্কুলের একটি রেজলূশন্) ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ও তাদের তৎকালীন শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে :

...... "স্কুলের ছাত্রসংখ্যা পর্যালোচনা করিয়া দেখা গেল ১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ছাত্রসংখ্যা ১৩২ জন তন্মধ্যে হিন্দু ১১৭ মুসলমান ১৫ জন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী ১২৪ জনের মধ্যে হিন্দু ১০৮ মুসলমান ১৬। ১৮৯৪ সালের ফেব্রুয়ারী ১২২ জন মধ্যে হিন্দু ১৪৬ জন মুসলমান

Dhaka University Institutional Repository

১৬। ১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী ১০৪ জন মধ্যে হিন্দু ৮৪ জন মুসলমান ২০। ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোটসংখ্যা ৮৫ জন মধ্যে হিন্দু ৭৯ ও মুসলমান ৬ জন। অতএব ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়াছে এবং মুসলমান ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়াছে দেখা যাইতেছে। ছাত্রসংখ্যা কম হইবার কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, বিদেশী ও ভিন্নস্থানীয় ছাত্র এখানে থাকিবার সুবিধা না থাকায় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা কম হয়।"...

এখানে লক্ষণীয় যে তখনও এ অঞ্চলের মুসলমান সম্প্রদায় আধুনিক (ইংরেজি) শিক্ষায় হিন্দুদের তুলনায় অনেকটাই পশ্চাদ্‌বর্তী ছিল।

এসকল দলিলপত্রে সমকালীন অর্থনৈতিক অবস্থার একটি সম্যকচিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিবিঘা ধানি (ফসলি) জমির মূল্য ছিল ১০ টাকা (দ্র: পত্রসংখ্যা-৬৭)। অঞ্চলভেদে কিছুটা তারতম্য থাকলেও বর্তমানে বগুড়ায় প্রতিবিঘা ফসলি জমির বিক্রয় মূল্য প্রায় ১০০০০০ (এক লক্ষ) টাকা। প্রসঙ্গত ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১২৪-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত শেরপুর ডি,জে, হাইস্কুলের শিক্ষক-বেতন বাবদ মাসিক ব্যয়ের তালিকাটি উদ্ধৃত করা যায় :

(১)	"হেড মাষ্টার	-	৫৫
(২)	সেকেণ্ড মাষ্টার	-	৩৫
(৩)	থার্ড মাষ্টার	-	৩০
(৪)	ফোর্থ মাষ্টার	-	১৮
(৫)	ফিফথ মাষ্টার	-	১৪
(৬)	ছিকছথ মাষ্টার	-	১১
(৭)	ড্রইং মাষ্টার	-	১২
(৮)	হেড পণ্ডিত	-	২০
(৯)	সেকেণ্ড পণ্ডিত	-	১৫
(১০)	লাইব্রেরী	-	১"

এতালিকাদৃষ্টে তৎকালীন পেশাজীবী (শিক্ষক) শ্রেণীর অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্রটি অনুধাবন করা সম্ভব।

Dhaka University Institutional Repository

তৎকালীন ভূমি-ব্যবস্থায় 'জমিদারিস্বত্ব' প্রথা চালু থাকলেও পূর্বের কিছু নিষ্কর ভূমি বন্দোবস্তের (আয়মা, মিলকিয়ত, লাখেরাজ প্রভৃতি) উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। আয়মা, মিলকিয়ত ও লাখেরাজ মূলত সমার্থজ্ঞাপক। 'আয়মা'-সম্পত্তি হল: পুরস্কার স্বরূপ বিনামূল্যে প্রাপ্ত জমি। মুসলমান নবাব বা সম্রাটগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারাদি সৎকর্মের জন্য বা পাণ্ডিত্যের পুরস্কার স্বরূপ ধর্মপরায়ণ মুসলিমগণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। ৬২-সংখ্যক পত্রে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা যায়, ১০৭১ সালে (=বঙ্গাব্দে) তৎকালীন মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীর 'হাজী আক্কেল মাহাম্মদ' নামক এক ব্যক্তিকে ১৮৫ ওান ভূমি 'আয়মা সম্পত্তিরূপে' দান করেছেন। তেমনি 'মিলকিয়ত' হচ্ছে, যে ভূ-সম্পত্তি নিষ্কর রূপে খরিদ করা হয়েছে। 'মিলিক' বা 'মিল্ক' (Milk) অর্থ-'নিষ্কর' লাখেরাজ কোন ভূ-সম্পত্তি'[১১] (দ্র: পত্রসংখ্যা-৪৫, ৪৬)। আর যে জমির জন্য খাজনা বা রাজস্ব দিতে হয় না, তাকে বলা হত 'লাখেরাজ' বা নিষ্করভূমি (দ্র: পত্রসংখ্যা-৫, ৬৪)। ইংরেজ আমলেও অনেক লাখেরাজ জমির অস্তিত্ব ছিল। ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দের 'জমিদারীস্বত্ব বিলোপ আইনের' পূর্ব পর্যন্ত 'আয়মা', 'মিলকিয়ত' ও লাখেরাজ' এরূপ বিভিন্ন নামে জমিদার ও প্রজাসাধারণের অধিকারে নিষ্কর ভূ-সম্পত্তি ছিল।

পত্রসমূহে ভূমির পরিমাণ নির্দেশে বিঘা, খাদা, পাখি, ওান প্রভৃতির প্রচলন লক্ষ্যযোগ্য। ১৮ ইঞ্চি = ১হাত এবং ৭৫ হাত বর্গে ১বিঘা, ১ বিঘার $^{৬৩৮২৫}/_{৬৪০০}$ = ১পাখি এবং ১ বিঘার $^{২২৫}/_{২৫৬}$ = ১ ওান (ওয়ান)[১২]।

অন্যতম প্রশাসনিক কর্মকেন্দ্রের নাম হিসেবে এককালে 'পরগনা'-শব্দের ব্যাপক প্রচলন ছিল। এই দলিলগুলোতেও বেশ কিছু পরগনার নাম পাওয়া যায়। 'আমরূল' (৫৪), 'কাটার-মহল্য' (৭১, ৭২), 'খাট্টা' (৪২) 'খেতলাল' (বর্তমান জয়পুরহাট জেলায়) (৪৮), 'চৌগাও' (২১, ১০৫), 'ছিণ্ডাবাযু' (৭৫), 'তালুকজয়' (১০১), 'তেগাছী' (৪০), 'দাথিয়া জাহাঙ্গীরপুর' (৫২, ৫৩), 'নশীরশাহী' (১০৯), 'পোলাদশী' (৫, ৩৮, ৩৯), 'প্রতাপবাযু' (৩০, ৩৪), 'ফতেজঙ্গপুর' (৫৮), 'বরণপুর' (৯৫), 'বড়বাযু' (৫০, ৯১), 'বরিস্বাকপালা' (৮৮), 'মেহমানসাহী' (৪, ৮, ১৩, ১৫, ১৬), 'লস্করপুর' (৪৮), 'শেলবর্ষ' (১২, ৮৭), 'শোনাবাযু'

Dhaka University Institutional Repository

(৭৮), ও 'সন্তোষ (৫৮)। উপরিউক্ত পরগনাসমূহ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বগুড়া 'কালেক্টরীতৌজির' অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই সংগ্রহের দলিলপত্রসমূহে স্থাননামের উল্লেখকালে সাকিন (গ্রাম), মৌজা, তপ্পা, পরগনা, সরকার প্রভৃতি প্রশাসনিক এককের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। পত্রগুলোর লিপিকাল উল্লেখ করা হয়েছে, বঙ্গাব্দ, খ্রিষ্টাব্দ ও দানিশাব্দে। কোন কোন পত্রে বঙ্গাব্দের বিকল্পে 'শন শদর' (১, ৩৯, ৪৪, ৪৮, ৫৩) ও খ্রিষ্টাব্দের বিকল্পে 'মছিহা' (৫) শব্দ দুটি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। 'মছিহা বা মছিহ' হলেন হযরত ঈসা (আ:)। অর্থাৎ যিশু খ্রিষ্টের স্মরণে প্রবর্তিত 'খ্রিষ্টাব্দের' প্রতিশব্দ হিসাবে 'মছিহা' শব্দটি এঅঞ্চলে প্রচলিত ছিল। পত্রসমূহে 'শন-শদর'-শব্দটি দিয়ে প্রধান সনকে নির্দেশ করা হয়েছে। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়: উনিশ শতকে এ অঞ্চলে (বগুড়া) বঙ্গাব্দই সরকারী অফিস আদালতসহ সর্বত্র প্রধান সন রূপে পরিগণিত হত।

বঙ্গাব্দ ও খ্রিষ্টাব্দের পাশাপাশি বগুড়া অঞ্চলে দানিশাব্দেরও প্রচলন ছিল। বেশ কিছুসংখ্যক পত্রে (৫, ৬০, ৬৩) সন হিসাবে দানিশাব্দের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অব্দ (বর্ষ গণনাপদ্ধতি) প্রচলিত ছিল। পালাব্দ, চৈতন্যাব্দ, শকাব্দ, মহী, পরগনাতি ইত্যাদি বহু বিচিত্র অব্দের মত দানিশাব্দও আজ বিস্মৃতপ্রায়। দানিশাব্দ তাই ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দানিশাব্দ মুসলমানদের আবিষ্কার। মুসলিম ঐতিহ্য ও ঐশ্বর্যকে স্মরণীয় করে রাখতেই মূলত মুসলমানগণ ১৭৫০ খ্রিষ্টাব্দে ভারতবর্ষে দানিশাব্দের প্রচলন করেন। ৫-সংখ্যকপত্রে ৯৬ দানিশাব্দ (= ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দ) এবং ৬০ ও ৬৩-সংখ্যক পত্রে ৯৭ দানিশাব্দ (= ১২৫৪) সাল এর উল্লেখ রয়েছে।

পরিশেষে পরিশিষ্টসমূহ সম্পর্কে দু'একটি কথা বলা আবশ্যক। এই সংগ্রহের পরিশিষ্ট-অংশে কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয় স্থান পেয়েছে। এ অংশে রয়েছে দলিলপত্রগুলোর কালানুসারী ও বিষয়ানুসারী দুটো তালিকা। এছাড়া ৭টি বর্ণানুক্রমিক তালিকাও পরিশিষ্টে স্থান পেয়েছে। পত্রগুলোতে প্রাপ্ত 'আরবি-ফারসি-হিন্দি শব্দ', 'আঞ্চলিক শব্দ', 'সংক্ষেপিত শব্দ', 'সাংকেতিক চিহ্ন', 'বিকৃত উচ্চারণের ইংরেজিশব্দ' এবং বিভিন্ন 'ব্যক্তিনাম' ও 'স্থাননামের' ভিত্তিতে এ তালিকাগুলো প্রস্তুত করা হয়েছে। স্থাননামের তালিকায় সাকিন, কিশামত, তপ্পা, পরগনা

Dhaka University Institutional Repository

ইত্যাদির উল্লেখ নামের পাশে করা হয়েছে। প্রতিটি পত্রের সঙ্গে লিপিস্থল ও লিপিকালেরও উল্লেখ করা হয়েছে। বঙ্গাব্দের সঙ্গে খ্রিষ্টাব্দেরও সঠিক সন-তারিখ নির্দেশিত হয়েছে। সর্বোপরি এ পরিশিষ্টগুলো সামগ্রিক গবেষণাকর্মটি অনুধাবনে সহায়ক হবে। এদেশের পুরোনো (অঞ্চলভিত্তিক) ভাষা, সমাজ ও সংস্কৃতিকে জানা ও বোঝার ক্ষেত্রেও পরিশিষ্টগুলো সহায়ক ভূমিকা রাখবে বলে আশা করা যায়।

Dhaka University Institutional Repository

তথ্যনির্দেশ

১. আনিসুজ্জামান, 'পুরোনো বাংলা গদ্য' (কলকাতা, জানুয়ারী ১৯৯৪), পৃ: ১০১।

২. সুকুমার সেন, 'বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য' (তৃতীয় সং., কলিকাতা, ১৩৫৬) পৃ: ৩।

৩. প্রভাষচন্দ্র সেন বি, এল, 'বগুড়ার ইতিহাস' (পুনর্মুদ্রণ, বগুড়া, ২০০০) পৃ: ১৮৮।

৪. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা' (চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা, ২০০০) পৃ: ১৬২।

৫. মোহাম্মদ আব্দুল কাইউম, 'পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা' (চতুর্থ সংস্করণ, ঢাকা ২০০০), পৃ: ১৬২।

৬. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা' (বাংলা একাডেমী, ঢাকা ১৯৮৪) পৃ: ১৯।

৭. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা', বাংলা একাডেমী, ঢাকা-১৯৮৪) পৃ: ৩।

৮. ড. মুহম্মদ ফজলুর রহমান, 'আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান', 'রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।

৯. 'ফার্সী-বাংলা-ইংরেজী অভিধান,' ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-২০০০)।

১০. প্রভাসচন্দ্র সেন বি. এল. 'বগুড়ার ইতিহাস' (পুনর্মুদ্রণ বগুড়া ২০০০), পৃ: ৩৫৪।

১১. ড. মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া, 'পুরোনো বাংলা দলিলপত্র' জ্যোতিপ্রকাশন, ঢাকা-১৯৯১, পৃ: ১৮৬।

১২. প্রভাসচন্দ্র সেন বি. এল. 'বগুড়ার ইতিহাস' (পুনর্মুদ্রণ বগুড়া-২০০০), পৃ: ১৫৯।

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্রসমূহের তালিকা

১। ব্যাঙ্কশেয়ার বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-১):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল - ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি.)।

২। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬০ সাল (১৮৫৩ খ্রি)।

৩। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৩):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬৮ সাল (১৮৬১ খ্রি)।

৪। ইজারা পাট্টাপত্র (পত্রসংখ্যা-৪):

গ্রাম-মিঞাটোলা, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৭২ সাল (১৮৬৫ খ্রি)।

৫। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫) :

পরগনে- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- দানিশাব্দ ৯৬ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

৬। পুষ্করিনী বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৬):

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

৭। মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-৭):

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

৮। তদন্ত প্রতিবেদন (পত্র সংখ্যা-৮):

মৌজা- খোর্দ্দসীমলা, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

৯। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-৯):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা -মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ সাল (১৮৩৫ খ্রি)।

১০। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-১০):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা - মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ সাল (১৮৩৫ খ্রি)।

১১। ভূমিবাটওয়ারা দরখাস্ত (পত্রসংখ্যা-১১):

Dhaka University Institutional Repository

বরাবর কালেক্টর, রাজশাহী জেলা; লিপিকাল- ১২৩৮ সাল (১৮৩১ খ্রি)।

১২। দরখাস্ত (পত্রসংখ্যা-১২):

বরাবর কালেক্টর, রাজশাহী জেলা; লিপিকাল- ১২৩৬ সাল (১৮২৯ খ্রি)।

১৩। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৩):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

১৪। নখিফর্দ (পত্রসংখ্যা-১৪):

বগুড়া জেলা কাচারী অফিস; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৫। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৫):

গ্রাম: মাটীয়ান, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

১৬। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৬):

গ্রাম: মাটীয়ানী, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

১৭। হাশীলনামা (পত্রসংখ্যা-১৭):

ডিহি কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৩৯ সাল (১৮৩২ খ্রি)।

১৮। অভিযোগপত্র (পত্রসংখ্যা-১৮):

মৌজা- তেথুলিয়া, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪৩ সাল (১৮৩৬ খ্রি)।

১৯। তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-১৯):

মৌজা- তিরাইল, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

২০। তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-২০):

গ্রাম- পীরইল, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

২১। রোবকারি (পত্রসংখ্যা-২১):

গ্রাম-পাকুড়িয়া, মৌজা- চৌগাঁও, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৩ খ্রি)।

২২। তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-২২):

Dhaka University Institutional Repository

মৌজা- সাগরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

২৩। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২৩):

সাকিন-কবচমাঝিড়া, তপ্পে-কুশম্বি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

২৪। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-২৪):

ডিহি-কচুয়াপাড়া, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪২ সাল (১৮৩৫খ্রি)।

২৫। মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-২৫):

ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল-১২৩৮ সাল (১৮৩১খ্রি)।

২৬। মোকদ্দমা খারিজনামা (পত্রসংখ্যা-২৬):

রেভিনিউ কমিশনার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৬খ্রি)।

২৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-২৭):

গ্রাম- বনীপুর, পরগনা- শেলবর্ষ, থানা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

২৮। রেহেনখতপত্র (পত্রসংখ্যা-২৮):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

২৯। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২৯):

গ্রাম- বারপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

৩০। উইল (পত্রসংখ্যা-৩০):

গ্রাম- শিবগঞ্জ, পরগনা- প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬২ সাল (১৮৫৫ খ্রি)।

৩১। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৩১):

মৌজা- দোরবস্ত, পরগনা- সলকৌর; লিপিকাল- দানীশাব্দ ৯৭, ১২৫৪ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩২। ডিক্রি বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৩২):

প্রধান সদর আমিনী আদালত, জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৩। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৩):

মৌজা- বোলখুর, পরগনা- বার্ব্বকপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৪। বায়নানামা (পত্রসংখ্যা-৩৪):

গ্রাম: আচলাই, পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৫। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৫):

গ্রাম- আচলাই, পরগনা- প্রতাপবায়ু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৬। করজ উশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৬):

গ্রাম- আচলাই, তালুক-আলিগাও,পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৭। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৩৭):

গ্রাম- আচলাই, ডিহি- ভৌগুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৮। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৮):

লাট-ইনাতপুর, পরগনা-পোলাদশী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৯। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৯):

গ্রাম-আচলাই, পরগনা-প্রতাপবাজু, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪০):

গ্রাম-শোমস্পাড়া, পরগনা-তেগাছি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪১):

মোকাম- বগুড়া, পরগনা-শেলবর্ষ; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪২। কট কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৪২):

গ্রাম- কুসুম্বী, পরগনা-খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৩। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৩):

গ্রাম-আচনাই, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৪। কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-৪৪):

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-গণ্ডগ্রাম, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৫। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৫):

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৪৬। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৬):

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৪৭। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৭):

গ্রাম-শাঁখারিপাড়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৪৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৮):

গ্রাম-নওপাড়া প্রেমপুর, পরগনা- লস্করপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৪৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৯):

গ্রাম-রাজারামপুর, পরগনা- বিজাবগা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৫০):

গ্রাম-অলয়া, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৫১):

মোকাম-বগুড়া, পরগনা- শেলবর্ষ; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫২। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫২):

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা- দাখিয়া জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৩):

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা-জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫৪। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৪):

গ্রাম-মালীগাঁতী, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৫। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৫):

গ্রাম-উদিসা, পরগনা- চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৬। ভূমিবিক্রয়কবালাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৬):

গ্রাম-জালসা, পরগনা- ভাতোড়িয়া, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৭। মালজামীনতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৭):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৮। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৮):

গ্রাম-বাইগ্রাম, পরগনা-বার্ব্বকপুর, জেলা-রাজশাহী (বর্তমান বগুড়া); লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৯। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৯):

গ্রাম-ময়দান হাটা, পরগনা-কুঞ্জঘোড়াঘাট, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৬০। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৬০):

লাট-ইনাতপুর, পরগনা-পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ৯৭ দানিশাব্দ ১২৫৪, সাল (১৮৪৭খ্রি)

৬১। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬১):

লাট- রায়পুর, মৌজা- তাহিরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৬২। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬২):

গ্রাম-পীপড়া, মৌজা- দেহড়, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৬৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৩):

লাট-ইনাতপুর, চাকলে- দানিশনগর, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল, ৯৭ দানিশাব্দ (১৮৪৭খ্রি)।

৬৪। বায়নানামা (পত্রসংখ্যা-৬৪):

চাকলে-দানিশনগর, পরগনা- পোলাদসী, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৬৫। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬৫):

গ্রাম-ত্রিকুটটোলা, থানা-শেরপুর, বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল, ৯৭ দানিশাব্দ (১৮৫০খ্রি)।

৬৬। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৬):

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৬৭। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬৭):

সাকিন-খিয়াইল, পরগনা মেহেমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৮। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৮):

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৯। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৯):

গ্রাম-হুস্তলী, পরগনে- প্রতাপপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭০। পত্তনিতালুক বিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭০):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭১। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭১):

গ্রাম-খাড়ুয়া, পরগনা- কাটার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭২। করজউশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৭২):

গ্রাম-ধুবিল, পরগনা- কাটারমহল্যা; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৭৩। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৭৩):

পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৪। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৭৪):

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-বাঘুপাড়া, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৫। ডিক্রিবিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৭৫):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৬। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৬):

সাকিন-ঠনঠনিয়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৭৭। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৭):

গ্রাম-আচলাই, পরগনা - প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৭৮। বাজেয়াপ্তীভূমি বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৭৮):

গ্রাম-হরিপুর, পরগনা শোনাবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৯। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৯):

গ্রাম-ইছাইদহ, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮০। পত্তনিতালুকবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৮০):

গ্রাম- ঝুবিল, পরগনা-কাটারমহল্য, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮১। করজউশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৮১):

গ্রাম-ঝুবিল, কাটারমহল্য, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮২। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮২):

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল- (১৮৫০খ্রি)।

৮৩। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৩):

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৪। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৪):

জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৮৫। মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-৮৫):

গ্রাম-পদুমপাল, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৮৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৬):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

Dhaka University Institutional Repository

৮৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৭):

মোকাম- কানাড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৮। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৮):

সাকিন-বেহার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৯):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯০। কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-৯০):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯১):

গ্রাম-পদুমপাল, পরগনা বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯২। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯২):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৩। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৩):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৪। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৪):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৫। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৫):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৬। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৬):

সাকিন-সুতরাপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৭):

সাকিন-শেরপুর, পরগনা- মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৮):

সাকিন-তারতা, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৯):

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-রত্নেশ্বর, পরগনা- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০০):

গ্রাম- পাকৈড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০১):

মোকাম-মিরগ্রাম, পরগনা-তালুকজয়, জেলা-বগুড়া;লিপিকাল-১২৫৭ সাল(১৮৫০ খ্রি)।

১০২। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০২):

গ্রাম-দামাগ্রী, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৩। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৩):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৪। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৪):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৫। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৫):

পরগনা-চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৬):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৭):

গ্রাম- প্রতাপপুর পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৮। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৮):

গ্রাম-ইছাইদহ, পরগনা- প্রতাপবাজু, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

১০৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৯):

পরগনা-নশীরশাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১১০। অনুমতিপত্র (পত্রসংখ্যা-১১০):

শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

১১১। মনিস্যবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-১১১):

সাকিন ও পরগনা- তরপ; লিপিকাল- ১২০৮ সাল (১৮০১খ্রি)।

১১২। দরখাস্ত (পত্রসংখ্যা-১১২):

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-ফুলদিঘী, থানা ও জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬১ সাল (১৮৫৪খ্রি)।

১১৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-১১৩):

মৌজা-মহিষাবান, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৯৪ সাল (১৮৮৭ খ্রি)।

১১৪। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৪):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৫খ্রি।

১১৫। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৫):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৫খ্রি।

১১৬। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৬):

থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

১১৭। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৭):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

১১৮। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৮):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১১৯। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৯):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি।

১২০। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২০):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি।

১২১। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২১):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১২২। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২২):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১২৩। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৩):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি।

১২৪। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৪):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৮খ্রি।

১২৫। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৫):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি ।

১২৬। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৬):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১২৭। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৭):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১২৮। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৮):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১২৯। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৯):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩০। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩০):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩১। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩১):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩২। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩২):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩৩। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩৩):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

Dhaka University Institutional Repository

দলিলপত্রসমূহের মূলপাঠ

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীকালী —

Book 1 [illegible]

Registered this 17th July 1848 at 3 PM [illegible]

[illegible] Judge

ইয়াদি কির্দ শ্রী সোমত ওমাবকসী —
সদাশয়েষু —

[illegible] 1st Oct 1847
Trustee for Miss Ann Channing and [illegible] Broughton

লিখিতং শ্রী মেস্তর জুজেফ ষ্টানফোর্ড পীটর সাহেব [illegible] —
[illegible] মেসীয়ন কিঙ্গী সাহেব [illegible] বাবু [illegible] হইয়াছেন বেঙ্কের —
সিয়র বিক্রয় কবালা পত্র। মিদং সন ১২৫৪ বাবত [illegible] —
কার্য্য [illegible] সন ১৮[illegible] ইংরেজীর ২৩ অক্টোবরে নিমাক বনামে [illegible] —
কিঙ্গী ৬০১৭ নম্বরের ইওনিয়ন বেঙ্ক সিয়র এক কেতা ১০০০ টাকা —
ঐ ৬০১৮ নম্বরের ইওনিয়ন বেঙ্ক সিয়র এক কেতা ১০০০ টাকা ঐ —
সন ও ঐ তারিখের নিমাক বনামে বাবু [illegible] ৬০৩৯ নং [illegible] —
ইওনিয়ন বেঙ্ক সিয়র এক কেতা ১০০০ টাকা এই তিন ৩০০০ তিন —
হাজার টাকার তিন কেতা ইওনিয়ন বেঙ্ক সিয়র তোমার নিকট —
বিক্রয় করিয়া উক্ত তিন কেতা ইওনিয়ন বেঙ্কের [illegible] —
[illegible] পাঁচ সত টাকা কোম্পানি তোমার স্থানে [illegible] —
লইয়া এই কবালা লিখিয়া দিলাম অদ্যকার তারিখ অবধি উক্ত —
তিন কেতা বেঙ্কের প্রতি আমার কোন সত্ত্ব থাকিল না তামসত্বাধি —
কারী হইয়া উক্ত বেঙ্কের [illegible] থাকিবা ইতি সন সন —
তারিখ — ১৬ আশ্বিন ইংরেজী সন ৪৭ তারিখ ১ অক্টোবর —

ইসাদ —

শ্রী [illegible] —
সাং [illegible]

শ্রী [illegible] —
সাং [illegible]

শ্রী [illegible] —
সাং [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীকালী

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীসোমত উল্বা বকসী [চার সারি ইংরেজি লেখা]

সদাসয়েষু

নং ১

লিখিতং শ্রী মেস্তর জওজেফ উলিএমছ পীটর সাহেব ব্রাষ্টীং
উছি তরফে মেসীএল কিল্বৃীং সাহেব ও মৃত বিবি বাটন ইওনিয়েন বেঙ্ক
সিএর বিক্রয় কবালা পত্রমিদং সন ১২৫৪ বারসও চৌওান্ন সালান্দে লিখনং
কার্য্যঞ্চাগে সন ১৮৩৮ ইংরেজীর ২৩ আকটুবরের লিখীত বনামে মিসিএল
কিল্বৃীং ৬০১৭ নম্বরের ইওনিএন বেঙ্ক সিএর এক কেতা ১০০০ টাকা
ও ৬০১৮ নম্বরের ইওনিএন বেঙ্ক সিয়েব এক কেতা ১০০০ টাকায় ঐ
সন ও ঐ তারিখের লিখীত বনামে বিবি বাটন ৬৩৬৯ নম্বরের
ইওনিয়েন বেঙ্ক সিয়ের এককেতা ১০০০ টাকা একুনে ৩০০০ তিন
হাজার টাকার তিনকেতা ইওনিয়েন বেঙ্ক সিএর তোমার নিকট
বিক্রয় করিয়া উক্ত তিনকেতা ইওনিএন বেঙ্কর কাত মুল্ব মবলগে
৫০০ পাঁচ সও টাকা কোমপানি তোমার স্থানে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া
লইয়া এহি কবালা লিখিয়া দিলাম অদ্যকার তারিখ অবধী উক্ত
তিনকেতা বেঙ্কের প্রতি আমার কোন সত্য থাকিলনা তুমি সত্যাধি
কারি হইয়া উক্ত বেঙ্কর ডেবিডেন্ট লইতে থাকিবা ইতি শন শদর
তারিখ ১৬ আশ্বীন ইংরেজী শন ১৮৪৭ তারিখ ১ আকট্যবর

ইশাদ

শ্রীসুকাই মণ্ডল	শ্রীহাড়ি নষ্য	শ্রীরজ নষ্য
শাং আশেকপুর	শাং কাটনাহার	শাং কাটনাহার

জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী ইউন শাহেবের হুযুরে সুকাই
মণ্ডল শাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষাতায় ও মেং পীটর শাহেবের মোক্তার কালীনাথ
লাহিড়ীর এজহারে পীটর শাহেব এই কাওালাতে দস্তখত করা প্রমাণ হইয়া রেজীষ্টরি
করা গেল শন ১৮৪৮ ইং ১৭ জানওারি শন ১২৫৪ শাল ৫ মাঘ

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

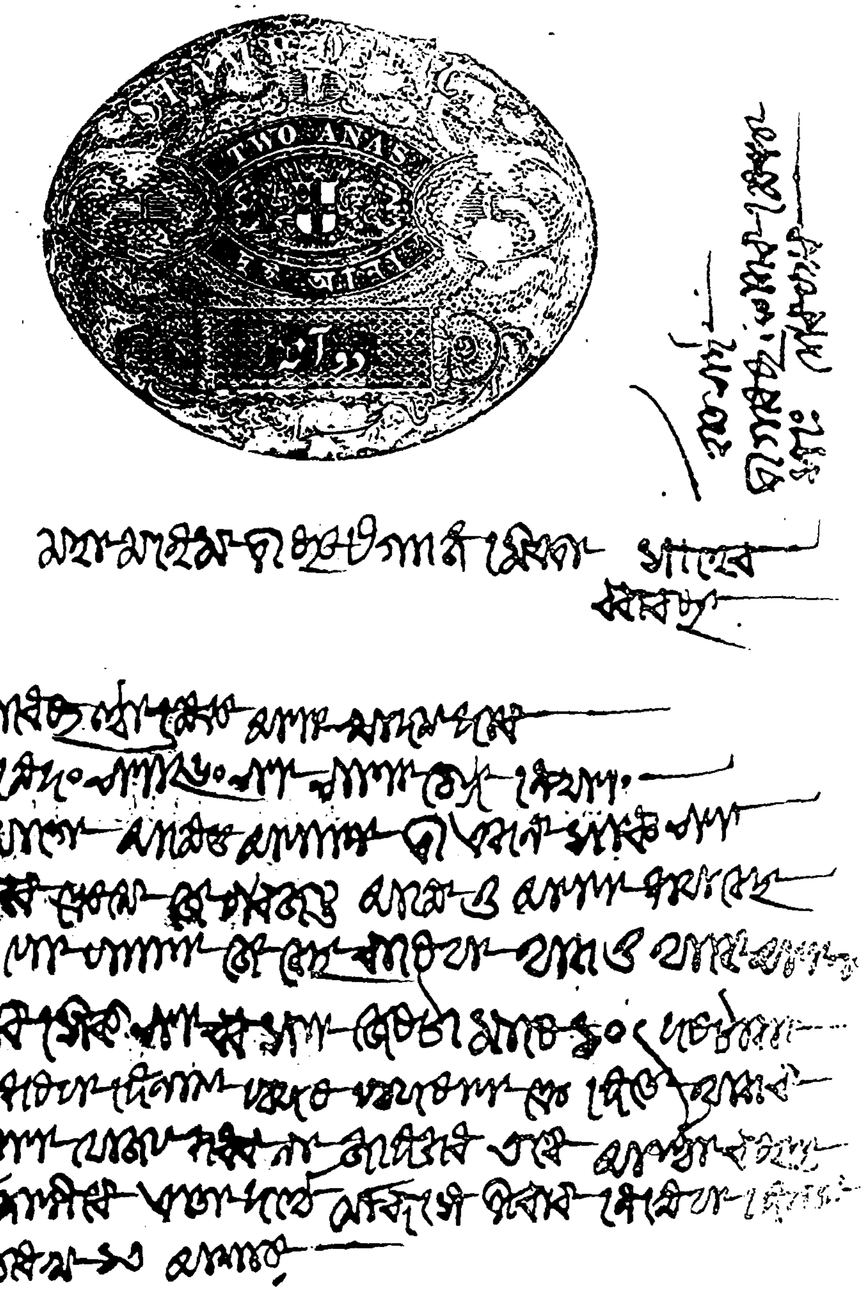

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[স্ট্যাম্প]

হাত সই
শ্রীগরিবু[ল্লা] ফোকির মিঞা
সাঃ শেরপুর

মহামহিম শ্রীযুত৺গাজি মিঞা সাহেব

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগরিবুল্লা মিঞা আপন খাদমদার
একরর পত্রমিদং শন ১২৬০ শালাব্দে লিখানং
কার্য্যঞ্চআগে আমি ও আপানে শ্রীএকীল সারং শন-
ব্বসন বকরক্রেমে জে পরজন্ত আমি ও আপনকারা কেহ
বঙ্গসিও পোলাপান জে কেহ বাচিয়া থাকী ও থাকে আপনা
দিগেক বারসিক শন বসন জেষ্টী মাষে ১০৲দষ টাকা
বারসিক করিয়া দিলাম পুরূষ পুরূষাণক্রে(মে) দিতে থাকীব
ইহাতে কোন য়োজর করিবনা জদি করি তবে আল্লা রছুল
দেব ধর্ম্ম নাশীবে এতোদর্থে মৌরূসি একরার লিখিয়া দিলাম
ইতি তারিখ ১৩ আশাড়

Dhaka University Institutional Repository

৩

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

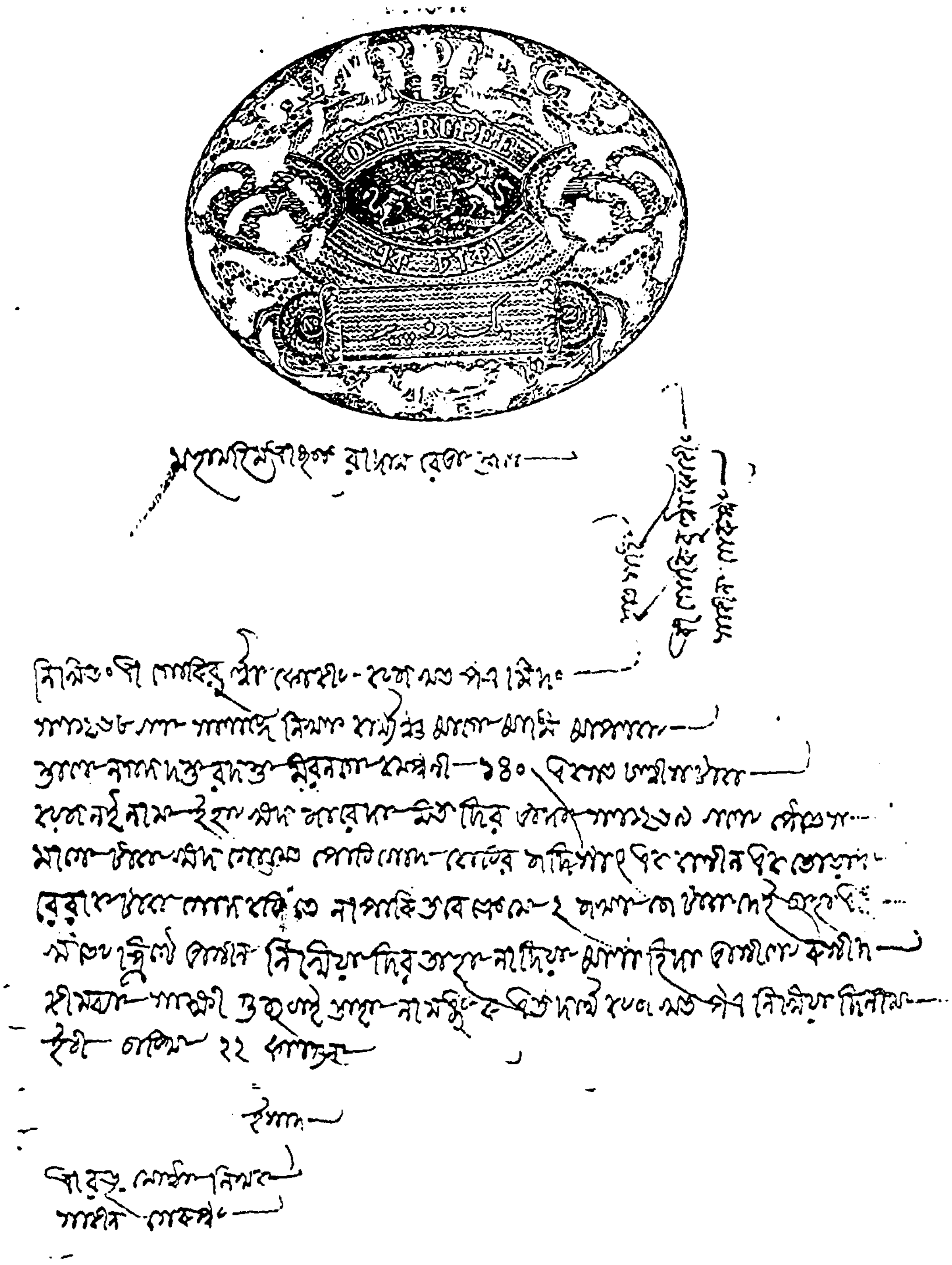

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[স্ট্যাম্প]

হাত নহি
শ্রীগোরিবুল্লা ফোকীর
সাকীন শেরপুর।

মহামহিম শ্রীযুতা বাদাম বেওা স্তানে

লিখিতং শ্রীগরিবুল্বা ফোকীর করজখতপত্রমিদং

সন ১২৬৮ শন সালাব্দে লিখণং কার্য্যঞ্চআগে আমি আপনকার

স্তানে নগদ দস্তবদস্ত মবলগে কমপুনী ১৪০৲একশত চল্বীস টাকা

করজ লইলাম ইহার সুদ জাবেদা মুত দিব ওাদা সন ১২৬৯ শনের পৌউস

মাশে টাকা সুদ শোমেত পোরিশোদ কোরিব জদিসাৎ এককালীন একতোড়াএ

বেবাক টাকা শোদ করিতে না পারি তবে ক্রেমে ২ জখন জে টাকা দেই তাহা এহী

খতের প্রিস্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহিদা ওাশীলের রসীদ

কীম্ব্যা সাক্ষী গুজুরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজখতপত্র লিখিয়া দিলাম

ইতী তারিখ ২২ ফালগুন

ইসাদ

শ্রীবড়ুমোল্বা লিখক
সাকীন শেরপুর

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

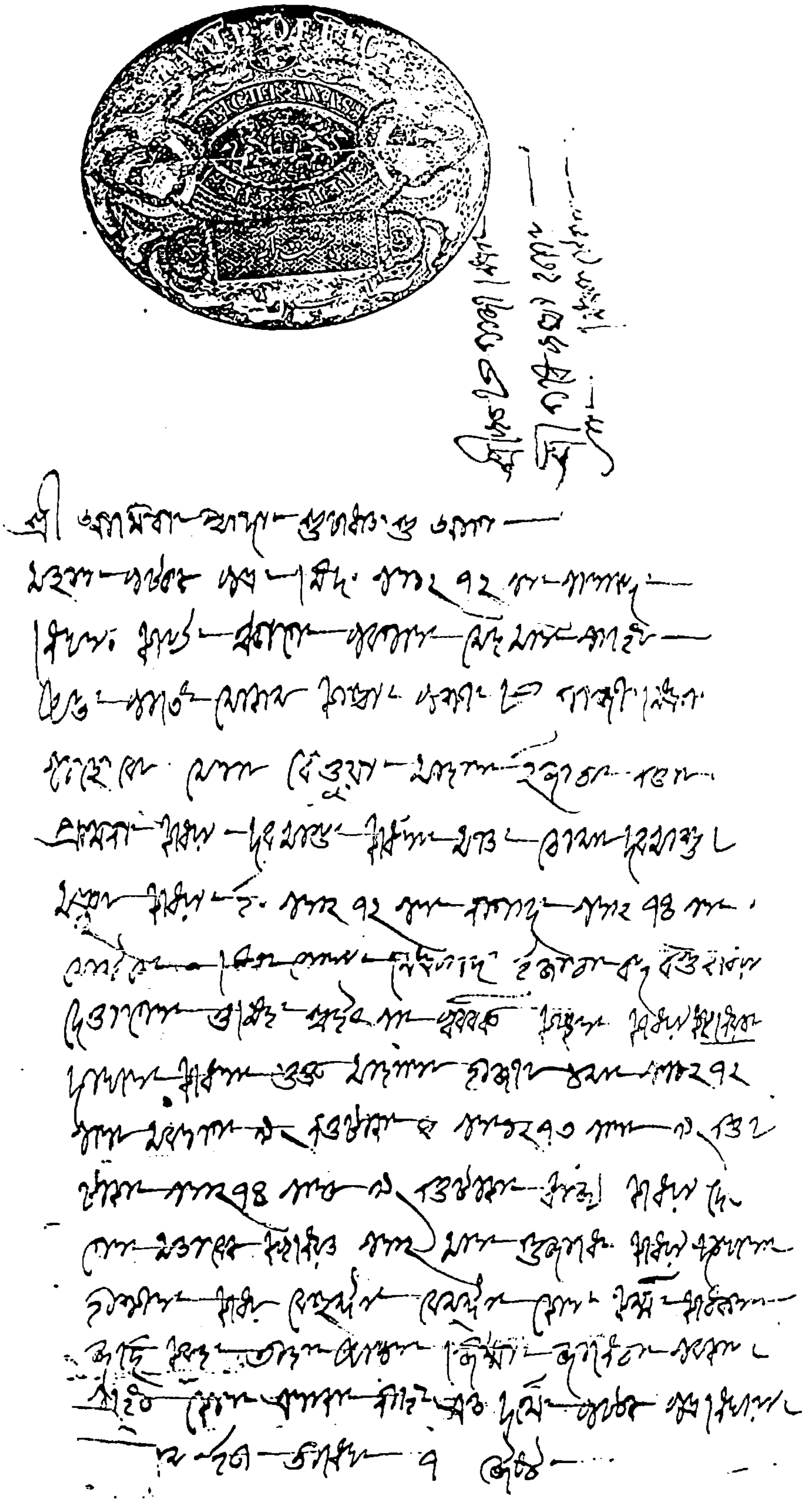

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[স্ট্যাম্প]

শ্রীযুত৺গাজী মিঞা
শ্রীগরিবুল্লা ফকীর
শাং মিঞাটোলা।

শ্রীআমিরা প্যাদা শুচরিতেশু আগে
মহাল পট্টক পত্রমিদং সন ১২৭২ শন শালাব্দে
লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে মেহমানশাহির
অন্তপাতি মোকাম কীল্বাপশী৺গাজী মিঞা
শাহেবের মেলা বেত্তুয়া মাহাল ইজারা লওার
প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত করিলা মতে তোমার দরখাস্ত
মঞ্জুর করিয়া ইং শন ১২৭২ শন নাগাদ শন ১২৭৪ শন
মোদ্দতে ৩ তিন মেলা মিঞাদে ইজারা বন্দবস্ত করিয়া
দেওা গেল তুমিহ স্বইৎশা পুর্ব্বক কবুল করিয়া কবুলিয়ত
দাখীল করিলা উক্ত মাহালের হাজীর জমা শন ১২৭২
শনের মবলগে ৯৲নও টাকা ও শন ১২৭৩ শনের ৯৲নও
টাকা শন ১২৭৪ শনের ৯৲ নও টাকা ধাজ্য করিয়া দেওা
গেল মতাবেক কবুলিয়ত শন ১২ মালগুজারি করিয়া দাখীলা
হাশীল করিয় বেহুদ্দা বেমুদ্দা কোন কর্ম্ম করিবা না
জদি করহ তাহা আপন জিম্মা জানিবা শরকার
শহিত কোন এলাকা নাহি এতদর্থে পট্টকপত্র লিখীয়া
[দিলা]ম ইতী তারিখ ৭ জৈষ্ট

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

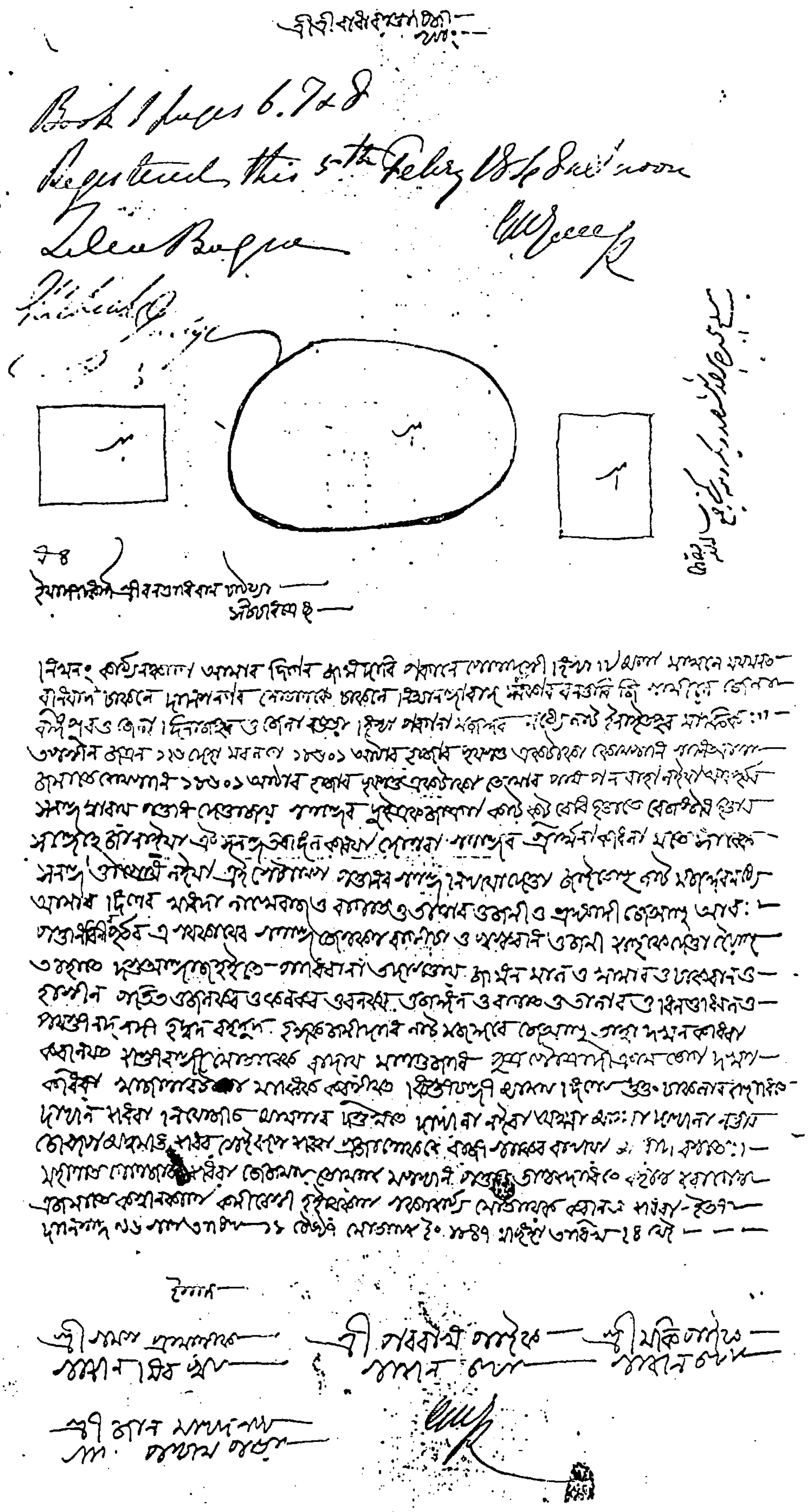

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীরাধা বনওারিজী
স্মরণং

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

[ফার্সি স্বাক্ষর]

নং ৪
ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীবনওারি রাম চাটুয্যা

সচ্চিরিত্রেষু

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার দিগের জমিদারি পরগনে পোলাদশী হিশ্যা।৴আনা মামুলে ময়মনত বুনিয়াদ চাকলে দানিশনগর মোতালকে চাকলে নিত্যানন্দাবাদ সরকার বনওারিজি শামীল জেলা রঙ্গপুর ও জেলা দিনাজপুর ও জেলা বগুড়া হিশ্যা পরগনা মজকুর মধ্যে লাট ইনাইতপুর মাফিক তফশীল জএল ১২৬ দেহা মবলগে ১৮৬০১ আঠার হাজার ছয়শও এক টাকা কোম্পানি শালিআনা জমাতে কোম্পানি ১৮৬০১ আঠার হাজার ছয়শও এক টাকা তোমার পাষ পনবাহা লইয়া অত্র পূর্ব্ব সনন্দ দ্বারায় পত্তনি দেওাজায় শনন্দের দুই এক জায়গা কাটকুট বোধ হওাতে রেজষ্টরি হওার সন্দেহে জানাইয়া ঐ সনন্দ তবদিল করিয়া দোশরা শনন্দের প্রার্থনা করিলা মতে সাবেক সনন্দ ওাপোষ লইয়া এই শেটাম্পে পত্তনির শনন্দ লিখীয়া দেওা জাইতেছে লাট মজকুর মধ্যে আমারদিগের খরিদা লাখেরাজ ও বাগাত ও তালাব ও জমী ও ব্রহ্মাদী জে আছে আরঃ পত্তনিবিলী(র) পূবর্ব এ শরকারের শনন্দে জে শকল বাগীচা ও পুস্করনি ও জমী কাহুকে দেওাহৈয়াছে তাহাতে দস্তআন্দাজ হইতে পারিবানা তদশেওায় জমিন মাল ও খামার ও চাকরান ও হাশীল পতিত ও জলকর ও ফলকর ও বনকর ও জঙ্গল ও বাগাত ও তালাব ও বিল ও ঝিল ও পয়স্তী নদ নদী হদুদবহদুদ হন্দক জমীদারি লাট মজকুরে জে আছে তাহা দখল করিয়া কবুলিয়ত কীস্তীবন্দী মোতাবেক বাদায় মালগুজারি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিবা খাজানা বটাকা মাফিক কবুলীয়ত কিস্তীবন্দী আমারদিগের উক্ত চাকলার কাছারিতে দাখীল করিবা নিয়োজীত আমলার দস্তখতে দাখীলা লইবা অথবা আমরা দাখীলা লওার জেরূপ অনুমতি করিব সেই রূপ করিবা প্রজালোককে রাজীশাকের রাখীয়া আবাদ বশাতঃ মহালাত গোলজার করিবা জে জমায় তোমাকে মপশ্যলি পওনি তালুকদারিতে বহাল করা গেল এজমাতে কস্মীনকালে কমীবেসী হইবেকনা শকল কার্য্য মোতায়ক কবুলিয়ত করিবা ইতী দানিশাব্দ ৯৬ শাল তারিখ ১১ জৈষ্ঠী মোতাবেক ইং ১৮৪৭ মছিহা তারিখ ২৪ মেই

ইশাদ

শ্রীশমস প্রামাণীক
শাকীন মিরপুর

শ্রীপরবাসু পাইক
শাকীন তথা

শ্রীমকি পাইক
শাকীন তথা

শ্রীজান মামুদ নষ্য
শাং পশ্চীম পাড়া

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

৬

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

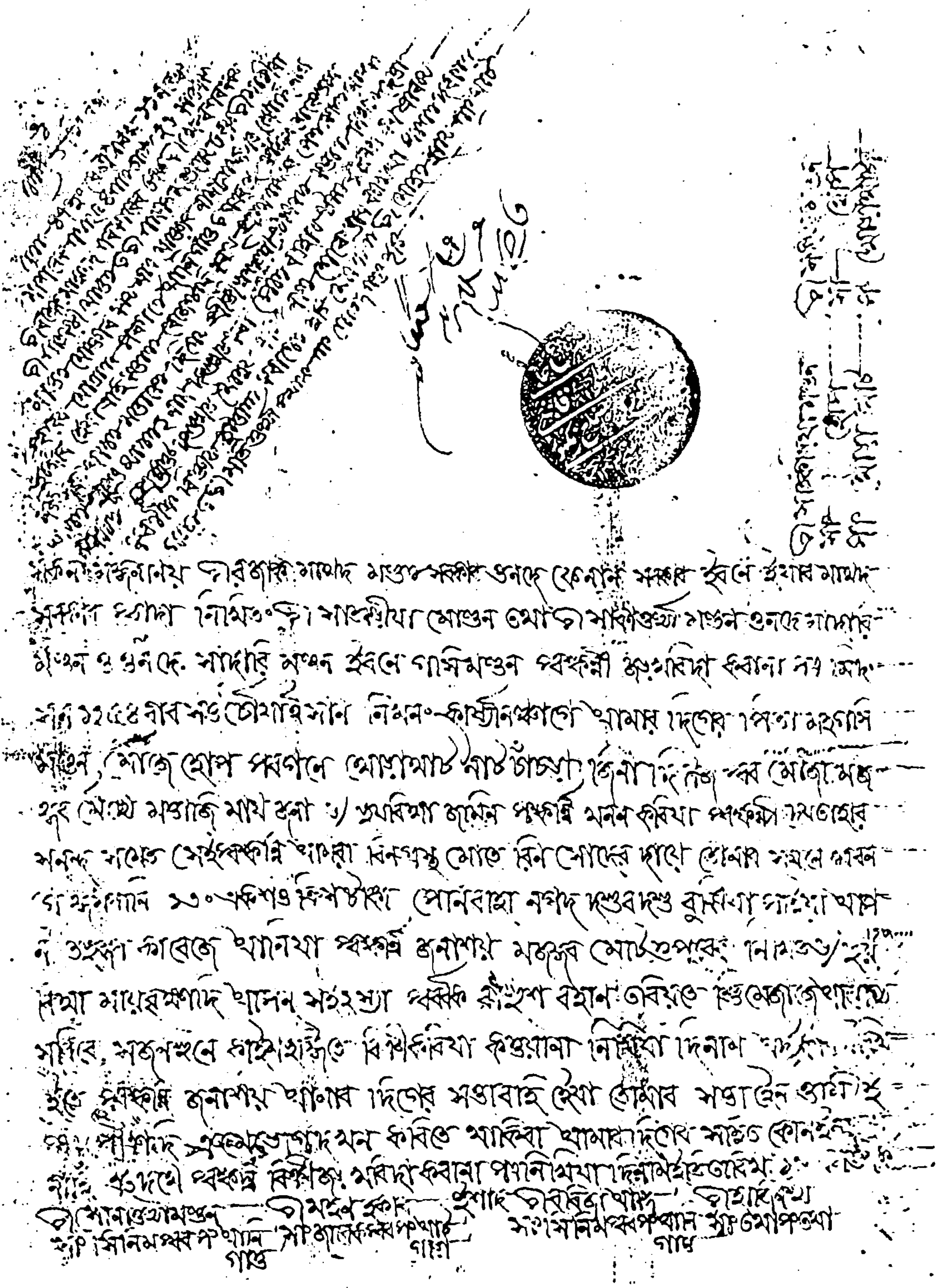

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শন ১৮৪৭ইংরেজী
শন ১৮৪৭ইংরেজী তারিখ ১১ নবেম্বর
মোতাবেক শন ১২৫৪ শাল তারিখ ২৬ কারতীক
শ্রীরজেক মাহমুদ সরকারের তরফ শ্রীখেপু সরকার [ফারসি স্বাক্ষর]
শ্রীশাতকড়ী মোণ্ডল ও শাকাত মণ্ডলের তরফ শ্রীমানীরা [সীল মহর]
মোণ্ডল মোক্তার কাম মাএ মোক্তার নামা (অস্পষ্ট) জেলা দিনাজ
পুরের মোতালকে পরগনে আলিগাঁও ও গত্ররহে ..... শেরেস্তা এ
হাজীর হৈয়া এহি কওালা রেজস্টরি করার প্রার্থনা সদর পেশকার......
মজকুর আপন মওাকেল দিগের প্রীতী পুস্কন্বী কওালা লিখীয়া দেওা
আপন হস্তে আপন ২ নাম দস্তখত করা পোন বাহার টাকা ......করায়
কারণ প্রেযুক্ত দস্তখত মোহর নকল শেরেস্তায় রাখিয়া আসল দরপেশ
করনীএ্র বিস্ত বিহাওলা করা গেল ইতি শ্রীমোহন হকার শাং আট
গাড়া ও শ্রীমতিউল্যা প্যাদা শাং গোবিন্দগঞ্জ ইতি।

শ্রীসাকাতুল্যা মণ্ডল
সাং হোপ
পং ঘোড়াঘাট

শ্রীসাতকড়িয়া মণ্ডল
সাং হোপ
পং ঘোড়াঘাট

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরজাক মামুদ মণ্ডল সরকার ওলদে কেনান সরকার ইবনে ইয়ার মামুদ সরকার প্যাদা লিখিতং শ্রীসাতকড়ীয়া মোণ্ডল তথা শ্রীসাকাতুল্যা মণ্ডল ওলদে মাদারি মণ্ডল ওলদে সাদারি মণ্ডল ইবনে গসি মণ্ডল পুস্কন্নী জড়খরিদা কবালা পত্রমিদং সন ১২৫৪ বার সও চৌয়ান্ন সাল লিখনং কর্য্যনঞ্চাগে আমারদিগের পিতামহ গসি মণ্ডল মৌজে হোপ পরগনে ঘোড়াঘাট নাটচাঁচড়া জিলা দিনাজপুর মৌজা মজ কুর মৈধ্যে মস্তাজি মায়জনা ৬/ছয় বিঘা জমিন পুস্কন্নি খনন করিয়া পুস্কন্নী দেয় তাহার সনন্দ সমেত সেই পুস্কন্নি আমরা রিনগ্রস্থ মোতে রিন সোদের দায়ে তোমার সমনে মবল- গে কুমপানি ১৩০ একশও ত্রিস টাকা পোনবাহা নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া আপ- ন তছরূপ কাবেজে আনিয়া পুস্কন্নি জলাশয় মজকুর মোট উপরের লিখিত ৬/ছয় বিঘা মায়বৃক্ষাদি আপন সইৎস্যা পূর্ব্বক বাহুশ বহাল তবিয়তে স্তি(র) মেজাজে আরোগ্য সরিরে সজলস্থলে কাইম বুদ্ধিতে বিক্রী করিয়া কওয়ালা লিখিয়া দিলাম অদ্যকার তারিখ হৈতে পুস্কন্নি জলাশয় আমার দিগের সত্তা রহি হৈয়া তোমার সত্তা হৈল তুমিহ পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগ দখল করিতে থাকিবা আমরাদিগের সহিত কোন ইলা[কা] নাহি এতদার্থে পুস্কন্নি বিক্রী জড়খরিদা কবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৬ কাত্তিক

ইশাদ

শ্রীসোনাউল্যামণ্ডল	শ্রীমহন হকার	শ্রীবরিজা আকন্দ	শ্রীহাজি নস্য
সাং সিলিমপুর পং আলি গাঁও	সাং জারেকপুর পং আট গাড়া	সাং সিলিমপুর পং আলি গাঁও	সাং তথা পং তথা

Dhaka University Institutional Repository

৭

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

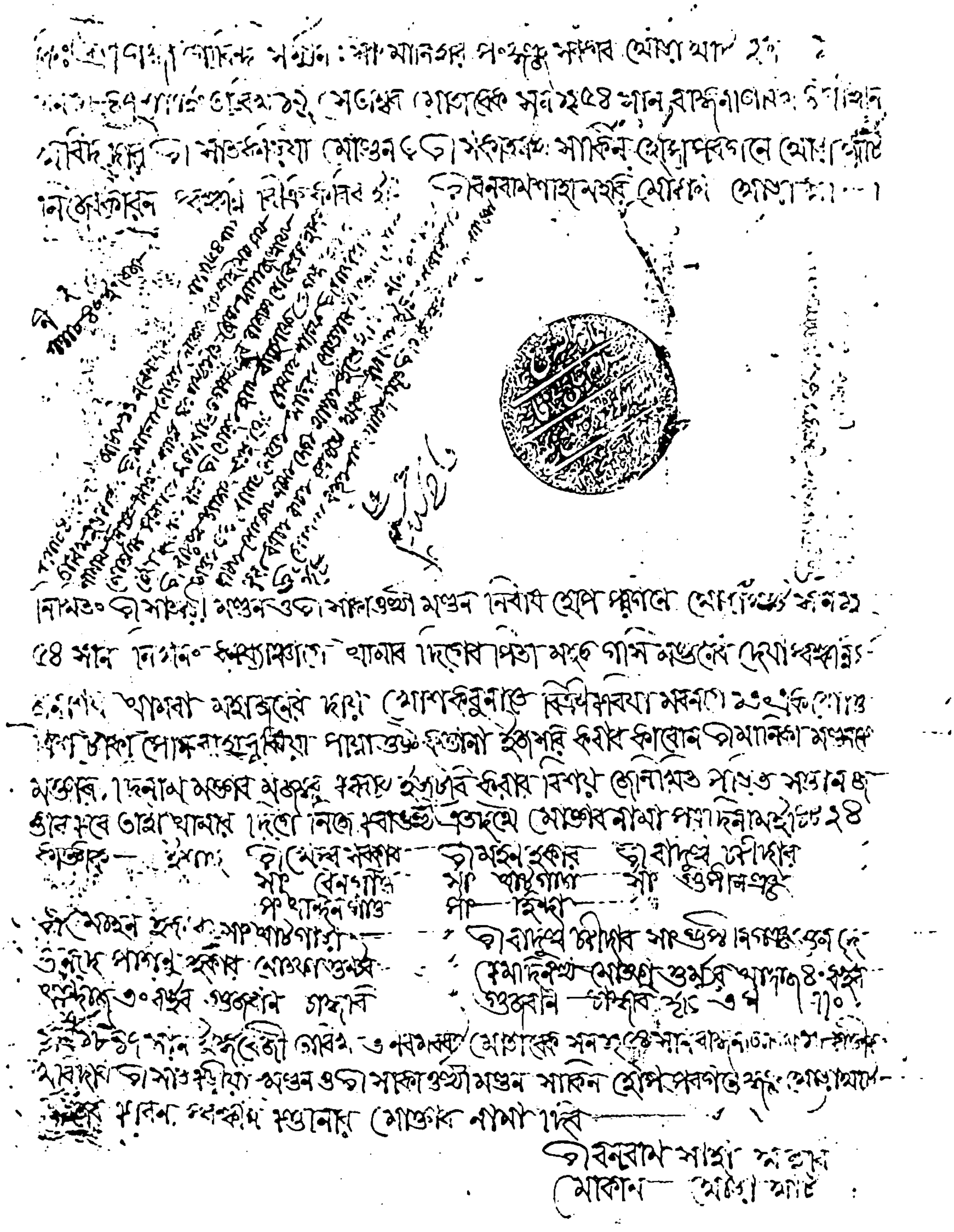

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

কিঃ শ্রীগঙ্গা গোবিন্দ সর্ম্মনঃ সাং মালিহার পং কুঞ্জ সরকার ঘোড়াঘাট ২ নং ১
সন ১৮৪৭ শাল ইং তারিখ ১৯ সেতাম্বর মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল বাঙ্গলা তারিখ ৪ আশ্বীন
খরিদদার শ্রীসাতকড়িয়া মোণ্ডল ও শ্রীসকাতউল্যা সাকিন হোপ পরগনে ঘোড়াঘাট
নিজের কারণ পুস্কন্নি বিক্রি করিব ইতি শ্রীবলরাম শাহা মহরি মোকাম ঘোড়াঘাট

নং ২
শন ১৮৪৭ ইংরেজী

শন ১৮৪৭ ইংরেজী তারিখ ১১ নবেম্বর মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল
তারিখ ২৬ কার্ত্তিক শ্রীমানিক মণ্ডল মোক্তার স্বীয় এহি মোক্তার
নামায় নিচের লিখিত শাক্ষী গণ শম্বলীত জেলা দিনাজপুরের
মোতালক পরগনে আলীগাও ওগয়রহের রাজাএ শেরেস্তাএ হাজির
হৈয়া দরপেশ করিত শ্রীমোহণ হকার .... গঙ্গা ....
শ্রীবাদুল্ল চকীদার .... কোমান শরিক শ্রী ....
মণ্ডল ও শ্রীশাকাত মোণ্ডল মানিক মোণ্ডলকে মোক্তার.........
করিয়া মোক্তারনামা দেওা আপন হস্তে আপন নাম দস্তখত
করা বএান করিল প্রেযুক্ত মঞ্জুর করা গেল ইতি ....
শ্রীগোপাল বামুন শাং গোবিন্দগঞ্জ শ্রীমতি উল্যা .... শাং তথা
ইতি [ফারসী স্বাক্ষর]

[সীল মোহর]

[অস্পষ্ট লেখা]

লিখিতং শ্রীসাতাকড়ী মণ্ডল ও শ্রীসাকাতুল্যা মণ্ডল নিবাষ হোপপরগনে ঘোড়াঘাট সন ১২
৫৪ সাল লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমারদিগের পিতামহ শ্রীগসি মণ্ডলের দেয়া পুস্কন্নি
জলাশয় আমরা মহাজনের দায় খোশকবুলাতে বিক্রী করিয়া মবলগে ১৩০ এক শোও
ত্রিশ টাকা পোনবাহা বুঝিয়া পায়া উক্ত কওালা ইজসরি করার কারোন শ্রীমানিক মণ্ডলকে
মক্তার দিলাম মক্তার মজকুর করবায় ইজটরি করার বিশয় জে লিখিত পড়িত সন্তানজ-
ন্তার করে তাহা আমার দিগে নিজে করা তুল্য এতদর্থে মোক্তারনামা পত্র দিলাম ইতি ২৪

কাত্তীক	ইশাদ	শ্রীখেপু সরকার	শ্রীমহন হকার	শ্রীবাদুল্ল চকীদার
		সাং বেলগাও	সাং আটগারা	সাং গুপীন গঞ্জ
		পং আন্দনগাও	পাং হিন্দা	

শ্রীমোহন হকার সাং আটগাড়ী	শ্রীবাদুল্ল চকীদার সাং গুপীনগঞ্জ ওলদে
ওলদে পাতানু হকার মোতফা ওয়্যর	কেমদি নশ্য মোতফা ওয়্যর আন্দাজ ৪০ বছর
আন্দাজ ৩০ বছর গুজরান চাকুরি	গুজরান চাকুরি ইতি ৩নং

সন ১৮৪৭ সাল ইঙ্গরেজী তারিখ ৩ নবমবর মোতাবেক সন ১২৫৪ সাল বাঙ্গলা তারিখ ১৮ কাত্তীক
খরিদার শ্রীসাতকড়ীয়া মণ্ডল ও শ্রীসাকাতুল্যা মণ্ডল সাকিন হোপ পরগনে কুঞ্জ ঘোড়াঘাট
নিজের কারণ পুস্কন্নি কওালার মোক্তারনামা দিব .

শ্রীবলরাম সাহা মুহরি
মোকাম ঘোড়াঘাট

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

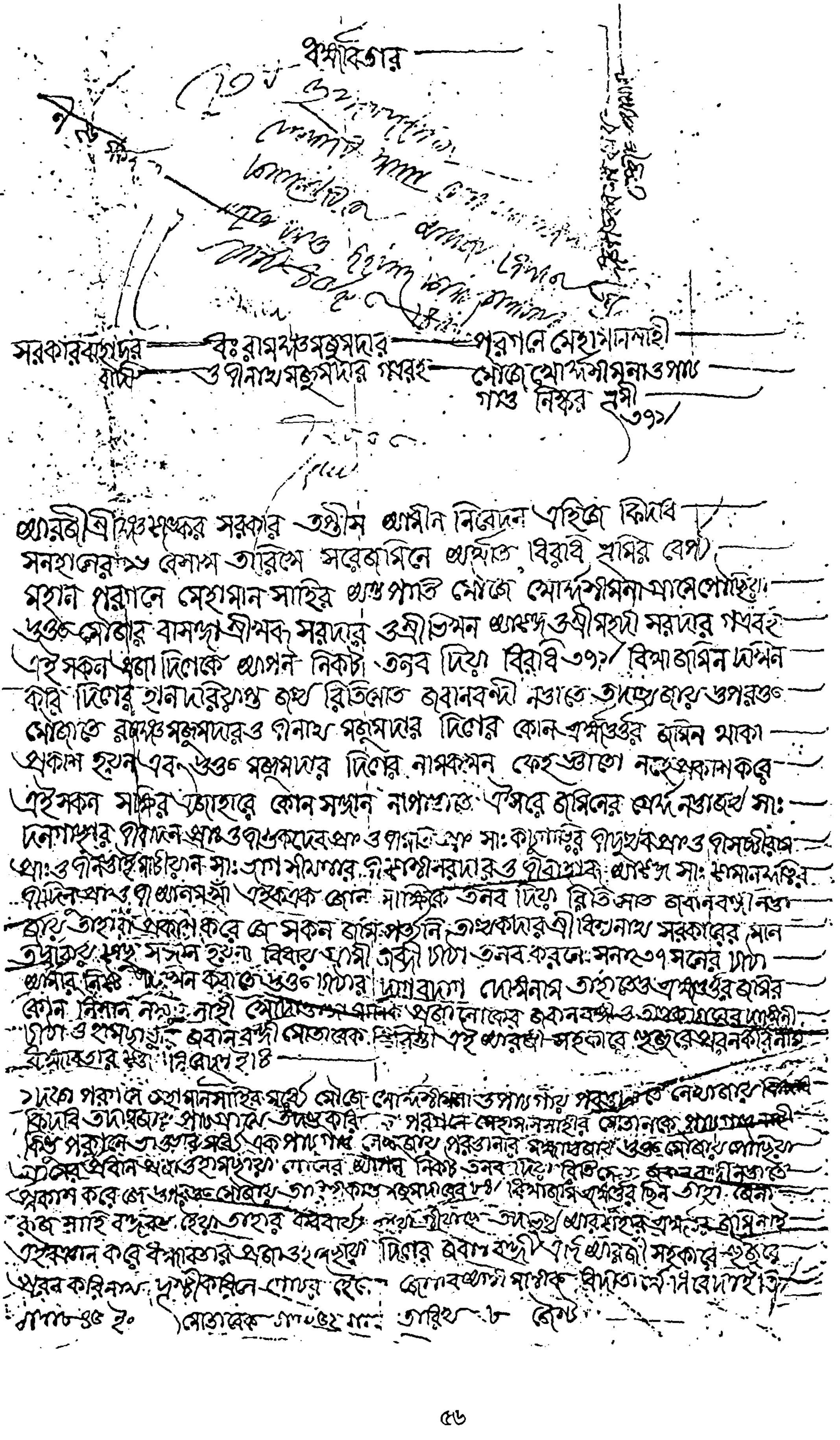

সরকার বাহাদুর — বঃ রামধন মজুমদার — পরগনে মেহমানশাহী
বাদি — ও গীনাথ মজুমদার গয়রহ — মৌজে খোর্দশীমনা ও পাট
গাণ্ড নিষ্কর ভূমী ৩৭১/

আরজী শ্রী [illegible] সরকার তপ্সীল আমীন নিবেদন এহিজে কিদাব
সনহালের ১৬ বৈশাখ তারিখে সরেজমিনে আসিয়া বিবাদি ভূমির বেপ
মহাল পরগনে মেহমান সাহির অন্তপাতি মৌজে খোর্দশীমনা মায়ে পৌছিয়া
উক্ত মৌজার বাসিন্দা শ্রী [illegible] সরদার ও শ্রী [illegible] আহম্মদ ও শ্রী মহন্মা সরদার গয়রহ
এই সকল প্রজা দিগকে আপন নিকট তলব দিয়া বিবাদি ৩৭১/ বিঘা জমিন দখল
কার দিগের হানদারিয়াপ্ত মধ্যে রিতিমত জবানবন্দী লওয়াতে তাহারা কহে উপরোক্ত
মোতালেক রামধন মজুমদার ও গীনাথ মজুমদার দিগের কোন [illegible] জমিন থাকা
প্রকাশ হয়না এবং উক্ত মজুমদার দিগের নামকেমন কেহ জানে না প্রকাশ করে
এই সকল সাক্ষির তাহারে কোন সন্ধান না পাওয়াতে ঐ সরে জমিনের [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ধর্ম্মাবতার

..... নং হুকুম হইলজে
রোবকারি কানন জেলা রাজশাহির
কালেকটরিতে আরজির লিখীত
নং ২৩ মকদ্দামা মহাল বলবত হইয়াছে কা... জানাইলাম
শন ১৮৪৫ ইং তে ২৪মেই

শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্কর সরকার
তপ্তীস আমীন

সরকার বাহাদুর বং রামকৃষ্ণ মজুমদার
বাদী ও শ্রীনাথ মজুমদার গএরহ

পরগনে মেহামানসাহী
মৌজে খোর্দ্দ সীমলা ও পাচ
গাও নিস্কর ভূমী ৩৭১/

আরজী শ্রীকৃষ্ণকীঙ্কর সরকার তপ্তীস আমীন নিবেদন এহি জে ফিদবি সন হালের ১৬ বৈসাখ তারিখে সরেজমিনে অর্থাত বিরধি ভূমির বের্প্য মহাল পরগনে মেহামানসহির অন্তপাতি মৌজে খোর্দ্দসীমলা গ্রামে পৌছিয়া উক্ত মৌজার বাসন্দা শ্রীখরু সরকার ও শ্রীভিখন আকন্দ ও শ্রীমহদী সরদার গএরহ এই সকল প্রজাদিগেকে আপন নিকট তলব দিয়া বিরধি ৩৭১/ বিঘা জমিন দখিল কার দিগের হাল দরিয়াপ্ত জন্য রিতিমোত জবানবন্দী লওাতে তদানুজায় উপরক্ত মৌজাতে রামকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীনাথ মজুমদার দিগের কোন ব্রহ্মউত্তর জমিন থাকা প্রকাশ হয়না এবং উক্ত মজুমদারদিগের নাম কখন কেহ জ্ঞাতো নহে প্রকাশ করে এই সকল সাক্ষির এজাহারে কোন সন্দান না পাওাতে ঐ সরেজমিনের গ্রেদ্দ লওা জন্য সাং দলগাছার শ্রীবাদল প্রাং ও শ্রীসুকদেব প্রাং ও শ্রীমতি প্রাং সাঃ কচুগাড়ির শ্রীদুল্যব প্রাং ও শ্রীসষ্টীরাম প্রাং ও শ্রীনওাই মাটীয়াল সাঃ ভাগসীমলার শ্রীকাশী সরদার ও শ্রীবাহারু আকন্দ সাঃ কামালকুড়ির শ্রীদিনু প্রাং ও শ্রী আলম খাঁ এই কএক জোন সাক্ষিকে তলব দিয়া রিতিমোত জবানবন্দী লওা জায় তাহারা প্রকাশ করে জে সকল জমি পত্যনি তালুকদার শ্রীবিশ্যনাথ সরকারের মাল তদ্বারায় কীছু সন্ধান হয়না বিধায় গ্রামী জব্দী চীঠা তলব করলে সন ১২৩৭ সনের চীঠা আমার নিকট দাখিল করাতে উক্ত চীঠার দাগবদাগ দেখিলাম তাহাতেও ব্রহ্মউর্ত্তর জমির কোন নিসান নমুদ নাহী খোদাওান্দা মালিক প্রজালোকের জবানবন্দী ও তালুকদারের দখিলী চীঠা ও হামছায়ার জবানবন্দী মোতাবেক ফিরিস্তী এই আরজী সহকারে হুজুরে প্ররণ করিলাম ধর্ম্মাবতার কর্ত্তা নিবেদন ইতি

১ দফা পরগনে মেহামানসাহীর মধ্যে মৌজে খোর্দ্দসীমলা ও পাচগায় পরওানাতে লেখা জায়* ফিদবি তদানুজায় পাচগ্রামে তদন্ত করি [লো]ক পরগনে মেহামানসাহীর মোতলাকে পাচগাও নাহী কিন্তু পরগণে ভাওড়ার মধ্যে এক পাচগাও লেখাজায় পরওনার মক্ষানুজায় উক্ত মৌজায় পৌছিয়া গ্রামের প্রধান প্রজা ও হামছায়া গোনের আপন নিকট তলব দিয়া রিতিমোত জবানবন্দী লওাতে প্রকাস করে জে উপরক্ত মৌজায় তারিনীকান্ত মজুমদারের ৮৪/ বিঘা জমি ব্রহ্মওর ছিল তাহা জেলা রাজশাহি বন্দোবস্ত হৈয়া তাহার কর ধার্য্য হইয়া গীয়াছে তদভিন্য আর কাহার বহ্মত্তর জমি নাই। এই বএান করে ধর্ম্মাবতার প্রজা ও হামছায়াদিগের জবানবন্দী এহি আরজী সহকারে হুজুর প্ররণ করিলাম দৃস্টীকরিলে গোচর হৈবে[কি] জোনাব আলী মালীক বিদীতার্থে নিবেদন ইতি শন ১৮৪৫ইং মোতাবেক শন ১২৫২ শাল তারিখ ৮ জৈস্ট

[*ফিদবি শব্দটি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

৯

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

আরজদাস্ত ফিদবি শ্রী [illegible] গোসাঞী।
জমিদার [illegible] পরগণে [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] সাহেব [illegible]।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
তারিখ ১৩ শ্রাবণ

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীরামঃ

[চার সারি ফারসি লেখা]

শ্রীজয়কৃষ্ণগীর গোশাঞী
জমিদার

আরজ দাস্ত ফিদ্বি শ্রীজয় কৃষ্ণগীর গোশাঞী
জমিদার ডিহি কচুয়াপাড়া ওগএরহ গরিব পরওর সেলামত
আমার আরজ এহি জে আমারদিগের গুরু গোশাঞী অভাবপর আমরা
দুই ব্রাতা এক হামতামে থাকিয়া গুরু মওছুফের তের্য্য তাবত বস্তুতে দখিলকার
হইয়া সদর মালগুজারীর আনঞ্জাম করিয়া ভোগতছরূপ করিয়া আসিতেছিলাম আমার
গুরু ব্রাতা৺গোর্বদ্ধনগীর গোশাঞী কাস রোগে চিরকাহিল ছিলেন সেরোগ হইতে অব্যাহুতি
না হওা বিবচনাতে তাহার নিজ জমিদারী পরগনে মেহমানসাহির ডিহি কচুয়াপাড়া
ও বাজে তালুক ও গএরহ শ্বনামি ও বিনামি তাহার নিজ হক জে ছিল এবং লাখিরাজ ওগএরহ
জে জমি ছিল নগদ দৌলত ও তেজারতি কারবারি খত খাতা শুরূত এবং আদালতে জেসকল
টাকা আমানতি পাওনাছে এবং সোনারূপা ও তামাকাঁশা পীতল ওগএরহ জেহরাত ও তৈজষাদি
ও বাড়িঘর ও হাতিঘোড়া গোরূপ ও নৌকা শোওারী এবং রেশমি ও পশমিনা ওগএরহ জেকীছু
ছিল তাবত তাহার অভাবে আমার হক জানিয়া আপন শ্বকীয় ভাববুদ্ধে আমাকে হেবা করিয়া
হেবানামা লিখিয়া দিয়া ১২ মাঘ বেলা এক প্রহর উদায় পঞ্চত্ত্য পাইয়া লোকান্তরগমন করিয়াছেন
আমাদের জাইতের সবমোত আমি তাহার ক্রীয়াদি করিয়া তাহার তের্য্য তাবৎবস্তুতে দখিল
কার হইয়া সরকারের মালগুজারীর আঞ্জাম করিতেছী এওনাকারণ জোনাবে আরজ করিলাম ইতি
তারিখ ১৩ তেরঞী মাঘ

অপর পৃষ্ঠায়:
ইং শন ১৮৩৫ পোত্তিষ শাল তারিক ২৪ চবিষা জানওয়ারী
শন ১২৪১ একচলিষ শাল তারিক ১২ বারই মাঘ
দাম আট আনা পাইলাম

খরিদার শ্রী .... শাং পেচুল
শ্রী রামকৃষ্ণ পোদ্দার মুহারি
মৌং সেরপুর।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

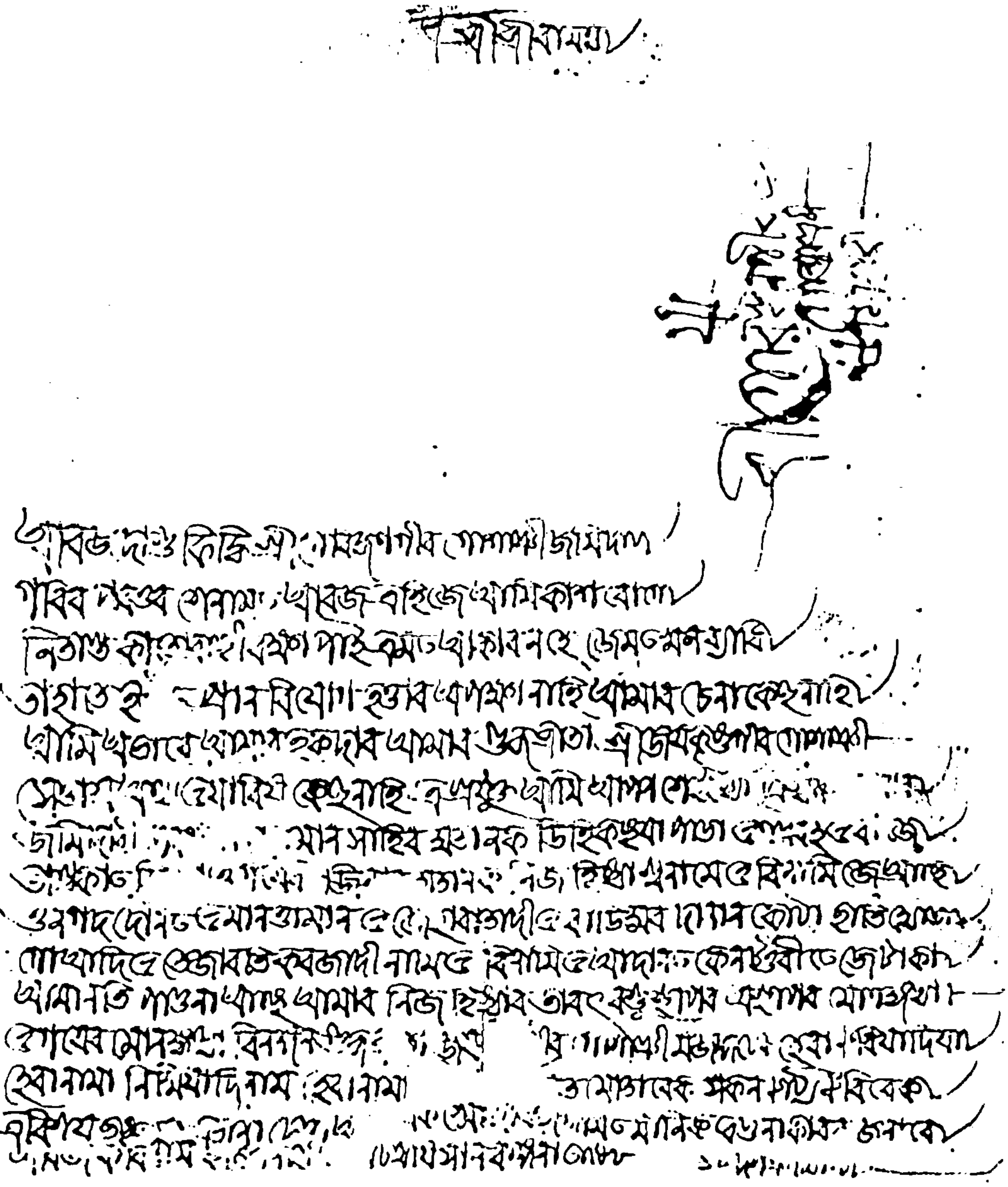

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীরামঃ

(ত্রিশুল চিহ্ন)
শ্রীগোবর্দ্ধনগীর
গোশাঞী
জমিদার

আরজদাস্ত ফিদ্বি শ্রীগোবর্দ্ধনগীর গোশাঞী জমিদার
গরিব পরওর সেলামত আরজ এহি জে আমি কাশ রোগে
নিতান্ত কাতোরাছী রক্ষা পাই এমত আকার নহে জেমত খল ব্যাধি
তাহতেই প্রান বিয়োগ হওয়ার অপক্ষা নাহি আমার চেলা কেহু নাহি
আমি অভাবে আমার হকদার আমার গুরূভ্রাতা শ্রীজয়কৃষ্ণগীর গোশাঞী
সেওায় অন্য ওয়ারিষ কেহু না হ এ প্রযুক্ত আমি আপন সেইৎস্যা পুর্ব্বক [আ]মার
জমিদারী [পরগনে মেহ] মানসাহীর মুতালক ডিহি কচুয়াপাড়া ওগএরহ বাজে
তালুকাত [অস্পষ্ট] ওগয়ের[হ] জি [অস্পষ্ট] মুতালক নিজ হিছ্যা শ্বনামে ও বিনামি জে আছে
ও নগদ দৌলত ও মালওামাল ও জেহারাতাদী ও বাড়িঘর দালান কোঠা হাতি ঘোড়া
গোআদি ও তেজারতি করজাদী নামে ও বিনামি ও আদালত কেলউরীতে জে টাকা
আমানতি পাওনা আছে আমার নিজ হিছ্যার তাবৎ বস্তু স্থাপর অস্থাপর মোনকুল্যা
ওগয়ের মোনকুল্যা বিলকুল গুরু [অস্পষ্ট] জয় [কৃষ্ণ] গীর গোশাঞী মজকুরেক হেবা করিয়া দিয়া
হেবানামা লিখিয়া দিলাম হেবানামা [অস্পষ্ট]ত মোতাবেক সকল কার্য্য করিবেক
এ বিশয় .... এক খোদা ও .... মত মালিক এউনাকারন জনাবে
আরজ করিলাম ইতি শন [১২৪১] বারশও এক চল্লীষ সাল বাঙ্গলা তারিখ ১০ দশঞী মাঘ

অপরপৃষ্ঠায়:

[উপরে চার সারি ফারসি লেখা]

শন ১৮৩৫ পোত্তিষ শাল তারিক ২১ একুষ জানওয়ারী
শন ১২ ৪১ এক চল্লিষ শাল তারিক ৯ নও মাঘ
দাম আট আনা পাইলাম
খরিদার শ্রী .... শাং পেচুল
শ্রীরামকৃষ্ণ পোদ্দার মুহরির
মৌং শেরপুর।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীদুর্গা

মহামহিম শ্রীযুত মোক্তারদার কালেক্টর সাহেব [illegible]
[illegible] বরাবরেষু

বেমাস্ত ইস্তাহার শ্রীযুক্ত কোম্পানীর গোমাস্তা
শাহীন সাহেব পরগনে [illegible] গাহি জমিদার এক সাতআনা
ডিহি কুচয়া বাড়া ওগয়রহ গাবর সরকার সেনামত আমিরাবাদ
এইজে ডিহি কুচুয়া পাড়া ওগয়রহ মার্ফত জমিদার তাহাতে মহাজনীর গোমাস্তা
সদর খাজানা আদায় নাকাশাতে ডিহিমজকুর মাহাল নার্চবাদের শামিল
তাতে দেওয়ান খাজানা আমাকে দাখিল করিতে হয় মোতাবেক ডিহি
মজকুরা রাইওত মাহাজনে আমার হক পরমান হয় [illegible] সন ১২৩৮ সালের
ঐবেসমে জাবনে ডিহিমজকুরা রাইওতের প্রামনাথ হুজুরে দরখাস্ত দাখিল
করিয়াছে মোতাবেক জাবেতা ১৫ রোজের মেয়াদে ইস্তাহার জারিহইয়াছে এবং
ইস্তাহার লইয়া সেখানে ডিহিমজকুরাতে [illegible] ইস্তাহার [illegible]
প্রজাদিগের স্থানে রসিদ লইয়া হুজুরে দাখিল করিয়াছে মোদায়[illegible]
ইস্তাহারের মেয়াদ মনকাজ হইয়াছে তাহাতে [illegible] মোজাহেম হয়নাই ডিহি
মজকুরা রাইওত[illegible] [illegible] আমার হক কোনমতে [illegible] [illegible]
ডিহি মজকুরার রাইওতারাক আমিনের [illegible] মবলগ [illegible] দুইশত টাকামেয়াদ
দাখাস্ত গুজরাইয়া [illegible] আমার স্থানে আমিনের [illegible]
[illegible] মজকুর দাখিল করিয়া লইয়া রাইওতারাকে আমিন মকরর [illegible]
মাইয়া আমার হক [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গাঃ

[ছয়সারি ফারসি লেখা]

শ্রীগুরুদয়ালগীর গোশাঞী
বং শ্রীরামজীবন বসু মোক্তার

মহামহিম শ্রীযুত মোক্তারকার কালেকটর সাহেব জেলা
রাজসাহি বরাবরেসু

দরখাস্ত ফীদিবি শ্রীগুরুদয়ালগীর গোশাঞী
শাকীন মহিপুর পরগনে মেহমানসাহি জমিদার রকম সাতআনা
ডিহি কচুয়াপড়া ওগএরহ গরিব পরওর সেলামত আমার আরজ
এহিজে ডিহি কচুয়াপড়া এজমালি জমিদারি তাহাতে শ্রীরাজগীর গোশাঞী
সদর খাজানা আদায় নাকরাতে ডিহি মজকুর মাষ ২ লাটবন্দির শামিল
হওাতে দোতরফা খাজানা আমাকে দাখিল করিতে হয় খোদাওন্দা ডিহি
মজকুরা বাটওরা না হইলে আমার হক পয়মাল হয় ইহাতে সন ১২৩৮ সালের
৯ বৈসাখ তারিখে ডিহি মজকুরা বাটওয়ারার প্রার্থনায় হুজরে দরখাস্ত দাখিল
করিয়াছি মোতাবেক জাবেতা ১৫ রোজের মেয়াদে ইস্তাহার জারি হইয়াছে এবং
ইস্তাহার লইয়া পেয়াদা ডিহি মজকুরাতে পৌছিয়া ইস্তাহার জারি করিয়া
প্রজাদিগের স্থানে রসিদ লইয়া হুজরে দাখিল করিয়াছে খোদায়গানা
ইস্তাহারের মেয়াদ মনকজি হইয়াছে তাহাতে কেহ মোজাহেম হয় নাই ডিহি
মজকুরা বাটওয়ারা না হইলে আমার হক কোনমতে বজায় থাকে না একারণ
ডিহি মজকুরার বাটওয়ারার আমিনের ফিস মবলগে ২০০ দুইসও টাকা সমেদ
দরখাস্ত গুজরাইয়া ওমেদওার আছি জে আমার স্থানে আমিনের ফীস
মবলগ মজকুর দাখিল করিয়া লইয়া বাটওয়ারার আমিন মকররের হুকুম ফর
মাইয়া আমার হক বজায় রাখিতে হকুম হয় ইতি তারিখ ৫ আশাড়

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গাঃ

[দুইসারি ফারসি লেখা]

শ্রীগুরুদয়ালগীর গোসাঞ্জী
বং শ্রীরামজীবন বসু মোক্তার

মহামহিম শ্রীযুত মোক্তীয়ারকার ক্লেক্টর সাহেব
জিলা রাজসাহি বরাবরেষু

দরখাস্ত দাদখা শ্রীগুরুদয়ালগীর গোসাঞ্জী জমিদার ডিহি কচুয়াপাড়া ওগরহ গরিব পরওর সেলামত আমার আরজ এহি জে ডিহি কচুয়াপাড়া আমার দাদা গুরু৺ডুম্বরগীর গোসাঞ্জীর সকিয় জমিদারি গোসাঞ্জী মৌছুপের বড় চেলা চএনগীর গোসাঞ্জীর দ্বিতিয় রঘুনাথগীর গোসাঞ্জী ওগয়রহ আমারদিগের নির্ব্বানি গোসাঞ্জীদিগের ধারা এহি জে গুরু গোসাঞ্জী মৌছুপ বর্ত্তমানে চেলাগানের মধ্যে লাএক জনিয়া স্নেহ পূর্ব্বক জমিদারি ও নগদ দৌলত ও মালামাল স্থাবর অস্থাবর বিত্তীতে জাহাকে মালিক মোক্তীয়ার করেণ সেহি পায় অন্য অন্য চেলাগান খোরপোষ পায়৺ডুম্বরগীর গোসাঞ্জী মৌছুপের চেলাগানের মধ্যে৺রঘুনাথগীর গোসাঞ্জী মৌছুপেক লাএক জানিয়া স্নেহ পূর্বক তাহাকে জমিদারি ও মালামাল ও গয়রহের মালিক মোক্তার করিয়া গোসাঞ্জী মৌছুপ লোকান্তর গমণ করেন তাহার পর আমার গুরু গোসাঞ্জী বিলকুল মাল মওরুকা ওগয়রহের মালিক মোক্তীয়ার হইয়া জমিদারির তালুকাত ওগয়রহের৺ডুম্বরগীর গোসাঞ্জীর নাম তব্দিলে আপন নাম জ[া]রি করাইয়া ভোগতছরূপে করিয়া আসিয়াছেন গোসঞ্জী মৌছুপের বড় চেলা গোপালগীর গোসাঞ্জী দ্বিতিয় চেলা শুর্য্যগীর গোসাঞ্জী ত্রিতিয় চেলা রাজগীর গোসাঞ্জী চতুর্থ চেলা জয়রামগীর গোসাঞ্জী পঞ্চম চেলা দাদখা আমী গুরুদয়ালগীর গোসাঞ্জী ঐ সকল চেলা গানের মধ্যে আমী ও রাজগীর গোসাঞ্জী লাএক ছিলাম রাজগীর গোসাঞ্জী হামেসা বদফেয়ালী কর্ম্ম করাতে গুরু মৌছুপ দেখিতে পারিতেন না এবং রাজগীর মজকুর সন ১২৩০ সালে পরগনে সেলবর্ষের জমিদার আমদজুমা চৌধুরীর জমিদারি ওগয়রহের সদর মপস্বলের মোক্তারি কর্ম্মে মোকরর হয় কীছুদিন পরে চৌধুরি মজকুরের কবিলা কেতকি বিবিকে মায় মালামাল রাজগীর মজকুর বাহির করিয়া লইয়া জাইতেছিল থানা বগুড়ার দারগা রাস্থাতে পাকড়া করিয়া জান্টু মেজষ্টর সাহেবের হুযুরে চালান করাতে রাজগীর মজকুর কিছুকাল কয়েদ ছিল পরে খালাস হইলে গুরু মৌছুপ রাজগীর মজকুরেকে তের্য্য করিয়া চেলাগানে মধ্যে হইতে বাহির করিয়া দেন রাজগীর মজকুর মাটীয়ালি মোকামে এক নওা বাড়ি তইয়ার করিয়াছিল গুরু মৌছুপ রাজগীর মজকুরেক তৈর্য্য করার পত্রী লিখিয়া আমাকে দিয়া রাজগীর মজকুরের সহিত আহার ব্যবহার নিসেদ করিয়া দিয়া গোসাঞ্জী মৌছুপের জমীদারি ও মালমাল ও স্থাপর অস্থাপর বস্তুতে স্নেহ পূর্ব্বক আমাকে লায়েক জানিয়া মালিক মোক্তার করিয়াছিলেন তাহার সাবুদ ছবি একপ্রকার আমার দস্তে মজুদ আছে তাহার পর সন ১২৩২ সালে দিঘাপতিয়া মোকামে গুরু মৌছু[প] বৈকুন্টবাসী হন পরে মহিপুরের বাটীতে নিয়া গুরু মৌছুপের সমাদি করিয়া ক্রিয়াদির তদবিরে ছিলাম এবং ডিহি কচুয়াপাড়া জমিদ[া]রিতে গোসাঞ্জী মৌছুপের নাম তব্দিলে ক্লেক্টরি সেরস্থাতে আমার নাম জারী

Dhaka University Institutional Repository

১২খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

হওার কারণ আমার দিগের সাবেক মৌছু.........লিখিয়া ছিলাম বা ....
মজকুর তৎকালীন ....মজকুরে ছিল খোশমোক্তারের সহিত সাজষ করিয়া রাজগীর মজকুর ডিহি
মজকুরেতে এজমালিতে নাম জারি করাইয়াছে পরে আমী নালিষ .... তো হইয়াছিলাম
তাহাতে আমাদিগের সাবেক আমলা বিনোদরাম ভাদুড়ী ও .... ধরায় করিয়া
আমাদিগকে অন্য অন্য অতিত শ্রীরাম প্রশাদগীর ও শ্রীসাগরগীর ও শ্রীশাওনগীর ওগএরহ
মোকাবিলা কহিল জে রাজগীর তের্য্য চেলা আর ২ অন্য অনেক চেলাগান আছে ইহারদিগেক
তোমাকে খোরপোষ দিতে হয় এমতে ইহার দিগের হিনহিয়াত পর্যন্ত ডিহি কচুয়াপাড়ার নওয়ানা রকম
ইহা দিগেক খোর পোষ নিমিত্ত থাকলি বাকী সাতানা ও অন্য ২ মহল তোমার জমিদারি এহি প্রকার
স্থির হইয়াছিল পরে কোন কম্মানুসারে আমী জেলা মোকামে আশাতে রাজগীর মজকুর
মালখানা ভাঙ্গিয়া পাচ লক্ষ টাকা লইয়া জায় তাহার নালিষ ফৌজদরিতে
করিয়াছিলাম খোদাওন্দা রাজগীর মজকুর জে প্রকার দাঙ্গাবাজ লোক তাহা
তরফ নওখিলা ও গয়রহে প্রজা দিগের দরখাস্তেত হুজুরে জাহের আছে
আর অধিক রাজগীর মজকুর দুই বিবাহ করিয়াছে ইহাতে আমার জাইতের
বাহির ও আছার বেবহার রহিত হইয়াছে এহিক্ষন ডিহি মজকুরের নও আনা রকম
আমার হক খরচের অসঙ্গতি মতে নালিষ করিতে পারিনা পশ্চাত এবিসয় আলাহিদা নালিষ
করিব এহিক্ষনে রাজগীর মজকুরের মতলব এহিজে কোন ফিকিরে ডিহি মজকুরা নিলাম করাইয়া বিনামিত
খরিদ করে ডিহি মজকুরার সদর খাজানা দাখিল কাবলা আমী দফা ২ দরখাস্ত করিয়া দোতরফা
খাজনা দাখীল করিয়া নিলাম মহকুপ করিয়াছি তাহা জোনাবে রোসন আছে খোদায়গানা
আমী আপন হক বহল রাখার কারণ ডিহি মজকুরা বাটওারা হওার প্রার্থনায় দরখাস্ত করিয়া-
ছি মোতাবেক জাবেদা ইস্তার জারি হইয়া মিঞাদ গতো হইলে পর আমীনের রোসম দাখিল ও
আমিন মোকররের ইস্তার হয় হুজুরের হুকুম মোতাবেক আমিনের রোসম দাখিল করিয়াছি
এহিক্ষণ রাজগীর মজকুর ফেরেপ করিয়া বাটওারা মৌকুপ থাকার কারণ মোতারজের দরখাস্ত
করিয়াছে এবং হরজিগীর ও রামগীররক দিয়া হুজুরে দরখাস্ত দাখিল করিয়াছে খোদায়গানা
রাজগীর ও রামগীর পূরুসানুক্রমে খোরপোষ পাহিয়া আসীতেছে জমীদারি ওগরহের সত্তাদিকার
কখন নয় জদি জমীদারি ও গয়রহের দাবিদার হইতো তবে উহাদিগের পূরুসানুক্রমে কেহ কোন
আদালতে নালিষ দরপেষ করিতো খোদায়গানা এবিসয় হরজিগীর ওরামগীর রতব রাহাগীর ইহার
দিগের দরখাস্ত হুজুরে শুনিবার জগ্য হইতে পারে না এবং তাহারদিগের দরখাস্ত ও রাজগীরের
মোজাহেমতে বাটওারা মৌকুপ হইতে পারেনা কেননা রকম সাতানা মজকুরাতে নামজারি
করিয়া আমি দখিলকার আছি দাখিল বস্তুর বাটওারা হওাতে দাবিদারের হকের হরকত হইতে
পারে না বেদখল বেক্তী চাহারম কানুনে নালিশের এক্তীয়ার রাখে বরং বিনা চাহরম কানুনে
আদালতের দস্তুর মোতাবেক তাহার এজহারের তজবিজ হইতে পারেনা বিশেষ রাজগীর মজজুরের
স্থাণে সন ১২৩৬ সালে নওখিলার ইজারার খাজানা তলব হইয়াছ তাহা নাদেওাতে জামীনের
মাদ্ধায় আমার নিজ হক নিলামের হুকুম হইয়াছেন পরে সন ১২৩৬ সালে তরফ সৈচালার ইজারা
মাদ্ধায় রাজগীর মজকুর এজহার লিখিয়া দেওজে সাতানা রকম ডিহি মজকুরের আমী দাদখার হক
নওানা রকম রাজগীর মজকুরের হক লিখিয়াছে ইহাতে রাজগীর মজকুর এহিক্ষণ জেসকল
ওজর করে এসকল ফেরেপ সেওায় আর কিছু বোদ হয়না খোদায়গানা আমী আপন হক বহাল
রাখার কারণ বাটওারার দরখাস্ত করিয়াছি আমার বাটওারার নথী মোলাহেজা করিয়া
ডিহি মজকুরে বাটওারার আমীন মোকররে হুকুম ফরমাইয়া আমার হক বজায় রাখিয়া
রাজগীর মজকুরের ফেরেপ হইতে আমাকে মোকনসি দিতে হুকুম হয় ইহা জোনাবে আরজ
করিলাম

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

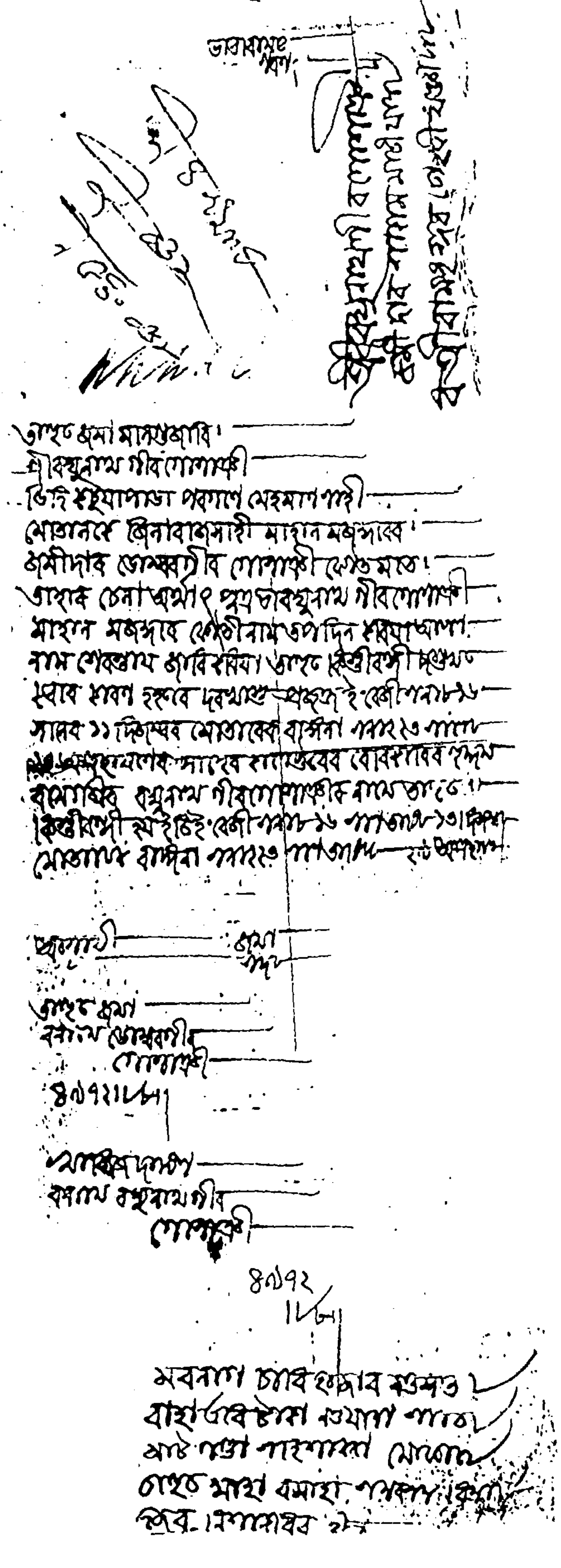

১৩

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীরামঃ
শরনং

নং ৪ সুমারি
বং ব ....
নং ৫৪০ ব ....
[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞী
জমীদার শাকিন মাটিয়ান
বং শ্রীরামসুন্দর চৌধুরী মুক্তিয়ার

তাহুত জমা মালগুজারি
শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞী
ডিহি কচুয়াপাড়া পরগণে মেহমানশাহী
মোতালকে জিলা রাজসাহী মহাল মজকুরের
জমীদার ডোম্বরগীর গোশাঞী ফৌত মতে
তাহার চেলা অর্থাৎ পুত্র শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞী
মহাল মজকুরে ফৌতীনাম তপদিল করিয়া আপণ
নাম শেরস্তায় জারি করিয়া তাহুত কিস্তীবন্দী দস্তখত
করার কারণ হয্যুরে দরখাস্ত প্রজুক্ত ইংরেজী শন ১৮১৬
সালের ১১ দিজম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা শন ১২২৩ শালের
২৭ অগ্রহায়ণের সাহেব কালেক্টরের রোবকারির হুকুম
বমোজির রঘুনাথগীর গোশাঞীর নামে তাহুত
কিস্তীবন্দী হয় ইতি ইংরেজী শন ১৮১৬ শাল তারিখ ১৩ দিজম্বর
মোতাবেক বাঙ্গলা শন ১২২৩ শাল তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ

আশামী	জমা
তাহুত জমা	শদর

বনামে ডোম্বরগীর
গোশাঞী
৪৯৭২।৴৮।।

খারিজ দাখিল
বনামে রঘুনাথগীর
গোশাঞী
৪৯৭২
।৴৮।।

মবলগে চারি হাজার নওসও
বাহাত্তরি টাকা নওয়ানা শাড়ে
আট গণ্ডা শহিশীক্কা মোফীক
তাহুত মাহাবমাহা শনবশন বিনা
ওজর নিশা করিব ইতি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

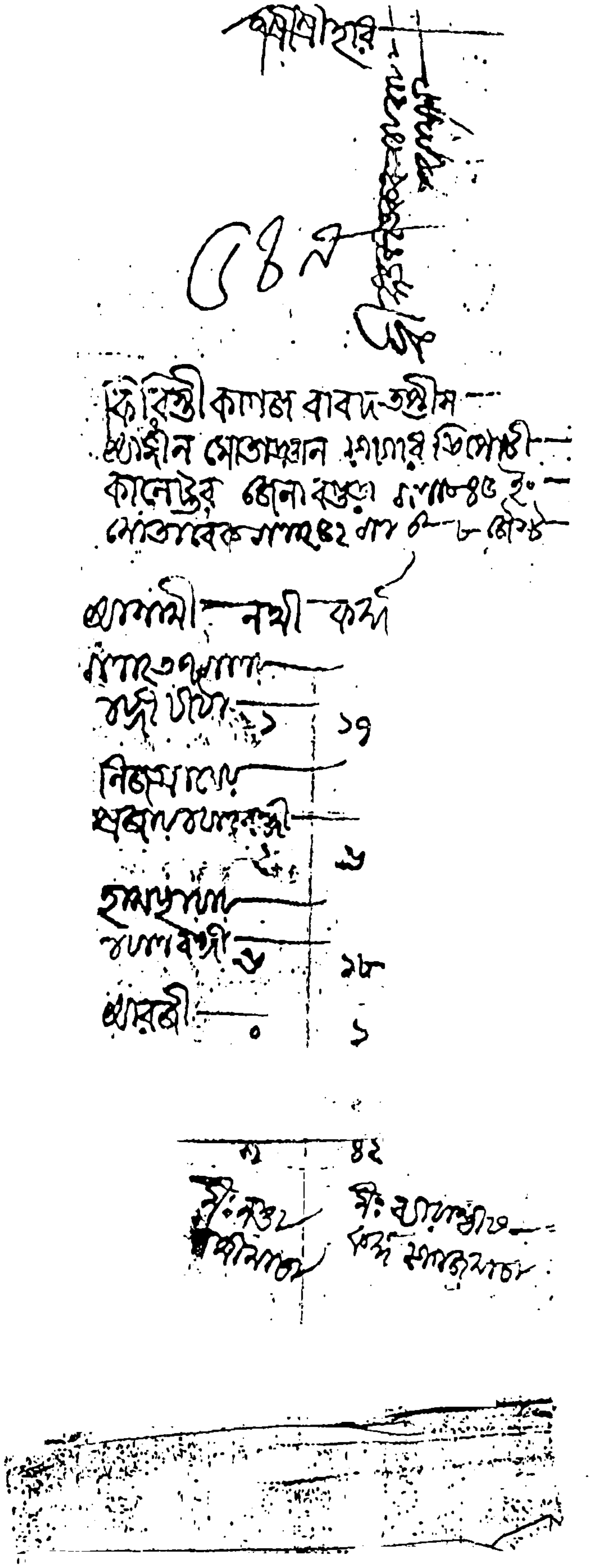

কিস্তী কাগজ বাবদ তহসীল —
[illegible] ডিপোটী —
কালেক্টর জেলা বগুড়া [illegible] ইং —
মোতাবেক [illegible]

আসামী — নথী কর্দ

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১৪

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ওঁশ্রীশ্রীহরি

৫৪ নং

শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্কর শরকার
আমীন

ফিরিস্তী কাগজ বাবদ তস্তীস

আমীন মোতাএান কাচারি ডিপোটী

কালেক্টর জেলা বগুড়া শন ১৮৪৫ ইং

মোতাবেক শন ১২৫২ শন তে ৮ জৈস্ট

আশামী নথী ফর্দ্দ

শন ১২৩৭ শনের

জব্দী চীঠা ১ ১৭

নিজগ্রামের

প্রজার জবানবন্দী

	২	৬
হামছায়ার জবানবন্দী		
	৬	১৮
আরজী	০	১
	৯	৪২

মঃ নও
নথী খাতা

মঃ ব্যায়াল্লীষ
ফর্দ্দ কাগজ খাতা

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

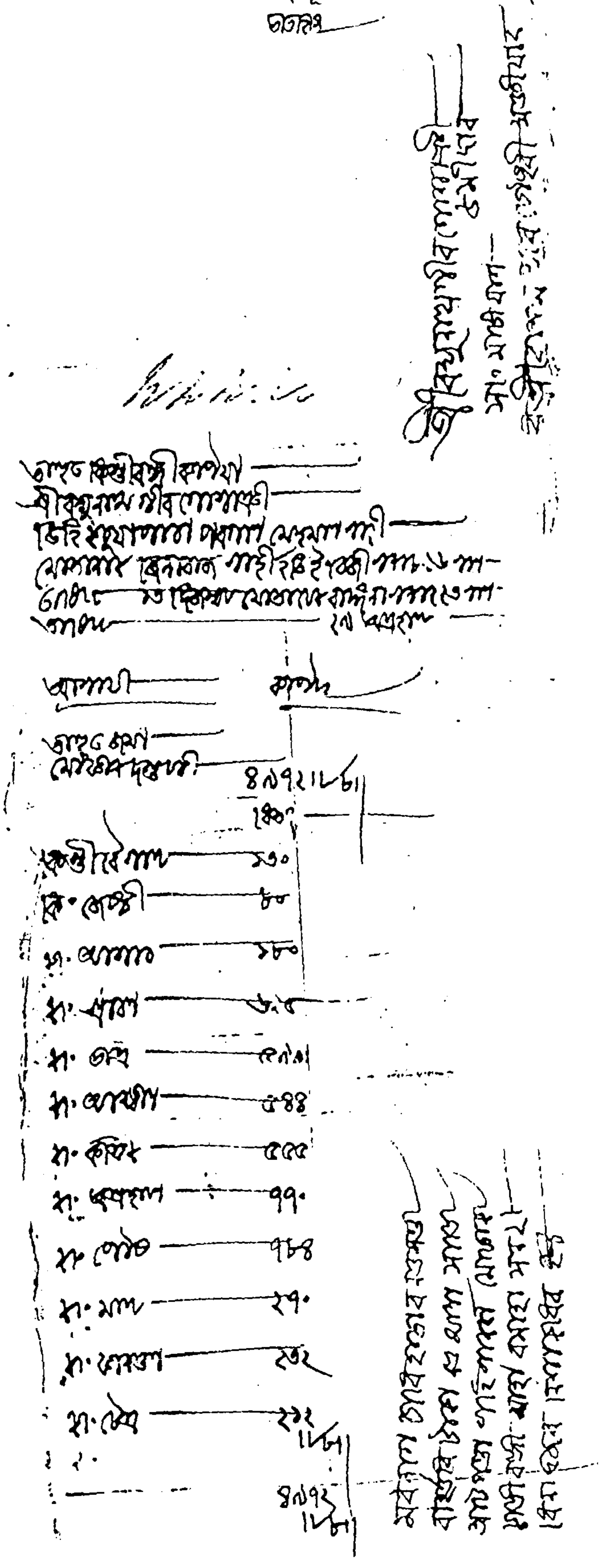

Dhaka University Institutional Repository
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীহরি

শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞী
জমিদার
সাং মাটীয়ান
বং শ্রীরামসুন্দর চৌধুরী মুক্তীয়ার

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

তাহুত কিস্তীবন্দী রুপৈয়া
শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞী
ডিহি কচুয়াপাড়া পরগনে মেহমানশাহী
মোতালকে জেলা রাজশাহী ইতি ইংরেজী শন ১৮১৬ শাল
তারিখ ১৩ দিজম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা শন ১২২৩ শাল
তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ

আশামী রুপৈয়া
তাহুত জমা
মৌফীক দস্তখতী
৪৯৭২।৷৴৮৷৷
বিতং

কিস্তী বৈশাখ	১৩০
কিং জেষ্টী	৮০
কীং আশাঢ়	১৮০
কীং শ্রাবণ	৬২৫
কীং ভাদ্র	৫৯০
কীং আশ্বীন	৫৪৪
কীং কাত্তিক	৫৫৫
কীং অগ্রহায়ণ	৭৭০
কীং পৌষ	৭৮৪
কীং মাঘ	২৭০
কীং ফালগুণ	২৩২
কীং চৈত্র	২১২
কীং	।৷৴৮৷৷
	৪৯৭২ ।৷৴৮৷৷

মবলগে চারি হাজার নওসও
বাহত্তরি টাকা নও আনা সাড়ে
আট গন্ডা শহিশীক্কা মোফীক
কীস্তীবন্দী মাহাবমাহা সন ২
বিনা ওজর নিশা করিব ইতি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

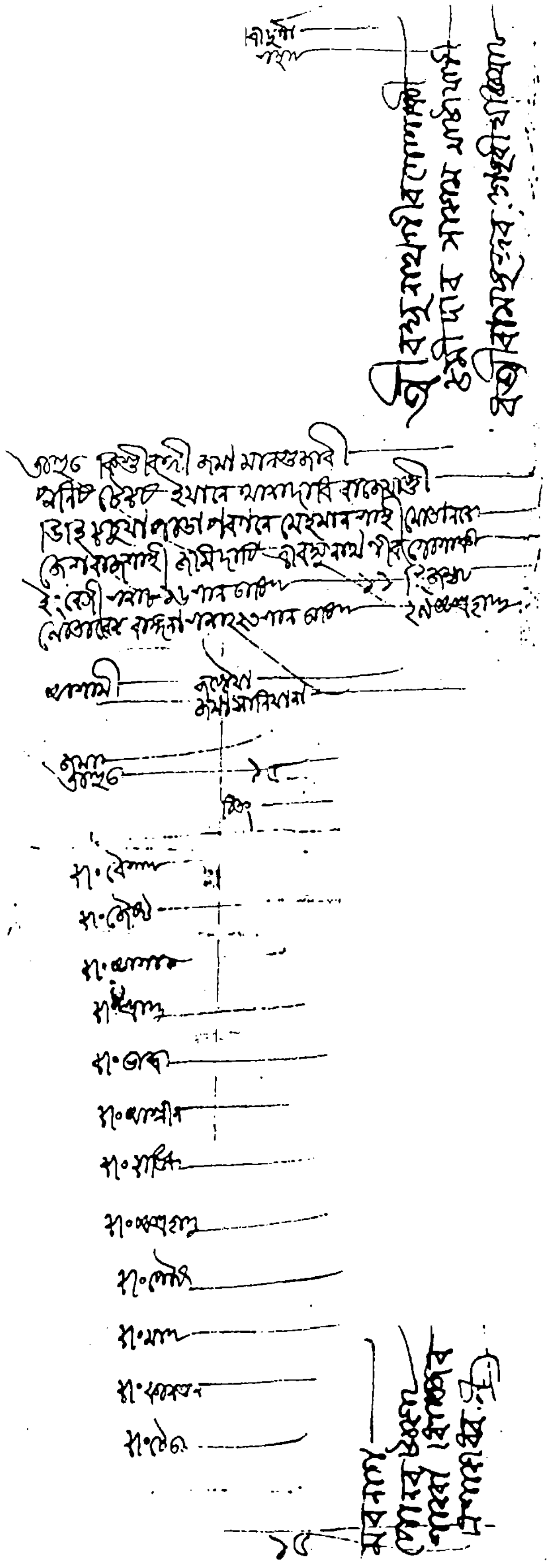

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গা
শহায়

শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞ্জী
জমিদার সাকীম মাটীয়ালী
বং শ্রীরামসুন্দর চৌধুরী মুক্তীয়ার

তাহুত কিস্তীবন্দী জমা মালগুজারী
পুলিষ টেকষ ইয়ানে থানাদারি বাজেয়াপ্তী
ভিহি কচুয়াপাড়া পরগণে মেহমানশাহী মোতালকে
জেলা রাজশাহী জমিদারি শ্রীরঘুনাথগীর গোশাঞ্জী
ইংরেজী শন ১৮১৬ শাল তারিখ ১১ দিজম্বর
মোতাবেক বাঙ্গলা শন ১২২৩ শাল তারিখ ২৯ অগ্রহায়ণ

আশামী	রূপৈয়া
	জমা সালিয়ানা
জমা	
তাহুত	১৫
	বিতং
কীং বৈশাখ	
কীং জৈষ্ট	
কীং আশাড়	
কীং শ্রাবণ	
কীং ভাদ্র	
কীং আশ্বীন	
কীং কাত্তিক	
কীং অগ্রহায়ণ	
কীং পৌষ	
কীং মাঘ	
কীং ফালগুন	
কীং চৈত্র	
	১৫

মবলগে
পোনর টাকা
শীক্কা বিনাওজর
নিশা করিব ইতি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

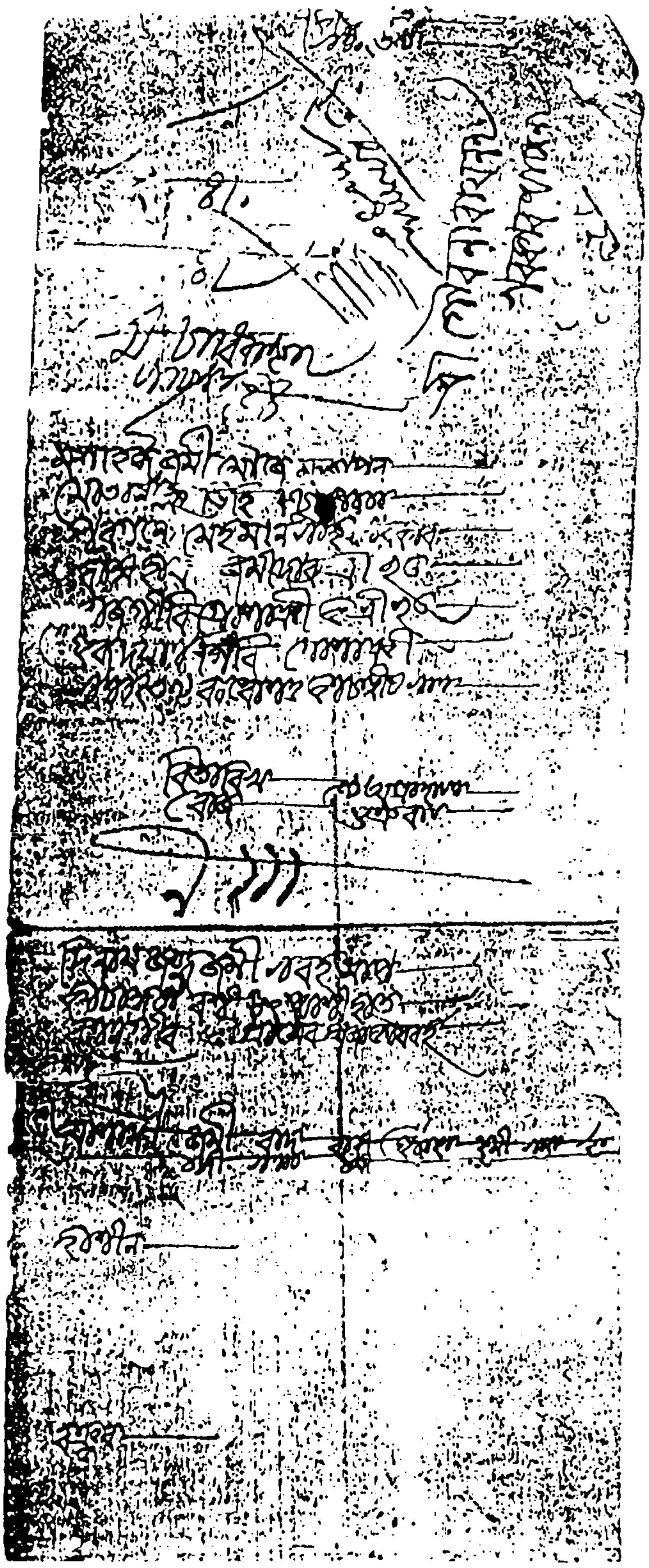

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রী [অস্পষ্ট]
শন ১২৩৯

মং ৪।০
৪৵

মং চারি কাঠা
পাচ সন ইতি

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শন ১৮৪০
২৩ আশার

শ্রীগৌর নারায়ন
শরকার আমিন

মসাহদ্দ জমী মৌজে ব্রজাপুর

মোতানকে ডিহি কচুয়াপাড়া

পরগনে মেহমানশাহীর শরকার

বাযুহায় জমীদার শ্রীযুত

রাজগীরি গোশাঞী ও শ্রীযুত

গুরুদয়ালগিরি গোশাঞী

শন ১২৩৯ বারোশও ওনচল্লীষ শাল

বিতারিখ ৯ অগ্রহায়ণ

রোজ শুক্রবার

নং ১১১

দি নাম জব্দ জমী শরহ মাপ

কাঠাকুড়া রশী ৮০ আশী হাত

বশনগীর ও গ্রামের প্রজা ওগয়রহ

আশামী জমী বাদ বাকী ও জাহা কমী শাল ইং
জব্দী শনাত জমী

হাশীল

বঞ্জর

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

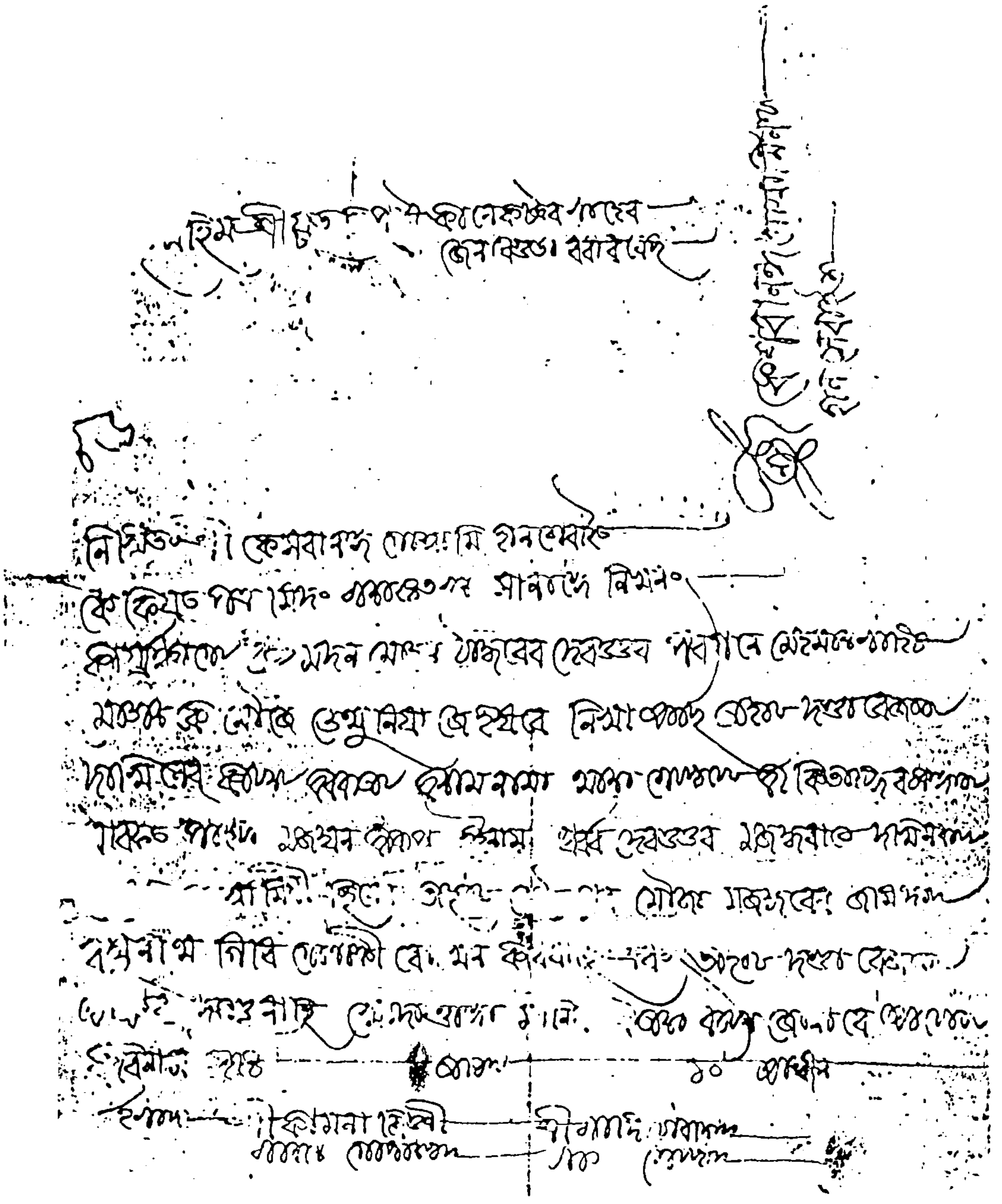

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রী [অস্পষ্ট]

[মহাম]হিম শ্রীযুত [ডি]পুটী কালেকটর শাহেব
জেলা বগুড়া বরাবরেষু

শ্রীকেশবানন্দ গোস্বামি নাং
হাল সেবাইত

নং ৬

লিখিতং শ্রীকেসবানন্দ গোস্বামি হাল শেবাইত
কৈফিয়ত পত্রমিদং শন ১২৪৩ শন সালাব্দে লিখনং
কার্য্যাঞ্চাগে ˝ মদন মোহন ঠাকুরের দেবউত্তর পরগনে মেহমানশাহির
মোতালকে মৌজে তেথুলিয়া জে হুযুরে লিখা আছে তাহার দস্তাবেজাত
দাখিলের কারন এককীতা এনামনামা থানা শেরপুরের শ্রীকিতাব্দি বরকন্দাজ
মারফত পাইয়া মজমুন ওাকীপ হইলাম পুবর্ব দেবউত্তর মজকুরাতে দখিলকার
....স্বামিনী ছিলেন তাহার [মৌছুপর] মৌজা মজকুরের জমিদার
রঘুনাথ গিরি গোশাঞী বেদখল করিয়াছে এবং তাহার দস্তাবেজাত
.... দস্তে নাহি খোদাওান্দা মালিক .... তালব কারন জোনাবে আরোজ
করিলাম ইতি তারিখ ১০ আশ্বীন

ইশাদ শ্রীকামনা জিউনী শ্রীশাদি চৌকীদার
শাকীন গোপালপুর শাং শেরপুর

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

সরকারবাহাদর — [illegible]
বাদী — [illegible]

খাবন্দ শ্রীকৃষ্ণকাঙ্কর সরকার, অধীন নিবেদন এহিজে পরগণে —
সুলেমান সাহির অন্তপাতি মৌজে তিরাইন [illegible]
মৌজা মশ্বদরের প্রজা [illegible] মণ্ডল ও [illegible]
ওবাঘারাম [illegible] ওগায়রহকে তলব দিয়া আনাইয়া —
রীতিমত জবাব বন্দী [illegible] [illegible] যে মৌজা —
মশ্বদরের [illegible] জমী করখজাবিবি ও [illegible]
[illegible] উপরুক্ত জমী [illegible] আমীন শ্রীরাম [illegible]
নিকট সীমানা চিহ্ন ও দাগবদাগ তারিখ করাইয়া দিয়াছি
[illegible] আমার দিগের নাম [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
জমী [illegible] [illegible] ও [illegible] মজুমদার দিগের
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] দিলে [illegible] [illegible] —
[illegible] [illegible] নিবেদন [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] — [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ধম্মাবতার

১০/ এপ্রি ১৮৪৫ সাল [illegible]

শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্ক[র] আমী[ন]

সরকার বাহাদুর বাদী	বং রাম কৃষ্ণ ম[জুম]দার ও শ্রীনাথ ম[জুমদার]	লাখেরাজ মৌং তিরাইল পরগনে মেহামানশাহী ৭৫/

নং ৩৫

আরজ শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্কর সরকার আমীন নিবেদন এহি জে পরগনে
মাহেমানসাহির অন্তপাতি মৌজে তিরাইল পোহুছিয়া
মোজা ময়ুকুরের প্রজা জগন্যাথ মণ্ডল ও ভাজন প্রামানীক
ও বাঞ্ছারাম প্রামানীক ওগরহকে তলব দিয়া আনাইয়া
রিতিমোত জবানবন্দী লওাতে প্রকাষ করে জে মৌজা
ময়ুকুরের মুছল্লম জমী ফরখন্দা বিবি ও দোস্ত মামুদ চৌধুরির
লাখেরাজ উপরক্ত জমী হুযুরের আমীন শ্রীরামধন ভট্টাচার্য্যর
নিকট শীমানা চিহ্নীত ও দাগবদাগ জরিপ করাইয়া দিয়াছি
তদভিন্য আমারদিগের গ্রামে আর অন্য কাহার দেবত্তর ব্রহ্মত্তর
জমী নাহি এবং রামকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীনাথ মজুমদারদিগের
নাম কখন জানীনা এমোত প্রকাষ করে ধম্মারতার (ধম্মাবতার) কর্ত্তা এহি
আরজী সহকারে প্রজাদিগের জবানবন্দী হুযুরে প্ররণ
[.......]াম জ্ঞাতো অর্থে নিবেদন ইতি শন ১৮৪৫ ইঙ্গরাজী মোতাবেক
শন ১২৫১ শাল তারিখ ৮ বৈসাখ।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

বৈস্মাবতার — ৭ ৪২৮

আরজি শ্রী [illegible] সরকার [illegible] খামিন

পরগনে মেহমান সাহ [illegible] হেজে পরগনা মছহরের

অন্তঃপাতি বিবইন গ্রামে রামকৃষ্ণ মজুমদার দিঘ প্রতিবাদির

নামেরাম ৭৫ বিঘা জমির তরফী পরমানা এবং তাহারে নিযুক্ত

হইয়া বিবইন গ্রামের [illegible] এপরগনার মৌজে বিবইন

তাহারে [illegible] পরমানা প্রকাশ হওতে [illegible]

বিবইন গ্রামে পোহাইয়া গ্রামের প্রজা [illegible] দিয়া

[illegible] নামেরাজ জমি [illegible] উক্ত মৌজার

[illegible] জমি [illegible] নামের জমি

[illegible] উক্ত মৌজার প্রজা [illegible]

বিবইন গ্রামের হামহায়া [illegible] দিগের মোজাহামত প্রজার নামে [illegible]

[illegible] বিবইন গ্রামে নামেরাজ জমি

নামারা প্রকাশ করে বৈস্মাবতার মাফিক গোচর হ নিবেদন ইতি

সন ১৮৪৫ ইংরেজি ২৮ জুলাই মোতাবেক সন ১২৫২ সন তারিখ ১৪ শ্রাবণ

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

২০

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

২৬ নং নং ১০২

মোকদ্দমা

হুকুম হৈল জে
গ্রামের তিলায়াইর জা
প্রজাকে এজাহার কর্ত্তা
তলব করাজায় এবিষয় মামলার
নায়ে[ব] হুকুম নামা লিখাইয়া
শন ১৮৪৫ তে ২ আগষ্ট
[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ধর্ম্মাবতার

নং ৪২৮

আরজি শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর সরকার তপ্তীষ আমিন
পরগনে মেহমানসাহি নিবেদন এহি জে পরগনা মযুকুরে
অন্তঃপাতি পীরইল গ্রামে রামকৃষ্ণ মযুমদারদিগর প্রীতিবাদির
লাখেরাজ ৭৫ বিঘা ভূমির তদন্তী পরয়ানা প্রী[ ] তদারকে নিযুক্ত
হইয়া পীরইল গ্রামের ঠীকানা নাপাওাতে ঐ পরগনার মৌজে বিরইলের
তদারক জন্যে ফিদবির নামে এককীতা পরয়ানা প্রকাষ হওাতে ফিদবি
বিরইল গ্রামে পোহুছিয়া গ্রামে প্রজা ও পাটওারি দিগে [অস্পষ্ট] দিয়া
জিজ্ঞাসা কালে লাখেরাজ ভূমি নাথাকা প্রকাষ করে জে উক্ত মৌজায়
নিষ্কর ভূমি কিছু নাহি সকল চন্দমনি চৌধুরানি জ[মিদার] [গা]নের ভূমি
বিচারপতি উক্ত মৌজার প্রজা দিগের স্থানে সন্ধান না হওয়াতে তত্রাচ ফিদরি
বিরইন গ্রামের হামছায়া চতুদ্দিগের মৌজাহায়ের প্রজার দ্বারায় পষ্ট
অপষ্টরূপে নানা প্রকার তদন্ত করিলাম বিরইল গ্রামে লাখেরাজ ভূমি
নাথাকা প্রকাষ করে ধর্ম্মাবতার মালিক গোচরা[র্]থে নিবেদন ইতি
শন ১৮৪৫ ইংরেজি ২৮ জুলাই মোতাবেক সন ১২৫২ তারিখ ১৪ শ্রাবন।

শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্কর শরকার
আমীন

Dhaka University Institutional Repository

নং মোকদ্দমা [illegible]
সন [illegible]

Copy

[illegible]

Collr

বাবু গৌরি কান্ত ডেপুটি কালেক্টর [illegible]
কোর্ট সাহেব কালেক্টর [illegible] তারিখ

সকল সরবরাহকার। — বাদি

কাশীনাথ মজুমদার ও নিবকৃষ্ণ মজুমদার — প্রতিবাদি
ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible]
ও [illegible] ও [illegible]
[illegible]।

মোকদ্দমা [illegible] নং ৩৭১
বিবাদ জমিন [illegible]
ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible]
ও [illegible] মোহাম্মদ [illegible]

এই মোকদ্দমাতে [illegible] কোর্ট
সাহেবের [illegible] মাসের ২৮ তারিখে [illegible]
[illegible] বাদি গনের [illegible]
[illegible] প্রতিবাদি গনের [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

নং ৬৫ সাবেক
শন ১৮৪৩ইং
নং ২৬
শন ১৮৪৩ | সীলমোহর|
ইংরেজী

[তিনসারি ইংরেজি লেখা]

নং ৮

মোতাবে [অস্পষ্ট] আনীত
শ্রী [অস্পষ্ট] চন্দ্র মজুমদার
নাজারা....

রুবকারি কাচারি কেলেকট্র .... রিট.......
গেরেট সাহেব কেলেকট্টর শন ১৮৪৩ ইংরেজী তারিখ [অস্পষ্ট]

বাদি
প্রতিবাদি

সরকার বাহাদুর
রামকৃষ্ণ মজুমদার ও নিলু কৃষ্ণ মজুমদার
ও শ্রীনাথ ও রামরত্ন ও রঘুনাথ কাসীদেব
ও পঞ্চানন ও রাধাকান্ত ও শ্রীনাথ ও কাসীকান্ত
মযুমদার সাকীনান পাকুড়িয়া পং চৌগাও

মকদ্দমা লাখেরাজি মং ৩৭১
বিঘা জমিন ব্রহ্মাত্তর মোং মৃজাপূর
ও সাগরপূর ও পিরইল ও ছোট সিখালী
ও মাচপাঁও মং মেহামানসাহি

এই মোকদ্দমাতে জেলা বগুড়ার শ্রীযুত ডেপূটী কেলেকট্টর
সাহেবের গত আগষ্ট মাসের ২৮ তারিখের লিখিত
কিতা রুবকারি উক্ত প্রতিবাদি গণের বাসস্থান এই জি[লা]
মোতাবক বিধায় প্রতিবাদিগনের নামিক এই

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

২১ব

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

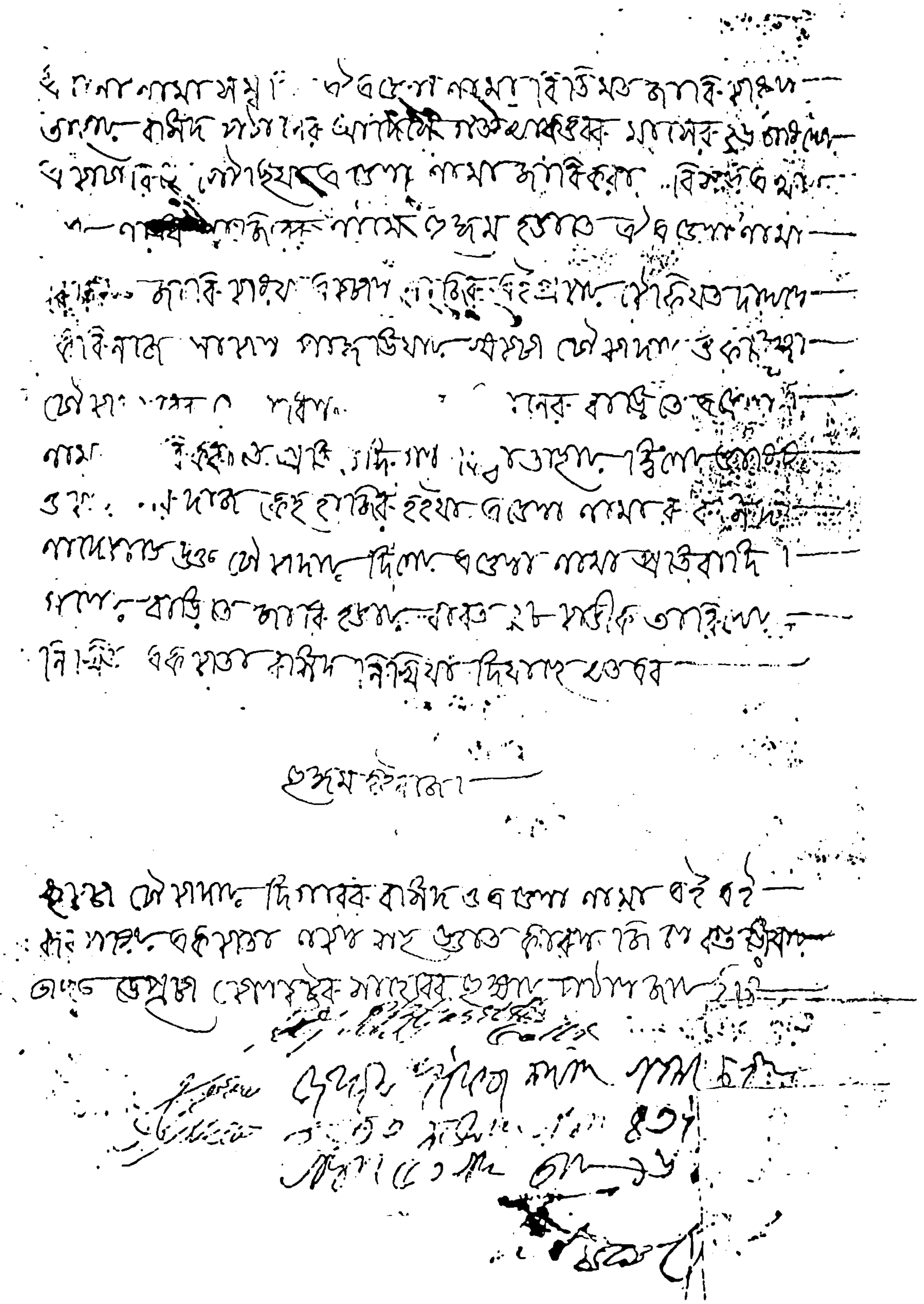

Dhaka University Institutional Repository

২১খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

প্রার্থনানামা সম্বলিত ঐ এত্তেলানামা রিতিমত জারি করিয়া

তাহার রসিদ পাঠানের আদেসে গত আকতুবর মাসের ২৬ তারিখে

এ কাচারিতে পৌছিয়া এত্তেলানামা জারি করা বিসএ এথা

.......নাজিরের নামে হুকুম হওাতে ঐ এত্তেলানামা

রিতিমত জারি করিয়া একটীন নাজির এই প্রকার কৈফিয়ত দাখীল

করিল জে সাকীন পাকুড়িয়া সুকটী চৌকীদার ও ফচঙ্গা

চৌকীদারের .... নের বাড়িতে এত্তেলা

নামা .... করাতে প্রতিবাদিগণ কিম্বা তাহার দিগের ওারিষ

ও কারপরদাজ কেহ হাজির হইয়া এত্তেলা নামার রসিদ

না দেওাতে উক্ত চৌকীদার দিগের এত্তেলানামা প্রতিবাদি

গনের বাড়িতে জারি হওার বাবত ২৮ কার্ত্তীক তারিখের

লিখিত এককীতা রসিদ লিখিয়া দিয়াছে অতএব

হুকুম হইলজে

ষুকটী চৌকীদারদিগরের রসিদ ও এত্তেলানামা এই বই

রূবকারের এককীতা নকল সহ জ্ঞাত কারন জিলে বগুড়ীয়ার

শ্রীযুত ডেপুটী কেলেকটর সাহেবের হুযুরে পাঠান জায় ইতি

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

হুকুম হইলে জে নাগাদ শমনে ....

[ফারসি স্বাক্ষর] তেং ৩০ নভম্বর শন ১৮৪৩ইং

শন ১২৫১ শন তারিখ ১৬.....
নং ১৬৬

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

বর্ণিতেতার

২৬
১৮৪৩ ই.

[illegible]

সরকার বাহাদুর — বিং রামচন্দ্র মজুমদার — পরগনে মোহাম্মদ শাহী
বাদী — ওং দীনাথ মজুমদার গয়রহ — মৌজে সাগরখুর ৭০/

মহারাণী শ্রীমতী [illegible] আশীষ নিবেদন এই যে পরগনা মহম্মদ[illegible]
[illegible] মৌঃ সাগরপুর [illegible] নদীর [illegible]
[illegible] দিলে তনব দিয়া [illegible] নদী [illegible] অস্থাত করিয়া
[illegible] তার [illegible] মধ্যে [illegible]
করিয়াছিল জে মৌজে সাগরখুর [illegible] শাহী একমৌজে আছে
তাহাতে [illegible] মৌঃ সাগরপুর [illegible]
[illegible] দিবস উক্ত [illegible]
[illegible] করিয়াছেন [illegible] বসত করিয়াছে [illegible]
[illegible] নইলে [illegible] নদীর [illegible] হৈতে পারে
[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ধর্ম্মাবতার

নং ২৬
শন ১৮৪৫ইং

৯৭ নং

শ্রীকৃষ্ণ কিঙ্কর শরকার
আমিন

সরকার বাহাদুর বাদী	বঃ রামকৃষ্ণ মজুমদার ও শ্রীনাথ মজুমদার গএরহ	পরগনে মোহামানশাহী মৌজে সাগরপুর

আরজী শ্রীকৃষ্ণ কীঙ্কর শরকার আমীন নিবেদন এহি জে পরগনা মজ্কুরের অধিন মৌঃ শাগরপুরের প্রজার দ্বারায় দ্বাবির ভূম্বীর তদন্ত না হওয়াতে হামছায়াদিগের তলব দিয়া উক্ত জমী মজুকুরার তপ্তীষ করিয়া দেওার বিসএ তলব করাতে হামছায়াগনে মধ্যে কোন বেক্তী প্রকাষ করিয়াছিল জে মৌজে সাগরপুরভূক্ত ঠাকুরশাহী এক মৌজে আছে তাহাতে লাখেরাজ জমীন থাকা নাথাকা মৌঃ শাগরপুর রামশ্বরণ প্রামানীক জানে প্রামানীক মজুকুর অনেক দিবস উক্ত সাগরপুর গ্রামে বাষ করিয়াছিল ইমসন মৌঃ ভাদরা বসত করিয়াছে উপরক্ত প্রামাণীকের জবানবন্দী লইলে দ্বাবির ভূম্বির খোলাসা হৈতে পারে ধর্ম্মাবতার হামছায়াগনে এমত প্রকাষ করাতে তদানুজায় উক্ত প্রামাণীক মজ্কুরকে তলব দিয়া আনাইয়া দবির ভূমী অনুসন্ধান করিয়া দেওার বিসএ কহাতে প্রকাষ করে জে মৌজা মজ্কুরের উক্ত লাখেরাজ জমীন নাহী এবং শাগরপুরভূক্ত ঠাকুরশাহী মৌজা নাহী এক পুস্কন্বী ঠাকুরশাহী নামক আছে তাহা উক্ত মৌজার জমীদারীর মাল অদ্যোপন্ত দখলে আছে জানী কন্ত উক্ত প্রতিবাদীর লাখেরাজ জমী নাহি কখন জানীনা বিচারপতি প্রামাণীক মজুকুর এমত বঞান করাতে ফিদরি উক্ত মৌজায় জমীদার কাশীরপুর [অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রী রমানাথ চৌধুরী ও [illegible] চৌধুরির নিকট [illegible]
[illegible] পৌষ [illegible] তনব [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] নিকট [illegible] এবং [illegible]
[illegible] তনব [illegible] তাহার নিকট
[illegible] তাহা [illegible]
[illegible] তনব দিয়া [illegible]
[illegible] তাহা [illegible] নিকট [illegible]
[illegible]
[illegible] নিবেদন [illegible]
[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

নং ১২৩

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

হুকুম হৈল জে
মৌজা সাগরপুরের প্রার্থীত ৫৭৭ জোন প্রজানক
এজহার লওার কারন শাক্কি
মশুক তলব করিলা
শন ১৮ .... ১২ বারই
যুন শন ১২ ..... ২৯ আশার

* রমানাথ চৌধুরী ও হরকান্ত চৌধুরীর নিকট হৈতে পুরানা
চীঠা পৈঠা ইত্যাদী কাগজাত তলব করাতে উক্ত জমীদারের
কারপরদাজ রামজয় শরকার ও ইসানচন্দ্র নেওগী হাজীর আনীয়া
প্রকাষ করে জে মৌজা মজুকুরের দুই প্রস্ত চীঠা পৈঠা কাগজ
গোবিন্দ মোহন দাষ আমীনের নিকট দাখীল করিয়াছী এবং রামধন-
ভট্টাচার্য্য আমীন উক্ত মৌজার কাগজ তলব করাতে তাহার নিকট
শন ১২১৯ শনের ১ নথী কাগজ দাখীল করিয়াছী তাহা হুজুরে
মজুদ আছে তলব দিয়া দৃস্টী করিলে রওসন হৈবেক আর
জে চীঠা পৈঠা কাগজাত আছে তাহা ফিদবির নিকট দাখীল
করিলেক ধর্ম্মাবতার চীঠা মজুকুরা অতি জরদা পড়াজায়না হুজুরে
দাখীল করনের যুগ্য নহে ধর্ম্মাবতার কর্ত্তা নিবেদন ইতি
শন ১৮৪৫ ইং শাল মোং শন ১২৫২ শাল তাং ২৫ আশার

[* একটি বর্ণ লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[তিন সারি ইংরেজি লেখা] স কা ২৪২/৩ নং ৪০ বহি
৫

সন ১৮৫০ তারিখ ১৭ জুন বাঙ্গালা সন ১২৫৭ তারিখ ৪ আশাড় শোমবার দিবা ইরেজি দুই প্রহর পঞ্চম ঘটীকা সমএ পত্র দাতা রাম কুমার রাএর স্বয়ং স্বীকারে এবং পত্রের লিখিত সাক্ষী বাছের দপ্তরি ও রামচাপড়াসী সপথ পূর্ব্বক সেনাক্তিতে জেলা রাজসাহিতে রেজেষ্টরি হইল ইতি

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

মহামহিম শ্রীযুত জজ সাহেব আদালত দেওানি জেলা রাজসাহী
বরাবরেষু

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরাম কুমার সরকার
সাং কবচ মাড়িয়া
নং

লিখিতং শ্রীরামকুমার সরকার খাজাঞ্চী আদালত দেওানি জেলা রাজসাহী সাকিন কবচমাড়িয়া তপ্পে কুশম্বি একরার পত্র মিদং সন ১২৫৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমার পিতা ৺ নিমাঞী চন্দ্র সরকার মহাশয়ের নামেক জেলা মজকুর ও জেলা বগুড়ার মোতালক শেলবর্শ কল্যাননগর দমদও বাড়িয়া ভাভুরা পতিশর কোম্পানি মং ৭৮৫৵৬ পাই সদর জমার হকীয়ত আমার এই জেলা রাজসাহির দেওানি ও ফৌজদারি আদালতের খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে অন্যান্য জমিদারের হকিয়ত সম্বলিত রেহান ছিল গতসনের ২৩ পৌশ তারিখে পীতা মৌছফের লোকান্তর হইয়াছে এবং দ্বিতিয় জামিনদার দুর্গাপ্রসাদ মযুমদারের চৌধুরাই ডাঙ্গাপাড়া ও গুয়াতার ৯৩।৵ গণ্ডার কাত কোম্পানি ৯৯৴৭পাইর হকিয়ত আমার ঐ খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে রেহান আছে দেন ডিক্রীতে তাহার কথক নিলাম হইয়াছে বক্রী জে আছে তাহাও নিলাম হওার সম্ভব আছে একারন উক্ত দুই জামিনদারের জামিনির বস্তু মোট ৮৮৪৵পাই সদর জমার পরিবর্ত্তে আমাকে জামিন দেওা আবশ্যক জেহেতুক পীতা মৌছফের মিত্তুর পর আমি কেবল এক পুত্র উত্রাধিকারি বিধায় তাহার তেয্য স্থাবরাস্থবর তাবত বস্তুতে আমি দখিলকার হইয়া উপরক্ত কলাননগর প্রতিতিকএর মহাল মং ৭৮৫৵৬পাই সদর জমাতে এ জেলা ও জেলা বগুড়ার কেলক্টরিতে আমার নাম জারি করিয়াছি অতএব তপশীলের লিখিত ঐ সকল মহালের সদর জমা ৭৮৫৵৬পাই ও আমার নামেক দ্বিতীয় মহাল এই জেলার কেলক্টরির অধিন বাসবাড়িয়া ও কানাইকুড়ি মোট ১০৮৴৵পাই সদর জমার বস্তু মোট ৮৯৩৴৵পাই আমার খাজাঞ্চীগিরির জামিনিতে আপন ইছছাপূর্ব্বক রেহান রাখিয়া একরার করিতেছি জে ৺ না করেন জদ্যপী সরকারি তহবিলের কোন টাকার লোকসান হয় কি অন্য কোন রকমে সরকারের হানি হয় তবে আমি কিম্বা আমার ওারিশান নিরাপত্তে ও অব্যাজে আদায় করিব ও করিবেক জদ্যপী মুৎসরিক টাকা আদায় করিতে নাপারি ও নাপারে তবে মৌফিক তপশীল বন্দকি মহালাত ও আমার অন্য জায়দাদ নিলাম করিয়া আদায় হবেক আর উক্ত বন্দকি মহাল দরখাস্ত দ্বারায় কি অন্য কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে একরারপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৪ আশাড়

তপশীল নাম মহাল		সিক্কা জমার কাত কোম্পানী	তাইন রূপেয়া কোম্পানী
জেলা বগুড়ার কেলক্টরির অধিন			
নং ১৬ তৌজি			
কিং পরগনে শেলবর্স		১৭৭।৴১৭	১৯৮।৵
তালুক রামকুমার সরকার	১	২৪।১৪৴	
নং ৫২ ঐ		.	২৫৴৮
তপ্পে কুশমির কীশামত	১	--------	------
কল্যান নগর তালুক তথা		২০২।১৴	২১৫।।১

	২		

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

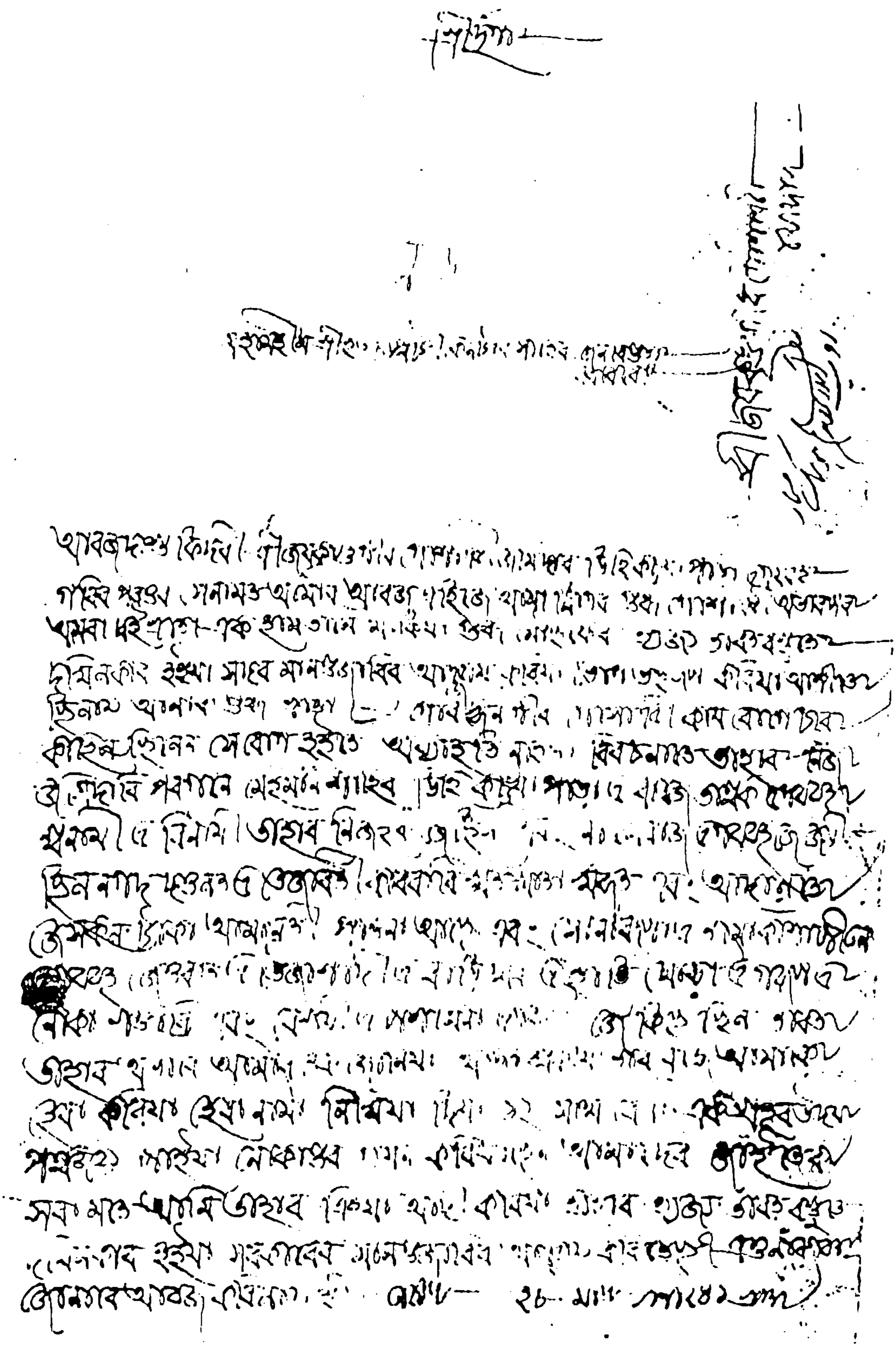

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীদুর্গা

নং ৬

মহামহীম শ্রীযুত ডেপুটি কেলক্টর সাহেব জেলা বগুড়া
বরাবরেষু

শ্রীজয়কৃষ্ণগীরগোশাঞী
[ফারসি স্বাক্ষর] জমিদার

আরজদাস্ত ফিদবী শ্রীজয়কৃষ্ণগীর গোশাঞী জমিদার ডিহি কচুয়াপাড়া ওগয়রহ
গরিব পরওর সেলামত আমার আরজ এহিজে আমাদিগের গুরু গোশাঞী অভাবপর
আমরা দুই ভ্রাতা এক হামতামে থাকিয়া গুরু মৌছফের ত্যজ্য তাবত বস্তুতে
দখিলকার হইয়া সদর মালগুজারির আঞ্জাম করিয়া ভোগ তছরূপ করিয়া আশীতে-
ছিলাম আমার গুরুভ্রাতা ৺গোবর্দ্ধন গীর গোসাঞী কাস রোগে চীর-
কাহিল ছিলেন সে রোগ হইতে অব্যাহতি না হওা বিবেচনাতে তাহার নিজ
জমিদারি পরগনে মেহমানশাহির ডিহি কচুয়াপাড়া ও বাজে তালুক ওগয়রহ
শ্বনামী ও বিনামী তাহার নিজ হক জে ছিল এবং লাখেরাজ ওগয়রহ জে জমী
ছিল নগদ দওলত ও তেজারতী কারবারি খতখাতা সুরত এবং আদালতে
জে সকল টাকা আমানতী পাওনাআছে এবং সোনা রূপা ও তামা কাঁশা পীতল
ওগয়রহ জেওরাত ও তৈজশাদি ও বাড়ি ঘর ও হাতি ঘোড়া ও গরূপ ও
নৌকা শওারি এবং রেশমী ও পশমিনা ওগয়রহ জে কিছু ছিল তাবত
তাহার অভাবে অমার হক জানিয়া আপন শ্বকীয় ভাববুদ্ধে আমাকে
হেবা করিয়া হেবানামা লিখিয়া দিয়া ১২ মাঘ বেলা এক প্রহর উদয়
পঞ্চত্যে পাইয়া লোকান্তর গমন করিয়াছেন আমাদের জাইতের
সরা মতে আমি তাহার ক্রিয়াআদী করিয়া তাহার ত্যজ্য তাবত বস্তুতে
দখিলকার হইয়া সরকারের মালগুজারির আঞ্জাম করিতেছী এওনা কারন
জোনাবে আরজ করিলাম ইতি তারিখ ২৮ মাঘ শন ১২৪১ শাল

অপর পৃষ্ঠায় : [উপরে তিনসারি ফারসি লেখা]
নিচে :
ইং শন ১৮৩৫ পোত্তিষ শাল তারিক ৯ নওই ফেবওয়ারি
শন ১২৪১ একচলিষ শাল তারিক ২৮ আটাষে মাঘ
দাম আট আনা পাইলাম

খরিদার শ্রীবিরতিয়া পাইক শাং মৈইপুর
শ্রীরামকৃষ্ণ পোদ্দার মহীপুর
মৌং সেরপুর।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

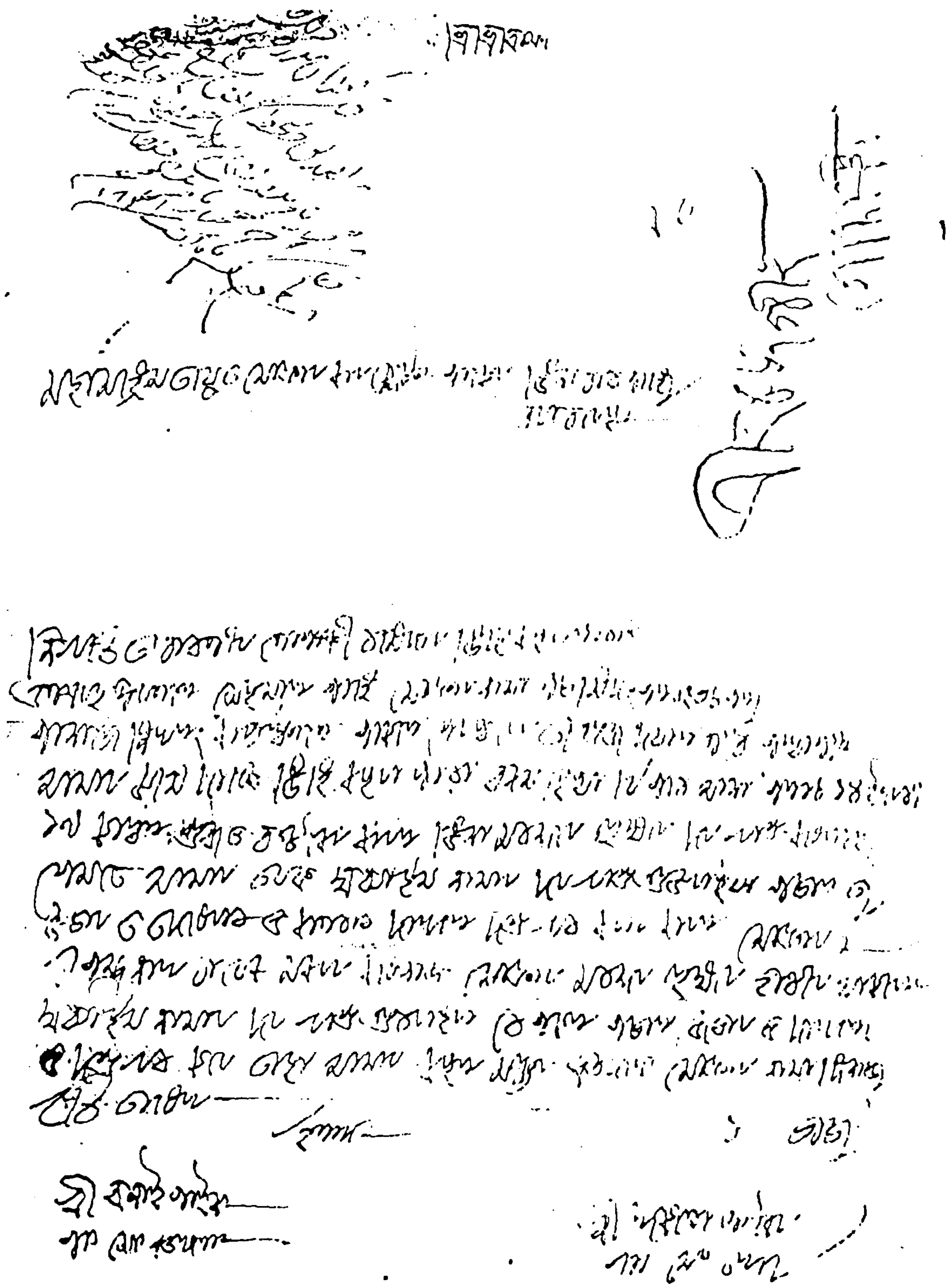

Dhaka University Institutional Repository

২৫

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীরাম

[৩ সারি ফারসি লেখা]   নং ৮

মহামহিম শ্রীযুত মোক্তারকার ক্লেক্টর সাহেব জিলা রাজশাহী
বরাবরেষু

শ্রীরাজগীর গোসাঞ্জী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

লিখীতং শ্রীরাজগীর গোশাঞী জমিদার ডিহি কচুয়াপাড়া

ওগএরহ পরগনে মেহমানশাহী মোক্তারনামা পত্রমিদং শন ১২৩৮ শন

শালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে শাকীন শেরপুরের শ্রীগুরুদয়ালগীর শন্যাশী

আমার জমিদারি ডিহি কচুয়াপাড়া রকম হিস্যা।৴শাত আনা শন ১৮১৪ ইংরেজী

১৯ কানুন শুরুত বন্টকের কারণ জিলা মজকুরে হুযুরে দরখাস্ত করিয়াছে

সে মতে আমার তরফ মুধ্যাইমনামায় দরখাস্ত গুজরাইয়া শওয়া....

জবাব ও তদবিয়াত ও কাগজাত দাখীল দস্তখত করার কারণ মোক্তার

শ্রীশম্ভুনাথ রায়েক মকরর করিলা মোক্তার মজকুর হুযুরে হাজীর থাকীয়া

মুধ্যাইমনামায় দরখাস্ত গুজরাইয়া জে শকল শওাল জবাব ও দাখীলা

ও দস্তখত করে তাহা আমার কবুল মঞ্জুর এতদর্থে মোক্তারনামা দিলাম

ইতি তারিখ   ১ ভাদ্র

ইশাদ

শ্রীবলাই পাইক
শাং মোং বড়বীলা

শ্রীকুকীলা পাইক
শাং মেং তথা

অপর পৃষ্ঠায় :

শন ১৮৩১ একত্রিষ শাল ....সাতাম্বর

শন ১২৩৭ শাল ২৪ চাব্বিশা চৈত্র দাম   আনা পাইলাম

খরিদার (অস্পষ্ট) সরকার মোকাম বগুড়া

[স্বাক্ষর ও লেখা অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

/ Copy /

[illegible] Assistant

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

নং ১১০

সিল মোহর (তিন সারি ইংরেজি লেখা)

২৬ নং ১৮৪৩
জিলা

১৮০ নং
রেজেসটরি
১৮৪৬

রোবকারি খুরশীদা বাদাদি চতুর্দ্দষ শংখ্যার রেবনিয় কমীশনরি কাচারির শ্রীযুত মেস্তর তামষ টেলর শাহেব একটীন কমীশনরের বৈঠকে তারিখ ৯ মেই ১৮৪৬ মোতাবেক ২৮ বৈশাখ শন ১২৫৩ শন বাঙ্গলা

শরকার বাহাদুর — বাদি

রাম কৃষ্ণমজুমদার ও শ্রীনাথ মযুমদার — প্রিতিবাদি গণ

পরগনে মেহেমানশাহির অধিন মৃজাপুর ও সাগরপুর গএরহ গ্রামের ৩৭১ বিঘা নিস্কর জমিনের উপর কর ধার্য্যের মোকদ্দমা

জেলে বগুরার শ্রীযুত ডিপুটী কালেকটর শাহেবের শমীপ হইতে অত্র মোকদ্দমায় কাগজাত আগত এবং অদ্দ দিস্টী গোচর হইয়া বিদিত হইল জে নিস্কর জমিনের তাএদাদের রেজেস্টরী বহির বৃলি বাদে জিলে বগুরার শ্রীযুত ডিপুটী কালেকটর সাহেবের শন ১৮৩৬ সনের ৮ আগষ্ট তারিখের লিখিত রোবকারির হুকুম মতে অত্র মোকদ্দমা উপস্থিত ও প্রিতিবাদিগণের নামে শ্রুনি (শ্রেণী) মতে এনা মাধি প্রচার হইলে প্রিতিবাদিগণ হাজির হয় না ও গৌর চন্দ্র দাষ জরিপ আমীন শরে জমীনে পৌচিআ প্রজাদিগের দ্বারা তদন্ত করাতে মৃজাপুর ও শাগর পুর গ্রামে প্রিতিবাদিগণের নিস্কর জমীন না থাকা বাবত ১৮৪৩ সনের ৬ দিজাম্বর তারিখে জেরোএদাদ দাখিল করে তাহা নথির শামীল বর্তমান তাপের শ্যাম কমল রায় ও কৃষ্ণকীশোর শরকার ২ দুই জনা আমীন ঐ জমিনের অবশস্থান জন্বে নিযুক্ত হইয়া জে জে রেপট করে তদ্বারাহ নিস্কর জমিনের অনুসন্ধান হয় না ইতি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

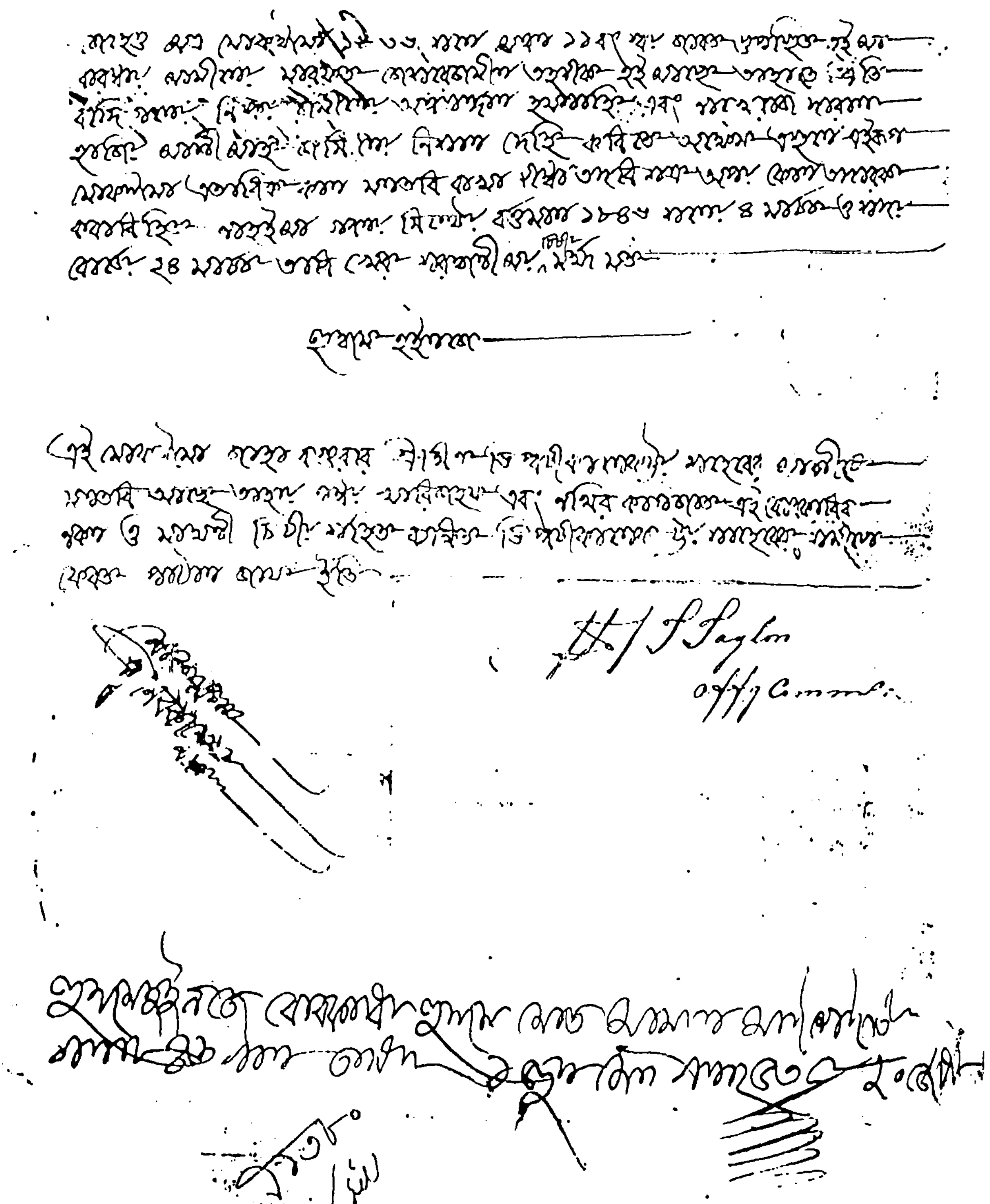

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

জেহেতু অত্র মোকদ্দমা ১৮৩৬ শনে অনুন ১১ বৎসর জাবত উপস্থিত হইয়া বারম্বার আমীনের মারফত জে শরেজমীন তহকীক ইইআছে তাহাতে প্রিতি বাদিগণের নিষ্কর জমীনের অনুশন্দান হয় নাহি এবং লাখেরাজ দারান হাজির আশী আছ জমীনের নিশানদেহি করিতে অক্ষেম এ স্থলে এইরূপ মোকদ্দমা এতাধিক কাল মলতবি রাখা কীম্বা তদবিশএ অপর কোন তদারক করা বিহিত না হইয়া গবনরম্মিন্টের বর্ত্তমান ১৮৪৬ শনের ৪ মার্চ ও শদর বোর্ডের ২৪ মার্চ্চ তারিখের শরদ্দনীময় চিঠীর মক্ষমত।

হুকুম হইলজে

এই মোকদ্দমা জাহা বগুড়ার শ্রীযুত ডিপুটি কালেক্টর সাহেবের আপীষে মলতবি আছে তাহার নম্বর খারিজ হয় এবং নথির কাগজাত এই রোবকারির নকল ও মামুলী চিঠীর শহিত [শ্রী]যুত ডিপুটী কালেক্টর সাহেবের সমীপে

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

মোকাদ্দমা
শ্রীনবকিশোর
আমীন

হুকুম হইলজে রোবকারির হুকুম মোত আমীন আইনোইতি
শন ১৮৪৬ শাল তারিখ ১ জুন মোত শন ১২৫৩ তে ২০ জৈষ্ঠ

নং ১৩৮০

[ফারসি স্বাক্ষর]

Dhaka University Institutional Repository

২৭

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

২৭
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)
৺শ্রীশ্রীদুর্গা

নং ২ বি
শন ১৮৬৫/-

শ্রীরুদ্রকীশোর শর্ম্ম
তালুকদার
শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্ম তালুকদার
শাং বনীপুর পং
শেলবর্স

মহামহীম শ্রীকালী চন্দ্র মৈত্র মহাশয় বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীরুদ্রকীশোর শর্ম্ম তালুকদার ও শ্রী নবকৃষ্ণ শর্ম্ম তালুকদার শাকিন বনীপুর পরগনে শেলবর্স ইষ্টেশন আদমদীঘী করজখত পত্র মিদং শন ১২৭১ | বারশএ একাত্তর শন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা মহাশএর তহবিল হইতে মহাশয়ের কার্য্যকারক শ্রীযুত রামজয় শরকারের মারফত নগদ দস্তবদস্ত মবলগে ২০০৲দুইশত টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মাসীক শতকরা ১ একটাকা বরাদ্দে দিব ওাদা শন ১২৭২/- বারশএ বাওাত্তর শনের মাহে ভাদ্র মবলগ মজ্কুর মাহে সুদ এক জোগে পরিশোধ করিব জদী এক জোগে পরিশোধ করিতে না পারি তবে জমার জে টাকা দেই তাহা এই খাতের পৃষ্টে ওাশীল লিখীয়া দিব তাহা নাদীয়া ওাশীলের বাবত আলাহেদা রসীদ কি শাক্ষি কিম্বা ফারগতি গুজরাই তাহা নামঞ্জর এতদার্থে করজখত পত্র লিখীয়া দীলাম ইতি শন শদর তারিখ ৮ মাঘ

ইশাদ

শ্রীকীনে শাহা শাং চুপীনগর	শ্রীকবির নস্য শাং চুপীনগর	শ্রীউজীর নস্য শাং চুপীনগর	শ্রীরামজয় শরকারকে আমী চিনী ইতি শ্রী কমল নারায়ন তলাপাত্র মোক্তার	হাজীরে রুদ্রকীশোর শর্ম্ম তালুকদার ও নব কৃষ্ণ শর্ম্ম তালুকদারদয়কে আমি চিনী ইতি শ্রীতিমির চন্দ্র শান্যাল মোক্তার

শন ১৮৬৫ইং তারিখ ২১ জানওারি মোং শন ১২৭১/৯ মাঘ দিবা ইং ১২ হইতে ১ ঘন্টার মধ্যে তিমির চন্দ্র সান্যাল মোক্তারের পরিচয়ে শাকীন বনীফরের রুদ্রকীশোর তালুকদার ও নব কৃষ্ণ তালুকদার দেহেন্দাদ্বয় ও কমল নারায়ন তলাপাত্র মোক্তারের পরিচয়ে রামজয় শরকার হাজীর আনীয়া এই দলীলের শত্যতা তজদীক ও দেহেন্দাদ্বয় ইহাতে স্বহস্তে দস্তখত করা প্রকাশ করায় রেজেষ্টরি হইল ইতি
শন ১৮৬৫/-
শ্রীচন্দ্র নাথ চৌধুরী
মহাশয়
শ্রীরুদ্রকীশোরশর্ম্ম তালুকদার

[দুই সারি ইংরেজি লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

২৮

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

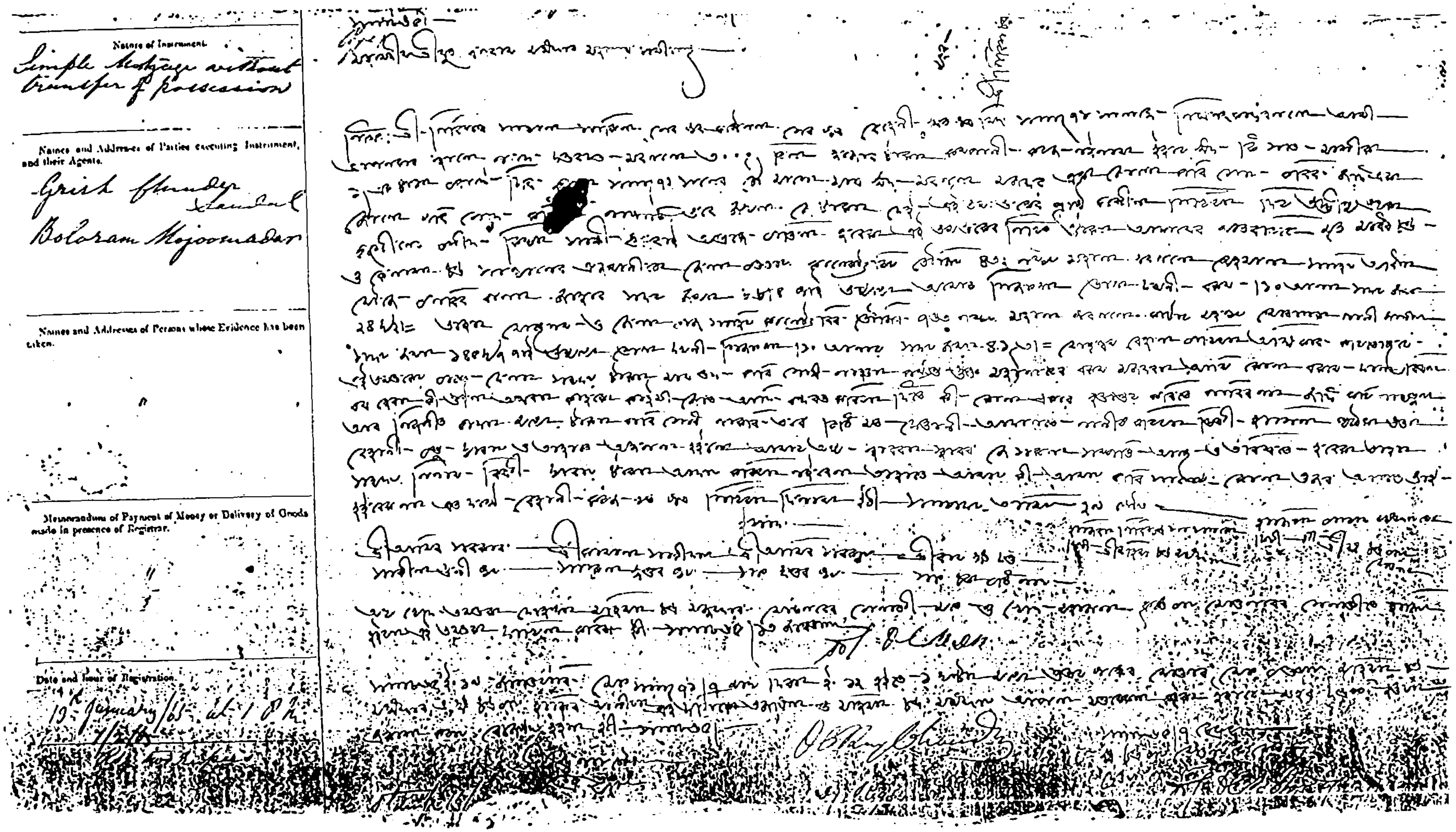

২৮
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সন ১৮৬৫

মহর
শ্রীগিরিশচন্দ্র

মহামহীম শ্রীযুত বলরাম মযুমদার মহাশয় সমীপেযু
লিখিতং শ্রীগিরিশচন্দ্র সান্যাল সাকিন শেরপুর এষ্টেশন সেরপুর রেহেনী খত পত্র মিদং সাল ১২৭১ সালাব্দে লিখনং কার্যাঞ্চাগে আমী আপনাকার স্থানে নগদ দস্তবদস্ত মবলগে ৩০০০ তিন হাজার টাকা কম্পানী করজ লইলাম ইহার সুদ ফি সতে মাশীক ১ এক টাকা বরাদ্দে দিব [ওাদা] সন ১২৭২ সনের চৈত্র মাশে মাএ সুদ মবলগ মজকুর একজোগে পরিসোদ করিব জদি এক জোগে পরিশোধ করি তে না পারি তবে জখন জে টাকা দেই এই তমঃসুকের পৃষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তত্তীন্য প্রথক ওাশীলের রসীদ কিম্বা সাক্ষী গুজরাই অএাদ্দে বাতিল হবেক এই তমঃসুকের লিখিত টাকা আমাদের মাতবরিতে মৃত মাধবচন্দ্র ও কৈলাশ চন্দ্র সান্যালের এজমালীতে জেলা বগুড়ার কালেকটরির তৌজির ৪৩২ নম্বর মহাল পরগনে মেহমান সাহির অধিন মৌজে রনবির বালা জাহার সদর জমা ৮৮।৪ পাই তম্মেধ্যে আমার নিজাংশ ভোগ দখলী রকম ।১০ আনা সদর জমা ২৪৶২/= তাহা মোছলম ও জেলা রাজসাহির কালেক্টরির তৌজির ৭৬৩ নম্বর মহাল পরগনে কাটার মহল মোতালকে ধানী জমীর সদর জমা ১৪৫৶পাই তম্মধ্যে ভোগদখলী নিজাংশ ।১০ আনার সদর জমা ৪১৩/= মোছল্লম রেহান রাখিয়া অঙ্গিকার করিতেছি যে এই তমসুকের বাবত দেনা সমুদয় টাকা মায় সুদ পরিশোধ না হওা পর্যন্ত উক্ত মহালাতের রকম মজকুরা আমি কোন রকমে দান বিক্রয় বয় হেবা কী উইল অথবা কাহাকে কাইমী জোত আদি বন্দবস্ত করিয়া দিতে কী কোন প্রকার হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি নামঞ্জুর আর নিরূপীত ওাদা মধ্যে টাকা পরিশোধ না করি তবে বিধি মত দেওানী আদালতে নালীষ করিয়া ডিক্রী হাসিল পূর্বক উক্ত রেহানী বস্তু দ্বারায় ও তাহাতে অকুলন হইলে আমার অন্য স্থাবরাস্থাবর জে সকল সম্পত্তি আছে ও ভবিষ্যতে হবে তাহা সমুদয় নিলাম বিক্রী দ্বারায় টাকা করিয়া লইবেন তাহাতে আমার কী আমার পরিবারের কোন ওজর আপত্তী স্তাই হইবেক না এতদর্থে রেহানী করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতী সন শদর তারিখ ২৯ পৌষ

শ্রীআমির সরকার সাকীন উলীপুর	শ্রীকামাল সাকীদার সাকিন কুওরপুর	শ্রীআমির সরকার সাং কুওরপুর	শ্রীরাম কৃষ্ণ দত্ত সাং চক রতিনাথ	হাজিরা গিরিশচন্দ্র সান্যালকে চিনী শ্রীমহিমাচন্দ্র মযুমদার	হাজিরা শ্রীবলরাম মযুমদারকে চিনী ইতি শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র রায় মোক্তার

অদ্য খোদ তমসুক দেহেন্দা মহিমাচন্দ্র মজুমদার মোক্তারের সেনাক্তী মতে ও খোদ মহাজন কৃষ্ণ রায় মোক্তারের সেনাক্তীতে হাজির হইয়া এই তমসুক দাখিল করিল ইতি সন ১৮৬৫/ ১৩ জানুওারী

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

সন ১৮৬৫ ইং ১৯ জানওয়ারি মোং সন ১২৭১/ ৭ মাঘ দিবা ইং ১২ হইতে ১ ঘন্টা মধ্যে উভয় পক্ষের মোক্তার মোং বগুড়ার মহিমা চন্দ্র মজুমদার ও কৃষ্ণ চন্দ্র রায় হাজির আনীয়া এই দলিলে ও জামিন ও মহিমা চন্দ্র আপন মওক্কেল কত্তৃক ইহাতে মহর দস্তখত হওয়া প্রকাশ করায় রেজেষ্টরি হইল সন ১৮৬৫/-
শ্রীচন্দ্র নাথ চৌধুরী

(ইংরেজি স্বাক্ষর)

সন ১৮৬৫/৭ ফেব্রুয়ারী
কৃষ্ণ চন্দ্র রায় মোক্তার কে ফেরত
দেওয়া গেল

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

[করজখত পত্রটি সুনির্দিষ্ট ফরমে লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Serial No. of Instrument. 3 B/15	Book No. 4 … Vol. 11 … [illegible]
Nature of Instrument. Agreement	[illegible]
Names and Addresses of Parties executing Instrument, and their Agents. [illegible] & others … H. [illegible] Taylor	[illegible]
Names and Addresses of Persons whose Evidence has been taken. None	[illegible]
Memorandum of Payment of Money or Delivery of Goods made in presence of Registrar. None	[illegible] … H. [illegible] Taylor … [illegible] … Stamp [illegible]
Date and hour of Registration. 24th January/15 at 1 P.M.	[illegible] … by Regr.

Dhaka University Institutional Repository

২৯

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

নম্বর ৬

সন ১৮৬৫

মহামহিম শ্রী..... শ্রীযুক্ত মিঃ হেন্ডির এষ্টক বোর্ডড শুপ্রেনটেনডেন্ট সাহেব হুজুর বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীঅতি মিস্ত্রি ও শ্রীজবানী মিস্ত্রী ও শ্রীকারুমিস্ত্রি ও ফজু মিস্ত্রি সাকিনান বারপুর পরগনে.....
পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে সরকার বাহাদুরেক তরফ ফেরি ফেস্তির মোতালক হইতে ইস্তক বোর কথরার কাঠের.....
তক শড়ক দুরস্ত অর্থাত শড়কে আড়ে দীর্ঘে ১ এক ফুট মাটি কাটিয়া তোলা কর্ম্ম উপস্থিত হওয়ায়
লওয়ার প্রার্থনা করিলাম মতে আমারদিগের প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া আমাদের ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিয়া এক
সাকিন বারপুরের শ্রীমরু শোনার ও শ্রীফুতি শোনারদ্বয়কে জামিন দিয়া এহি একরার দিতেছি যে ইস্তক যা.......
খেতলালের এষ্টেশন তক শড়কে ১ (এক) ফুট করিয়া মাটি ঐ সড়কের দুই দিকে ৫ ফুট ৫ ফুট করিয়া বাদ দিয়া যা
দুরস্ত করিয়া দিব তাহাতে অন্য (থা) করিলে হুজুর হইতে যে হুকুম হইবে তাহা বিন ওজরে আমলে আনিব আ......
শড়কে একবার বৃষ্টি হইলে জরিপ করিয়া ১০০০ হাজার ফুট অন্দরে ১।।০ দেড় টাকা হিসাবে পাইব যদ্যপি
ঐ লিখিত ইষ্টমিট হইতে এক মেহনতানা পাইবনা ঐ কর্ম্মে ইস্তক শন ১২৭১ শনের মাঘ মধ্যে লাগাএদ
সমাধা করিব ও আমারদিগের গাফিলিতিতে কোন বিষয় খেয়ানত হইলে আমরা ও আমার দিগের জমিনদারেরা
দ্বিগের পাওনা ইষ্টামিন্টের টাকা যখন যাহা লইব তাহার আলাহেদা রসিদ লিখিয়া দিব আর ঐ ইস্তক লা.......
১৮ ফুট শড়কের কমি থাকে তবে ১৮ ফুট পরিমানে ওসার করিয়া দিব এতদর্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম।

ইসাদ

শ্রীমানিক সরকার সাং কাটনার শ্রী ছেও খলিফা সাং বৃন্দাবনপাড়া শ্রীহাজি চাপরাসী সাং কাটনার
সন ১৮৬৫/২৪ জানেওয়ারি মোং সন ১২৭১/১২ মাঘ দিবা ইং ১২ হইতে ১ ঘন্টা মধ্যে মোং বগুড়ার রাম........
মোক্তারের পরিচয়ে সাং বার্ব্বকপুরের আতি মিস্ত্রী ও জবানি মিস্ত্রী ও কারুমিস্ত্রী ও ফজু মিস্ত্রী
এই দলিলের সত্যতা তজদিক ও ফজু হাতসহি ও বক্রি দাতাগণ আপন ২ হস্তে দস্তখত করা ও
এষ্টেক টেলর সাহেব ইহা স্বীকার করায় রেজেষ্টরি হইল ইতি

শ্রীচন্দ্রনাথ চৌধুরী

এ ম

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

শ্রীআতি মিস্ত্রী
শ্রীজবানি মিস্ত্রী
শ্রীকারু মিস্ত্রী
শ্রীফজু মিস্ত্রী [হাতসহি]

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

[একরার পত্রটি সুনির্দিষ্ট ফরমে লেখা]

Dhaka University Institutional Repository

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

No 1.
Registered the 28th day of April 1855 at 9 A.M.

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৩০ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীহরি

নম্বর/১৷৷=

[তিন সারি ইংরেজি লেখা] [মোহর]

লিখিতং শ্রীসৈয়দানী আমিরন্বেছা চৌধুরানী
জওজে শৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী সাকিন
সিবগঞ্জ পরগনে প্রতাপ বাযু ডিহি জাঙ্গীরাবাদ
এলাকা ঘাটী শিবগঞ্জ জেলা বগুড়া কস্য উইল
পত্র মিদং সন ১২৬২ বাসত্ত সালাব্দে লিখনং
কার্য্যাঞ্চাগে সংপ্রতি শুতিকা জ্বর পীড়ায়
আমি ক্রমশ কাহিল চিকিৎসাআদি নানারূপ
করালেও বিরাম হইতেছেনা সুতরাং ঐ পিড়ায়
জিবনাসয় নইরাস বোধ হইতেছে জেহেতুক
আমার পতি সৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী
ও আমার গর্ভজাত কন্যা শ্রীরহিমন্বেছা ও
শ্রীআবিরন্নেছা ও শ্রীহাফেজন্নেছা এই তিন
কন্যা নাবালগা বর্ত্তমান আছে প্রযুক্ত আমার
জমিদারী আদী স্থাবর অস্থাবর সমুদাইক
বস্তু ঘটীত৺ না করেন আমি ফৌত হইলে
বিবাদ বিশমবাদ হওার অপক্ষা নাহি বিবেচনায়
আমি আপন সেছছা পুর্বক এই উইল নামা
লিখিয়া দিতেছি জে আমার জমিদারী জেলা
বগুড়ার তৌজীর ১০ নম্বরের মহাল পরগণে
সেলবর্শের তরফ বেহারেররকম৵৶৬ক্রান্তী
ও ঐ কালেকট্টরির ৬৯ নম্বরের মহাল পরগনে
প্রতাপবাজুর ডিহি জাঙ্গীরাবাদের হিস্যা
৷৷০ আনা মধ্যে রকম ৷৷৵ আনা ও চান্দনীয়া
শিবগঞ্জ মায় পারকুল ও বাজেয়াপ্তী মহাল
জেলা দিনাজপুরের মোতলাক মৌজে মস্তফাপুরের

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

রকম ।।৵ আনা শোল আনা করারে রকম
।।৵ এগারোআনা ও চান্দনীয়া শিবগঞ্জের
খানাবাড়ী মছল্বম জাহা হেবা শুরত আমী
প্রাপ্ত হইয়া হকদার ও দখিলকার আছি এবং
উক্ত জমীদারী ঐ রকম ।।৵আনাতে
কালেকট্টরীতে আপন নাম জারি করিয়াছী
ঐ জমীদারীর মধ্যে উক্ত তরফ বেহারের
মোতালক ঐ তিন কন্যা গণ মধ্যে জেষ্ট কন্যা
রহিমন্নেছাকে কিসামত সাবলা ও মাধ্যমা কন্যা
অবিরন্নেছাকে কিসামত চিঙ্গাশপুর গ্রাম ও
ছোট কন্যা হাফেজান্নেছাকে কিশামত গোকুল
গ্রাম বাকি মছল্বম জমীদারী ও উক্ত খানা বাড়ী
মছল্বম ও সাকিন কাটনার গ্রামে আমার জে
এক বাটী আছে তাহা মছল্বম আমার পতি
উক্ত সৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী সাহেবকে
এই সর্ত্তে দিলাম জে৺নাকরেন জদী আমী
ফৌত হই তবে উপরের লিখিত জমিদারী ও
খানা বাড়ীতে একরাম হুসেন চৌধুরী দখিলকার
* থাকিয়া রাজশ্য আদায় করত কালেকট্টরীতে
আপন নাম জারী করিয়া নিজে ভরন পোসন
ও খানাবাড়ী মরামতআদী করিয়া দখিলকার
থাকিবেন এবং অলিয়ত রূপে নাবালগা কন্যা
গনের প্রতিপালন ও জথাকালে সত পাত্রে
সাদী দিবেন এবং জে কন্যাকে জে গ্রাম
দিলাম বিবাহ হওার পর ঐ গ্রামে কন্যাগণ
স্বয়ং দখীলকার হইয়া রাজস্য আদায়
পুর্ব্বক উপসত্য ভোগ করিবেক কিন্তু চৌধুরী
মৌছুক ঐ জমীদারী ও খানা বাড়ি দান
বিক্রয় করিতে পারিবেন না কেবল উপসত্য
দ্বারায় গুজরান ও পুন্নকর্ম্মাদি করিবেন
উক্ত জমীদারী ও খানা বাড়ির মালীকিসত্ব
উক্ত চৌধুরীকে দিলাম না বিধায় এই উইল
অনুসারে উক্ত জমীদারীআদীর মালিকসত্ব

[*হইয়া শব্দটি লিখে কেটে দেওয়া হয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৫

চৌধুরী মৌজুদের খাস্তি হইবেক আর জেলা বগুড়ার
[illegible] তমঃশির বাবত আমার যে জমা লইলেন
আমি তাহা এই [illegible] হইবায় চৌধুরী মৌজুকা
আদায় করিবেন চৌধুরী মৌজুক কোন রকমে
ঐ [illegible] খেলাপ না হয় দাবি রহিল।
আর ঐ [illegible] কোন বাদ বিবাদ হইয়া
অথবা বিবাদ হইলে [illegible]
তবে যে কোন রকম হইবেক তাহার [illegible]
উপরের [illegible] গ্রাম উক্ত চৌধুরী সাহেবের
তাহার [illegible] কোন রকম দাবি করিতে
পারিবেকনা চৌধুরী মৌজুক [illegible] তাহার
উপর [illegible] উপরের [illegible] সম্পর্ক
ও অধিকারি হইবেক [illegible]।
[illegible] আমার [illegible] আপন
[illegible] করিয়া এই [illegible]
[illegible] ইতি সন [illegible] তারিখ।
৭ [illegible]

[illegible]

সাক্ষীগণ —
শ্রী [illegible] সরকার
সাকিন [illegible]

শ্রী কাশীনাথ দেব
সাকিন [illegible]

শ্রী [illegible] মণ্ডল
সাকিন [illegible]

শ্রী [illegible]
সাং [illegible]

শ্রী [illegible] সরকার
সাং [illegible]

শ্রী [illegible] প্রামানিক
সাং [illegible]

শ্রী নিমাই প্রামানিক
সাকিন [illegible]

শ্রী কানু প্রামানিক
সাং [illegible]

শ্রী [illegible] প্রামানিক
সাং [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

চৌধুরী মৌছুফের রহিত হইবেক আর জেলা বগুড়ার
রেজেষ্টরী যুক্ত তমঃসুকী বাবত আমার জে জথার্থ দেন
আছে তাহা ঐ উপসত্ব দ্বারায় চৌধুরী মৌছুফ
আদায় করিবেন চৌধুরী মৌছুফ কোন রকমে
ঐ বস্তু নষ্ট করার ক্ষেমবান হইতে পারিবেন না
আর ঐ নাবলগা কন্যাগণ যদি বিবাহ না হইয়া
অথবা বিবাহ হইলে সন্তান না জন্মিয়া ফৌত হয়
তবে জে কন্যা ফৌত হইবেক তাহার নামীও
উপরের লিখিত গ্রাম উক্ত চৌধুরী পাবেন
তদ্দিশয় অন্যকেহ কোন রকাম দাবি করিতে
পারিবেক না চৌধুরী মৌছুফ অভাবে তাহার
উত্রাধিকারীগণ উপরের লিখিত ঐ বস্তুতে সত্ববান
ও অধিকারী হইবেক এতদর্থে হাজীরান
মজলীশে স্বজ্ঞানে আপন খুশীতে আপন
নামিয় মোহর ছেপ্ত করিয়া এই উইল নামা
লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ
৭ সাতই বৈশাখ

ইসাদ
|ফারসি স্বাক্ষর|

নবিসীন্দা
শ্রীরামসুন্দর সরকার
সাকীন শুতুরাপুর

শ্রীকালিনাথ দেব
সাকীন জাঙ্গীরাবাদ

শ্রীগাজী মন্ডল
সাকীন চকজোড়া

শ্রীকাদের খান সামা

শ্রীকানু সরকার
সাং শীবগঞ্জ

সাং নিসিন্দারা

শ্রীনিমাঞ্চী প্রামানিক
সাকীন সকাপুর

শ্রীনেমত প্রামানিক
সাং তেঘরা

শ্রীকান্দু প্রামানীক
সাং মাঘুরা

শ্রীজএন্দি প্রামানীক
সাং চিঙ্গাশপুর।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

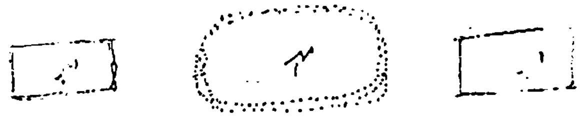

Dhaka University Institutional Repository

৩১

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীবনওারিজী
শ্বহায়

[একসারি ইংরেজি লেখা]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীতারিনী প্রশাদ মুখয্যা শচ্চরিত্রেষু

পরগনে সনকৌর শেওায় বাগজানা গয়রহ ১৭ সতের মৌজা দোরবস্ত পরগনা

মজকুর শালীয়ানা ৪৫৪১ টাকা জমাতে ঐ মেকদার পোনে অদ্যকার তারিখে

তোমাকে পত্তনী দোওাগেল সনন্দে ২০ কুড়ি টাকার কাগজ চাহী অভাবে

অদ্যকার তারিখে ১৬ টাকা মুল্যের ইষ্টাম্পে পত্তনীর শনন্দ লিখীয়া

দেওা হৈল বাকী ৪ চারি টাকার কারন এই বন্দ ইষ্টাম্প ঐ শনন্দ

শামীল জোগ করা গেল ইতি দানীশাব্দ ৯৭ সং মোতাবেক শন ১২৫৪ শাল

তে ২১ ভদ্র

জেহেতু এই কওালার আশল কওালা তছদিক হৈয়া রেজষ্টরি হৈলেক

মতে একওালা আশল দস্তাবেজ শহীত একত্র নকল রাখা জায়

ইতি ১৮৪৮/৫ ফেবরওারি মোং শন ১২৫৪ শন ২৪ মাঘ

[ফারসি, ইংরেজি ও বাংলা স্বাক্ষর]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রী দুর্গা।—

[illegible]

[illegible]

কবোলা —

কোম্পানি —

১২০০ —

[illegible]

ইসাদ।—

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

[টিপসহি]
শ্রীহর সুন্দরি দাস্যা
জওজে শ্যাম সুন্দর শাহা
শ্রীরাধা চরণ শাহা
শ্রীরমানাথ শাহা
[টিপসহি]

[টিপসহি]
শ্রীরসমুনী দাস্যা ও
বাপরে শ্যাম সুন্দর শাহা
শ্রীরাম তনু শাহা
শ্রীঅভয়চরণ শাহা
শ্রীইন্দ্র মনী দাস্যা
শাকীনান শেরপুর

নং ২২
রশীদ রূপৈয়া বাবদ ডিগরি বিক্রোয় পোনবাহা প্রিতিবাদি কাশীকমল ঠাকুর ও কমলমনী দেব্যা ও হরসুন্দরি দেব্যা ও বিস্বেস্বরি দেব্যা দিগের নিকট পাওনা জেলা রাজশাহীর প্রধান শদর আমিনি আদালতের শন ১৮৪৫ ইংরেজীর ৮৭ নম্বরের ডিগরি আদায় খরিদার শ্রীরাজলক্ষ্মী দেব্যা শন ১২৫৫ বারোসও পোচপান্ন শন তারিখ ১৮ শ্রাবণ

রূপৈয়া

কোম্পানী

নিজরোজ মারফত	১২০০৲
শ্রীমুনিরাম সরকার	মবলগে বারোসত টাকা কোম্পানী নগদ দস্তবদস্ত আপনকার শ্রীধন তহবিল হৈতে বুঝিয়া পাইয়া এহী রশীদ লিখিয়া দিলাম ইতি

ইশাদ

শ্রীফয়ু নস্য	শ্রীবদুনস্য	শ্রীআমানীয়া নস্য	শ্রীবাবুল্যা সরদার	শ্রীরজবুল্যা সরদার
শাকীন পাকুড়িয়া	শাকীন তথা	শাকীন মাচগ্রাম	শাকীন চক পাথালীয়া	শাকীন উলীপুর।

জেলা বগুড়া মেং জিঃ ইউঃ ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীক্ষে
তপশীলের লিখীত রজবুল্যা শাক্ষীর শপথ পুর্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকগণের মোক্তার রামলোচন মযুমদারের এজহারে এই রশীদে রমানাথ ও অভয়চরণ ও রামতনু ও রাধাচরণ শাহার শাক্ষর দস্তখত এবং রসমুনী ও হরসুন্দরী ও ইন্দ্রমনী দাশ্যার কালীর দ্বারা নেশানীকরা প্রমান হৈবায় রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ৮ আগষ্ট মোং শন ১২৫৫ তারিখ ২৫ শ্রাবণ

ইষ্টাম্প মুল্য
১৲

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীকৃষ্ণ
সরণং
[তিন সারি ইংরেজী লেখা]

মহামহীম শ্রীযুত বাবু ব্রজমোহন রায় তথা শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণ কিঙ্কর
রায় মহাশয়ৌ বরাবরেষু

নং ২৩

লিখিতং শ্রী জওজফ উলীএমছ পেটর সাহেব মোকাম কুঠী নিজ বগুড়া মোতালকে জেলা বগুড়া কস্য মাল জামীনতি পত্রমীদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশয় দিগের পৈত্রীক জমীদারি জেলা মুরশীদাবাদের কালেকটরি ভুক্ত তরফ কাদুহার তাহুতের শামীলী মাহাল জেলা বগুড়ার অন্তঃগত পরগনে বার্ব্বকপুর মদ্দে মৌজে বোলখুর ১ এক মৌজা জাহাতে মহায়শয় দিগের হিস্যা রকম আটআনা ঐ মৌজার রকম মজকুরা আমার নিজ জায়দাদের মালজামী[নি] মাতব্বরিতে মোকাম উক্ত কুঠী নিজ বগুড়ার শ্রী মেস্তর জাজ রবেল পেটর সাহেবকে মফস্ব[লী] পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিলেন পত্তনীদার সাহেব মৌছুফ আত্ম শ্বেৎশা পুর্ব্বক জে কবুলীয়ত দাখিল করিলেক তাহার সরত শকল আমলে আনীয়া কার্য্য করিবেক আমীহ আপন খুশীতে উক্ত পত্তনী বন্দবস্তের মালজামীন হৈয়া এই সরতে জামীনীনামা লিখীয়া দিতেছী জে পত্তনীদার মজকুর আপন কবুলতীর সরায়তের বরখেলাপ অর্থাত নিরোপীত মাল গুজারি ইস্তক শন ১২৫৫ বারস ও পঞ্চান্ন শাল লাগাইদ শন ১২৬৭ বার সও শাতশট্টী শাল মুদ্দত তেরসন রশদী বন্দবস্তী শুরূতও শন ১২৬৮।বারসত আটশট্টী শাল হৈতে পুরাজমা মমলগে ২২৫ দুইশও পচিশ টাকা কোম্পানী শনসনাত কবুলতীর কিস্তীবন্দী অনুজায় পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে দাখিলের ব্য[বস্থা] করে কিম্বা কবুলীয়তের সরতানুজায় জে কোন রকম খেতী ও খেশারত মহাশএর দিগের দিতে হয় সর্ব্বতোভাবে মালগুজারির বাকী টাকার ও খেতী খেশারতের দাইক আমী ও আম[ার] ওয়ারিশান ও উত্তরাধিকারিগন হইব ও হৈবেক রিতীমোত আমার ও আমার ওয়ারিশানের জাতঃ জায়দাদ হৈতে আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমার ও আমার ওয়ারিশানআদির কোন বাবতে উজর আপত্য করনের ক্ষেমতা থাকীবেকনা এতদর্থে আপন খুশীতে মালজমী[নতী] পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৫ শাল তারিখ ২৭ শ্রাবণ

ইশাদ

শ্রীদুর্গা চরণ চাকী	শ্রীরফীক খলীফা	শ্রীদলু মন্ডল	শ্রীপবন সরকার	শ্রীবদি সরকার
শাকীন কোণ্ডরপুর	শাং আএজন	শাং বাঘী নএন	শাং আএজন	শাং আএজন
পরগ[নে] খাট্টা জেলা বগুড়া				

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজষ্টর শাহেবের হুযুরে খোদ পীটর শাহেবের এজহারে ও দুর্গাচরণ চাকী শাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় পীটর সাহেব এই জামীনিতে দস্তখত করা প্রমাণ হৈয়া রেজষ্টরি করা গেল শন ১৮৮৪ইং ১০ আগষ্ট মোতাবেক শন ১২৫৫ তারিখ ২৭ শ্রাবন

ইষ্টাম্প

৪

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

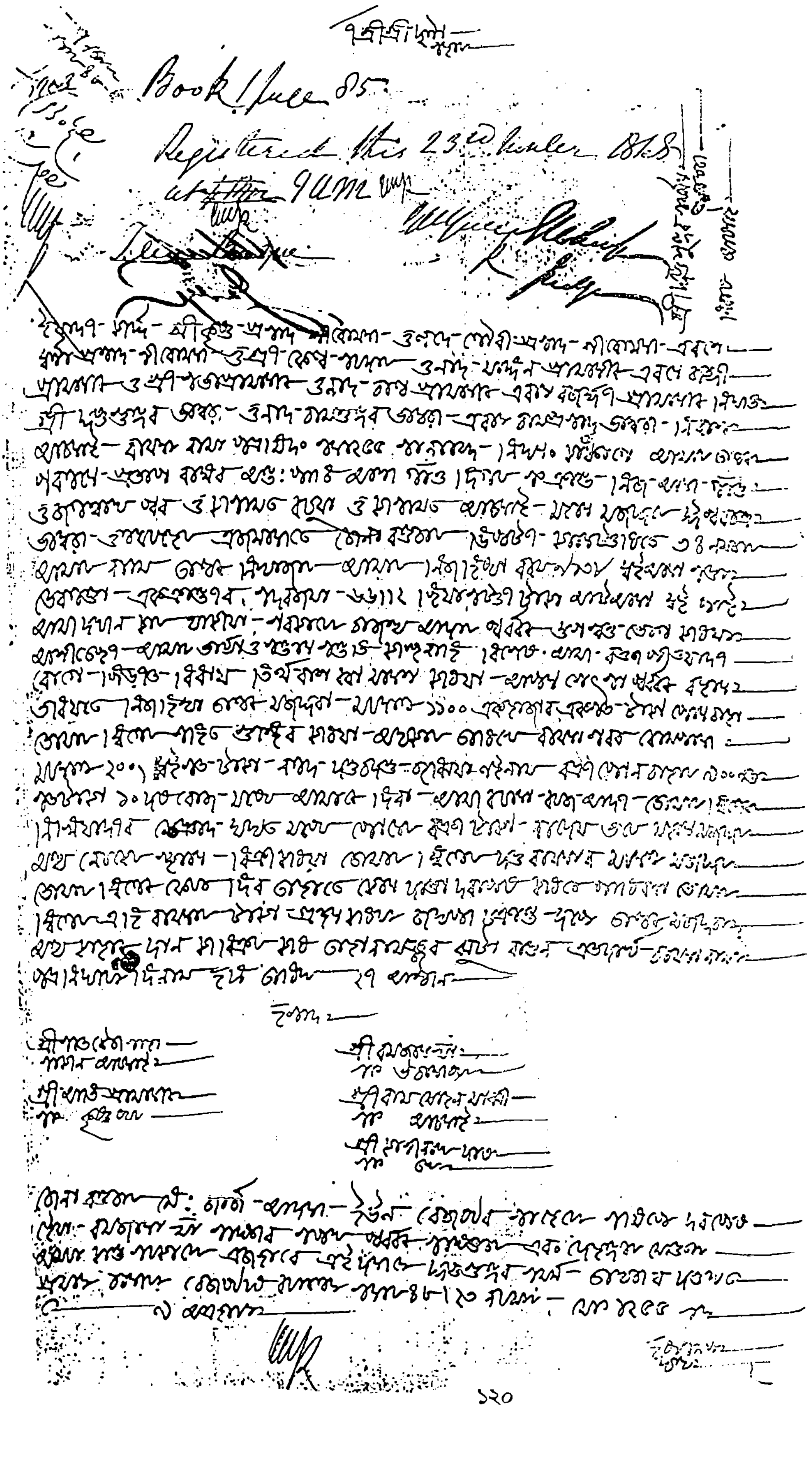

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

শহায়

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকৃষ্ণসুন্দর শর্ম্মাং
ভাদুড়ী
নিবাষ আচলাই

ইয়াদীকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণপ্রশাদ শীরোমনী ওলদে গৌরীপ্রশাদ শীরোমনী এবনে দুর্গাপ্রশাদ শীরোমনী ও শ্রীফেলু শরদার ওলদে মাঙ্গল প্রামানীক এবনে জন্দী প্রামানীক ও শ্রীশম্ভা প্রামানীক ওলদে বান্ধ প্রামানীক এবনে রজন্দী প্রামানীক লিখীত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ভাদুড়ী ওলদে রামসুন্দর ভাদুড়ী এবনে রামপ্রশাদ ভাদুড়ী নিবাস আচলাই বায়নানামা পত্রমিদং শন ১২৫৫ শালাব্দে লিখনং কার্য্য *ঞ্চাগে আমার তালুক পরগনে প্রতাপবাযুর অন্তঃপতি আলীগাঁওদিগর শংক্রান্ত নিজ আলীগাঁও ও জগন্যাথপুর ও কীশামত কচুয়া ও কীশামত আচলাই মহাল মজকুরে ঈশ্বরচন্দ্র ভাদুড়ী ও গয়রহের এজমালীতে জেলা বগুড়ার ডিপুটী কালেক্টরিতে ৩৪ নম্বরে আমার নামে তালুক লিখাজায় আমার নিজ হিষ্যা রকম৵১৩৴দুই আনা শওা তেরগন্ডা এক ক্রান্তীর শদর জমা ৬৬৷৷২ ছিয়াশট্টী টাকা আট আনা দুই পাই আমী দখীলকার থাকীয়া শরকারের রাজস্য আদায় পুর্ব্বক উপশ্বত্ত ভোগ করিয়া আশীতেছী আমার ভার্য্যা ও শন্তান শন্ততি কীচ্ছ নাহি বিশেষ আমী রক্তাপীত্তয়াদী রোগে পিড়ীত বিধায় তির্থবাস করা মানস করিয়া আপন সেৎশা পুর্ব্বক বহাল তবিয়তে নিজ হিস্যা তালুক মজকুরা মবলগে ১১০০ এক হাজার একশত টাকা পোনবাহা তোমারদ্বিগের শহিত শুস্থির করিয়া অদ্যকার তারিখে বায়না শরব কোমপানী মবলগে ২০০ দুইশত টাকা নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইলাম বক্রী পোনবাহার ৯০০নও শত টাকা ১০ দষ রোজ মধ্যে আমাকে দিবা আমী কবলাকবজআদী তোমারদ্বিগের লিখিয়া দীব মেঞাদমুদ্যত মধ্যে পোনের বক্রী টাকা নাদেয় তবে মহাল মজকুর অন্য লোকের স্থানে বিক্রী করিয়া তোমার দ্বিগের দত্ত বায়নার মবলগ মজকুর তোমারদ্বিগেক ফেরত দিব তাহাতে কোন দাওা দরপেষ করিতে পারিবনা তোমার-দ্বিগের এহি বায়নার টাকা গ্রহণ করিয়া ভদ্যপী চক্রান্ত দপে তালুক মজকুরা অন্য কাহাক দান কী বিক্রয় করি তাহা নামঞ্জুর ঝুটা বাতুল এতদর্থে বায়নানামা পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ২৭ আশ্বীন

ইশাদ

শ্রীশাতকৈড়ী শাহা
শাকীন আচলাই
শ্রীআতি প্রামানীক
শাং কৃষ্ণপুর

শ্রীরমজান খাঁ
শাং ভবানীপুর
শ্রীরামমোহন মাঝী
শাং আচলাই
শ্রীকাশীনাথ দাষ
শাং তথা

জেলা বগুড়ার মেঃ জার্জ আদলী ইউন রেজীষ্টর শাহেবের শমিপে দরপেষ হৈয়া রমজান খাঁ শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দেহন্দার মোক্তার অমরাকান্ত শরকারের এজহারে এই দলীলে কৃষ্ণসুন্দর শর্ম্ম ভাদুড়ীর দস্তখত প্রমাণ জানীয়া রেজীষ্টরি করা গেল শন ১৮৪৮/২৩ নবমবর মোং ১২৫৫ শন তে ৯ অগ্রহায়ণ

[* লিপিকর কার্যঞ্চাগে শব্দটির 'য্য' পরে উপরে লিখেছেন।]

ইষ্টাম্প
মূল্য

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ৰ্শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর শর্ম্মন
ভাদুড়ী

ইয়াদীকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রশাদ শীরোমনী ওলর্দ্দে গৌরী প্রশাদ শীরোমনী ইবনে দুর্গা প্রশাদ শীরমনী ও শ্রীফেলু শরদার ওলদে মাঙ্গল প্রামানিক এবনে জব্দী প্রামানিক ও শ্রীশভা প্রামানীক ওলদে বাল্ব প্রামানীক এবনে রজব্দী প্রামানিক লিখীতং শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ী ওলদে রাম সুন্দর ভাদুড়ি এবনে রাম প্রশাদ ভাদুড়ী নিবাশ আচলাই ভূমি বিক্রয় কবালা পত্রমিদং শন ১২৫৫ বারশও পোচপন্বন্য শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে প্রতাপবাযুর অন্তঃপাতি আলিগাঁও দিগর শংক্রোন্ত নিজ আলিগাঁও ও জগন্নাথপুর ও কীশামত কচুয়া ও কীশমত আচলাই জাহার শদর জমা কোমপানী ৩৯৯৷১১ এগার পাই জেলা বগুড়ার ডিপুটী কালেক্টরিতে ৩৪ নম্বরে ঈশ্বর চন্দ্র ভাদুড়ি ওগএরহের এজমালীতে আমার নামে তালুক লিখাজায় তন্মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র ভাদুড়ি ও কালী চন্দ্র ভাদুড়ী ও দুর্গা চন্দ্র ভাদুড়ী ও ঈশান চন্দ্র ভাদুড়ী ও পদ্য চন্দ্র ভাদুড়ীর নিজহক রকম ।।০ আট আনার শদর জমা মবলগে ১৯৯ ।। ৫ ।। পাই বক্রী রকম ।।০আটয়ানা মধ্যে আমার পীতৃব্য শ্রীযুত রামকৃ[ষ্ণ] ভাদুড়ি মহাসএর নিজহক রকম ৵১৩৮ ক্রান্তীর শদরজমা মবলগে ৬৬ ।। ১৮ পাই ও আমার পীতৃ জেষ্ঠ পত্মী শ্রীযুতা রাধামনী দেব্যা মহাশয়ার নিজহক রকম ৵১৩৮ ক্রান্তী শদর জমা মবলগে ৬৬ ।।১৮ পাই বক্রী আমার নিজ হক রকম ৵১৩৮ক্রান্তির শদর (জমা) কোমপানী মবলগে ৬৬ ।।২ পাই রকম মজকুরাতে আমী দখীলকার থাকীয়া শরকা[রের] রাজস্য আদায় পুর্ব্বক উপস্বত্ত ভোগ করিয়া আসীতেছী আমার ভার্য্যা ও সন্তান শন্ততি আদী কীছু নাহি বিশেষঃ আমী রক্তপীত্য রোগে শারি[রিক] পীড়ীত এ প্রযুক্ত তির্থবাসে গমন করা মানসে আপন সেৎশা পূর্ব্বক বি[না] জোরজবরে বহাল তবিয়তে শ্বকীয় ভাবে তালুক আলিগাও দিগরের আমা[র] নিজ হক রকম ৵১৩৮ ক্রান্তী জাহার শদর জমা মবলগে কোমপানী ৬৬ ।।২ পাই সেওায় কদমী দেবত্তর ও ব্রহ্মত্তর ওগএরহ লাখেরাজ বক্রী আরাজী যাও শজলস্থলে শজনপদে শবাট বিটবে মায় জলকর ও বনকর ও ফলকর ও নলকর ও বিল ও ঝিল ও খাল ও খন্দক ও হাশীল ও পতিত ও বন্দর রকম সাক কুল্য আরাজিয়াত চতুশ্বিমা বীচছন্ন অস্বোচীত মূল্য কোমপানী ম[বলগ] ১১০০ এক হাজার একসত টাকা শুস্থির করিয়া শন হালের ২৭ আশ্বীন তারি[খ] কোমপানী মবলগে ২০০ দুই শও টাকা বাএনা গ্রহণ পূর্বক ইষ্টাপ কাগজে এ[ক] কীতা বাএনানামা লিখীয়া দিয়াছী এবং অদ্যকার তারিখে বক্রী মূল্য কো(মপানি) মবলগে ৯০০ নওশও টাকা একুনে দুই তারিখে কোম্পানী মবলগে ১১০০[এক]

Dhaka University Institutional Repository

৩৫খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৩৫ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

হাজার একশত টাকা নগদ দস্তবদস্ত তোমার দিগের স্থানে বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনিয়া তোমার দিগের স্থানে বিক্রয় করিলাম মপস্বল দখীলকার হইবেন তোমার আমার এই কবালাদী শুরত মহাল মজকুরার রকম মজকুরাতে দখীলকার হইয়া শদরে আমার নাম পরিবর্ত্তে আপন ২ নাম জারি করিয়া শরকারের রাজস্য আদায় পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদীক্রেমে উপশত্ত ভোগ করহ আমী কীমবা আমার ওারিশান শহিত কোন এলাকা নাহি কাল কস্মীন আমী কীমবা আমার ওারিশান কেহ কোন দাওা দরপেষ করি ও করে তাহা নামুঞ্জর ঝুটা বাতিল ছালিয়ন হাল মসুহক পয়দা হয় তাহার শাহিত তোমার দিগের কোন এলাকা নাহি এতদর্থে ভূমি বিক্রয় কবালাপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ৪ চৌওাজা কার্ত্তিক

ইশেদ

শ্রীরাজ কৃষ্ণ দাষ	শ্রীরাম মোহন মাঝী
শাং আচলাই	শাং আচলাই
শ্রীরঙ্গু শরকার	শ্রীকাশীনাথ দাষ
শাং রায়নগর	শাং তথা
শ্রীগুইয়া হকার	শ্রীআতি প্রামানীক
শাং আচলাই	শাং কৃষ্ণপুর
	শ্রীরমজান খাঁ
	শাং ভবানীপুর।

জেলা বগুড়ার মেং জার্জ আদলী ইউন রেজীষ্টর শাহেবের শমীপে উপস্থীত হৈয়া রমজান খাঁ শাক্ষীর বাহলফ শাক্ষতায় এবং দেহন্দার মোক্তার অমরাকান্ত শরকারের এজহারে এই দলীলে কৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ীর দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি করা গেল ইতি ১৮৪৮ ইং ২৩ নবমবর মোং ৯ অগ্রহায়ণ ১২৫৫ শন

৭ নবমবর	আসল দলিলের ইষ্টাম্প
শন ১৮৪৮	মুল্য ১২

[উর্দু ও ইংরেজি স্বাক্ষর]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

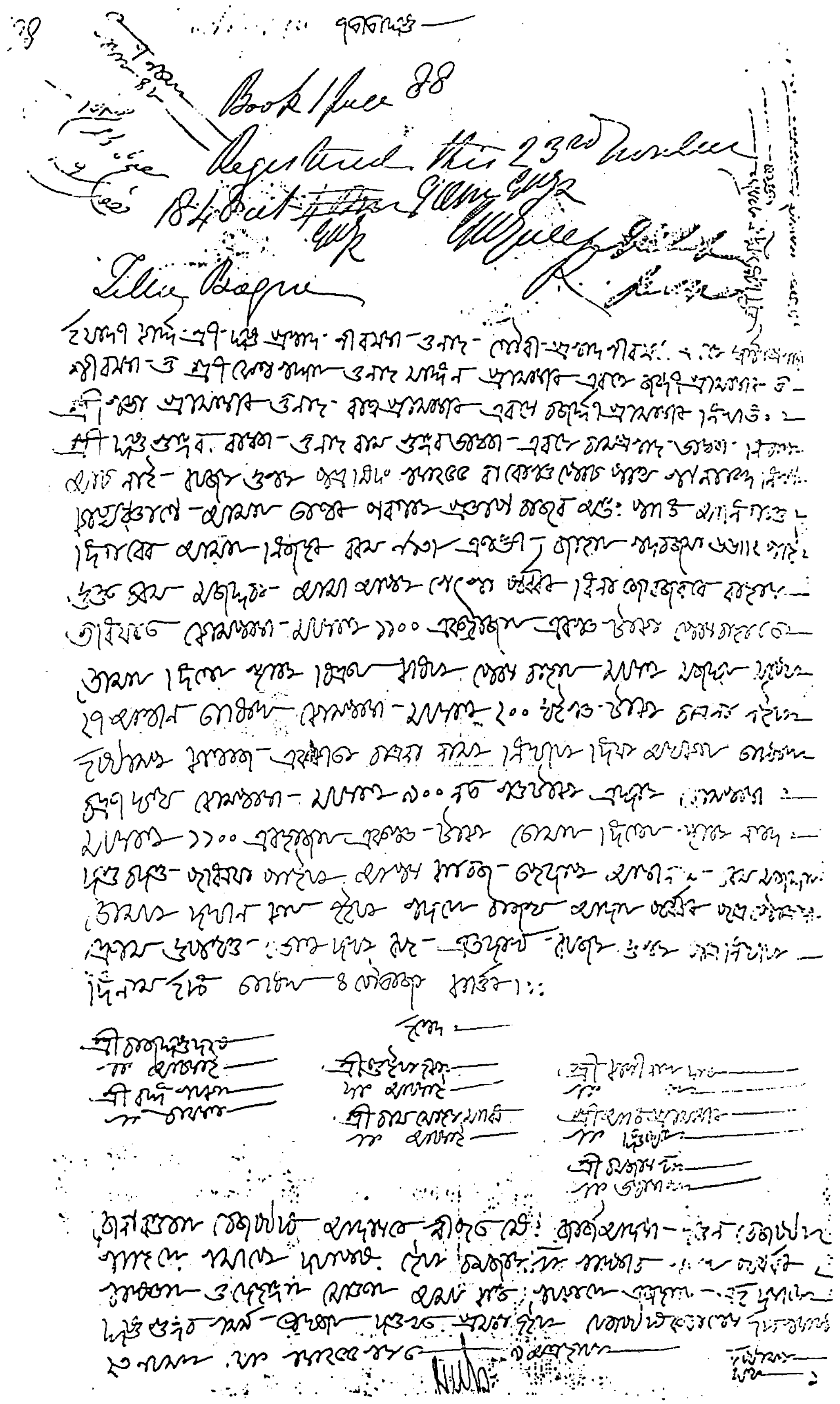

Book I page 88

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

তে ৭ নবমবর
শন ১৮৪৮
[ফারসি স্বাক্ষর]

শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর শর্ম্মণঃ
ভাদুড়ী
নিবাশ আচলাই

ইয়াদীকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণ প্রশাদ শীরোমনী ওলদে গৌরী প্রশাদ শীরোমনী ইবনে দুর্গা প্রশাদ শীরমনী ও শ্রীফেলু শরদার ওলদে মাঙ্গল প্রামানিক এবনে জন্দী প্রামানিক ও শ্রীশভা প্রামানীক ওলদে বাল্ব প্রামাণীক এবনে রজব্দী প্রামাণীক লিখীতং শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ী ওলদে রাম সুন্দর ভাদুড়ী এবনে রাম প্রশাদ ভাদুড়ী নিবাস আচলাই করজা উশল পত্র মিদং শন ১২৫৫ বারোশও পোচপান্ব শালাব্দে লিখানং কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুক পরগনে প্রতাপ বাজুর অন্তঃ পাতি আলিগাও দিগরের আমার নিজ হক রকম৵১৩৴ ক্রান্তী জাহার শদর জমা ৬৬ ।।২ পাই উক্ত রকম মজকুরা আমী আপন শোৎশা পুর্ব্বক বিনা জোরজবরে বাহাল তবিয়তে কোমপানী মবলগে ১১০০ এক হাজার একশত টাকা পোন বাহাতে তোমার দিগের স্থানে বিক্রয় করিয়া পোনবাহার মবলগ মজকুর মধ্যে ২৭ আস্বীন তারিখে কোমপানী মবলগে ২০০ দুশত টাকা বাএনা লইয়া ইষ্টাম্প কাগজে এক কীতা বাএনানামা লিখীয়া দিয়া অদ্যকার তারিখে বক্রী মুল্য কোম্পানী মবলগে ৯০০ ও শও টাকা একুনে কোম্পানী মবলগে ১১০০ এক হাজার একসত টাকা তোমার দিগের স্থানে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া আপন কাবেজ তছুরূপে আনীলাম রকম মজকুরে তোমারা দখীলকার হইয়া শদরে রাজস্ব আদায় পুর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদী ক্রেমে উপস্বত্ত ভোগ দখল করহ এতদার্থে করজা উশল পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ৪ চৌওাজা কার্ত্তিক

ইশেদ

শ্রীরাজ কৃষ্ণ দাষ	শ্রীগুইয়া হকার	শ্রীকাশীনাথ দাষ
শাং আচলাই	সাং আচলাই	শাং তথা
শ্রীরঙ্গু শরকার	শ্রীরাম মোহন মাঝি	শ্রীআতি প্রামানীক
শাং রায়নগর	শাং আচলাই	শাং কৃষ্ণপুর
		শ্রীরমজান খাঁ
		শাং ভবানীপুর

জেলা বগুড়ার রেজীষ্টারি আদালতে শ্রীযুত মেং জার্জ আদলী ইউন রেজীষ্টার শাহেবের শমীপে দরপেষ হৈয়া রজমান খাঁ শাক্ষীর শপথ পূর্ব্বক শাক্ষতায় ও দেহন্দার মোক্তার অমর কান্ত শরকারের এজহারে এই দলীলে কৃষ্ণ সুন্দর শর্ম্ম ভাদুড়ীর দস্তখত প্রমান হইয়া রেজীষ্টরি করা গেল ইতি শন ১৮৪৮ ২৩ নবমবর মোং শন ১২৫৫ শন তে ৯ অগ্রাহায়ণ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প
মুল্য ১

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকৃষ্ণসুন্দর শর্ম্মন ভাদুড়িং
নিবাস আচলাই

সকল মঙ্গলালয় শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রয় ওলদে রামলোচন মৈত্রয় এবনে শ্যামরাম মৈত্রয় লিখিত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ভাদুড়ি ওলদে রামসুন্দর ভাদুড়ি এবনে রাম প্রশাদ ভাদুড়ি শচ্চরিত্রেষু হেবানামা পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারশও পঞ্চান্ন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার ভার্যা ও শন্তান শন্ততিআদি কিছু নাহী বিশেষ আমী রক্তপীত্তাদি রোগে অতীশয় কাতর বিধায় তির্থবাস মানস করিয়াছী পরকাল নিমিত্তক আমার ভদ্রার্শন বাটীতে ব্রাহ্মোন শংস্থাপন করা ও তাহার উপজিবিকা করিয়া দেওা আবিস্যক বিধায় বিনা জোর জবরে বহাল তবিয়তে স্বকীয় ভাবে কিশামত আচলাই আমার ব্রহ্মাত্তর খানা বাড়ীর দখলী নিজ হিস্যা ও ঐ আচলাইর ও ডিহী ডৌঙরের মোতালক কিশামত পার আচলাই ও মৌজে দেওনী ও ডিহি বাশাবাড়ির মোতালক নিজ বাশাবাড়ি ও ডিহি পানীকান্দার মোতালক মৌজে কত্তকোলা ও ডিহি এলীঙ্গীর মোতালক মৌজে কামারচট্ট ও পরগনে পোলাদশীর মোতালক মৌজে মধুমাজীড়া ও পরগনে বাজীতপুরের মোতালক মৌজে ভৈরা ও পরগনে কুশম্বির মোতালক কুরশইল ও মৌজে কাটনান এই শকল গ্রামে আমার দখলী পৈতৃক ও শোপার্জ্জিত ব্রহ্মত্তর জমী ধানী ও বাওস্তু জে আছে ও ঘর দরজা ও পোক্তান অর্থাৎ এমারত ও মালামাল ও তৈজস ও চকী শেন্দুক ও কপাট চৌকাট ও বস্ত্র ও গো ইত্যাদি তাবত বস্তু তোমাকে হেবা করিয়া দিলাম অদ্যকার তারিখ হৈতে তুমী হেবার তাবত বস্তুত দখিলকার হৈয়া আমার ভদ্রাশন বাটীতে বসতবাস করিয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে দখল ভোগ করিতে থাকিবা দান বিক্রএর শত্য তোমার আমী কি আমার ওারিসআন শহীত কোন ইলাকা নাই কালে কস্যে আমী কিম্বা আমার ওারিসআন কেহ দাবি দরপেস করিও করে তাহা নামঞ্জুর মসুহক কেহ পএদা হয় তাহার শহীত তোমার কোন এলাকা নাই এতোদর্থে হেবানামা পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ৫ কার্ত্তিক

ইশাদ

শ্রীনবকিশোর দাশস্য	শ্রীজাত্রা নস্য	শ্রীগুইয়া হকার	শ্রীকমল দাষ	শ্রীআতী নস্য
শাং আচলাই	শাকীন তথা	শাং তথা	শাকীন আচলাই	শাং আচলাই

জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী ইউন সাহেবের হুযুরে এই হেবানামা লিখীত শাক্ষী কমলদাস সাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় ও কৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ির মোক্তার রাজীবলোচন মোক্তারের এজহারে কৃষ্ণ সুন্দর মজকুর এই হেবাতে দস্তখত করা প্রমান হৈল মোতে রেজীষ্টরি করা গেল শন ১৮৪৮ ইং তারিখ ১৩ নবম্বর মোতাবেক শন ১২৫৫ শাল ৯ অগ্রাহায়ন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

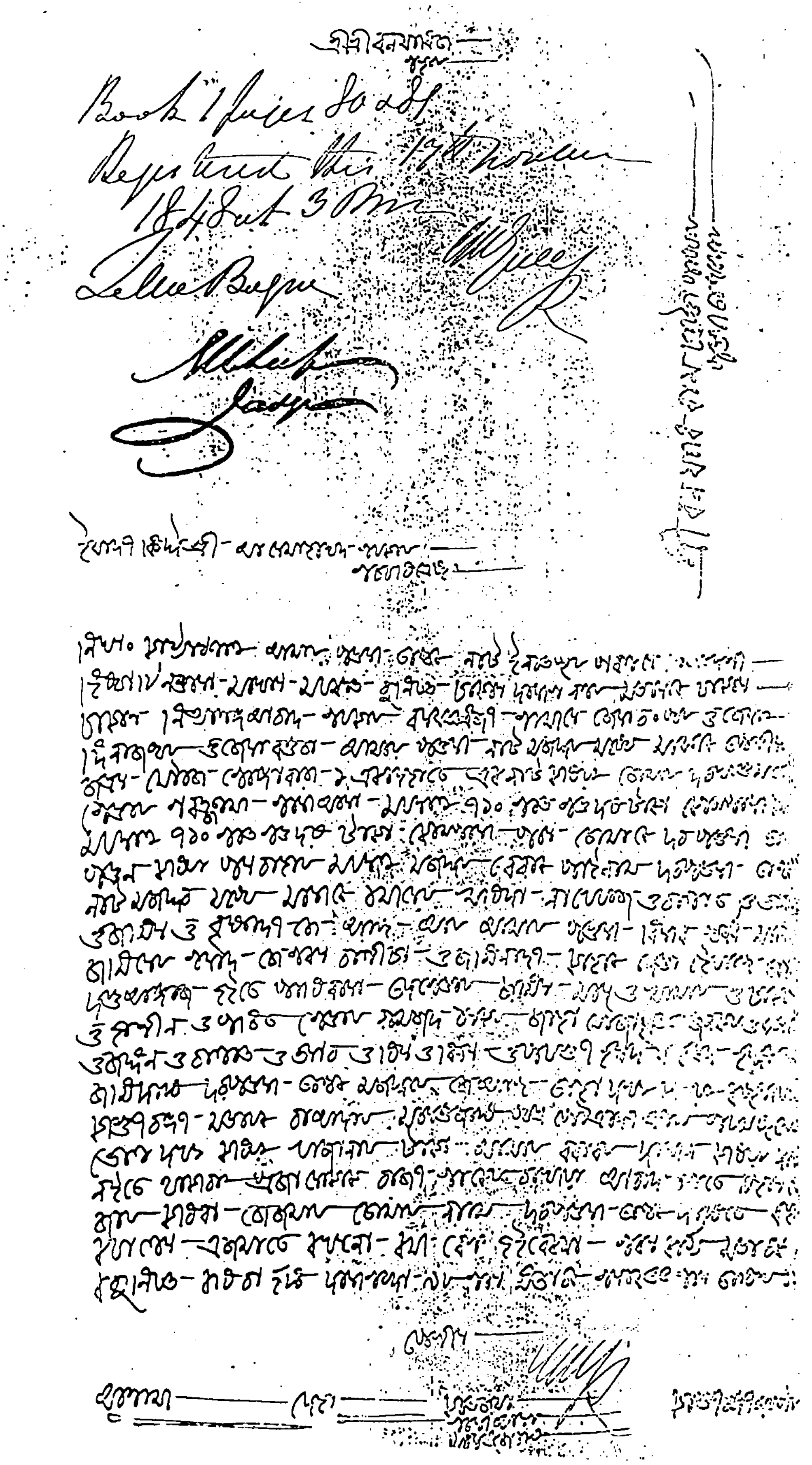

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীবনয়ারিজী
শহায়

[পাঁচ সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীবনয়ারি রাম চট্টোপাধ্যায়
পত্তনী তালুকদার

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীআলে মাহামুদ শরকার
শচ্চরিত্রেষু

লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার পওনী তালুক লাট ইনাতপুর পরগনে পোলাদশী হিস্যা ।৴ নওানা মামুলে ময়মনত বুনিয়ত চাকলে দানীশ নগর মতালকে চাকলে চাকলে নিত্যানন্দআবাদ শরকার বনযারিজী শামীলে জেলা রংপুর ও জেলা দিনাজপুর ও জেলা বগুড়া আমার পত্তনী লাট মজকুর মধ্যে মাফীক তপশীল জএল মৌজে শোন্দাবাড়ী ১ এক দেহাতে এক লাট করিয়া তোমার দরখাস্ত মতে শেওায় শরস্তামী শালীয়ানা মবলগে ৭১০ শাতশও দষ টাকা কোম্পানী কল মবলগে ৭১০ শাত শও দষ টাকা কোমপানী পনে তোমাকে দরপত্তনী তা[লুক] লাট মজকুর মধ্যে মালীকে জমীনের খরিদা লাখেরাজ ও বাগাত ও তা[লাব] ও জমিন ও বৃক্ষাদী জে আছে আর আমার পত্তনী বিলীর পূর্ব্ব মালিক জমিনের শনাদ জে শকল বাগীচা ও জমিনাদী কাহাক দেওা হৈয়াছে তাহা দস্ত আন্দাজ হইতে পারিবানা তদসেওায় জমিন মাল ও খামার ও চাকলে ও হাশীল ও পতিত শেওায় নামজদ জলকর জাহা মৌজাভূক্ত জলকর ও ফলকর ও জঙ্গল ও বাগাত ও তলাব ও বিল ও ঝিল ও পয়স্তী হস্বদবহস্বদ জমিদারি দরপত্তনী তালুক মজকুরে জে আছে তাহা দখল করিয়া কবুলীয়াত কীস্তীবন্দী মতারক বাআদায় মালগুজারি পুত্র পৌত্রাদীক্রমে পরম ষুখে ভোগ দখল করিয়া খাজনার টাকা আমার বরাবর দাখীল করিয়া দা(খিল) লইতে থাকীবা প্রজালোককে রাজীশাকের রাখীয়া আবাদ বসতে মহাল (গোল) জার করিবা জে জমায় তোমার নামে দরপত্তনী তালুকদারিতে বহা[ল] করা গেল এজমাতে কখনো কমীবেস হইবেকনা শকল কার্য্য মতাবক কবুলিয়ত করিবা ইতি দানীশব্দা ৯৮ শাল মতাবক শন ১২৫৫ শাল তারিখ ১১.....

তফশীল [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

আশামী	দেহা	কাতজমা শালীআনা মালগুজারি	কীস্তীবন্দী রূপৈয়া

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

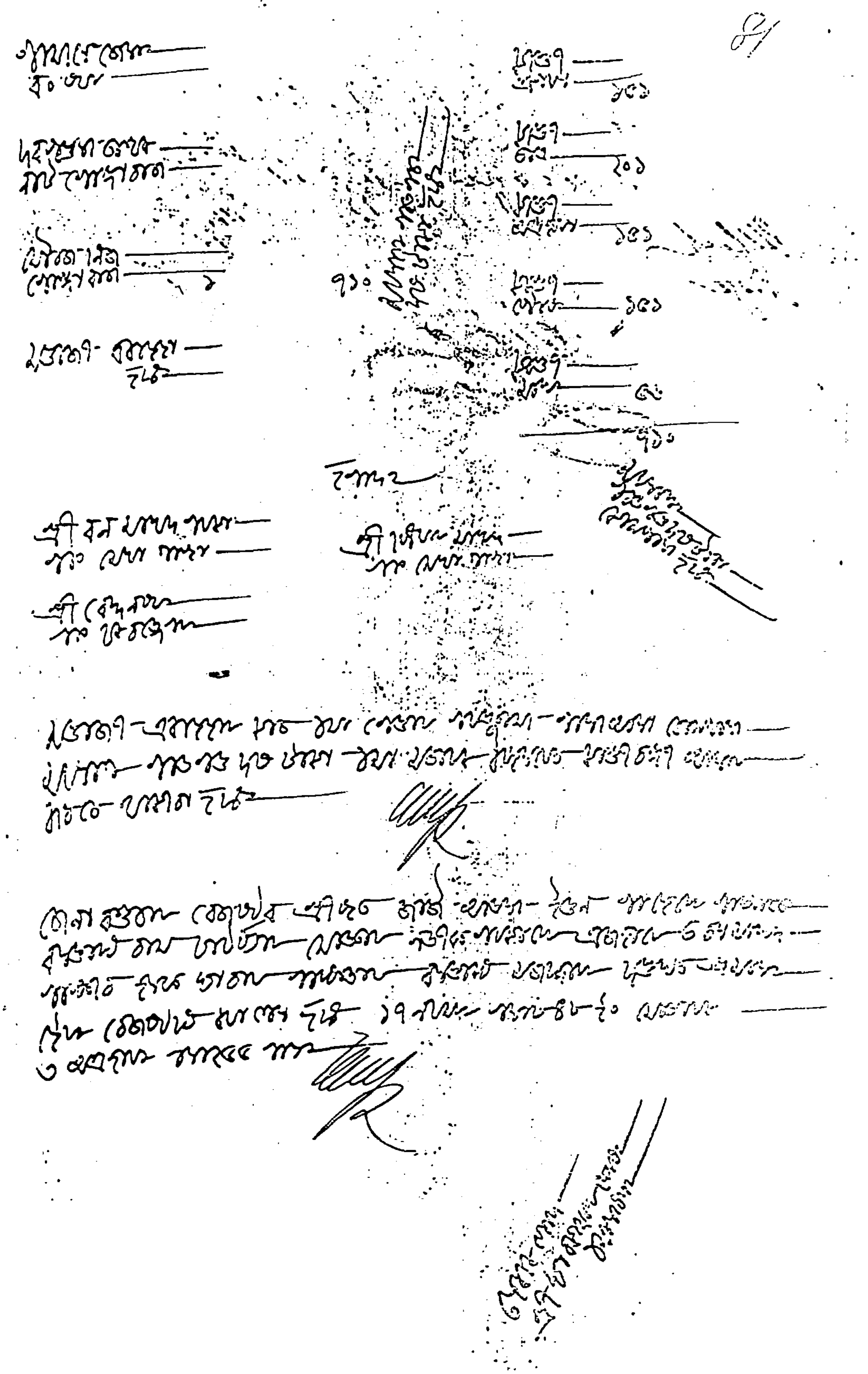

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শামীলে জেলা
রংপুর
দরপত্তনী তালুক
লাট সোন্দাবাড়ী
মৌজে নিজ
শোন্দাবাড়ী ১
মওাজী একাহহা
ইতি

৭১০
মবলগে শাতশ
দষ টাকা ইতি

কীস্তী	
শ্রাবণ	১৫১
কীস্তী	
ভাদ্র	২০১
কীস্তী	
অগ্রাহায়ন	১৫১
কীস্তী	
পৌষ	১৫১
কীস্তী	
মাঘ	৫৬
	৭১০

ইশাদ

শ্রীবলমামুদ সরকার
শাং মেঘা গাছা
শ্রীবেকু নষ্য
শং চকরত্নেশর

শ্রীপিয়ার মামুদ
শাং মেঘা গাছা

মবলগে
শাত শও দষ টাকা
কোমপানী ইতি

মওাজী একাহহার কাত জমা শেওায় শরঞ্জামী শালীয়ানা কোমপানী মবলগে শাত শও দষ টাকা জমা মতাবক কবুলীয়ত কীস্তীবন্দী আদায় করিতে থাকীবা ইতি

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

জেলা বগুড়ার রেজীষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী ইউন শাহেবের শাক্ষাতে বনওয়ারি রাম চাটর্য্যার মোক্তার লতীফ সরকারের এজহারে শ্রীবলমামুদ শাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় বনওারি মজকুরের দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি করা গেল ইতি ১৭ নবমবর শন ১৮৪৮ মোতাবেক ৩ অগ্রাহায়ন শন ১২৫৫ শাল

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

তহকীক খোদ
শ্রীদ্বারকনাথ ঘোষ
জমানবিশ

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

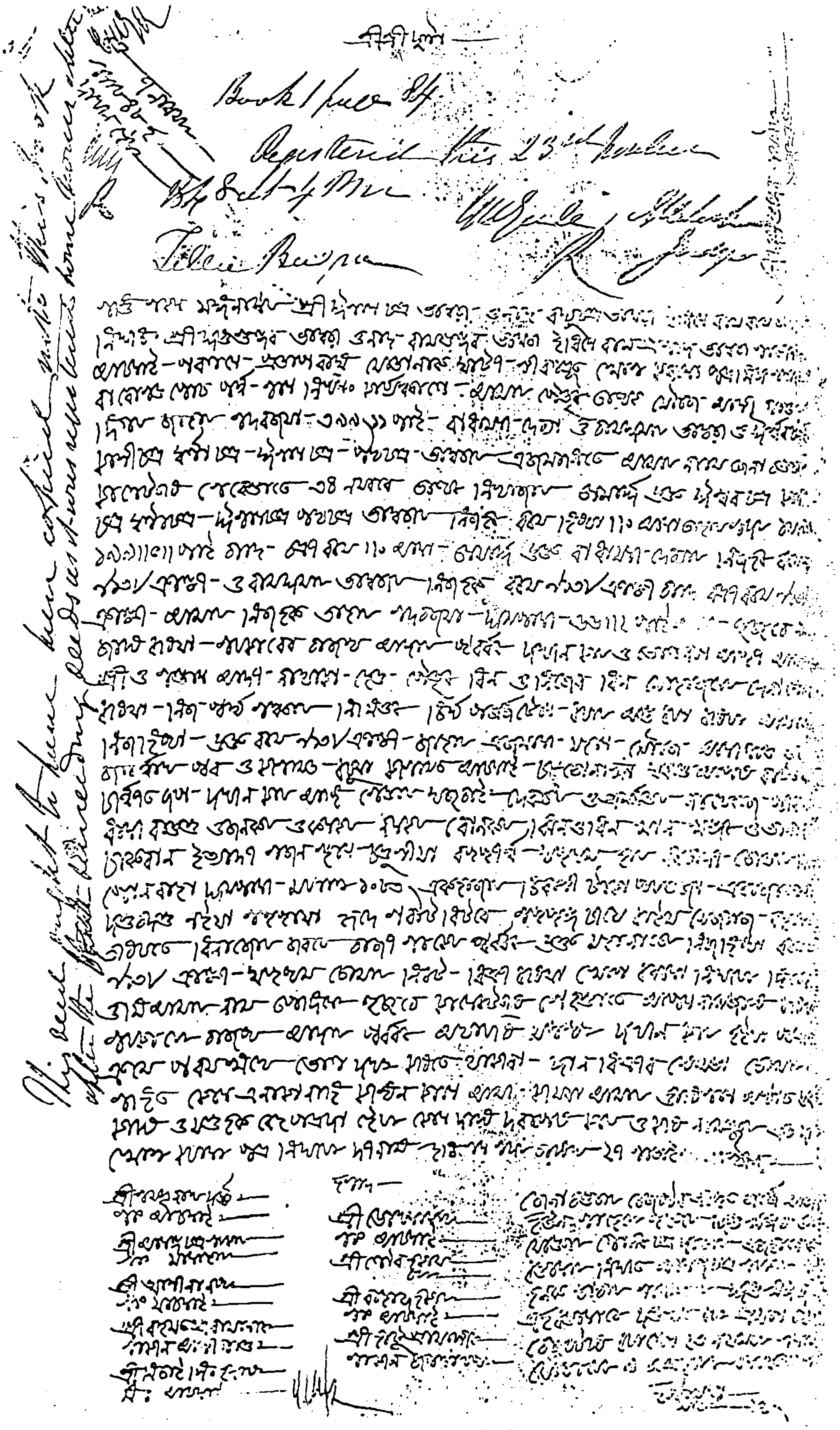

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গা

|চার সারি ইংরেজি লেখা|

তে ৭ নবেমবর
শন ১৮৪৮ ই
দাখীল হৈল

শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর শর্ম্মন
ভাদুড়ী

শস্তি শকল মঙ্গলালয় স্রীঈশান চন্দ্র ভাদুড়ী ওলদে রঘুচন্দ্র ভাদুড়ী ইবিনে রাম রাম ভাদুড়ী
লিখীতং শ্রীকৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ী ওলদে রাম সুন্দর ভাদুড়ী ইবিনে রাম প্রশাদ ভাদুড়ী শাকীন
আচলাই পরগনে প্রতাপবায়ু মোতালকে ঘাটী শীবগঞ্জ খোস কবালা পত্র মিদং শলা[ব্দ]
বারোশও পোচপর্ব্ব শাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার পৈতৃক তালুক মৌজে আলীগাও
দিগর জাহার শদরজমা ৩৯৯৲১১ পাই রাধামনী দেব্যা ও রামকুমার ভাদুড়ী ও ঈশ্বর চন্দ্র
কাশীচন্দ্র দুর্গা চন্দ্র ঈশান চন্দ্র পদ্য চন্দ্র ভাদুড়ীর এজমালিতে আমার নামে জেলা বগুড়ার
কালেক্টরি শেরেস্তাতে ৩৪ নম্বরে তালুক লিখাজায় তনমদ্দে উক্ত ঈশ্বর চন্দ্র কাশী
চন্দ্র দুর্গাচন্দ্র ঈশান চন্দ্র পদ্য চন্দ্র ভাদুড়ীর নিজ হক রকম হিষ্যা ।।৫ আনা তাহার শদর জমা
১৯৯।।৫।। পাই বাদে বক্রী রকম ৷৷৹আনা তনমদ্দে উক্ত রাধামনী দেব্যার নিজহক রকম
৵১৩৴ক্রান্তী ও রামকুমার ভাদুড়ীর নিজহক রকম ৵১৩৴ক্রান্তী বাদে বক্রী রকম৵১৩৴
ক্রান্তী আমার নিজহক তাহার শদর জমা কুমপানী ৬৬।।২ পাই আমী হুজরে না[ম]
জারি করিয়া শরকারের রাজস্ব আদায় পূর্ব্বক দখীলকার ও ভোগবান আছী আমার
স্ত্রী ও শন্তান আদী নাথাকা হেতু পৈতৃক রিন ও নিজের রিন মোহাজনের দেনা সো[দ]
করিয়া নিজ পুর্ন্য শঞ্চায় নিমিত্তক তির্থ পর্জ্জটোন করার অন্তকরণ করিয়া আমার
নিজ হিষ্যা উক্ত রকম ৵১৩৴ক্রান্তী জাহার এজমালী মহাল মৌজে আলীগাও ওমৌ[জে]
জগন্নাথপুর ও কীশামত কচুয়া কীশামত আচলাই চক তোলা খাঁ ঘরাও আপষ বাট্টয়ারা
চীন্বীত রূপ দখীলকার আছি শেওায় দুজরাই দেবত্তর ও ব্রম্মত্তর লাখেরাজ পীর [পাল]
ধানী বাওস্ত ও জলকর ও ফলকর নলকর বোনকর ঝিল ও বিল খাল খন্দক ও তালাব
চাকরান ইত্যাদী শজলস্থলে চতুশীমা বহুর্ছীর্ন্ন মুহুলম হায় করাদী তোমার (কট)
পোনবাহা কুম্পানী মবলগে ১০৮৩ এক হাজার তিরাসী টাকা পুরওজন একজোগে ন....
দস্তবদস্ত লইয়া শছছায়া হুদে শরাটবিটবে শছন্দ চীত্যে কাইম মেজাজে রকম
৵১৩৴ক্রান্তী মুহুলম তোমার নিকট বিক্রী করিয়া খোস কবালা লিখীয়া দিতে(ছি)
তুমি আমার নাম তপদিলে হুজুরে কালেকট্টরি সেরস্তাতে আপননাম জারি করিয়া
শরকারের রাজষ্য আদায় পূর্ব্বক অদ্দাবধি মপস্বল দখীলকার হইয়া পুত্র [পৌত্রাদি]
ক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকীবা দান বিক্রীর ক্ষেমতা তোমার....
শহিত কোন এলাকা নাহি কস্মিন কালে আমী কিমবা আমার ওয়ারিশান অর্থাত উত্রা[ধি]
কারি ও মসুহক কেহ পত্রদা হৈয়া কোন দাবি দরপেষ করে ও করি নামঞ্জুর এতদর্থে
খোশ কবালা পত্র লিখীয়া দীলাম ইতি শন শদর তারিখ ২৭ শাতাইশা আশ্বীন

ইশাদ

শ্রীশম্ভুনাথ দত্ত	শ্রীডোম্বনানষ্য	জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী
শাং আচলাই	শাং আচলাই	ইউন শাহেবের হুযুরে কৃষ্ণ সুন্দর ভাদুড়ীর
শ্রীআনন্দ চন্দ্র সরকার	শ্রীগোরী হকার	মোক্তার গোলক চন্দ্র দাসের এজহারে
শাং মালাহার	তথা	কওালার লিখীত আনন্দ চন্দ্র শরকার....
শ্রীআলীনা নষ্য	শ্রীবাহারু হকার	হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় কৃষ্ণ সুন্দর
শাং য়াচলাই	শাং আচলাই	এই কওালাতে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া
শ্রীরহমত প্রামানীক	শ্রীহাটু প্রামাণীক	রেজীষ্টরি করা গেল ২৩ নবমবর শন ১৮৪[৮]
শাকীন আলীগাও	শাকীন জগনাথপুর	মোতাবেক ৯ অগ্রাহায়ণ শন ১২৫৫ শা[ল]
শ্রীনিতাই সিংহ দাষ		ইষ্টাম্প
মং আচলাই	[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]	মুল্য ১২৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

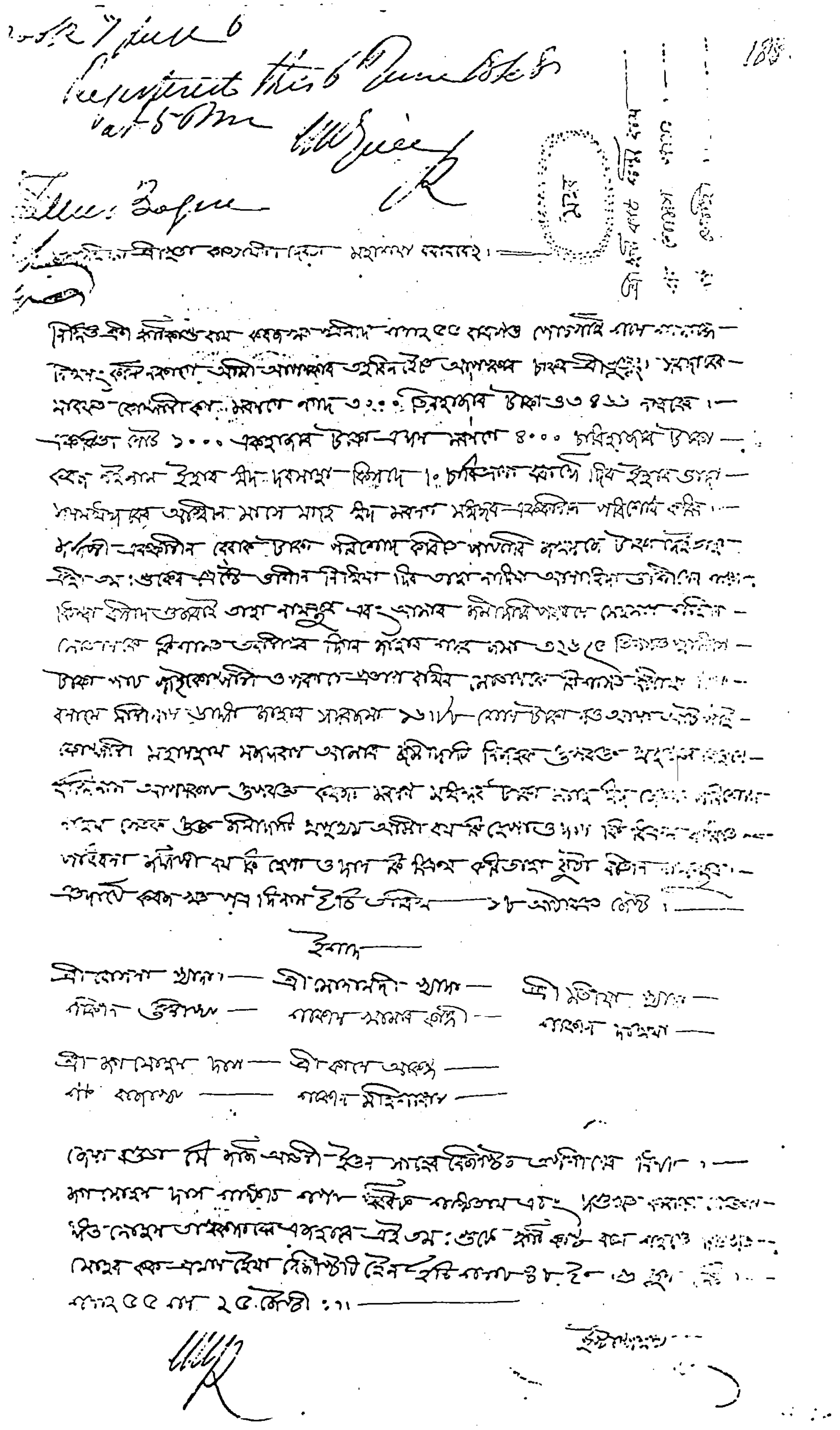

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর
শ্রীদুর্গাকান্ত শর্ম্ম রায়
শাং শোনাপাড়া
পং তেগাছি

মহামহীম শ্রযুতা কত্যায়নী দেব্যা মহাশয়া বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীদুর্গাকান্ত রাম করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারসও পোচপান্ন শাল শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনকার তহবিল হৈতে আপনকার চাকর শ্রীভুস্তরা সরদারেক মারফত কোম্পানীকল মবলগে নগদ ৩০০০ তিন হাজার টাকা ও ৩৪৬৬ নম্বরের এক কিতা নোট ১০০০ এক হাজার টাকা একুন মবলগে ৪০০০ চারি হাজার টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফিসদে ।০ চারিআনা বরার্দ্দে দিব ইহার ওাদা সন মযুকুরের অশ্বীন মাসে মাহে সুদ মবলগ মযুকুর এককালীন পরিশোধ করিব জর্দ্দপী এককালীন বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে নাপরি জখন জে টাকা দেই তাহা এহী তমঃসুকের প্রেষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা নাদিয়া আলাহিদা ওাশীলের শাক্ষী কিম্বা রসীদ গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এবং আমার জমীদারি পরগনে মেহমানশাহীর মোতালকে কিশামত ভবানীপুরদিগর জাহার শদর জমা ৩২৬৴৫ তিনসও ছাব্বিশ টাকা পাচ পাই কোম্পানী ও পরগনে প্রতাপবাযুর মোতালকে কিশামত বালীয়াদিঘী বনামে মালীয়ানডাঙ্গা জাহার সদর জমা ১৬।৵ শোল টাকা নও আনা আট পাই কোম্পানী মহালহায় মজকুরান আমার জমীদারি নিজহক উপরক্ত মুছল্যম রেহান রাখিলাম আপনকার উপরক্ত করজা মবলগ মযুকুর টাকা মাহে সুদ জেতক পরিশোদ না হয় সেতক উক্ত জমীদারি মুছল্যম আমী বয় কি হেপা ও দান কি বিক্রয় করিতে পারিবনা জর্দ্দপী বয় কি হেপা ও দান কি বিক্রয় করি তাহা ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর এতদার্থে করজখত পত্র দিলাম ইতি তারিখ ১৮ আঠারঞ্চ জেষ্ট।

ইশাদ

শ্রীরোসনা প্যাদা
শাকীন উলীপুর

শ্রীমোলামদী প্যাদা
শাকীন খামারকান্দী

শ্রীমতীয়া প্যাদা
শাকীন দামুয়া

শ্রীজগমোহন দাস
শাং রাজাপুর

শ্রীকালে আকন্দ
শাকীন মহিশাবান

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর তপশীলের লিখীত জগমোহন দাস শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার কৃষ্ণ মোহন তালুকদারের এজহারে এই তমঃসুকে দুর্গা কান্ত রায় শহস্তে দস্তখত মোহর করা প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ৬ জুন মোং শন ১২৫৫ শন ২৫ জৈষ্টী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প মূল্য
মুল্য ২০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১৩৮

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর

মহর

[তিন সারি ফার্সি লেখা]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীচন্দ্রমোহন শাহা শচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীভবানীশঙ্কর পাড়ে ও শ্রীভুলনমুনী দেব্যা জওজে শ্রীভবানীশঙ্কর পাড়ে মজকুর শাকীনান আজীমগঞ্জ শহর মুরশীদাবাদ হাল মোকাম বগুড়া পরগনে শেলবর্শ করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৫ বারোশও পঞ্চান্ন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা অর্থাৎ আমী ভবানীশঙ্কর পাড়ে স্বয়ং ও আমী ভুলনমুনী দেব্যা আপন পতী উক্ত পাড়ের মারফতে আপনকার স্থানে মবলগে ৫০০ পাচশও টাকা কোম্পানী নগদ করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আঞ্চীন দিব ওাদা শন ১২৫৫ সনের মাহে আশাড় মবলগ মজকুর মায়সুদ পরিশোধ করিব জদ্যপী এককালীন শোদ করিতে নাপারিয়া ক্রেমে ২ শোদ করি তবে জখন জে টাকা শোদ করিব তাহা এইতমঃসুকের পৃষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা নাদিয়া আলাহেদা রসীদ কিম্বা শাক্ষীআদি গুজরাই তাহা নামঞ্জর এতদর্থে করজ খত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তে ২৯ বৈশাখ

শ্রীন্যামত সরদার	শ্রীকেনা নষ্য	শ্রীআরিব নস্য	শ্রীসরিতুল্যা নস্য
শাঃ কাটনার	শাঃ শাখারিপাড়া	শাঃ নিসুন্দারা	শাঃ তথা
১	৩	২	৪

জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী ইউন সাহেবের হুযুরে আরিব নস্য শাক্ষীর হলপ দ্বারায় শাক্ষতায় এই তমঃসুক ভবানীশঙ্কর পাড়ে দস্তখত মোহর ও ভুলনমনী দেব্যা মোহর করা প্রমান করিলেক এবং পাড়ে ও দেব্যার মোক্তার ব্রজসুন্দর মযুমদার পাড়ে ও দেব্যার দস্তখত মোহরের পক্ষে প্রকাশীলেক মোতে রেজীষ্টরি করা গেল শন ১৮৪৮ইং ২০ মেই শন ১২৫৫ তে ৮ জৈষ্টী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প মুল্য
৪

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] /

Book 2 [illegible] 13 x 14

Registered this 18th November 1868 at 3 P.M.

[illegible]

[illegible] [illegible]

সকিন মর্সীনা পং শ্রী সিবানন্দ সর্ম্মনচৌধরি ওনদে —
রামানন্দ সর্ম্ম চৌধরি ইবনে ভবানীরাম সর্ম্ম চৌধরি সচ্চরিত্রেষু —
লিখিতং শ্রী রাধানাথ সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ও শ্রী গোলক চন্দ্র সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ওনদে —
হরিনাথ সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ইবনে সদাশিব সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী কস্য কবুলতপত্রমিদং —
সন ১২৫৫ বাঙ্গলা [illegible] নিমনং কার্য্যআগে [illegible] —
চৌধরির জমিদারি পরগনে [illegible] : পাতি মৌজে গোবিন্দপুর [illegible] —
বাগ ও বাস্ত মজালি ১০১ / একশত এক বিঘা জমি কত সালিয়ানা জমা —
মবলগে ১২ বারো টাকা সিক্কা কোম্পানি মবলগে ১২ দং বারো টাকা —
বারো আনা [illegible] আমার দিগের মৌরসী [illegible] —
সেমতে আমার দিগের পিতা হরিনাথ চক্রবর্ত্তী [illegible] —
[illegible] আমরা দখিলকার ও [illegible] থাকিয়া [illegible] —
[illegible] মহাজনের দায় [illegible] —
ও [illegible] —
[illegible] —
[illegible] মবলগে কোম্পানি ২০০ [illegible] —
এই কবুলতি [illegible] —
[illegible] বাকি টাকা একুনে [illegible] —
[illegible] —
এই কবুলতি [illegible] তাহা [illegible] —
[illegible] টাকা [illegible] —
আমার দিগের কোন [illegible] —
[illegible] দখিলকার হইয়া আমার দিগের —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible] আমার দিগের সহিত কোন [illegible] —
আমরা কিম্বা আমার দিগের ওয়ারিসান কোন [illegible] —
[illegible] কবুলতি পত্র দিলাম ইতি [illegible] —
[illegible] —

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরাধানাথ শ্রীগোলক চন্দ্র শর্ম্মা
শর্ম্মা চক্রবর্ত্তী চক্রবর্ত্তী
সাকিনান কুন্ডী পরগনে যাত্রা

সকল মঙ্গলালয় শ্রীসিবানন্দ সর্ম্মন চৌধরি (চৌধুরী) ওলদে
রামানন্দ সর্ম্ম চৌধুরি ইব্‌নে আত্মারাম সর্ম্ম চৌধরি সচ্চরিত্রেষু
লিখিতং শ্রীরাধানাথ সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগোলক চন্দ্র সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ওলদে
হরিনাথ সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ইবনে সদাসিব সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী কট কবলাপত্র মিদং
সন ১২৫৫ বারসও পোচপন্ব সাল লিখনং কার্য্যআঞ্চাগে শ্রীযুত গোলকনাথ
চৌধরীর জমিদারি পরগনে দেওড়ার অন্তঃপাতি মৌজে গোবিন্দপুর গ্রামে
ধানি ও বাস্তু মওাজি ১০৬/একশও ছয় বিঘা জমির কাত সালিআনা জমা
মবলগে ১২ বারো টাকা সিক্কাত কোমপানি মবলগে ১২৴১৬বারো টাকা
বারো আনা সোল গন্ডা নিধায্য* আমারদিগের মৌরসী জোত উক্ত জমিদারের
সেরস্থাতে আমারদিগের পীতা হরিনাথ চক্রবর্ত্তী নামে লিখাজায় জোত
মজকুরা আমরা দখিলকার ও মুৎসরিপ থাকিয়া রাজস্য আদায় পূর্ব্বক
ভোগবান আছি এহিক্ষন মহাজনের দায়ক্রমে সইৎসা পূর্ব্বক সকিয় ভাবে
ও বুদ্ধে বিনা জোর জবরে জোত মজকুরা হাসীল ও পতীত বাসবৃক্ষ ও প্রজা
ইত্যাদী মুছল্যম দরবস্তু আরাজীয়াত চতুঃসিমা বচছীন্ন তোমার নিকট কট
রাখিয়া মবলগে কোমপানি ২০০ দুইশও টাকা পূরওজন নগদ দস্তবদস্ত লইয়া
এহি কটকবলা লিখিয়া দিতেছী জে মবলক মজকুর ও মোতাবেক জাবেদ
সুদ সমেত বেবাক টাকা এককালীন শন ১২৫৬ বার সও ছাপ্পন্ন সালের
আসাড় মাসের ২৫ পচীশা তারিখে সবরোজ মধ্যে আদায় করিয়া
এহি কট কবালা ওাপোষ লইব তাহা না করিয়া নিরপীত দিবসে সূর্য্যাস্ত
পর্য্যন্ত সঙ্খায় টাকা পরিসোদ না করি তবে জোত মজকুরার সহিতঃ
আমারদিগের কোন এলাকা থাকিবেক না মোতাবেক আইন মেঞাদ
অন্তে বয়বাদ জারি করিয়া রিতীমত দখিলকার হইয়া আমারদিগের
পীতার নাম খরিজে আপন নাম জারি করিয়া সনবসন রাজস্য আদায়
পূর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদীক্রমে ভোগ করিতে থাকিবেন দান বিক্রীর সত্যাধি
কার আপনার আমারদিগের সহিত কোন এলাকা নাহী কালেক কস্মীন
আমরা কিম্বা আমারদিগের ওারিসান কোন দাবি দরপেষ করি ও করে
তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে কট কবালা পত্র দিলাম ইতি তারিখ
২২ বাইসা কার্ত্তীক

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

[* নিধায্য শব্দটি লিপিকর পরে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

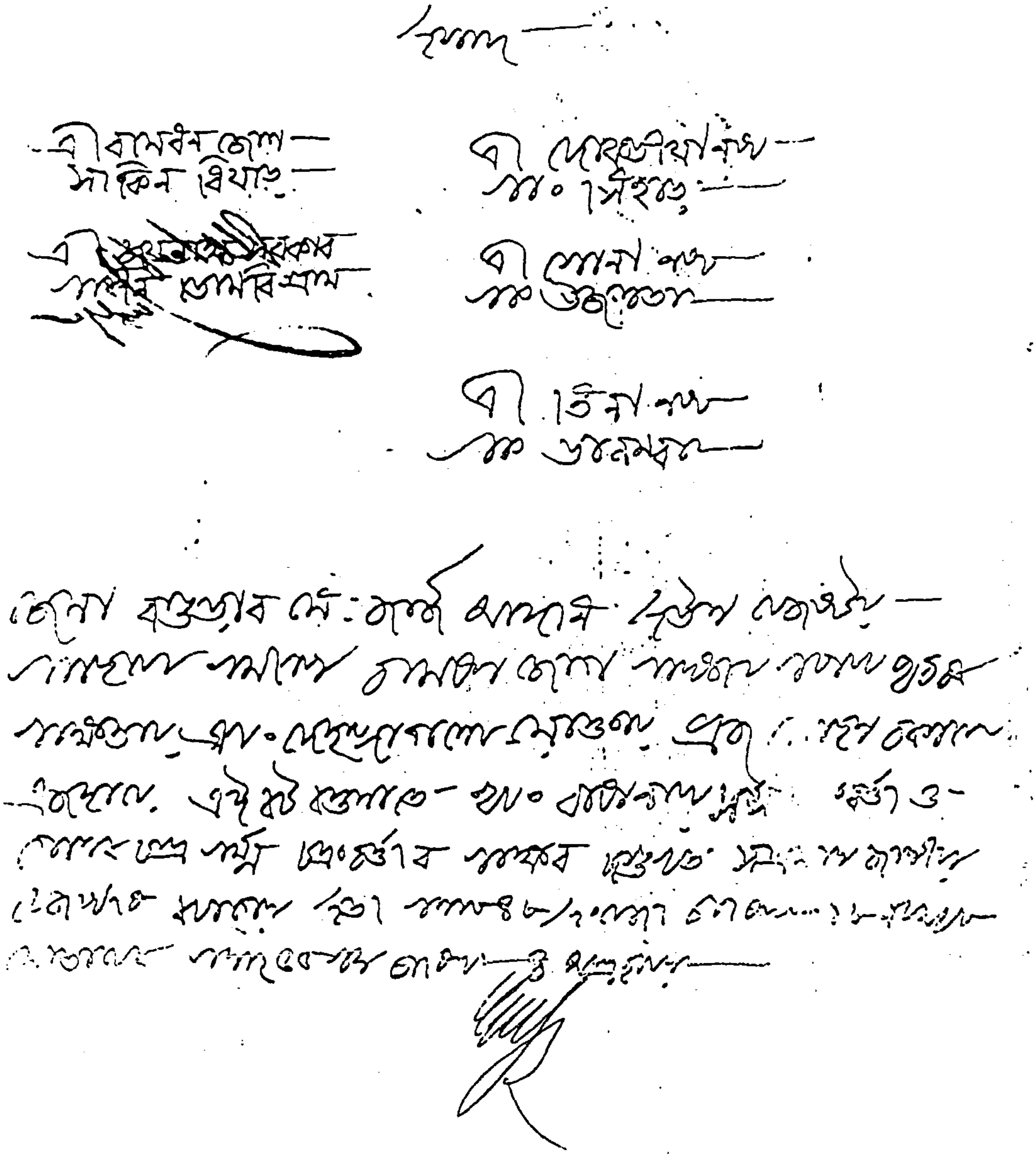
শ্রী রামধন জোলা
সাকিন বিঘাড়

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ইসাদ

শ্রীরামধন জোগ	শ্রীদোকড়ীয়া নষ্য
সাকিন ধিয়াড়	সাং সিহাড়
শ্রীজয়নাথ সরকার	শ্রীসোনা নষ্য
শাকীন ডোমরিগ্রাম	শাং উজনতা
	শ্রীতিলা নষ্য
	শাং ডালম্বা

জেলা বগুড়ার মেঃ জার্জ আদলি ইউন রেজীষ্টর
শাহেবের শমীপে রামধন জোগ শাক্ষীর শপথ পূর্ব্বক
শাক্ষতায় এবং দেহন্দাগণের মোক্তার ব্রজ মোহন বকলমের
এজহারে এই কট কওলাতে শ্বয়ং রাধানাথ সর্ম্ম চক্রবর্ত্তী ও
গোলকচন্দ্র শর্ম্ম চক্রবর্ত্তীর শাক্ষর দস্তখত সপ্রমাণ জানীয়া
রেজীষ্টরি করা গেল ইতী শন ১৮৪৮ইংরেজী তারিখ ১৮ নবম্বর
মোতাবেক শন ১২৫৫ শন তারিখ ৪ অগ্রহায়ন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

|চার সারি ইংরেজি লেখা|

শ্রীরাম কমল শর্ম্ম ভাদুড়ি
শাং আচলাই

শ্রীবলরাম দত্ত
শাং আচলাই

বরাবর শ্রীযুত রাম শীংহ শাহা বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীরাম কমল শর্ম্ম ভাদুড়ি তথা শ্রীবলরাম দত্ত করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৫ শাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার স্থানে দস্তবদস্ত মবলগে কুম্পানী ৪০ চল্লীস টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন দিব ওাদা শন ১২৫৬ সনের মাহে ভাদ্র মবলগ মজকুর শোদ করিব জদি একজোগে বেবাক টাকা শোদ করিতে না পারি তবে জখন জে টাকা দেই তাহা এহী তমঃসুকের পৃষ্ঠে ওাশীল দিয়া দিব তাহা না করিয়া আলাহিদা শাক্ষী কিম্বা রসীদ গুজরাই তাহা শমস্ত নামঞ্জুর এতদর্থে করজখপত্র দিলাম ইতি তাং ৭ আস্বীন

ইশাদ

শ্রীউদাই সরকার	শ্রীফতু চোকীদার	শ্রীশোনা নস্য	শ্রীগরিবুল্যা
শাং আচলাই	শাং তথা	শাং তথা	মোকাম বগুড়া

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইত্তন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে শ্বয়ং রাম কমল ভাদুড়ি ও বলরাম দত্ত হুযুরে হাজীর হৈয়া এই তমঃসুকে আপন ২ দস্তখত স্বীকার করিল ত্রাং উদাই সরকার শাক্ষী শপথ করিয়া উক্ত ব্যক্তীদ্বয় শ্বয়ং থাকা প্রমান করিবায় রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ২২ শেতাম্বর মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ৮ আস্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প মূল্য
|০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীআদিতরাম শাহা পাইকাড়
শ্রীরাধা নাথ শাহা শাকীনান
গণ্ডগ্রাম

মহামহীম শ্রীযুত বাবু প্রশন্নকুমার ঠাকুর মহাশয়
নং ৭ বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীআদিত রামশাহা পাইকাড় ও শ্রীরাধানাথশাহা শাকীনান গণ্ডগ্রাম পরগনে শেলবর্শ তরফ বেহার এলাকে থানা বগুড়া কিস্তীবন্দী পত্রমিদং শন ১২৫৫ শাল শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে মহাশএর খরিদ কুঠী নওদাপাড়া মোতালকে কোম্পানী বাহাদুরের কারবার আমলাবধি আমী আদিতরাম শাহা কোত্তার পাইকাড়ী কর্ম্ম করিতেছিলাম সেমতে লাগাএদ শন ১২৫৪ সালের উক্ত কুঠীর কোত্তার কারবারি হিশাবি খাতায় আমার নামে মবলগে ৭২২৷৴১০ শাত শও বাইস টাকা পাঁচ আনা দসপাই কোম্পানী বাকী লিখাজায় ঐ বাকীর মবলগ মজকুরা আমার ওাজিরি দেনা এবং আমী রাধানাথ শাহা উক্ত আদিত রামের পুত্র বিধায় ঐবাকী আমারহ দেইন জথার্থ বটে অথচ নাচারি অবস্থা জন্য আদায় করনে অশক্ত এক্ষন ঐ বাকী পরিস্কার করার কারণ আমরা আপন ২ ইৎস্যা পুর্ব্বক মহাশএর সরকারের উক্ত কুঠীর কার্য্যকারক শ্রীকৃষ্ণকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মোক্তারের নিকট হাজীর আশীয়া আপন ২ নাচারি অবস্থা জানাইয়া ঐ বাকী মধ্যে কথেক রেয়াইত পাওার ও কথেক কিস্তীবন্দী দ্বারায় আদায় করার প্রার্থনা করাতে আমারদিগের নাচারি অবস্থা দৃষ্টে প্রার্থনানুজাই উক্ত বাকী মধ্যে মবলগে ৬১৭৷৴১০ ছয়শত সতের টাকা পাচ আনা দস পাই রেয়াইত দিলেন বাকী কোম্পানী ১৫০ [প্রকৃতপক্ষে ১০৫] একশও পাচ টাকা মধ্যে অদ্য আমরা ১৫ পোনের টাকা নগদ দাখীল করিলাম বক্রী মবলগে কোম্পানী ৯০ টাকা একজোগে দেওনে অশক্ত হৈয়া আমার এই কিস্তীবন্দী লিখীয়া দিতেছী জে নিচের তপঃশ্বীলের লিখীত কিস্তীবন্দী মোতাবেক কিস্তীর কিস্তী টাকা আদায় করিব কিস্তী খিলাপ করি মাফীক আইন কিস্তী খিলাপী সুদ দিব আর জখন জে টাকা দেই তাহা এই কিস্তীবন্দীর প্রষ্টে ওাশীল লিখীত দিব তাহা না করিয়া আলাহেদা কোন রশীদ কি শাক্ষী গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে আপন ২ খুশীতে কিস্তীবন্দী পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ১৪ আশাড়

তপশীল কিস্তীবন্দী রূপেয়া		
শন ১২৫৫ শাল	-	১৫
মাহে আশাড়	-	
মাহ শ্রাবণ	-	১৫
মাহ ভাদ্র	-	১৫
মাহ আশ্বীন	-	১৫
মাহ কার্তিক	-	১৫
মাহ অগ্রহায়ণ	-	১৫
		৯০

মং নব্বই টাকা ইতি

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইশাদ

শ্রীভাজনা হরকরা শাকীন রজবপুর
শ্রীজঙ্গু হরকরা শাং নওদাপাড়া
শ্রীশাতকড়ী হরকরা শাং শাখারিয়া
শ্রীগোবিন্দ দাস শাং গণ্ডগ্রাম

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে খোদ আদিত রাম ও রাধানাথ শাহা হুযুরে ভৈরবচন্দ্র চৌধুরী মোক্তারের শনাছাইতে হাজীর হৈয়া এই দলীলে আপন ২ হাতে দস্তখত করা স্বীকার করিল এবং গোবিন্দ দাস শাক্ষী শপথ করিয়া ঐ দস্তখতের শত্যতা পক্ষে শাক্ষ দিল মোতে রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ১২ জুলাই মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ৩০ আশাড়

ইষ্টাম্প মূল্য ।।০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীশীবনারায়ণ শর্ম্ম মুনশী

মহামহীম শ্রীযুক্ত ডিপোটী কালেকটর সাহেব জেলা বগুড়া বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীশীব নরায়ণ শর্ম্ম মুনশী ওলদে অনুপ নারায়ণ মুনশী শাকীন শেরপুর পরগনে মেহমানশাহী মোতালকে জেলা বগুড়া মালজামীনি পত্রমীদং শন ১২৫৪ শালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে জেলা বগুড়ার মোতালক শেরপুর নিবাসী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র তরফদার জেলা বগুড়ার ডিপোটী কালেকট্টরির খাজঞ্চীগিরি কার্য্যে নিযুক্ত হৈল আমীহ শেইৎশা পূর্ব্বক খাজাঞ্চী মজকুরের মালজামীন হৈলাম খাজাঞ্চী মজকুর শর্ব্বদা বরউক্ত হাজীর থাকীয়া আপন ওাহাদার কার্য্য বাস্তী দুরস্তীতে আঞ্জাম দিবেক আর তাহার হিশাবের কাগজাত জখন তলবহয় গুজরাইবেক জদ্যপী তহবিলের টাকা আপনে তছরূপ করে কিম্বা অন্যকে তছরূপ করিতে দেন ওহিশাব বুঝাইতে ও তাহার কাগজাত দাখিল করিতে গাফিলী করে ও তাহাতে জেকিছু সরকারের খিয়ানত ও লোকশান হয় তবে বিনা ওজরে এতাবত বিসএর নিশাদিহী আমার জেম্যা ও আমী অভাবে আমীর ওারিশান ও উছীয়ানের জেম্মা আর এই শকল খিয়ানতের নিশা করার জৈন্যে আমার জে নিচের লিখীত মিলকিয়ত অন্যের বিনা সরিকিতে আমার দখলে আছে তাহা জামীনিতে রেহেন রাখিলাম আর মালজামীনির শর্ত্তসকল সম্পর্ণ্ন হওা পর্য্যন্ত ফলীতার্থ জে খাজাঞ্চী মজকুরির জেম্মার টাকা লোকশানী ও খিয়ানতীর নিশ্যাদিহীর বিশয় বটে বন্দক আছে অন্যকোন প্রকারে বয়হেবা ও বন্ধক এবং অন্য কোন গতীকে হস্তান্তর আমী কিম্বা আমার ওারিশান ও উছীআনের করার ক্ষেমতা নাহী এবং থাকিবেকনা জদ্যপী কখনহ আমী কিম্বা আমার ওারিশান ও উছীয়ান উপরের লিখীত কর্ম্ম করিওকরে তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর ও খাজাঞ্চী মজকুরের খেয়ানত করি ও লোকশানী প্রকাস হৈলে তৎক্ষনাত খাজাঞ্চী মজকুরের লোকশানী ও খেয়ানতের টাকা আদায় করিব তাহা আদায় না করার পক্ষে সরকার বাহাদুরের ক্ষেমতা থাকিবেক জে এজামীনির বন্দকি বস্তু নিলামের দ্বারায় সরকারের টাকা আদায় না হয় তখন সরকারের ক্ষেমতা থাকিবেক জে আমার স্থাবর অস্থাবর নামী ও বিনামী জে কিছ জায়দাদ প্রাপ্ত হয় তাহা নিলামে বীক্রি কারইয়া সরকারের পাওনা খিয়ানতী টাকা ওয়াশীল করেন তাহাতে কোন প্রকারে আমী কি আমার ওয়ারিশান কি উছীআনের ওজর কোন স্থানে গ্রাহ্য ও শুনার জুগ্য হৈবেকনা এবং আমী ও আমার উত্রাধিকারী ও উছীদ্বিগের ক্ষেমতা থাকিবেক না এতদর্থে মালজামিনীপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৭ আশাড় শন ১২৫৪ শাল

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

তপঃশীল মহাল

শীঙ্গড়া পভড়া	কিং নসরতপুর	ডিহী পানীকান্দা	শীমলা দেউড়ী
পং খাট্টা ১ ৯৬৪ ১১	পং খাট্টা ১২৩৸/	পং প্রতাপবাযু	পং মেহমানশাহী
ইশাদ		৫৬৯৲৴১১৷	৫৫৷৷৵১৷
শ্রীভস্তরা সরদার	শ্রীখোদাবকস পাইক		৯১৩৲৴৬
মোং শেরপুর	মোং তথা		

খোদ হাজীর হৈয়া আপন দস্তখত কবুল করিল শওাল কোন মহাল বন্দক রাখিল জওাব ডিহী পানীকান্দাদিগর জামীনিতে বন্দক রাখীলাম আর কাহার জামীনি বন্দক নাহী বগুড়ার কালেকট্টরিতে খাজানা দাখিল হয় অন্য কাহার জামীনিতে বন্দকি বস্তু রেহান নাহী হুকুম হৈল জে জামীনদার বিদায় রিতিমোত জামীনী তহকিকার আমলে আইসে ৩০ জুন শন ১৮৪৭ ইং

নং ৫৮২ [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

[ফারসি স্বাক্ষর]

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন রেজীষ্টর শাহেবের শমক্ষে ভস্তরা সরদার শাক্ষীর বাহলফ এজাহারে ও শীবনারায়ণ মুনশীর মোক্তার রাধা মোহন রাএর এজাহারে এই জামীনিতে শীব নারায়ণ মুনশীর শাক্ষর দস্তখত প্রমান জানীয়া রেজষ্টরি করা গেলে শন ১৮৪৮ ৮ শেতাম্বর মোং ১২৫৫ শন ২৫ ভদ্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইস্টাম্প
৷৷০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

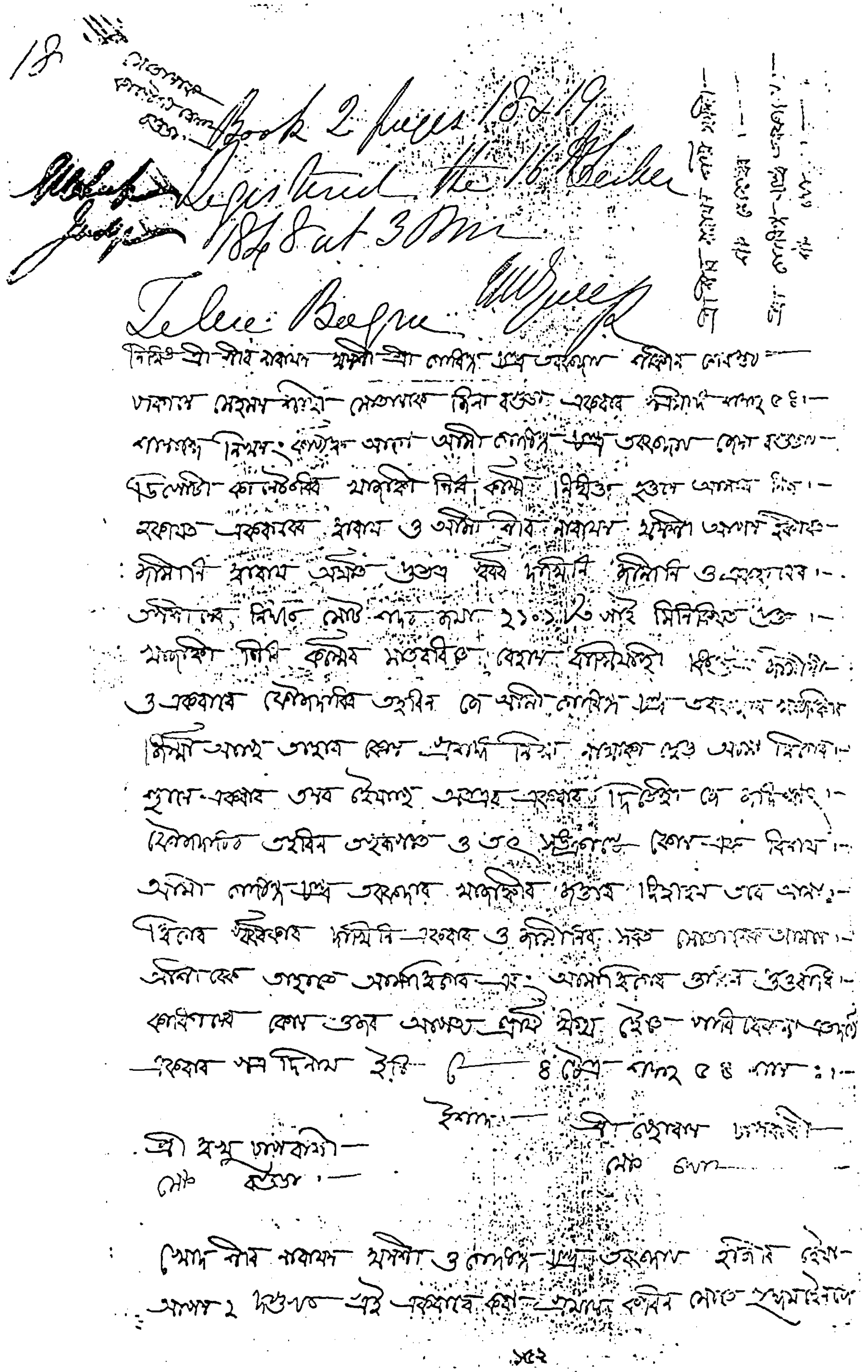

Dhaka University Institutional Repository

৪৬ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

মোতালকে
কালেক্টরি জেলা
বগুড়া

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীশীবনারায়ণ শর্ম্ম মুনশী
সাং শেরপুর
শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র তরফদার
সাং তথা

লিখিতং শ্রীশীবনারায়ণ মুনশী শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র তরফদার শাকীন শেরপুর পরগণে মেহমনশাহী মোতালকে জিলা বগুড়া একরার পত্রমীদং শন ১২৫৪ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চআগে আমী গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার জেলা বগুড়ার ডিপোটী কালেক্টরির খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মে নিযুক্ত হওনে আমার নিজ হকীয়ত একরারের দ্বারায় ও আমী শীবনারায়ণ মুনশী আপন হকীয়ত জামীনি দ্বারায় অর্থাত উভএ পুর্ব্ব দাখিলি জামীনি ও একরারের তপশীলের লিখীত মোট শদর জমা ২১০১৷৶৩ পাই মিলিকিয়ত উক্ত খাজাঞ্চীগিরি কর্ম্মের মাতবরিতে বেহাল রাখিয়াছী কিন্তু এ জামীনী ও একরারে ফৌজদারির তহবিল জে আমী গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার খাজাঞ্চীর জিম্মা আছে তাহার কোন প্রশঙ্গ লিখা না থাকা হেতু আমাদ্বিগের স্থানে একরার তলব হৈয়াছে অতএব একরার দিতেছী জে জদিস্বাৎ ফৌজদারির তহবিল তছরূপাত ও তৎ সঙ্কান্তে কোন এক বিশয় আমী গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার খাজাঞ্চীর জওাবদিহী হয় তবে আমার দ্বিগের পুর্বকার দাখিলী একরার ও জামীনির সরত মোতাবেক আমলে আশীবেক তাহাতে আমাদ্বিগের এবং আমাদ্বিগের ওারিস উত্তরাধি কারিগণের কোন ওজর আপত্য গ্রার্হ্যযুগ্য হৈতে পরিবেক না এতদর্থে একরার পত্র দিলাম ইতি তে ৪ চৈত্র শন ১২৫৪ শাল

ইশাদ

শ্রীদুখু চাপরাশী
মোং বগুড়া

শ্রীছোবান চাপরাশী
মোং তথা

খোদ শীব নারায়ণ মুনশী ও গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার হাজীর হৈয়া আপন ২ দস্তখত এই একরারে করা প্রমান করিল মোতে হুকুম হৈল জে

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৪৬ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ইজারাতে আছে কিনা জওাব আমার দখলে আছে অন্য কাহার নিকট
বন্দক কি দখল কিম্বা ইজারাতে নাহী হুকুম হৈল জে বন্দকীয় বস্তুর
দখিলকারির বিশএ নাজীর নামে পরওানা দেওাজায় আর বন্দকিয় বস্তুর
বাবত কোন মোকদ্দমা কিম্বা অন্যে কাহার জামীনিতে আবদ্দ আছে কিনা
তাহার সবিশেষ লেখার কারণ বগুড়ার শদর আমীন মোনশেফ নিকট
ও রাজশাহীর জজ ও প্রধান শদর আমীন নিকট রোবকারি জায় আর
পুলীস মারফত অত্র জেলার মেজেষ্টর সাহেব জোগে এক ফেত্তা এস্তাহার
জারি হয় আর মহাফেজ শীরিস্তা তদন্ত পুর্ব্বক মালীয়ত ও মিলকীয়তের
কৈফিয়ত দেয় ইতি ১৮৪৭ শন তে ২০ যুলাই মোং ১২৫৪ শন ৫ শ্রাবন

নং- ৬৪১

[ফারসি স্বাক্ষর] [স্বাক্ষর অস্পষ্ট] [ফারসি স্বাক্ষর]

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে
খোদ গোবিন্দ চন্দ্র তরফদার হযুরে হাজীর হৈয়া এই দলীলে আপন
দস্তখত স্বীকার করিল এবং দুখু চাপড়াশী শাক্ষী শপথ করিয়া উক্ত
তরফদারের শাক্ষর দস্তখত এবং তাহার হাজীরির শত্যতার বিশয়
শাক্ষ দিল মোতে রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ডিশাম্বর
মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ৩ পৌস

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

১,

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

14

Book 3 page 14

Registered this 3rd March 1848 at 3 PM

Judge

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার স্যাঁব ইংরেজি লেখা]

শ্রীচন্দ্রমোহন শাহা
শাকীন শাঁখারিপাড়া
মোকাম বগুড়া

মহামহীম শ্রীযুত ভবানীসংঙ্গর পাড়ে জমীদার মহাশয়
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীচন্দ্রমোহন শাহা শাকীন শাঁখারিপাড়া তপ্পে ইছাহাক নগর মালজামীনী পত্রমীদং কার্য্যনঞ্চাগে পরগনে প্রতাপবাযুর ডিহী পানীকাঁধার অন্তপাতী তরফ নশীপুর অর্থাৎ নিজ নশীপুর ও মৌজে কোলাবাড়ি ও মৌজে মাজবাড়ি ও মৌজে চক কাতুলী ও মৌজে বাগুনী এহী পাচ দেহার হিস্যা ৷৷০ আট আনা জাহা অসৃপবিবি ও প্রাণবিবির জমীদারি হকীয়ত ছিল তাহা আপনে খোস কবালায় খরিদ করিয়া দখিলকার আছেন এই ক্ষনে ঐ মহালাতের রকম মজকুরা আপনার খরিদগী হকীয়ত ইস্তক শন ১২৫৫ শাল লাগাএদ শন ১২৬০ শাটি শাল মুদ্দত ৬ ছয় শনা মেয়াদে শেওায় সরঞ্জামী ফি সন শালিয়ানা ১৫০০।৵পোনের শত ছয় আনা টাকা জমাতে শাকীন কুচিয়ান মোতান শ্রীরামহরি শাহাকে মেয়াদি ইজারা বন্দবস্ত করিয়া দিয়া পাট্টা দিলেন ইজারাদার মজকুর ইজারার কবুলীয়ত মহাশএর নিকট দাখিল করিলেক আমী আপন শইচ্ছা পূর্ব্বক ইজারদার মজকুরের মাল জামীন হৈয়া জামীনীর মাতবরিতে নিচের তবসীলের লিখীত জায়দাদ রেহন রাখিয়া এই জামীনী নামা লিখিয়া দিতেছী জে ইজারদার মজকুর আপন দওা কবুলীয়তের সর্ত মোতাবেক আমলে আনীয়া বাস্তীদুরস্তীতে আমানত দিয়ানত বহাল রাখিয়া কার্য্য করিবেক পাট্টা কবুলীয়তের অন্যথা আচরণে খাজানা আদায় নাকরে তবে আমী নিজ আদায় নিশা করিব তাহা না করি তবে তপশীলের লিখীত আমার জায়দাদ নিলাম বিক্রীর দ্বারায় আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমী ওজর আপত্য করিবনা জদি করি অগ্রাহ্য এই জামীনীর রেহেনের বস্তু ইজারার মেএাদ কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি নামঞ্জুর এতদার্থে মালজামীনীপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৪ বারোসও চৌয়ান্ব শাল তারিখ ৯ চৈত্র

তপশীল জায়দাদ

মোকাম বগুড়ার বাজারের মোহড়ার পশ্চীম দরওাজা জালানা মায় কপাট চৌকাট বারেন্ডাদি মূল্য আন্দাজ ২৫০০ আড়াই হাজার টাকা - ১

মং একটা দালান ইতি

ইশাদ
শ্রীজিতু শাহা শাকীন
এরুলীয়া
শ্রীশুকুর মামুদ শ্রীশফরা নস্য
শাং বিন্দাবন পাড়া শাং তথা

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন রেজষ্টর শাহেবের শমীপে পেস হৈল জেহেতু জিতু শাহা শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় ও চন্দ্রমোহন শাহার মোক্তার নিলকমল রায় মোক্তারের এজাহরে এই জামীনীতে খোদ চন্দ্রমোহন শাহার শাক্ষর দস্তখত প্রমান জানীয়া রেজষ্টরি করা গেল ইতি শন ১৮৪৮ ইং তে ৩১ মার্চ্চ মোং ১৯ চৈত্র শন ১২৫৪

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প
১২

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

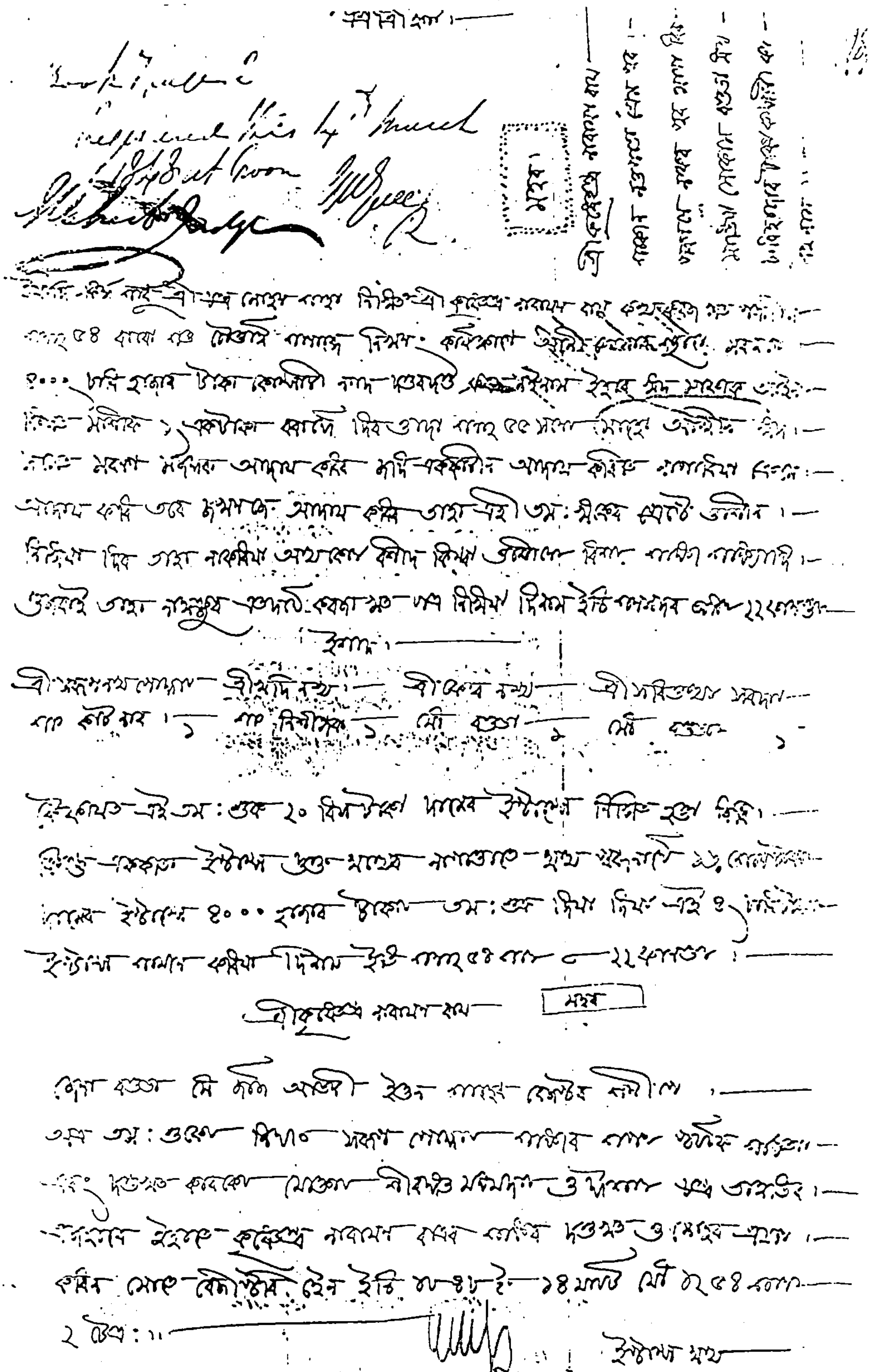

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর
শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ রায়
সাকীন নওপাড়া প্রেমপুর
পরগনে লস্করপুর থানা বিল
সাকিয়া মোকাম বগুড়া মূল্য
চারিহাজার টাকা কম্পানীকেল
লইলাম

ইয়াদিকির্দ্দ শাধু শ্রীচন্দ্র মোহন শাহা লিখিতং শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ রায় কস্য করজখত পাত্রমীদং শন ১২৫৪ বারোশও চৌত্তান্ন শালাব্দে লিখনং কার্যঞ্চাগে আমী তোমার স্থানে মবলগে ৪০০০ চারি হাজার টাকা কোম্পানী নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ মাফীক আইন ফিসত মাশীক ১৲ একটাকা বরার্দ্দে দিব ওাদা শন ১২৫৫ সনের মাহো আস্বীন সুদ সমেত মবলগ মজকুরা আদায় করিব জদি এককালীন আদায় করিতে না পরিয়া ক্রেমে আদায় করি তবে জখন জে আদায় করিব তাহা এই তমঃসুকের প্রেষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না করিয়া অন্য কোন রশীদ কিম্বা ওাশীলের বিশয় শাক্ষী শাক্ষ্যাদি গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজাখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন সদর তারিখ ২২ ফালগুন

ইশাদ

শ্রীসরূপ নস্য পোদ্দার	শ্রীখদি নস্য	শ্রীফেলু নস্য	শ্রীসরিতুল্যা সরদার
শাং কাটনার	শাং নিশীন্দরা	মোং বগুড়া	মোং বগুড়া
১	১	১	১

কৈফীয়ত এই তমঃশুক ২০ বিস টাকা দামের ইষ্টাম্পে লিখিত হওয়া বিধি কিন্তু এককীতা ইষ্টাম্প উক্ত মুল্যের নাপাওাতে মূল্য পুরূনার্থে ১৬ শোল টাকা দামের ইষ্টাম্পে ৪০০০ হাজার টাকার তমঃশুক দিয়া দিয়া এই ৪ চারিটাকা ইষ্টাম্প শামীল করিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৪ শাল তে ২২ ফালগুন

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ রায় মহর

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আভলী ইওন শাহেব রেজষ্টর শমীপে অত্র তমঃশুকের লিখীত সরূপ পোদ্দার শাক্ষীর শপথ পূর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার শীব কৃষ্ণ মজুমদার ও ঈশান চন্দ্র ভাদুড়ির এজহারে ইহাতে কৃষ্ণেন্দ্র নারায়ণ রাএর শাক্ষর দস্তখত ও মোহর প্রমান করিল মোতে রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮ ইং ১৪ মার্চ্চ মোং ১২৫৪ শাল ২ চৈত্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প মুল্য

২০৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

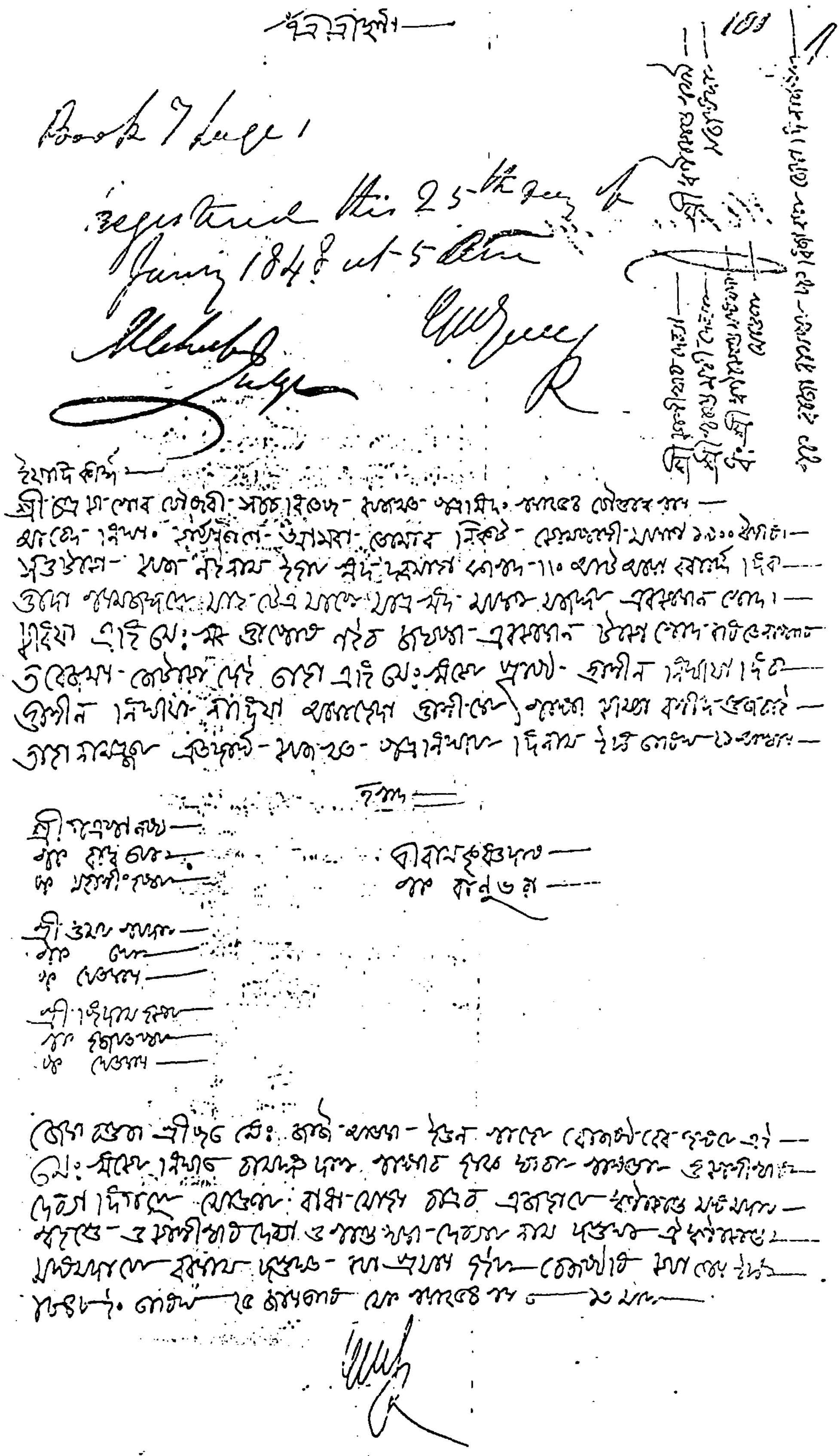
Book 7 Page 1

Registered this 25th day of Jany 1848

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকাশীশ্বরী দেব্যা শ্রীদুর্গাকান্ত শর্ম্মন
শ্রীশান্ত মনীদেব্যা মজমুদার
বং শ্রীদুর্গাকান্ত মযুমদার
মোক্তার
শাং রাজারামপুর পং বিজাকশা জেলা দিনাজপুর

ইয়াদিকীর্দ্দ

শ্রীচন্দ্রকীশোর চৌধুরী সচ্চরিতেষু করজখতপত্রমিদং শন ১২৫৪ চৌওান্ব শাল আবেদ (আব্দে) লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমরা নিকট কোম্পানী মবলগে ১৯০০ ঔনীষ সও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফীশদ ৷|০ আট আনা বরার্দ্দে দিব ওাদা শন মজকুরের মাহ চৈত্রমাসে মাএ সুদ মবলগ মজকুর এককালীন শোদ করিয়া এহি তমঃসুক ওাপোষ লইব জদ্যপী এককালীন টাকা সোদ করিতে না পারি তবে জখন জে টাকা দেই তাহা এহি তমঃসুকের পৃষ্ঠে ওাসীল লিখীয়া দিব ওাসীল লিখীয়া না দিয়া আলাহেদা ওাসীলের শাক্ষী কীমবা রসীদ গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদার্থে করজখত পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ২১ আশ্বীন

ইশাদ

শ্রীরামকৃষ্ণ দাষ
শাং বালুভরা

শ্রীগএসা নষ্য
শাং বালুভরা
পং মহাসীংহপুর
শ্রীউমর শরদার
সাং তথা
পং খেতলাল
শ্রীছিদাম হকার
শাং হজরতপুর
পং খেতলাল

জেলা বগুড়া শ্রীযুত মেং জার্জ আডলী ইউন শাহেব রোজষ্টরের হুযুরে এই তমঃসুকের লিখীত রামকৃষ্ণ দাস শাক্ষীর হলফ দ্বারা শাক্ষতায় ও কাসীশ্বরি দেব্যাদিগরের মোক্তার রাধামোহন রাএর এজহারে দুর্গা কান্ত মযুমদার স্বহস্তে ও কাসীস্বরি দেব্যা ও শান্তমুনী দেব্যার নাম দস্তখত ঐ দুর্গাকান্ত মযুমদারের বকলমে দস্তখত করা প্রমান হইয়া রেজষ্টরি করা গেল ইতি ১৮৪৮ ইং তারিখ ২৫ জানওারি মোং শন ১২৫৪ শন তে ১৩ মাঘ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

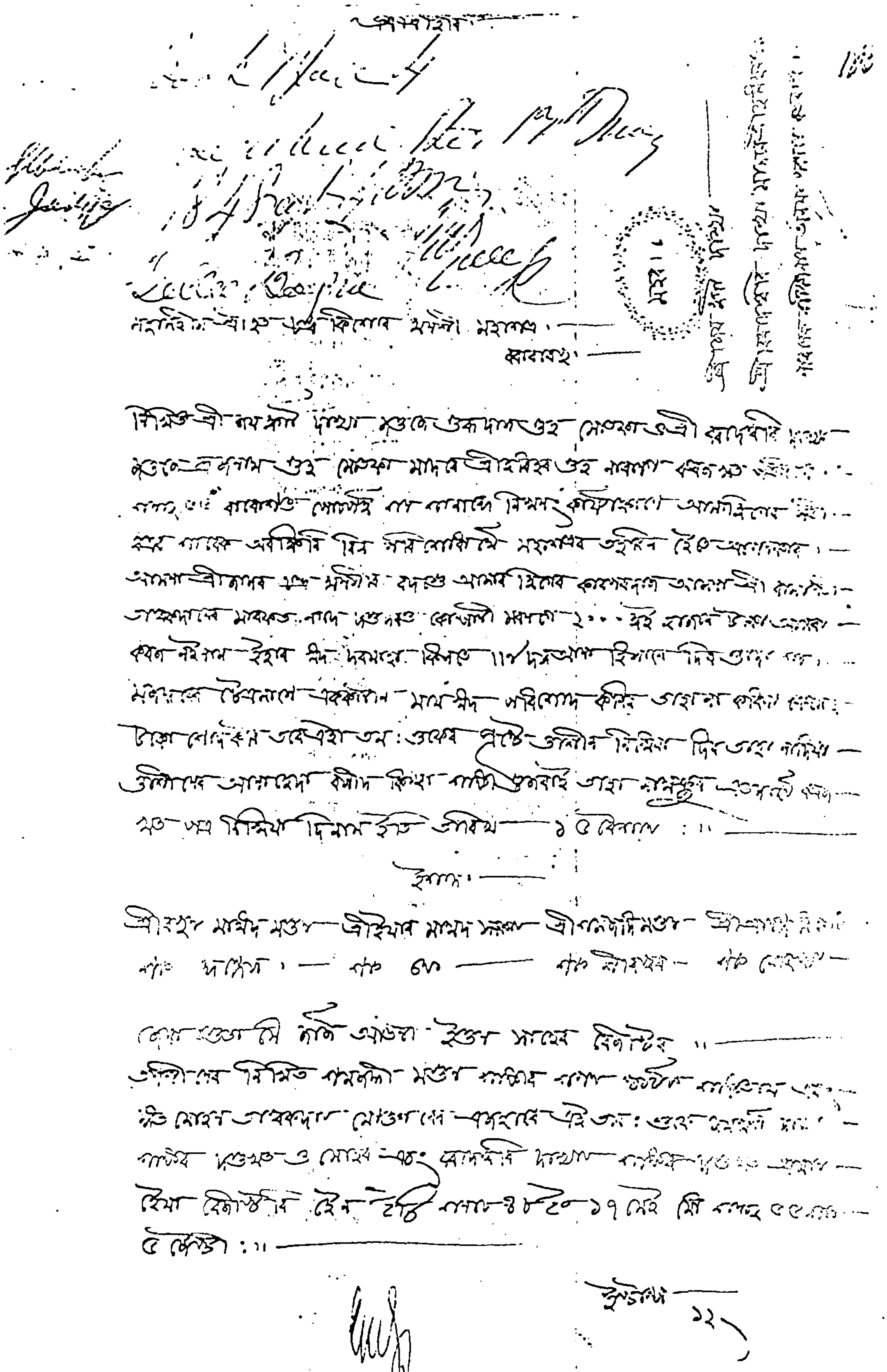

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীহরি

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর

শ্রীজয় দুর্গা দাস্যা
শ্রীবরদেশ্বরি দাস্যা মাদরে শ্রীহরিহর গুহ
নাবালগং শাকীনান অলুয়া পরগণে বড়বাযু

মহামহীম শ্রীযুত চন্দ্রকিশোর মুনশী মহাশএ

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীজয়দুর্গা দাস্যা জওজে গুরুদাস গুহ মোতফা ও শ্রীবরদেশ্বরি দাস্যা জওজে ব্রজনাথ গুহ মোতফা মাদরে শ্রীহরিহর গুহ নাবালগ করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারোশও পোচপন্ব শন শালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমাদিগের পতী দ্বএর শাবেক অরক্ষিনি রিন পরিশোধার্থে মহাশএর তহবিল হৈতে আপনকার আমলা শ্রীজাদবচন্দ্র মুনসীর বদস্তে আমারদ্বিগের কারপরদাজ আমলা শ্রীরামাঞ্জী তালুকদারের মারফত নগদ দস্তবদস্ত কোম্পানী মবলগে ২০০০ দুই হাজার টাকা আমরা করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফিশতো৷৵দস আনা হিসাবে দিব ওাদা শন মজকুরের চৈত্র মাসে এককালীন মায়সুদ পরিশোদ করিব তাহা না করিয়া ক্রেমে ২ টাকা শোদ করি তবে এই তমঃশুকের পৃষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া ওাশীলের আলাহেদা রশীদ কিম্বা শাক্ষী গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজ খত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৫ বৈশাখ

ইশাদ

শ্রীরছুল মামুদ মণ্ডল	শ্রীইয়ার মামুদ সরকার	শ্রীশমজদি মণ্ডল	শ্রীআনন্দ বিশ্বাষ
শাং কুন্দেস	শাং তথা	শাং শীবপুর	শাং শেরপুর

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর তপশীলের লিখিত শমজদ্দী মণ্ডল শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং কৃষ্ণমোহন তালুকদার মোক্তারের এজহারে এই তমঃশুকে জয়দুর্গা দাস্যার শাক্ষর দস্তখত ও মোহর এবং বরদেশ্বরি দাস্যার শাক্ষির দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ১৭ মেই মোং শন ১২৫৫ শাল ৫ জৈষ্ঠী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

১২

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

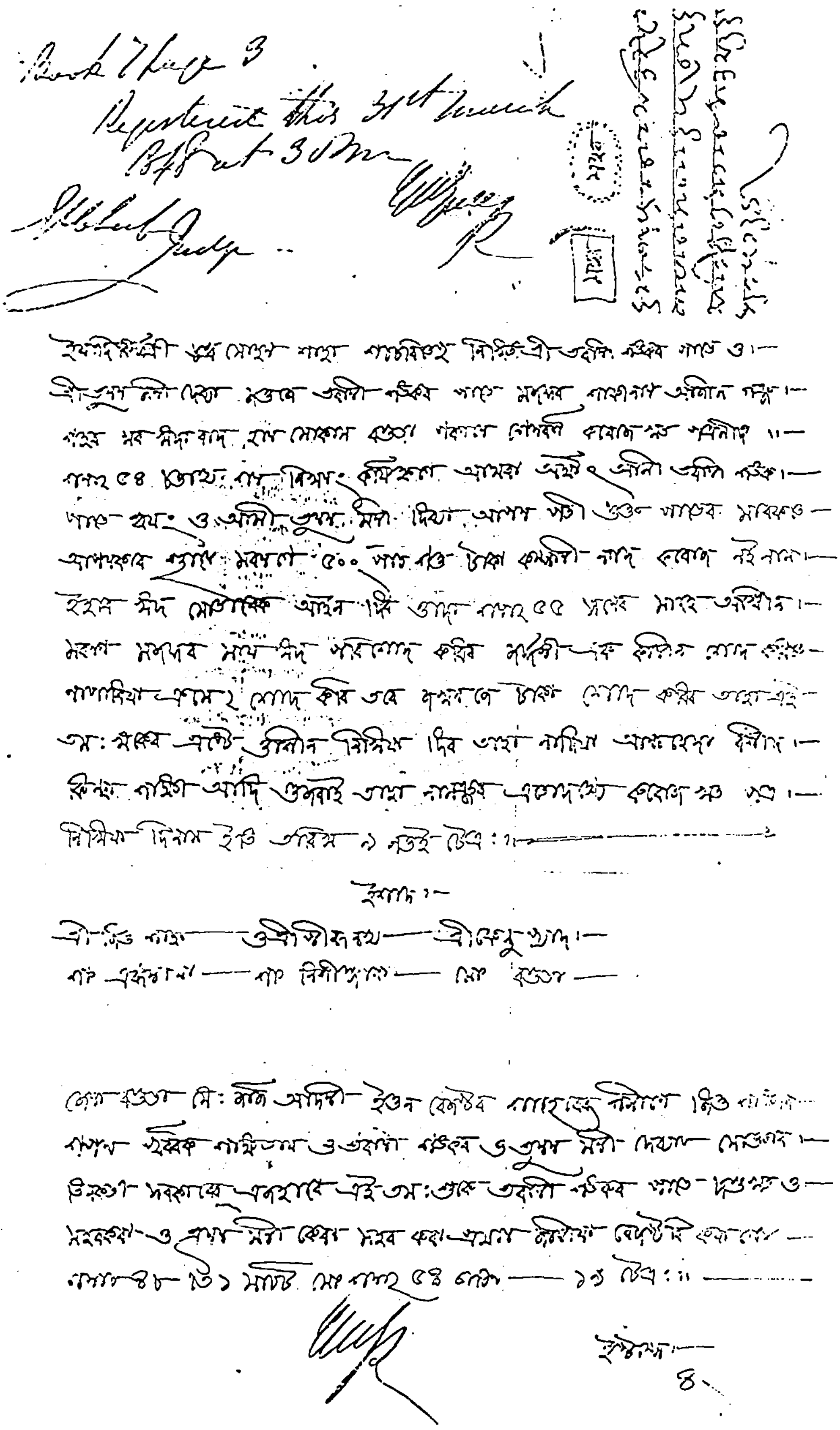

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর

মহর

[চার সারি ফার্সী লেখা]

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীমোহন শাহা শচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীভবানী শঙ্কর পাড়ে ও শ্রীভুলন মনী দেব্যা জওজে ভবানী শঙ্কর পাড়ে মজকুর শাকীনান আজীমগঞ্জ শহর মুরসুদাবাদ হাল মোকাম বগুড়া পরগনে শেলবর্শ করোজ খত পত্রমীদং শন ১২৫৪ চওান্য শন লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমরা অর্থাৎ আমী ভবানী শঙ্ক পাড়ে স্বয়ং ও আমী ভুলন মনী দিব্যা আপন পতী উক্ত পাড়ের মারফতে আপনকার স্থানে মবলগে ৫০০ পাচশও টাকা কোম্পানী নগদ করোজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন দিব ওাদা শন ১২৫৫ সনের মাহে আস্বীন মবলগ মজকুর মায়সুদ পরিশোদ করিব জদ্দপী এককালীন শোদ করিতে নাপারিয়া ক্রমে ২ শোদ করি তবে জখন জে টাকা শোদ করিব তাহা এই তমঃসুকের প্রষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহেদা রশীদ কিম্বা শাক্ষীআদি গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতোদথ্যে করোজ খত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৯ নওই চৈত্র

ইশাদ

শ্রীজিতু শাহা	ও শ্রীপীরূ নষ্য	শ্রীফেলু প্যাদ
শাং এরুলীয়া	শাং নিশীন্দারা	মোং বগুড়া

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আদলী ইস্তন রেজষ্টর শাহেবের শমীপে জিতু শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় ও ভবানী শঙ্কর ও ভুলন মনী দেব্যার মোক্তার তিনকড়ী সরকারের এজহারে এই তমঃশুকে ভবানী শঙ্কর পাড়ে দস্তখত ও মহর করা ও ভুলন মনী কেবল মহর করা প্রমান জানীয়া রেজষ্টরি করা গেল শন ১৮৪৮ । ১ মার্চ্চ মোং শন ১২৫৪ তারিখ ১৯ চৈত্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]   ইষ্টাম্প

৪্

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Book 1 Pages 31 & 32

Registered the 29th April 1848 at 3 PM

[illegible]

Judge

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীরাম

শত্য

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীনন্দগোপাল মজমুদার
সাকিনান হাটি পরগনে
কাটার মসন্ত

নং ১৩

শাধু শ্রীখোত্তাজ প্রামানীক তথা শ্রীকেমদী আকন্দ তথা শ্রীতাজু প্রামানীক শচ্চরিতেষু মিরাস জোত পট্টক পত্র মিদং শন ১২৫৪ সন শালাব্দে লিখনং কার্য্য ঞ্চাগে আমার তালুক পরগনে দাথিয়া জাহাঙ্গীরপুরের অন্তঃপাতী কিসামত মথুরা পুরের মধ্যে গাঁড়াখোলার চড়ায় মওজী ৩।।০ সাড়ে তিন বিঘা বাহীরা বাড়ির চড়ায় মোওাজী ৬।/ সাড়ে ছয় বিঘা একুনে মোওাজী ১০ দস বিঘা জমী ফিঁবিঘা।৴৪ সাত আনা শোল কড়া নিরিখে মুসক্কস মোক্তা মবলগে ৪।।০সাড়ে চারি টাকা মকররি জমা ধার্য্য করিয়া দিয়া ঐ মহলের খাজানা বাকীর কারণ মহাল লাটে থাকা প্রযুক্ত উক্ত মকররি জোতের পোনবাহা মবলগে ৩৮ আটত্রিস টাকা নদগ দস্তবদস্ত তোমাদিগের পাস বুঝিয়া পাইয়া মোওাজী মজকুরা মোকররি মক্তা মবলগে ৪।।০ সাড়ে চারি টাকা জমাতে তোমাদিগের মিরাস জোত পত্তন করিলাম তোমরাহ সেৎসাপুর্ব্বক কবুল করিয়া কবুলীয়ত লিখিয়া দাখিল করিলা মোওাজী মজকুরাতে দাখিলকার হৈয়া উক্ত মকররি জমা সন্নত সনবসন কিস্তী বকিস্তী আমার সরকারে মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ করিয়া মোত্তাজী মজকুরা হাজাসুকা পতীত পলাতকা জিম্মা তোমার দিগের এবং প্রজা বসত ও হার নিরিখের কমবেস ও জলাসয় ইত্যাদির সত্যাদিকারি তোমরা এবং মোওাজী মজকুরার বাবদ আদালত ফৌজদারি কোন বিসয় উপস্থীত হয় জিম্মা তোমাদিগের আমার শহীত কোন এলাকা নাহী কালে কস্মীন আমীও আমার ওয়ারিশান উক্ত মকররি জমার পরবেশী তলব করিতে পারিবনা ও পরিবেক না এবং জোত মজকুরা ছাড়াইতে পারিবনা ও পারিবেক না ও তোমরাও তোমা দিগের ওারিশান উক্ত মকররি জমার কমির আপত্য করিতে পারিবানা ও পারিবেক না এবং মোত মজকুরা ছাড়িতে পারিবেক না এবং পারিবানা জদি কখন

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

আমি ও আমার ওয়ারিশান এবং তোমরা ও তোমার দিগের ওয়ারিশান এই-
[illegible] এখতেয়ার করিয়া ওয়ারেছান এবং [illegible] [illegible]
সেই সম্পর্কে সব দিলাম ইতি সন [illegible] তারিখ ১০ পৌষ।।

ইসাদ। ——

শ্রী [illegible] আকন্দ। — শ্রী [illegible] প্রামানিক — শ্রী রহিম [illegible]

সাকিন [illegible] — সাকিন ঐ — [illegible]

শ্রী রহিম প্রামানিক। —— শ্রী আলম আকন্দ —

সাকিন [illegible] —— সাং ঐ। ——

[illegible] [illegible] নীলাম। —
আলম আকন্দ [illegible] এবং [illegible] —
[illegible] এই [illegible] —
[illegible]
[illegible] ৫৫ সাল [illegible] —— ১৮ বৈশাখ। —

ইস্তফানামা [illegible] ৭৭০

Dhaka University Institutional Repository

৫২ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

আমী ও আমার ওারিশান এবং তোমরা ও তোমারদিগের ওারিশান এই সরতের অন্যথা করি ও করে এবং করহ ও করে তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে মিরাস জোত পট্টকপত্র দিলাম ইতি শন সদর তারিখ ১০ পৌষ

ইশাদ

শ্রীকোকণ আকন্দ শাকীন শুজাপুর	শ্রীমানীক প্রামানীক শাকীন তথা	শ্রীরহমত উল্যা সরকার শাং কুমরৌল
শ্রীরহীম প্রামানীক শাকীন শুজাপুর	শ্রীআলম আকন্দ শাং তথা	

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডনী ইউন শাহেব রেজীষ্টর শমীপে আলম আকন্দ শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার রাজীবলোচন দাসের এজহারে এই পাট্টায় নন্দ গোপাল মজুমদারের শাক্ষির দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮ই ২৯ এপ্রেল মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ১৮ বৈশাখ।

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প মূল্য
।।৹

Dhaka University Institutional Repository

৫৩ক

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Book I pages 33 a 34

Registered this 29th April 1784 at 3 PM

[illegible] Judge

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৫৩ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীরাম

|চার সারি ইংরেজি লেখা|

কাজির নেশানী   কাজির নেশানী
(টিপসহি)   (টিপসহি)
শ্রীমাধবনাথ শ্রীসুদেবী শ্রীহেমলতা
রায় দাস্যা দাস্যা
সাকিনান হাটা পরগনে কাটারমহ্ল

নং ১৪

শাধু শ্রীখোত্তাজ প্রামানীক তথা শ্রীকেমদী প্রামানীক তথা শ্রীতাজু প্রামানীক শচ্চরিত্রেষু মিরাস জোত পট্টক পত্রমীদং শন ১২৫৪ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমাদ্বিগের তালুক পরগনে দাথীয়া জাহাঙ্গীরপুরের অন্তর্গত কিসামত মথুরাপুরের মধ্যে কিশামত গাঁড়াখোলার চড়ায় মওাজী ৭ বিঘা ও বারিয়াবাড়ীর চড়ায় মওাজী ১৩/বিঘা একুনে মওাজী ২০/ বিস বিঘা জমী ফি বিঘা।৶৪ শাত আনা চারিগন্ডা নিরিখে মুশককস মোক্তা মবলগে ৯ নও টাকা কোম্পানী মকররি জমা ধার্য্য করিয়া দিয়া আমরা৺গয়া তির্থের দাইথার এবং ঐ মহালের খাজানা বাকীর কারণ মহাল লাটে থাকা প্রযুক্ত উক্ত মকররি জোতের পনবাহা মবলগে ৭৫ পোছাত্তর টাকা কোম্পানী নগদ দস্তবদস্ত তোমারদিগের পাস বুঝিয়া পাইয়া মওাজী মজকুরা মকররি মোক্তা মবলগে ৯ নও টাকা জমাতে তোমাদ্বিগেক মিরাস জোত পওন করিলাম তোমরাহ শেৎসা পুর্ব্বক কবুল করিয়া কবুলিয়ত লিখিয়া দাখিল করিয়া মওাজী মজকুরাতে দখিলকার হৈয়া উক্ত মকররি জমা সুরূত সনবসন কিস্তীবকিস্তী আমাদ্বিগের সরকারে মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদীক্রমে ভোগ করিবা মওাজী মজকুরার হাজাসুকা পতিত পলাতকা জিম্মা তোমাদ্বিগের এবং প্রজাবসত ও হার নিরিখের কমবেস ও জলাসয় ইত্যাদির স্বত্ত্বাধিকারি তোমরা এবং মওাজী মজকুরার বাবত আদালত ফৌজদারি কোন বিসয় উপস্থীত হয় জিম্মা তোমদ্বিগের আমাদ্বিগের শহীত কোন এলাকা নাহী কালে কস্মীন আমরাও ও আমা দ্বিগের ওারিশান উক্ত মকররি জমার পরবেশী তলব করিতে পারিবনা ও পরিবেকনা এবং জোত মজকুরা ছাড়াইতে পারিবনা এবং পারিবেকনা ও তোমরা

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

ও তোমা দিগের তাবিনায় উক্ত মসজিদ জমা করিয়া আপনে কিম্বা :।—
দাবিদারা এবং দাবে কোন এবং কোন মামলা হুজ্জতে দাবিদার ও মনিজোন
বাদি কখন আমরা ও আমা দিগের তাবিনায় এবং তোমরা ও তোমা —
দিগের তাবিনায় এই সবতের অথবা কর উজরে এবং করিব উজরে
তাহা নামঞ্জুর — এজন্য মিরাস কেত সহকে পত্র দিলাম ইতি সন —
সদর তারিখ —— ১০ পৌষ ।। ——

ইসাদ :—

শ্রী কোকন আখন্দ — শ্রী শরীফ আমিনিকর — শ্রী বিহারেশ্বর সরকার —
সাং শিমুলখর ।— সাং ঐ ।—— সাং শিবরাম কৌর ।—

শ্রী বিরাম আমিনিকর — শ্রী আলম আখন্দ —
সাং ঐ ।—— সাং ঐ ।——

লেখা হওয়া পি: ক্রমে আর্টুরা ইউনি সাহেব রেজিস্টার সমীপে —
আলম আখন্দ সাকিন সাং শিমুলখর লাখিতান এবং দস্তখত ।—
আমীরা সাহেব মেওলা বক্স যোঘ দাতার হাজির করে এই দাতাগণ
সাবিদ সাং তাহার পাঞ্জা দস্তখত এবং শুনাইবা দাখার ও ফিরত ।—
দাখলা কাগজ দেখিয়া কেম রোমান হৈনর বিদ্যার্থী হৈল ইতি ।—
সাল ৪৮ হৈতে ২৭ এপ্রিল সৌ সালার ৫৫ সাল পৌষ ১৮ ইসাদ —

ইসাদ সহ ——
১৲

Dhaka University Institutional Repository

৫৩ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ও তোমাদ্বিগের ওারিশান উক্ত মকররি জমা কমীর আপত্য করিতে
পরিবানা এবং পারিবেকনা এবং জোত মজকুরা ছাড়িতে পারিবানা ও পারিবেকনা
জদি কখন আমরা ও আমাদ্বিগের ওারিশান এবং তোমরাও তোমা
দ্বিগের ওারিশান এই সরতের অন্যথা করি ও করে এবং করহ ও করে
তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে মিরাস জোত পত্তক পত্র দিলাম ইতি সন
সদর তারিখ ১০ পৌস

ইশাদ

শ্রীকোকন আকন্দ	শ্রীমানীক প্রামানীক	শ্রীরহমত উল্যা সরকার
শাকীন সুজাপুর	শাকীন তথা	শাং কুমরৌল
শ্রীরহীম প্রামানীক	শ্রীআলম আকন্দ	
শাং তথা	শাং তথা	

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টার শমীপে
আলম আকন্দ শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত
করনীয়া গণের মোক্তার রাজীব লোচন দাসের এজাহেরে এই পাট্টার
মাধবনাথ রাএর শাক্ষর দস্তখত এবং সুদেবি দাস্যা ও হেমলতা
দাস্যার কালীর নেশানী করা প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি
শন ১৮৪৮ ইং ১৯ এপ্রেল মোং ১২৫৫ শাল তারিখ ১৮ বৈশাখ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প মূল্য

১৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী
শাকীন সাতীগাতী
পরগনে বড়বাযু

সকল মঙ্গলালয় শ্রীবিমলা দেব্যা জওজে গুরু প্রশাদ চক্রবর্ত্তী লিখিতং শ্রীঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ওলদে বিশ্বনাথ চক্রবর্তী এবনে শীবানন্দ চক্রবর্তী ভুমী বিক্রয় কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৫ শন শালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে আমরুলের অন্তপাতী ডিহী ব্রজপুর ও ডিহী ভাগ সুন্দরের মোতালক মৌজে কাসুন্দা ও মৌজে গোবিন্দবাটী ও মৌজে জয়নাথবাটী জাহা তোমার পতির নিলাম খরিদা পত্তনী তালুক আমার নিকট খোস কবালাতে বিক্রয় করিয়াছীলা আমী উক্ত মৌজাহায় বাস নছরত কর গ্রহণ আবাদ পত্তন ও রাজস্য দেওয়া অশক্ত হৈয়া উক্ত মহাল বিক্রয় করার উদ্দত হওাতে তুমী তাহা জ্ঞাত হৈয়া মহাল মজকুর আপন স্ত্রী ধনের দ্বারা অস্যোচিত পোনবাহা ২০০০ দুই হাজার টাকা দিয়া.... করিলা আমীহ ইছাপুর্ব্বক সকিয় ভাববুদ্ধে বহাল তবিয়তে বিনা জোর জবরে রাজী বগরতে শজনপদে সবাট বিটবে সব্রক্ষ কান্বনে সছন্দহন্দে জলকর ও ফলকর ও নলকর ও বনকর ও বিল ও ঝিল ও খাল ও খন্দক ও তালাব ও পুস্কন্বি তামাম ও কামাল দরোবস্ত আমী বাহুস বহাল তবিয়তে আমী স্বইছাতে অস্যোচিত পোনবাহা মবলগে কোম্পানী ২০০০ (দুই) হাজার টাকা নগদ দস্তবদস্ত পুরা ওজনে একুজোগে এক কালীন তোমার স্থানে বুঝী[য়া] লইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনীয়া বিক্রয় করিয়া আপন দস্তখতের শাত এহী কবালা লিখীয়া দিলাম তুমী দখিলকার হৈয়া শদরজমা মবলগে কম্পানী ৪৭২৸১৫ চারিসও বার.... টাকা পোনে তের আনা মালীকে জমীনের নিকট মালগুজারি অদায় পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ তছরপ করিতে থাকীয়া ইহার দান বিক্রয় শত্তাধিকারি তুমী ও তোমার ওরিশানেরা আমীও আমার ওয়ারিশান কেহ কোন দাবি ও দরপেস করি ও করে তা হা নামঞ্জুর এতদর্থে ভুমীবিক্রয় কবালা লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ৮ শ্রাবণ

ইশাদ

শ্রীলতিপ প্রাং	শ্রীভস্তর মন্ডল	শ্রীইমাম নস্য
শাকীন কাসুন্দা	শাকীন রোহানী	শাকীন চন্ডীজান

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীক্ষে

নিচের লিখীত ভস্তর মন্ডল শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখত

করনীয়ার মোক্তার রাজীব লোচন দাশের এজহারে এই কবালায় ঈশ্বর চন্দ্র

চক্রবর্ত্তীর শাক্ষর দস্তখত প্রমান হৈবায় রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮ ইং তা

৪ শেতাম্বর মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ২১ ভাদ্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

১২

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীদুর্গা

[illegible] 35

Registered the 25th May 1848 at 5 [illegible]

[illegible] Judge

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)
৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীদুর্গা প্রসাদ শর্ম্ম ভাদুড়ি
শাকীন উদিসা পরগনে চৌগাও

সকল মঙ্গলালয়া শ্রীলতীফন বিবি চৌধুরানী জমিদার পরগনে শেলবর্স হিস্যা আটআনা লিখিতং শ্রীদুর্গা প্রসাদ ভাদুড়ি ওলদে গৌরিদেব ভাদুড়ি এবনে হরদেব ভাদুড়ি মোতফিয়ান ব্রহ্মত্তর ভূমী বিক্রয় কবালা পত্রমিদং শন ১২৫৫ শালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে শাহেবান জমীদারি উক্ত হিস্যার অধিন আখিরাইল পরিশেষ গ্রামে আমাদ্বিগের পৌত্রক ব্রহ্মত্তর ধানী ও বাস্তু ৪৩ ।৵তেতাল্লিস ওান নয়পোন জমীন জাহা কালীশঙ্কর ও হরিশঙ্কর ভাদুড়ির নামে জমীদারি কাগজে ব্রহ্মাত্তর লিখে তাহার নিস্পী সরিক বাদে বাকী নিস্পী ধানী ও বাস্তু ২১ ৸ ১০ একইস ওান সাড়ে বারো পোন জমীনে ওারিসী সুরূত আমী দখিলকার ও ভোগবান আছী এহীক্ষণ মহাজনান দায়ক্রমে এবং মপস্বল আবাদ পত্তুনের সরবরাহ করিতে না পারিয়া আমার নিজহক ঐ ৪৩ ।৵পোনের নিস্পী মোত্তাজী ২১ ৸ ১০ পোন জমীন ধানী ও বাস্তু মুছল্যম চতুশীমা বচ্ছিন্ব বিনা জোর জবরে স্বকীয় ভাববুদ্ধে বহাল তবিয়তে আপনকার নিকট বিক্রী করিয়া তাহার পোনবাহা মবলগে ৩৮ আটত্রিস টাকা কোম্পানী আপনকার আমলা শ্রীমহীন্দ্র নারায়ণ সরকারের মারফত নগদ বুঝিয়া পাইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনীলাম আপনে উক্ত ২১ ৸ ১০ একইস ওান সাড়ে বারো পোন জমীনে কিতাবকিতায় মায় হাশীল ও পতীতে দখিলকার হৈয়া আপনকার সেরস্থায় আপনকার নামে খরিদা ব্রহ্মত্তর লিখাইয়া ওারিশান ক্রমে ভোগ ও তছরূপ করিতে থাকেন দান বিক্রয়ের শত্যাধিকারি আপনে ও আপনকার ওারিসানের আমী কি আমার ওারিশানের কোন এলাকা নাহী কালে কস্মীন আমী কি আমার ওারিশানে কোন দাবি দরপেস করি ও করে নামঞ্জুর ছালীয়ন হাল মসুহক কেহ পএদা হয় জেম্মা আমার এতদর্থে ব্রহ্মত্তর ভূমী বিক্রয় কবালাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন সদর তারিখ ৪ জৈষ্টী

ইশাদ

শ্রীমেরূ দপথরি শাকিন	শ্রীবহদ্দী পাইক শাকীন	শ্রীআলম পাইক শাকীন
শুতরাপুর পরগনে সেলবর্স	ফুলবাড়ি পরগনে তথা	ফুলবাড়ি পরগনে তথা
শ্রীমোনা পাইক	শ্রীপাচকৈড়ি পাইক শাকীন	শ্রীরছুলদ্দী নস্য শাং
শাকীন তথা	নিসীন্দরা পরগনে তথা	শাখপালা পরগনে সেলবর্স

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপশীলের লিখীত রছুলদী নস্য শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং দস্তখতকারকগনের মোক্তার ভৈরব চন্দ্র চৌধুরীর এজহারে এই কবালায় দুর্গাপ্রসাদ ভাদুড়ির শাক্ষির দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং তারিখ ২৫ মেই মোং শন ১২৫৫ তারিখ ১৩ জৈষ্ঠী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প মুল্য ।।৹

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Book 1 Page 86
Registered the 14th June
1948 at 5 pm

Judge

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীনন্দ কুমার ভাদুড়ি
শাকীন হালসা
পরগনে ভাতোড়িয়া

শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ি
শাকীন হালসা
পরগনে ভাতোড়িয়া

নং ১৬

সকল মঙ্গলালয় শ্রীসিবানন্দ চৌধুরী ওলদে রামানন্দ চৌধুরী এবিনে আত্মারাম চৌধুরী লিখিত শ্রীনন্দকুমার ভাদুড়ি এবিনে রুদ্ররাম ভাদুড়ি এবিনে রাজারাম ভাদুড়ি ও শ্রীবিশ্বনাথ ভাদুড়ি ওলদে কাশীনাথ ভাদুড়ি এবিনে রুদ্ররাম ভাদুড়ি মোতফা শচ্চরিত্রেষু ভুমী বিক্রি কবলা পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারসও পোচপন্ব শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার দিগের খরিদা তালুক পরগনে খাট্টার অন্তঃপাতী কিশমত কোচকুড়ি তাহার শদরজমা শালীয়ানা ৩৫৸৴১১ পাই কোম্পানী আমী নন্দ কুমার ভাদুড়ির নামে জেলা রাজশাহীর কালেক্টরিতে ৯৭১ নম্বরে তালুক লিখাজায় তাহাতে আমরা দখিলকার থাকীয়া শদর মালগুজারি আদায় পূর্ব্বক ভোগবান আছী এহীক্ষণ মহল মজকুরের প্রজা ফেরার হৈয়া আবাদ পত্তন ও মাল গুজারির সরবরাহ করিতে নাপারিয়া এবং মহাজনান দাএ ক্রমে সেৎছা পুর্ব্বক শ্বকীয় ভাববুদ্ধে বিনা জোর জবরে সেওায় কদিমি দেবোত্তর ও ব্রহ্মত্তর ও লাখেরাজ ও পীরপাল বাকী দরোবস্ত কিসমত মজকুরের নিস্পী রকম সদর জমা ১৭৸৴৫।। সতর টাকা পোন্দর আনা সাড়ে পাচপাই কোম্পানী সজলস্থলে সজনপদে সব্রক্ষ কাননে সরাট বিটবে হাশীল ও পতীত ফলকর ও জলকর ও তালাব ও বাগাত ও খাল খন্দক ঝিল ও বিল মুচ্ছল্যম আরাজীয়াত চতুঃশীমা বচ্ছিন্ব তামাম-কামাল আপনকার নিকট আমরা বিক্রি করিয়া তাহার পোনবাহা মবলগে ২০০ দুই শও টাকা কোম্পানী পুরোজন রায়জনওক্ত আপনকার স্থানে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া আপন কাবেজ তোসরফে অনীঞা এহী কবালা লিখিয়া দিলাম আপনে মহাল মজকুরার রকম মজকুরে দখিলকার হৈয়া উক্ত জেলার কালেকট্টরিতে সাবেক নাম শামীল আপন নাম জারি করিয়া মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ তছরূপ করিতে থাকিবেন দান বিক্রির সত্যাধিকারি আপনে এবং আপনকার ওারিশান মহাল মজকুরা আমারদিকের শহীত কোন এলাকা নাহি কালে কস্মীন এ বিসয় আমরা কিম্বা আমারদিগের ওারিশান কেহ কোন দাওা দরপেস করি ও করে তাহা নামঞ্জুর নসুহক কেহ পএদা হয় জিম্বা আমারদিগের এতদর্থে ভুমীবিক্রয় কবলা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১ আশাড়

ইশাদ

শ্রীকরু পাইক
শাকীন হামীন্দপুর ১
শ্রীঅস্থীরা সরদার
শাকীন তথা ১
শ্রীরামধন জুগী
শাকীন ধিয়ার ১
শ্রীজয়নাথ সরকার
শাকীন ডোমরি গ্রাম ১

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে শ্যয়ং নন্দকুমার ও বিস্বনাথ ভাদুড়িদ্বয় হুযুরে রাম লোচন মযুমদার মোক্তারের পরিচতায় হাজীর হৈয়া এই কবালায় আপন ২ দস্তখতের শত্যতা জানাইল এবং রামধন জোগী শাক্ষী শপথ পুর্ব্বক ঐ দস্তখতের সত্যতার প্রতি শাক্ষ দিল মোতে রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ১৪ জুন মোং শন ১২৫৫ শাল বাঙ্গলা তারিখ ২ আশাড়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প
২.

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীহরি—

[illegible]

[illegible]

২৭ [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীহরি

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহামহীম শ্রীযুত বাবু শ্রীকান্ত রায় জমীদার মহাশয় বরাবরেষু।
নং ২৭

লিখিতং শ্রী মেস্তর উলীএমছ পেটর সাহেব মোকাম কুঠী নিজ বগুড়া মোতালকে জেলা বগুড়া
কস্য মালজামীনতি পত্রমীদং কার্য্যনঞ্চাগে মহাশএর পৌত্রিক জমীদারি জেলা মুরশীদাবাদের
কালেক্টরিভুক্ত তরফ কালুয়ার তাহুতের শামীলি মহাল জেলা বগুড়ার অন্তরগত পরুানে
বার্ব্বকপুর মধ্যে মৌজে বনখুড় ১ মৌজা জাহাতে মহাশএর হিস্যা রকম ।। আট আনা ঐ....
রকম মজকুরা আমার নিজ জায়দাদের মাল জামীনির মাতবরিতে মোকাম উক্ত কুঠী নিজ বগু[ড়া]
শ্রী মেস্তর জার্জ রুবেল শাহেবকে মপস্বলী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিলেম পত্তনীদার সাহেব মৌ....
আত্ম শেৎস্যা পুর্ব্বক জে কবুলীয়ত দাখিল করিলেক তাহার সরত শকল আমলে আনীয়া কা....
করিবেক আমীহ আত্ম শেৎস্যা পুর্ব্বক উক্ত পত্তনী বন্দবস্তের মালজামীনি হৈয়া এই স্বরতে
জামীনিনামা লিখিয়া দিতেছী জে পওনীদার মজকুর আপন কবুলতীর সরায়তের বরখেলা পে
আর্থ্যাৎ নিরপীত মালগুজারি ইং শন ১২৫৫ বারোসও পঞ্চান্ন শাল লাগাইদ শন ১২৬৭ শাত
শট্টী শাল মুদ্দত তেরসন বসদি বন্দবস্তী সুরূত ও শন ১২৬৮ শাল হৈতে পুরাজমা মবলগে
২২৫ দুইসও পচীস টাকা কোম্পানী শনসনাত কবুলতীর কিস্তীবন্দী অনুজায় পুত্রপৌত্রাদি
ক্রেমে দাখিলের ব্যাঘাত করে কিম্বা কবুলতীর সরতানুজায় জে কোন রকম খেতী ও খেসা[র]ত
মহাশএর দৃষ্ট হয় শর্ব্বতোভাবে মালগুজারির বাকী টাকা ও খেতী খেসারতের দাইক
আমীও আমার ওয়ারিশান ও উত্তরাধিকারীগণ হৈবো ও হৈবেক রিতীমোত আমারও
আমার ওয়ারিশানের জাত জায়দাদ হৈতে আদায় করিয়া লইবেন তাহতে আমার
ও আমার ওয়ারিশানআদির কোন বাবতে উজর আপত্য করনের ক্ষেমতা থাকীবেনা।
এতদর্থে আপন খুশীতে মালজামীনী পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৫ শাল তারিখ
২৭ শ্রাবন ঃ

শ্রীপবণ সরকার	শ্রীদলু মণ্ডল	শ্রীবদি সরকার	শ্রীরফীক খলীফা
শাং আএড়া	শাং বামুনীয়া	শাং আএড়া	শাং আএড়া
			শ্রীদুর্গা চরন চাকী
			শাকীন কোঙরপুর।

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডনী ইউন সাহেব রেজীষ্টর
মেং উলীএমছ পেটর হুযুরে হাজীর হৈয়া এই জামীনীনামা শেতস্যা পুর্ব্বক
শ্বয়ং দস্তখত করা স্বীকার করনে এবং তপশীলের লিখীত দুর্গা চরণ শাক্ষী....
করিয়া ঐ দস্তখতের শত্যতা জানাইবায় রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং তে
১০ আগষ্ট মোং শন ১২৫৫ শাল তারিখ ২৭ শ্রাবন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

৪

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

69

Book 1 page 69
Registered this 21st September
1848 at 5 ...
[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীরামঃ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীশ্রীধর শর্ম্ম পণ্ডীত
শাং শীবপুর

সকল মঙ্গললায় শ্রীব্রজকিশোর শাহা ওলদে কৃষ্ণ চন্দ্র শাহা ইবনে শ্রীকৃষ্ণ শাহা খরিদিগী কওলা দাদে শ্রীশ্রীধর শর্ম্ম পন্ডীত উলদে লক্ষন পন্ডীত ইবনে হরেকৃষ্ণ পন্ডীত শাকীন শীবপুর পরগনে জাহাঙ্গীরপুর ব্রম্মত্তর জমী জড় খরিদ কত্তলা পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারসও পাচপান্ন শাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জেলা রাজশাহীর মতালকে পরগনে বার্ব্বকপুরের অন্তঃপাতী মৌজে বাই-গ্রাম গ্রামের মধ্যে মওাজী ২০/ বিসবিঘা ও মৌজে আখিট্টা গ্রামের মধ্যে মওাজী ৮৸২ আট বিঘা শোতর কাঠা একুনে ২৮৸ ২ আঠাইস বিঘা শোতর কাঠা জমী আমার পৌত্রীক ব্রম্যত্তর ভোক্তভূগী আছে চিঠাপৈঠা ও গবরমনী কাগজ পত্রেও লিখে আমীহ্ ক্রেমে ভোগ দখল করিয়া আশীতেছী এইক্ষণে আমার মহাজনান দায় প্রযুক্ত উপরের লিখীত দুই গ্রামের উক্ত ব্রম্যত্তর মওাজী ২৮৸২ আঠাইস বিঘা শোতর কাঠা জমী মজকুরা আপন সইৎস্যাতে শঙ্গানে স্থীর বুদ্ধে সবিজে সবিক্ষে সপ্রেজে সসস্যে তোমার নিকট মবলগে কুম্পানী ২০০ দুইশও টাকা পোনবাহা ধাজ্য করিয়া অদ্যকার তারিখ হৈতে আপন সত্ত্যা ত্যাগ করিয়া পোনবাহার মবলগ মজকুর নগদ দস্তবদস্ত কওলার মজলীসে বুঝিয়া লইয়া জড় খরিদ বিক্রী করিলাম তুমীই অদ্যকার তারিখ হৈতে জমী মজকুরা আপন কাবেজে আনীয়া দখিলকার হৈয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে ভোগ দখল করিতে থাকিবা জমী মজকুরা দান বিক্রীআদি সত্ত্যাধিকারি তোমার উক্ত ব্রম্যত্তর জমীর শহীত আমার কোন এলাকা থাকীলনা কালে কস্বীন আমী কিম্বা আমার ওরিশান কেহ দাবিদরপেস করে ও করি তাহা ঝুটা ও বাতিল এতদর্থে ব্রর্ম্যত্তর জমী জড় খরিদ বিক্রির কওলাপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ২৮ আঠাইসা ভাদ্র

ইংসাদ

শ্রীঈশ্বর চন্দ্র শর্ম্মনঃ পন্ডীত শাকীন ধর্ম্মপুর পরগনে সন্তোস শ্রীরামকৃষ্ণ শাহা শাং কাদিবাড়ি পং সন্তোস	শ্রীনন্দরাম ঘোস শাং কাদিবাড়ি পং সন্তোস শ্রীঅজজুন সরদার শাং শীমীলা পং ফতেজগপুর	শ্রীআরিব সরদার শাং শীমলী পংফতেজঙ্গপুর শ্রীনগর মন্ডল শাং শীমলী পরগনে তথা	শ্রীশীদুপাইক সাং জোমীন শ্রীমমীনা নস্য শাং কাদিবাড়ি পং সন্তোস

নবিশীন্দা

শ্রীরাধানাথ সরকার শাং দেওলী পং ফতেজঙ্গপুর	শ্রীফেলান জোগী শাং কাদিবাড়ি পং সন্তোস	শ্রীমলুক চন্দ্র শাহা শাং কাদিবাড়ি পং তথা	শ্রীহরি প্রশাদ জোগ শাং কাদিবাড়ি পং সন্তোস

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজষ্টর শমীক্ষে
তপশীলের লিখীত অর্জুন সরকার ও মমীনা নস্য শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং
দস্তখত কারকের মোক্তার রাম কমল চৌধুরির বক্তীতায় অত্র কবালায় শ্রীধর পন্ডীত স্বহস্তে
দস্তখত করা প্রমান হৈবায় রেজীষ্টরি হৈল ইতি শন ১৮৪৮ইং ২১ শেতাম্বর মোং
শন ১২৫৫ বাঙ্গলা তারি ৭ আস্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

২

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

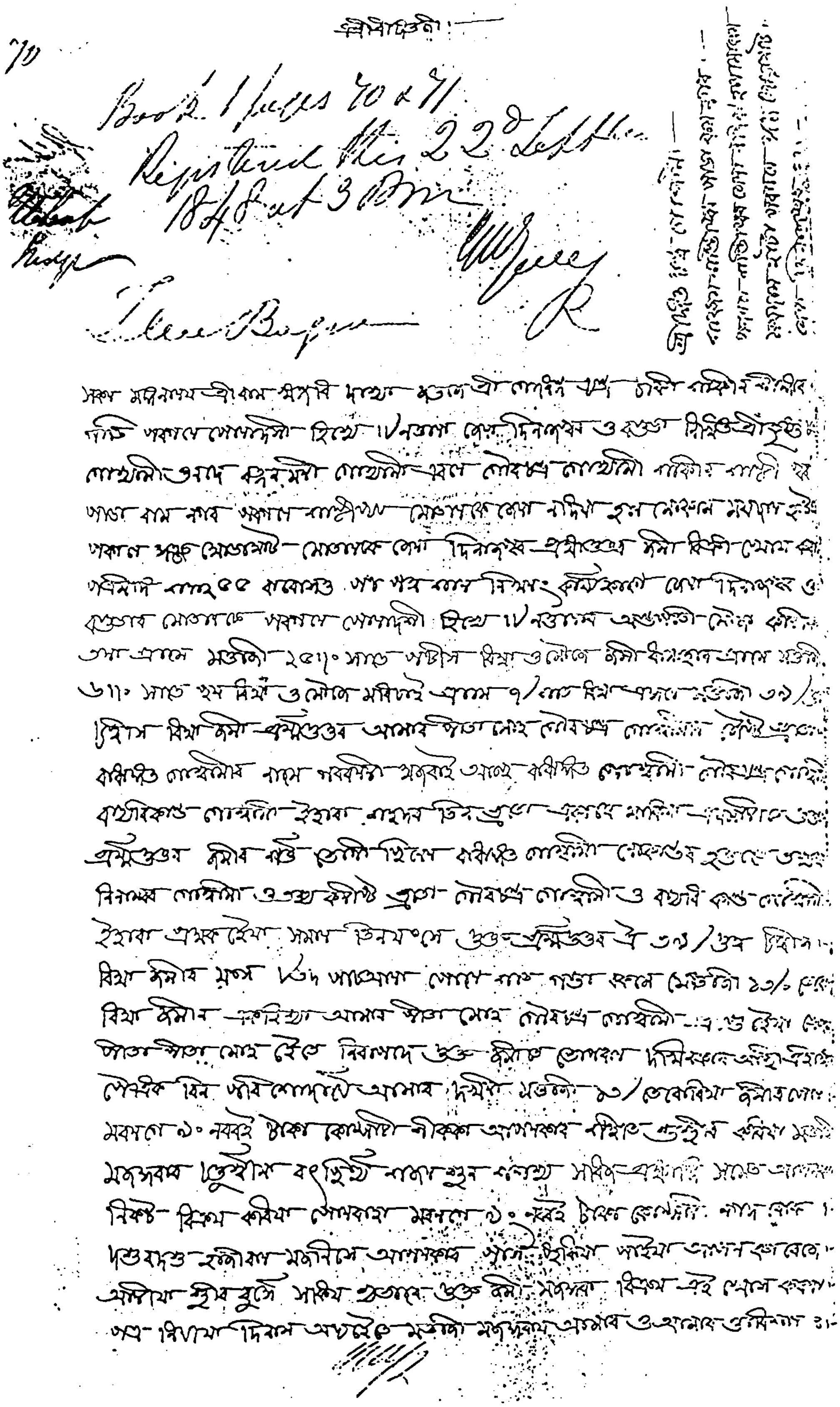
70

Book 1 pages 70 & 71
Registered this 22d Sept
1848 at 3 P.M.

Dhaka University Institutional Repository

৫৯ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণজী

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র গোস্বামী
শাকীন শান্তিপুর পাড়া রামনগর
পরগনে শান্তিপুর জেলা নদিয়া হাল মোকাম
ময়দানহাটা পরগনে কুঞ্জ ঘোড়াঘাট
জেলা দিনাজপুর।

সকল মঙ্গলালয় শ্রীসুন্দরি দাস্যা জওজে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চাকী শাকীন শীঙ্গার গাড়ি পরগনে পোনাদসী হিস্যে ।।৵নওানা জেলা দিনাজপুর ও বগুড়া লিখিতং শ্রীকৃষ্ণ চন্দ্র গোস্যামী ওলদে রত্নন্মনী গোস্যামী এবনে গৌরচন্দ্র গোস্যামী শাকীন শান্তীপুর পাড়া রামনগর পরগনে শান্তীপুর মোতালকে জেলা নদিয়া হাল মোকাম ময়দানহাটা পরগনে কুঞ্জ ঘোড়াঘাট মোতালকে জেলা দিনাজপুর ব্রহ্মউত্তর জমী বিক্রী খোস কবালা পত্রমিদং শন ১২৫৫ বারোসও পচপন্ন শাল লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জেলা দিনাজপুর ও বগুড়ার মোতালকে পরগনে পোনাদশী হিস্যে।৵নওানার অন্তপাতী মৌজা কালীকা তলা গ্রামে মওাজী ২৫।৷০সাড়ে পচীস বিঘা ও মৌজে জমী ধামাহার গ্রামে মওাজী ৬।৷০ সাড়ে ছয় বিঘা ও মৌজে মরিচাই গ্রামে ৭ শাত বিঘা একুনে মওাজী ৩৯৴ উন চল্লীস বিঘা জমী ব্রহ্মউত্তর আমার পীতামোহ গৌরচন্দ্র গোস্বামীর জেষ্ট ভ্রাতা রাধাকৃষ্ণ গোস্বামীর নামে গবরমনী মুজরাই আছে রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী গৌরচন্দ্র গোস্বামী বল্যরিকান্ত গোস্বামী ইহারা শহদর তিন ভ্রাতা একান্নে থাকিয়া এজমালীতে উক্ত ব্রর্ম্মউত্তর জমীর শর্ত্তভোগী ছিলেন রাধাকৃষ্ণ গোস্বামী লোকান্তর হওাতে তস্যপুত্র নিলাম্বর গোস্বামী ও তস্য কনীষ্ট ভ্রাতা গৌরচন্দ্র গোস্বামী ও বল্যরিকান্ত গোস্বামী ইহারা প্রথক হৈয়া সমান তিন স্ময়ংসে উক্ত ব্রহ্মউত্তর ঐ ৩৯৴উন্বচল্লীস বিঘা জমীর য়ংস ৵৬৭ পাচআনা পোনে শাত গন্ডা রকমে মোওাজী ১৩৴৹তেরো বিঘা জমীন এক হিস্যা আমার পীতামোহ গোরচন্দ্র গোস্বামী প্রাপ্ত হৈয়া ক্রোমে পীতা পীতামোহ হৈতে নিরাপদে উক্ত জমীতে ভোগ বনে দখিলকার আছী এইক্ষনে পৈত্রিক রিন পরিশোদার্থে আমার দখলী মত্তাজী ১৩৴ তেরোবিঘা জমীর পোন.... মবলগে ৯০ নব্বই টাকা কোম্পানী শীককা আপনকার শহীত সুস্থীর করিয়া মত্তাজী মজকুরার চতুস্বীমা বৎছির্ন্যি শজলস্থল শশস্য সবিজ ব্রক্ষাদি সমেত আপনকার নিকট বিক্রয় করিয়া পোনবাহা মবলগে ৯০ নব্বই টাকা কোম্পানী নগদ রোক দস্তবদস্ত হাজীরান মজলিসে আপনকার পাস বুঝিয়া পাইয়া আপন কাবেজে আনীয়া স্থীর বুদ্ধে সকিয় স্বভাবে উক্ত জমী মজকুরা বিক্রয় এই খোস কবলা পত্র লিখীয়া দিলাম অদ্য হইতে মত্তাজী মজকুরায় আমার ও আমার ওারিশান

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

৫৯খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] সর্ত বহাল রৈয়া আপনকার এবং আপনকার উত্তরাধিকারি [illegible] —
[illegible] আপন মর্জি মত [illegible] দখিলকার রৈয়া [illegible] —
[illegible] —
[illegible] —
[illegible]
ইতি তারিখ ——— ২৪ তাং : ।। ————

ইসাদ । ————

শ্রী [illegible] খাঁ শ্রী [illegible] নাথ শ্রী [illegible] নাথ শ্রী [illegible]
সাকিন [illegible] সাকিন [illegible] — সাকিন [illegible] সাং [illegible] । —

[illegible] । —
[illegible] —
[illegible] । —
[illegible] —
ইং ১৮৪৮ । ২২ সেপ্তেম্বর ১২৫৫ । ৮ আশ্বিন । ——

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৫৯ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

মসুহকের শত্ত রহীত হৈয়া আপনকার এবং আপনকার উত্রাদিকারির সত্ত
বর্জ্জিল অতএব আপনে মওাজী মজকুরে দখিলকার হৈয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে
শত্তভূগী হৈবেন আমী ও আমার ওারিশানগণ কেহ ঐজমীনের প্রতী কোন
আপত্য ও দাওা দরপেস করি ও করে তাহা নামঞ্জুর এতোদর্থে বাহোস বহাল
তবিয়তে উক্ত ব্রম্মউত্তর জমী বিক্রয় খোস কবালা পত্রলিখীয়া দিলাম
ইতি তারিখ ২৪ ভাদ্র

শ্রীখেতাব খাঁ	শ্রীমির বকঃস নস্য	শ্রীগএসা নস্য	শ্রীফকির চন্দ্র সরকার
শাকীন কৃষ্ণপুর	শাকিন বানীয়াইল	শাকিন ধামাহার	শাং বানীয়াল

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীক্ষে
তপশীলের লিখীত ফকির চন্দ্র সরকার শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায়
এবং দস্তখত কারকের মোক্তার হারাধন সরকারের বক্তৃতায় অত্র
কবালায় কৃষ্ণ চন্দ্র গোস্বামীর শাক্ষর দস্তখত প্রমান হৈবায় রেজীষ্টরি
হৈল ইতি ১৮৪৮/২২ শেতাম্বার ১২৫৫/৮ আশ্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প মূল্য

১৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

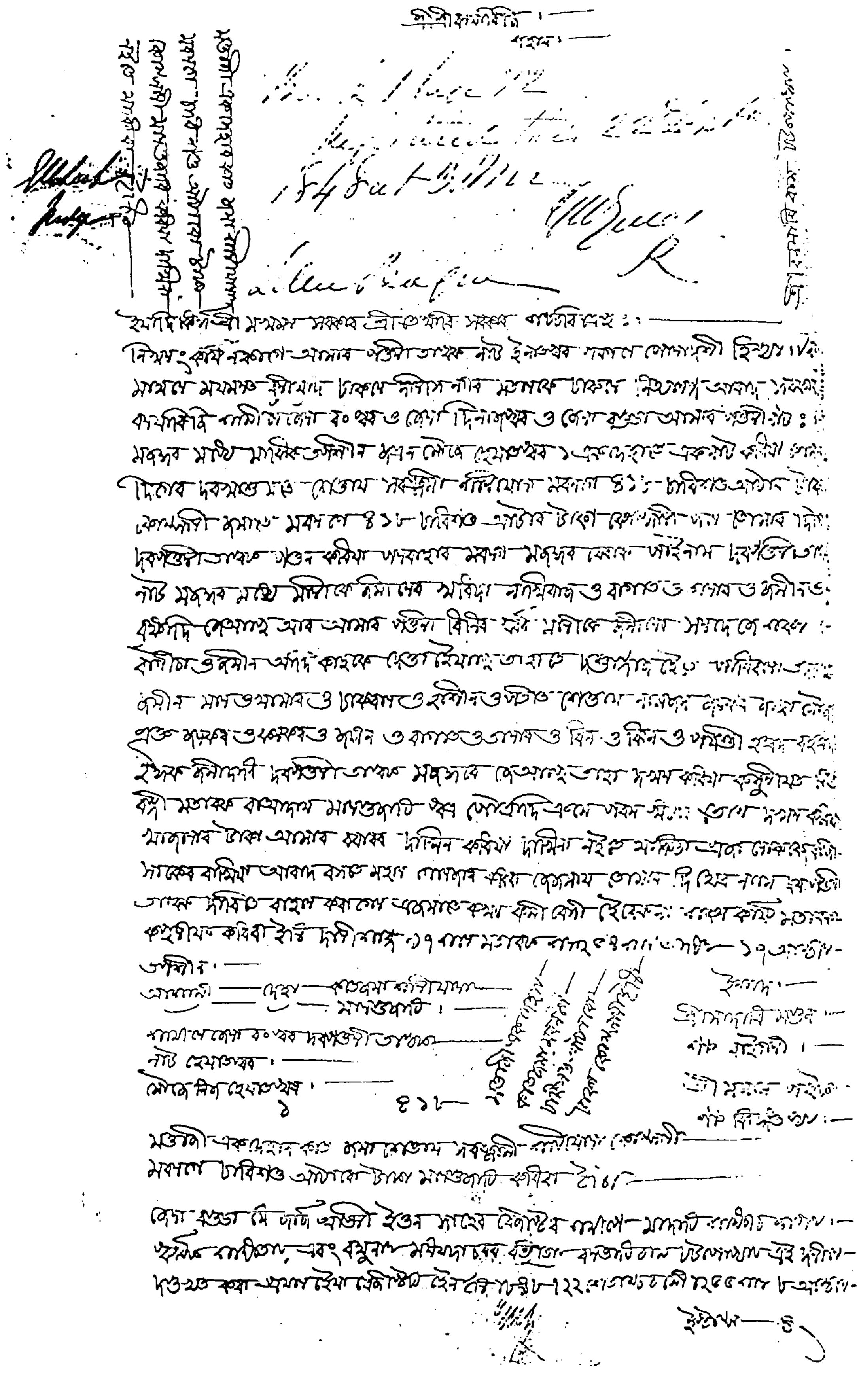

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীবনয়ারিজি

শহায়

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মওজী একদেহার কাত জমা শালীয়ানা
মবলগে চারিশও আঠারো টাকা
কোম্পানী মালগুজারি করিয়া দাখিল
হইতে থাকিবা ইতি
[ইংরেজি স্বাক্ষর]

শ্রীবনয়ারি রাম চট্টপাধ্যায়

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীমখমল সরকার শ্রীভেখারি সরকার শচ্চরিত্রেষু
লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার পত্তনী তালুক লাট ইনাতপুর পরগনে পোলাদশী হিস্যা মামুলে ময়মনত বুনীয়াদ চাকলে দানীসনগর মতালকে চাকলে নিত্যানন্দ আবাদ সরকার বনয়ারিজি শামীলে জেলা রংপুর ও জেলা দিনাজপুর ও জেলা বগুড়া আমার পত্তনী লাট মজকুর মধ্যে মাফিক তফশীল জএল মৌজে হেয়াতপুর ১ এক দেহাতে এক লাট করিয়া তোমার দিগের দরখাস্ত মতে শেওায় সরঞ্জমী শালীয়ানা মবলগে ৪১৮ চারিশও আঠারো টাকা কোম্পানী জমাতে মবলগে ৪১৮ চারিশত আঠার টাকা কোম্পানী পনে তোমারদিগের দরপত্তনী তালুক পত্তন করিয়া পনবাহার মবলগ মজকুর বেবাক পাইলাম দরপত্তনী তালুক লাট মজকুর মধ্যে মালীকে জমীনের খরিদা লাখিরাজ ও বাগাত ও তালাব ও জমীন ও বৃক্ষাদি জে আছে আর আমার পত্তনী বিলির পুর্ব্ব মালীকে জমীনের সনদে জে শকল বগীচা ও জমীনআদি কাহকে দেওা হৈয়াছে তাহাতে দস্তান্দাজ হৈতে পারিবানা তদশে.... জমীন মাল ও খামার ও চাকরান ও হাশীল ও পতীত শেওায় নামজদ জলকর জাহা মৌজা ভূক্ত জলকর ও ফলকর ও জঙ্গল ও বাগাত ও তালাব ও বিল ও ঝিল ও পয়স্তী হস্বদবহস্বর্দ হকুক জমীদারি দরপত্তনী তালুক মজকুরে জে আছে তাহা দখল করিয়া কবুলীয়ত কিস্তী বন্দী মতাবক বাআদায় মালগুজারি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিবা খাজানার টাকা আমার বরাবর দাখিল করিয়া দাখিলা লইতে থাকিবা প্রজালোককে রাজী সাকের রাখীয়া আবাদ বসতে মহাল গোলজার করিবা জে জমায় তোমাদিগের নামে দরপত্তনী তালুকদারিতে বহাল করা গেল এজমাতে কখন কমীবেসী হৈবেকনা শকল কার্য্য মতাবক কবুলীয়ত করিবা ইতি দানীশাব্দ ৯৭ শাল মতাবক শন ১২৫৪ শাল তারিখ ১৭ আশ্বীন
তপশীল

আশামী	দেহা	কাতজমা শালীয়ানা মালগুজারি		ইশাদ
শামীলে জেলা রংপুর দরপত্তনী তালুক লাট হেয়াতপুর মৌজে নিজ হেয়াতপুর	১	৪১৮	মওজী এক দেহার কাতজমা মবলগে চারিশও আঠারো টাকা কোম্পানী ইতি	শ্রীমাদারি মণ্ডল শাং বাইগনী শ্রীমলাম পাইক শাং সিকৃষ্ণপুর

মওাজী এক দেহার কাতজমা শেওায় সরঞ্জামী শালীয়ানা কোম্পানী
মবলগে চারিশও আঠারো টাকা মালগুজারি করিবা ইতি

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে মাদারি শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং রঘুনাথ মযুমদারের বক্তৃতায় বনওারিরাম চট্টপাধ্যায় এই দলীলে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮/২২ শেতাম্বর মোং ১২৫৫ শাল ৮ আশ্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প ৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

No 268 [illegible]
Registered this the Fifth (5th) day of
October 1847 [illegible] Vol 9 Page [illegible]
[illegible]
Registr

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

নং ২৬৮ শন ১৮৪৭ শাল

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহরের অক্ষর
পাঠ করা জায়না
ফারসী অক্ষর

পরম কল্যানীয় শ্রীযুতা আল্হাদমুনী দাস্যা

নং ১০ কল্যাণবরেষু

লিখিতং শ্রীতারামুনী দাস্যা জৌজে ৺দেওান ষুর্য্যনারায়ণ মজুমদার মোতফা
শাকীন ঝাউবাড়ীয়া মোতালকে জেলা মুরশীদাবাদ হেবানামা পত্রমীদং শন ১২৫৪
শালআব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমী পতীপুত্র বিহীনা ও তুমী কন্যামাত্র
বর্ত্তমানা জানীয়া তুমী ভিন্য আমার আর কেহু উত্তরআধিকারি না থাকা
হেতু আমার দখলী স্থাবর অস্থাবর তাবৎ বিশয় শন ১২৫১ সালের ২ আশ্বীনে
তোমাকে রিতীমোত হেবা করাতে তদনুজায় তুমী আমার নাম পরিবর্ত্তে শদর
মফস্বলে আপন নাম জারি করিয়া দখিলকার আছ পরন্ত আমার স্বপত্নি পুত্র
বধু ৺গকুলমুনী দাশীর নামে অশীর্দ্ধ পুস্য পুত্র বদ্দ বাবত তাহার
দখিলকারি জেলা বগুড়া সংক্রান্ত লাট রায়পুর মৌজে তাহীরপুর পুনট্টী
জমীদারি রকম।৹ চারিআনা ও জেলা মুরশীদাবাদ সংক্রান্ত কিসামত রামচন্দ্র
পুরের রকম ৵৹ এক আনা ও মৌজে গোবিন্দপুরের নিজ অংস ও ভদ্রাসন
পোক্তা বাটী ও বাগীচা ইত্যাদি বাবত জেলা মুরশীদাবাদের দেওানী আদালতে
নালীস করিবাতে ঐ মোকদ্দমা দাএর থাকা কালীন ৺ইর্চ্ছায় উক্ত গকুল
মুনী দাস্যা শন ১২৫৩ সালের পোস মাসে তাহার তাবত বস্তুতে আমাকে
উত্তরাধিকারিনী রাখিয়া লোকান্তর হওাতে আমী তাহার তেজ্য সমস্তত
সম্পর্ত্যে দখিলকার আছী এবং ঐ মোকদ্দমা এ পর্যন্ত বিচারাধিন আছে
কিন্তু সংপ্রতি আমী সারিরিক পীড়াতে আছী এবং সরির অনীত্য জদ্যপী
তুমি আমার উত্তরাধিকারিনী বিধায় সকল বিসএর হকদার অধিকান্ত পোস্য
পুত্র গ্রহন জন্য তোমাকে তোমার স্বামীর অনুমতী আছে তথাপী উত্তরকাল
কোন আগুন্তক বিরোধ না হওয়া বিবেচনায় তোমাকে উক্ত মোকদ্দমাতে আমার
নাম পরিবত্তে বাদিনী হউন জন্য এবং আমার কৌলীক ৺স্বারদিয়
পুজা প্রভৃতি জে ২ দেবকার্য্য আছে এবং আমার পতীর ও আমার বংস্বের
ষুর্থা সম্ভাবোনা শ্রীর্দ্ধ পীণ্ডাদি পারলৌকীকী ক্রিয়া নির্বাহ পুর্ব্বক সমস্ত

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Bogra Registry Office
Book 1 pages 24 & 25
8th April 1848

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৬১ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

বিশএে ভোগবতী থাকা জন্য উক্ত গকুল মুনীর তেজ্য সমস্ত সম্পত্য অথাত জেলা বগুড়া সংক্রান্ত লাট রায়পুর মৌজে তাহীরপুর ওগয়বহর জমীদারি রকম ।০ আনা ও জেলা মুরশীদাবাদ শামীল কিসমত রামচন্দ্র পুরের রকম ৵ আনা ও গোবিন্দপুর ইত্যাদি স্থাবরাস্থাবর জাহা আমার দখলে আছে তাহা তোমাকে হেবা করিয়া হেবানামা লিখিয়া দিয়া প্রতীঙ্গা করিতেছী জে তুমী অদ্দকার তারিখ হৈতে হেবার লিখীত উক্ত বস্তু শকলে দখিলকার হৈয়া দান বিক্রএর সত্যাধি কারিনী হৈয়া আমার নাম পরিবত্তে আপন নাম কালেক্টরি সেরেস্থাতে জারি করিয়া রাজস্য আদায় পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিতে থাকাহ কস্বীন কালে আমী কিম্বা আমার ওারিস কহিয়া কেহ উক্ত বস্তুতে দাবি দরপেস করি ও করে সে অগ্রয্য এতদর্থে স্বেছা পুর্ব্বক সঙ্গান ও স্থীর বুদ্ধীতে হেবানামা লিখিয়া দিলাম ইতি শন সদর তারিখ ১৪ আস্বীন

ইশাদ

শ্রীরামচন্দ্র মিত্র	শ্রীবিশ্বনাথ সরকার	শ্রীবেচুরাম সরকার হাল
শাং গঙ্গারামবাটী	শাং হাল শাশ্রীকুলা	শাহানা শাং শাশ্রকুলী
শ্রীসনাতন ঘোস	শ্রীমাধব দাস	শ্রীগঙ্গাধর বিশ্বাস
শাং ঝাউবাড়িয়া	শাং শাশ্রীকুল	শাং কার্ত্তিকের পাড়া
শ্রীরাইচরন পরামানীক	শ্রীমদন ঘোস	শ্রী সফরু শেখ
শাং হাল শাশ্রীকুলী	শাং শাইকুলী	শাং পোড়াবাড়ী

× নিশানশহী

শন ১৮৪৭ শাল ইঙ্গরেজী তারিখ ৫ আকটোবর মঙ্গলবার দিবা দুই প্রহরের শময় শহর মুরসীদাবাদের রেজষ্টর শ্রীযুত মেং একিল শাহেবের হুজুরে হেবা দাইকার মোক্তার শ্রীগঙ্গাগোবিন্দ ঘোষ এই হেবানামার লিখীত রাইচরন পরামানীক ও মদন ঘোস শাক্ষীগণ সম্বলীত হাজীর হৈয়া হেবানামার মুহর আপন মওক্কলাকৃত হওা স্বীকার করিলেক এবং শাক্ষীগণ মজকুরেন শন ১৮৪০ সালের পাঁচ আইনানুসারে সপথ পুর্ব্বক উপরুক্ত মুহর হওা বিশয় শাক্ষী দিলেক একারণ এই হেবানামার নকল রেজষ্টরি নবম বহীতে লিখীত হৈল ইতি

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

এই দস্তাবেজ শন ১৮৪৭ সালের
নবম বহীর ১০৬/১০৭ প্রষ্ঠায়
লিপী পূর্ব্বক মোক্তারের হাওলা
করা গেল ইতি

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Book 1 pages 26 & 27

Registered this 20th April 1848 at 4 P.M.

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৬২ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীহরির

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

হস্তাক্ষরি
শ্রীভিকা সরদার
শ্রীজিয়াব সরদার
সাং দেহড়

নং ১১

সকল মঙ্গলালয় শ্রীশেখ আলীমদ্দীন উলাদে শ্রীশেখ আমীরুদ্দীন কাজী এবনে মাহাম্মদ হোল্বাছ লিখিতং শ্রীভিকা সরদার ও শ্রী জিয়াব সরদার আএমা ফরমানী ভুমী বিক্রয় কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৪ শালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে পরগনে শেলবার্শ মোতালক মৌজে দেহড় ও পীপড়া গ্রামে মোতাবেক ফরমান জোন্য ছোবহান শাহ আলমগীর বাদশাহার দত্তা শন ১০৭১ বাঙ্গলার ফরমানের লিখীত হাজী আক্কেল মাহাম্মদের নামে ১৮৫ ওান জমীন লিখাজায় তাহার ওারিশান জমীর মিঞার স্থানে ঐ ফরমানী জমীনের মধ্যে আমার পীতা আরিব সরদার পুস্কন্বী দেওার জন্বে ৫ পাচ ওান জমীন খরিদ করিয়া ছিলেন তম্মধ্যে পুস্কন্নীর পাহাড় বাদে ১৷৷৶দেড় ওান জমীনে অন্বের বিনা আপত্তে দখিলকার ও ভোগ তছরূপ করিয়া আশীতেছী সংপ্রতি রফিক প্রামানীক ওগএরহের নালীসী আমারদ্বিগের নামে এহী বগুড়ার মনছফ আদালতে শন ১৮৪৭ ইংরেজীর ১১৩ নম্বরে ডিগরি জারির মোকদ্দমায় আমারদ্বিগের অস্থাবর মাল বিক্রী করিয়া ১২ টাকা আদায় করিয়া ডিগরিদার লইয়াছে তাহাতেহ ঐ ডিগরির টাকা শোদ না হওাতে ঐ জমীন ক্রোক করাইয়াছে প্রযুক্ত ঐ ডিগরির টাকা আদায় না হওাতে আর কোন হেতু না পাইয়া আমরা আপন ২ সইস্বা পুর্ব্বক স্বকীয় ভাব বুদ্ধে বাহাল তবিয়তে ঐ ১৷৷৶দেড় ওান জমীন মবলগে১৮৲টাকা কোম্পানী পোনবাহাতে আপনকার নিকট বিক্রয় করিয়া পোনবাহার মবলগ মজকুর নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া পাইয়া আপন ২ কবজ তছরূপে আনীয়া এহী কবালা লিখিয়া দিলাম আপনে এহী কবালা সুরূত উক্ত লাখেরাজ মওাজী মজকুরাতে মোতাবেক চোহুদ্দী সজলস্থলে শজনপদে সবাট বিটবে সব্রক্ষ

কাননে জমী মজকুরাতে দখিলকার হৈয়া শদর মপস্বলের চিঠাদি কাগজে আমর দ্বিগের নাম পরি* বর্ত্তে আপন নামে লাখেরাজ লিখাইয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম

[*'পরি' শব্দটি বাদ পড়ায় লিপিকর পরে উপরে লিখে দিয়েছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৬২ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সুখে ভোগকরিতে রহ মোতাবেক চৌহুদ্দী জমী মজকুরার বাঁস ব্রক্ষাদি
ছেদন কর্ত্তন করার সত্যাধিকারি আপনকার ও আপনকার ওারিশানের আমার
দ্বিগের শহীত কোন এলাকা নাহী কালে কস্মীন আমরা কি আমারদ্বিগের
ওরিশান কেহ দাবি ও দরপেষ করি ও করে ঝুটা ও বাতীল ছালীয়ন হাল কেহু
মসুহক পএদা হয় জেম্মা আমারদিগের এতদর্থে কবালা পত্র লিখিয়া দিলাম
ইতি তারিখ ১৯ চৈত্রী

১ চিঠার ইহার তদ রহমত মন্ডলের বাস্তু তও পুস্কন্বী তপুঐ
৭ দাগে ঐ রহমত মন্ডলের জমীন তপ ভিকা সরদারের বাস্তু ইতি

ইশাদ

শ্রীযুগাই নস্য	শ্রীশেএখ খোদা বক্কস	শ্রীআদু মন্ডল
শাং দেহড়	শাং চক লোকমান	শাং বারপুর
শ্রীনিচিন্দা প্যাদা	শ্রীশেখ তিতাই মন্ডল	
শাং চান্দপুর	শাং চান্দপুর পাড়া	

জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রীযুত জার্জ আডলী ইউন শাহেবের হুযুরে তিতাই
শাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় ও বিক্রীকারকগনের মোক্তার উজীর
মন্ডলের এজহারে বিক্রীকারকগন এই কওালাতে হাত শহী দেওপ্রমান
হওাতে রেজীষ্টরি করা গেল ইতি শন ১৮৪৮ইং ২০ আপরেল
শন ১২৫৫ তারিখ ৯ নএী বৈশাখ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প মুল্য
।।০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

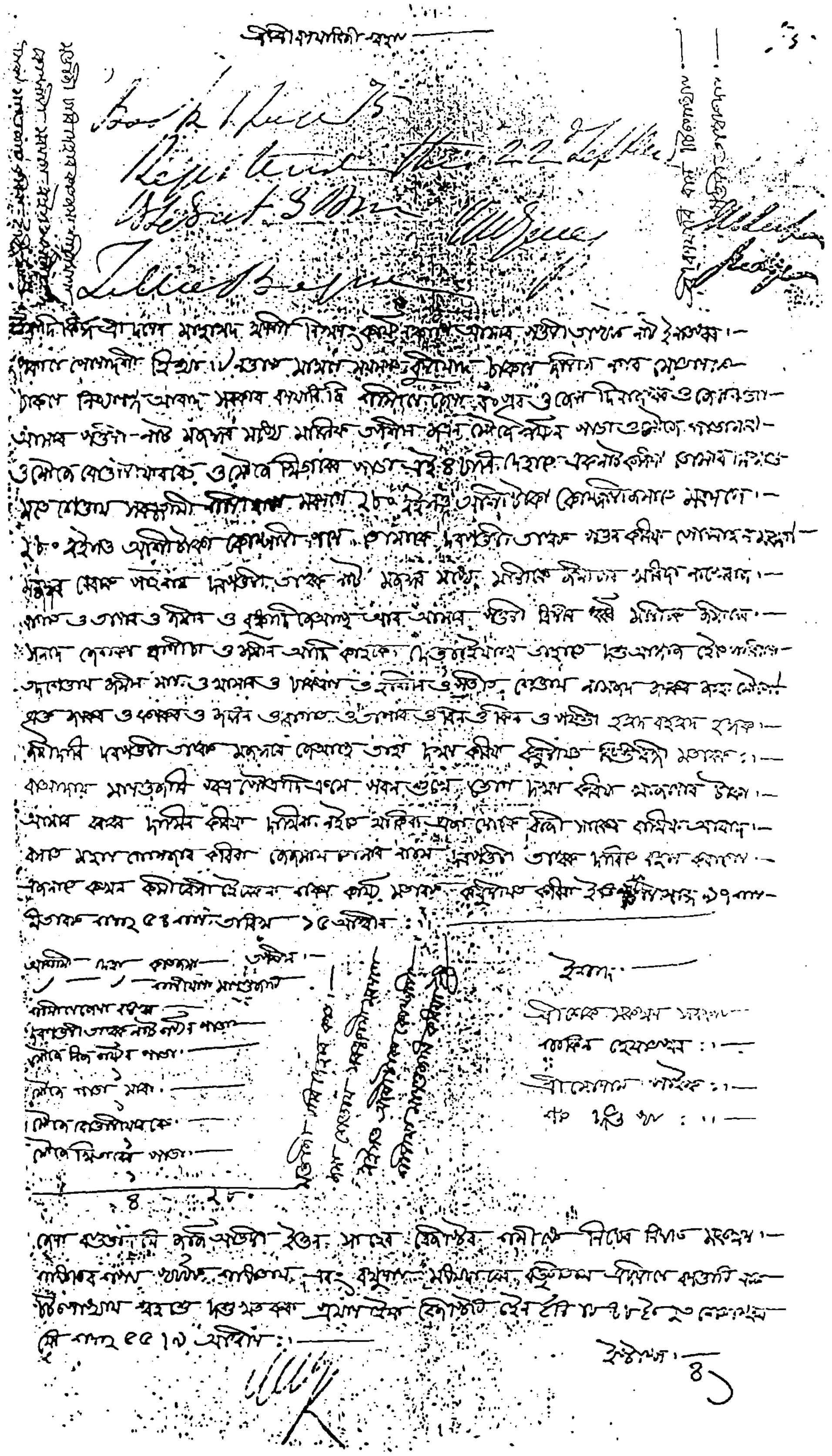

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীবনয়ারিজী শ্বহায়

মতাজী চারিদেহার কাত জমা শালীয়ানা
কোম্পানী মবলগে দুইসও আশী
টাকা মালগুজার করিবা ইতি

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীবনয়ারিরাম চট্টপাধ্যায়
পত্তনী তালুকদার

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীদলেল মাহামুদ মুনশী লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার পত্তনী তালুক লাট ইনাতপুর পরগনে পোলাদমী হিস্যা।৸নওানা মামুলে ময়মনত বুনীয়াদ চাকলে দানীসনগর মোতালকে চাকলে নিত্যনন্দআবাদ সরকার বনয়ারিজি শামীলে জেলা রংপুর ও জেলা দিনাজপুর ও জেলা বগুড়া আমার পত্তনী লাট মজকুর মধ্যে মাফিক তফশীল জএল মৌজে শর্য্যন পাড়া ও মৌজে গাড়ামারা ও মৌজে বোওালীয়ারবেড় ও মৌজে খিতাবেরপাড়া এই ৪ চারী দেহাতে এক লাট করিয়া তোমার দরখাস্ত মতে শেওায় সরঞ্জামী শালীয়ানা মবলগে ২৮০ দুইসও আশী টাকা কোম্পানী জমাতে মবলগে ২৮০দুইসও আশী টাকা কোম্পানী পত্রে তোমাকে দরপত্তনী তালুক পত্তন করিয়া পোন বাহার মবলগ মজকুর বেবাক পাইলাম দরপত্তনী তালুক লাট মজকুর মধ্যে মালীকে জমীনের খরিদা লাখেরাজ বাগাত ও তালাব ও জমীন ও বৃক্ষাদি জে আছে আর আমার পত্তনী বিলীর পুর্ব্ব মালীকে জমীনের সনদে জেশকল বাগীচা ও জমীনআদি কাহকে দেওাহৈয়াছে তাহাতে দস্তআন্দাজ হৈতে পারিবানা তদশেওায় জমীন মাল ও খামার ও চাকরাণ ও হাশীল ও পতীত শেওায় নামজদ জলকর জাহামৌজা ভূক্ত জলকর ও ফলকর ও জঙ্গল ও বাগাত ও তালাব ও বিল ও ঝিল ও পয়স্তী হদ্দ ও বহদ্দ হকুক জমীদারি দরপত্তনী তালুক মজকুরে জে আছে তাহা দখল করিয়া কবুলীয়ত কিস্তী বন্দী মতাবক বাআদায় মালগুজারি পুত্রপৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ দখল করিয়া খাজানার টাকা আমার বরাবর দাখিল করিয়া দাখিলা লইতে থাকিবা প্রজালোকে রাজী সাকের রাখিয়া আবাদ বসতে মহাল গোলজার করিবা জে জমায় তোমার নামে দরপত্তনী তালুকদারিতে বহাল করা গেল এজমাতে কখন কমী বেসী হৈবেকনা শকল কার্য্য মতাবক কবুলীয়ত করিবা ইতি দানীসান্দ ৯৭ শাল মতাবক শন ১২৫৪ শাল তারিখ ১৫ আস্বীন

তপশীল

আশামী দেহা কাতজমা

শালীয়ানা মালগুজারি

শামীলে জেলা রঙ্গপুর

দরপত্তনী তালুক লাট শর্য্যন পাড়া

মৌজে নিজ শর্য্যন পাড়া

১

মৌজে গাড়ামারা

১

মৌজে বোওালীয়ার বেড়

১

মৌজে খিতাবের পাড়া

১

----

৪ ২৮০

মতাজী চারি দেহার কাত
জমা শেওায় সরঞ্জামী মবলগে
দুইসও আশী টাকা কোম্পানী
শালীয়ানা মালগুজারি করিয়া ইতি

ইশাদ

শ্রীশেক মকমুল সরকার

শাকিন হেয়াতপুর

শ্রীমোলাম পাইক

শাং কৃষ্ণপুর

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর শমীক্ষে নিচের লিখীত মকমুল শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং রঘুনাথ মযুমদারের বক্তীতায়.এদলীলে বনওয়ারিরাম চট্টপাধ্যায় স্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮ ইং ২৩ শেতাম্বর নোং শন ১২৫৫/ ৯ আস্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

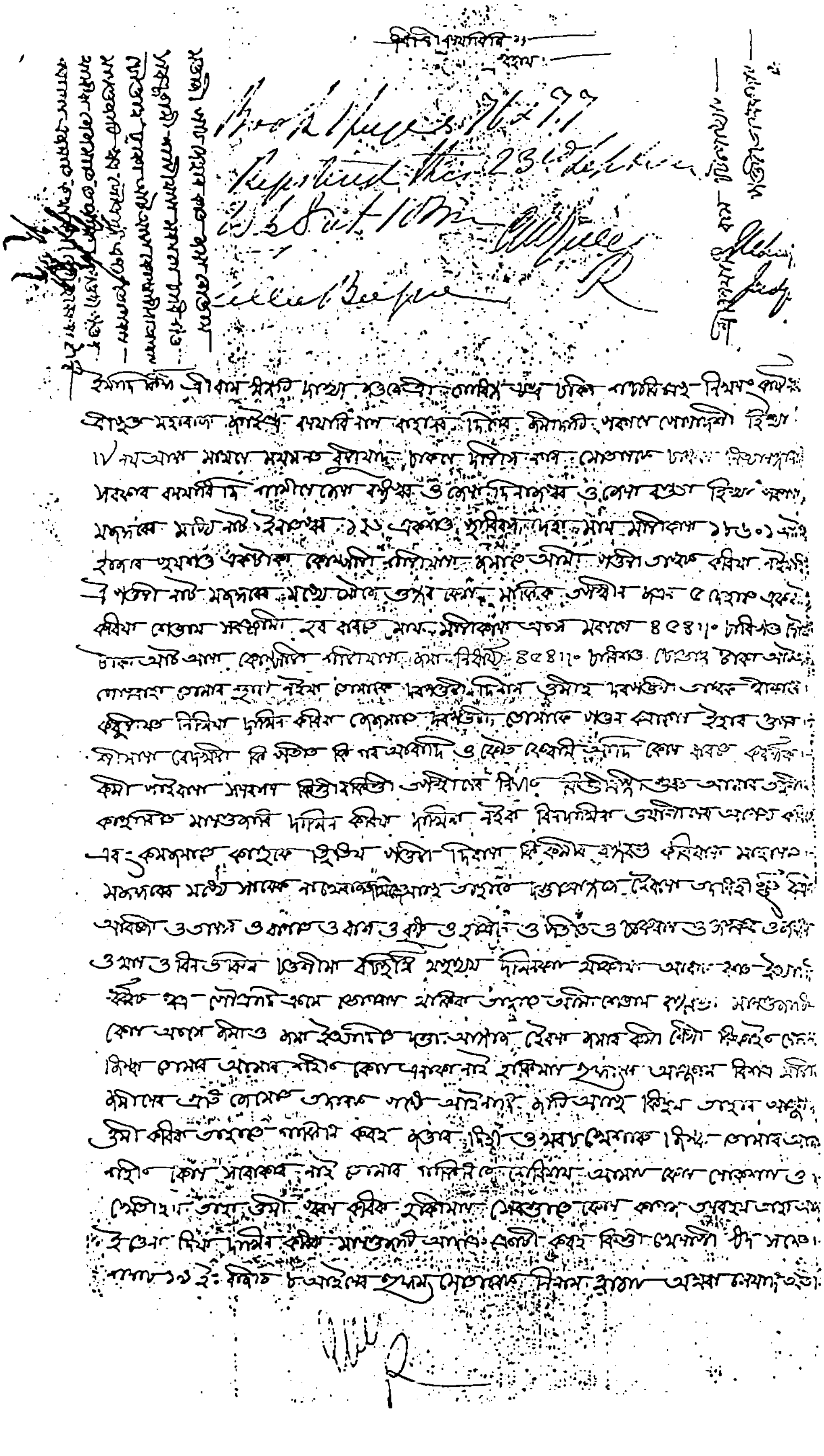

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীবনয়ারিজী শ্বহায়

মওাজী চারিদেহার কাত জমা শেওায়
সরজ্ঞামী শালীয়ানা মবলগে চারিশও
চৌওান্ব টাকা আট আনা কোম্পানী বা আদায়
মালগুজারি পুত্র পৌত্রাদিক্রমে ভোগবান
থাকিবা জে জমাতে তোমার পত্তনী পত্তন
করা গেল এজমাতে কখন কমীবেশী হইবেকনা ইতি

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

শ্রীবনয়ারি রাম চট্টপাধ্যায়
পত্তনী তালুকদার

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরামসুন্দরি দাস্যা জওজে শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র চাকী শচ্চরিত্রেষু লিখনং কার্য্যন[ঞ্চাগে]
শ্রীযুক্ত মহারাজা জগইন্দ্র বনয়ারি লাল বাহাদুর দিগের জমীদারি পরগণে পোলাদশী হিস্যা
৷৷৴নয় আনা মামুলে ময়মনত বুনীয়াদ দানীসনগর মোতালকে চাকলে নিত্যানন্দন .....
সরকারবনয়ারিজি শামীলে জেলা রঙ্গপুর ও জেলা দিনাজপুর ও জেলা বগুড়ার হিস্যা পরগনা
মজকুরের মধ্যে লাট ইনাতপুর ১২৬ একশও ছাব্বিস দেহা মায়মালীকানা ১৮৬০১ আঠা[র]
হাজার ছয়শও একটাকা কোম্পানী শালীয়ানা জমাতে আমী পত্তনী তালুক করিয়া লইয়াছি।
ঐ পত্তনী লাট মজকুরের মধ্যে মৌজে সুন্দরকোল মাফিক তপশীল জএল ৫ দেহাতে একলাট
করিয়া শেওায় সরজ্ঞামী হর বাবতে মায় মালীকানা অংস মবলগে ৪৫৪৷৷৹ চারিশও চৌয়া[ন্ন]
টাকা আট আনা কোম্পানী শালীয়ানা জমা নিধায্য ৪৫৪৷৷৹ চারিশও চোওান্ব টাকা আট আ[না]
পোনবাহা তোমার স্থানে লইয়া তোমাকে দরপত্তনী দিলাম তুমীহ দরপত্তনী তালুক স্বীকারে
কবুলীয়ত লিখিয়া দাখিল করিলা জে জমাতে দরপত্তনী তোমাকে পত্তন করা গেল হইার উপর
শীমানা বেদখলী কি পতীত কি গরআবাদি ও ফৌত ফেরারিআদি কোন বাবতে কবন্দক
কমী পাইবানা সনবসন কিস্তীবকিস্তী তপশীলের লিখতি কিস্তীবন্দী সুরত আমার তহশীল
কাছারিতে মালগুজারি দাখিল করিয়া দাখিলা লইবা বিন দাখিলা ওয়াশীলের আপত্য করিবা[না]
এবং কমজমাতে কাহুকে তৃিতিয় পত্তনী দিবানা কি কমীর বন্দবস্ত করিবানা মাহালাত
মজকুরের মধ্যে সাবেক লাখেরাজ জমি জে আছে তাহাতে দস্তাআন্দাজ হৈবানা তদবিহীভূত বক্রী
আরাজী ও তালাব ও বাগাত ও বাশ ও বৃক্ষ ও হাশীল ও পতীত ও চাকরান ও জলকর ও জঙ্গল
ও খাল ও বিল ও ঝিল চতুশীমা বচ্ছীন্ন মুছল্যম দাখিলকার থাকীয়া আবাদ বশত ইত্যাদি
পুবর্বক পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগবান থাকিবা তাহাতে আমী শেত্তায় বন্দবস্তী মালগুজারি
কোন অংসে জমী ও জমা ইত্যাদিতে দস্তা আন্দাজ হৈবনা জমার কমীবেশী কিফাইত লোকশান
জিম্বা তোমার আমার শহীত কোন এলাকা নাই হাকিমান হুকুমের আঞ্জাম বিশএ মালীক
জমীনের প্রতি জেমোত তদারক পক্ষে আইনাদি জারি আছে কি হয় তাহার আঞ্জাম
তুমী করিবা তাহাতে গাফিলি করহ জওাবদিহী ও খরচ খেশারত জিম্বা তোমার আমার
শহীত কোন সরোকার নাই তোমার গফিলিতে শেবিশয় আমার কোন লোকশান ও
খেতী হয় তাহা তুমী পুরণ করিবা হাকীমান সেরস্তাতে কোন কাগজ তলব হয় তাহা
ইত্তেলা দিয়া দাখিল করিবা মালগুজারি আদাএ ক্রোটি করহ কিস্তী খেলাপী সুদ সমেত
শন ১৮১৯ ইংরাজীর ৮ আইনের হুকুম মোতাবেক নিলাম দ্বারায় অথবা মেয়াদ অতীত

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

[illegible] মাহ [illegible] আদায় করিয়া [illegible] আদায়
[illegible] বাকী [illegible] আদায় করিয়া দিব।—
আর বাকী আদায় [illegible] টাকা [illegible] দাখিলা—
[illegible] সকল লোক—
[illegible]
[illegible] বাকী—
[illegible] আমার [illegible] তোমার [illegible] সকল—
[illegible] ও তোমার [illegible]
[illegible] দিলাম [illegible] এবং—
[illegible]
[illegible] দিলাম ইতি [illegible] ৩৫ [illegible] তারিখ ২০ [illegible]—

তপশীল।—

তপশীল কিস্তি [illegible]—

[illegible]	[illegible]	[illegible]	কিং [illegible]	৩৫
[illegible]			কিং [illegible]	৭৫
[illegible]			কিং [illegible]	৮৫
[illegible]	১		কিং অগ্রহায়ণ	১০১
[illegible]	১		কিং পৌষ	১০১
[illegible]	১		কিং মাঘ	৫৭॥০
[illegible]	১			
	৫	৪৫৪॥		৪৫৪॥০

ইসাদ।—

[illegible]—
[illegible]—

শ্রী [illegible] শ্রী [illegible] সরকার
[illegible] সাং [illegible]

[illegible]—
[illegible] এবং—
[illegible]
[illegible] ইতি [illegible] ৩৫ [illegible]—
[illegible]।।—

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

হইলে জাবেতা মোত নালীস করিয়া মায় খরচ খেশারত আদায় করিয়া লইব তাহাতে আদায় না হয় বাকী যোমার জিম্বা হৈবেক তাহা অন্ব জায়দাদ দ্বারায় আদায় করিয়া লইব আর বাকী আদায় হৈয়া ডাক ফাজীলের টাকা তুমী পাইবা জদি তুমি আপন দরপত্তনী হকুক হস্তান্তর করহ কি তৃতিয় পওনী করহ তবে তোমার কবুলীয়তের সরত সে বেক্তী আমলে আনীবেক সে বেক্তী তোমার বন্দবস্তী জমার কমীর ওজর করে নামঞ্জুর বরং তুমী বেসী জমাতে পত্তন করহ তবে আমার পাওনা মালগুজারি শোধ বাদে বাকী মুনাফা তুমী পাইবা তাহার শহীত আমার এলাকা নাই তোমার কবুলীয়াতের সরত তুমী ও তোমার ওয়ারিশানের প্রতি আমলে আশীবেক আমীজে দরপত্তনীর বয়নামা লিখীয়া দিলাম তাহা রেজষ্টরি করিয়া দেওাইব এই বয়নামার শরত আমী এবং আমার উত্রাধিকারক প্রতিপালন করিব ওকরিবে এতদর্থে দরপত্তনীর বএনামাপত্র লিখায়া দিলাম ইতি শন ১২৫৫ বারসও পঞ্চান্ন শাল তারিখ ২৯ উনত্রিশ শ্রাবণ

তপশিল

আশামী দেহা কাতজমা

শালীয়ানা

কোম্পানী মালগুজারি

শামীলে জেলা দিনাজপুর

লাট সুন্দর কোল

নিজ সুন্দর কোল

১

মৌং গাড়া কোল

১

মৌজে গোওালকান্দী

১

মৌং চক বাড়াহার

১

মৌজে শীঙ্গা

১

৫ ৪৫৪।।০

মওজী পাচদেহার কাত জমা শেওায় সরজ্জামী শালীয়ানা মালগুজারি মবলগে চারিশও চৌওার্ন্ন টাকা আট আনা কোম্পানী ইতি

তপশীল কিস্তবন্দী রূপেয়া

কিং আশাড়	৩৫
কিং শ্রাবণ	৭৫
কিং ভাদ্র	৮৫
কিং অগ্রহায়ন	১০১
কিং পৌস	১০১
কিং মাঘ	৫৭।।০
	৪৫৪।।০

মং চারিশও শাড়ে চৌওান্ন টাকা কোম্পানী ইতি

ইশাদ

শ্রীফাগুনা সরদার
শাং কৃষ্ণপুর

শ্রী দাইম খাঁ
শাং মটুকদাড়ী দহ

শ্রীফকির চন্দ্র সরকার
শাং বালীয়ান

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইউন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে নিচের লিখীত ফকির চন্দ্র সরকদার শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায় এবং রঘুনাথ মযুমদারের এজহারে এদলীলে বনওয়ারি রাম চট্টপাধ্যাএর শাক্ষর দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজষ্টরি হৈল ইতি ১৮৪৮/ ২৩ শেতাম্বর মোং শন ১২৫৫ শাল ৯ আশ্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীহরি

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীখোদা বকস
সাং ত্রিকুট টোলা

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীমুনাবিবি ও শ্রীজাঁবকস সচরিত্রেষু লিখিতং শ্রীখোদা বকস
ওলাদে শেখ নওকড়ী শাকীন কশবে সেরপূর মহাল্যা ত্রিকুট টোলা পরগনে মেহমানশাহী
হেবানামা পত্রমীদং শন ১২৫৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চগে আমার ঔরসপুত্র ও
কন্যাআদি কেহ না থাকায় তুমী জাঁবকষকে বালক কাল হইতে পূস্যপুত্র রাখিয়া
ঔরষ পূত্রের ন্যায় প্রতীপালন করিয়া আশীতেছি জেহেতুক আমার দুই স্ত্রি উপরূক্ত
মুনা বিবি ও পরে বিবাহের শ্রী মএনা আওরতকে সাদি করাতে তাহার কুচরিত্র দেখিয়া
মএনাকে আমী মোছলমানী সরা মোত তালাক দিয়া ছাড়ীয়া দিয়াছী এইক্ষন
আমার মালামাল ও বাড়ী ঘর ইত্যাদির হকদার তুমী স্ত্রি মুনাবিবি ও পুত্র জাঁবকস
সেওায় অন্য কেহ নাহী আমার সেষ অবস্থা জিবনের ভরসা কিছু নাহী আমী
অভাবে ঐ সকল মালামাল লইয়া কোন কচায়ল উপস্থীত হওার অপক্ষা নাহী
ইত্যাদি বিবচনায় আমী সইছছ্যা পূর্ব্বক রাজীকারতে বহাল তবিয়তে বিনাজোর
যুল্যমে আমার উপরূক্ত খানাবাড়ী মায় ব্রক্ষাদি ও সোনা রূপার গহনাআদি
অর্থাৎ তাবত মালামাল জেকিছু আছে তাহা তুমী স্ত্রি মুনা বিবিকে ও পুত্র জাঁবকষ
কে হেবা করিলাম তোমরা আমার এই হেবা সুরূত উপরূক্ত মালামাল সকলে
দখিলকার হৈবা এবং তুমী মুনা বিবি তোমার হক তুমী উক্ত জাঁবকসের বিনাভিপ্রায়
হস্তান্তর করিতে পারিবানা এবং তুমী অভাবে তোমার তেয্য মালামালের হকদার
ঐ পুত্র হবেক এবং তুমী জাঁবকষ তোমার মাতা উক্ত মুনাবিবিকে তাহার জিবন্দসা পর্যন্ত
অন্য বস্ত্র দিবা৺না করেন সে লোকান্তর পর মোতাবেক সরা তাহার ফাতেহাআদি করিয়া
তাহার তেয্য মালামালে দাখিলকার হৈবা কিন্তু অমার স্ত্রি প্রাগোক্ত মএনা আওরতের
আমার মালামলের পর কোন ছরকার নাহী এবং জদি করে তবে তাহা নামঞ্জুর উক্ত মালামাল
খানাবাড়ী ইত্যাদি তাবত বস্তুর প্রতী আমার কোন ছরকার থাকীলনা তোমরা দখিলকারিতে
পুত্রপৌত্রাদিক্রমে ভোগ তছরফ করিতে থাকীবা কালে কস্মীনে আমী কিম্বা আমার আর
কোন ওয়ারিসান কেহ কোন দাবিদরপেশ করি কিম্বা করে তাহা বাতীল নামঞ্জুর এতদর্থে
হেব্যানামা লিখিয়া দিলান ইতি তারিখ ১৪ আশ্বীন

ইশাদী

শ্রীগন্তসী ডাক	শ্রীগোবিন্দ যুগী	শ্রীফেরু চকীদার	শ্রীরেফাতুল্যা
শাং রঙ্গরেজ টোলা	শাকীন হামচাপুর	শাং ত্রিকুট টোলা	মুনসী

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর সমীপে খোদ খোদাবকস
ফএজদ্দীন মুনসী মোক্তারের ও রেফাতুল্যা শাক্ষীর শেলাছাইতে হাজীর হইয়া
স্বেৎস্যা পুর্ব্বক স্বকীয়ভাবে ইহাতে তাহার নাম দস্তখতের উপরিভাগে নেশানী
করা প্রকাস ও প্রমান করিল মোতে দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ৩০ শেতাম্বর মোং
১২৫৭ বাং ১৫ আশ্বীন শোমবার বেলা দুই প্রহর তৃতীয় ঘন্টা শময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

১

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Registered on the 1st April 1858
in Volume 1 page P. 9. at 3 p.m.

[illegible] Judge

[illegible] Registrar

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরামরত্ন ভূঁইব
সাকিন দমদমা
পরগনে খাট্টা।

সকল মঙ্গলালয় শ্রীতারামনী চৌধুরানী মাদরে শ্রীরাধারমন চৌধুরি জওজে রাধা মাধব শাহা লিখিতং রামরত্ন ভূমীক ওলদে রামলোচন ভূমীক ইবনে রামকান্ত ভূমীক ভূমী বিক্রী কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৬ বারশও ছাপন্ন শাল আব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তপ্পে অরঙ্গ নগরের মৌজে বাসবাড়ীয়া শালী-য়ানা মবলগে ২৭২ দুইশও বাহাত্র টাকা শদর জমাতে দুর্গা প্রসাদ মজমুদারের নামে জেলা রাজশাহীর কেলেক্টরি সেরেস্তাতে তালুক লিখাজায় তাহার মধ্যে রকম ।৵শাত আনা শদর জমা ১১৯ একশও অনীস টাকা রাধানাথ লাহাড়ির হকীয়ত ডিগরিদার চিমন লাল রেহানীর ডিক্রীর পাওনা টাকা আদায় নিমীত্যক জেলা রাজশাহীর প্রধান সদরামীনি আদালতের হুকুম মোতাবেক নিলাম হওয়াতে মবলগে ২৭২৫ দুই হাজার শাতশও পচিস টাকা মুল্যে আমী নিলাম খরিদ করিয়া রিতিমোত ঐ ।৵শাত আনা হিস্যাতে দখিলকার হৈয়া সদর মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক উপস্বঃত্তভূগী আছী এইক্ষন মহাল মজকুরার আবাদ পত্তনের সরবরাহে আমা হৈতে সুন্দর মোত হএনা এবং নিলাম খরিদের পোনবাহার টাকা করজ করিয়া দাখিল করিয়াছী ঐ করজা টাকা আদাএর অন্য শঙ্গতি রহীত একারণ ঐ মৌজে বাসবাড়ীয়ার রকম ।৵শাত আনা জাহার সদরজমা উক্ত মবলগে কুম্পনী ১১৯ একশত অনীস টাকা মুছল্যম বিক্রি করা শ্রয় করিয়া আপন সইৎশায় রাজী বগরতে বহাল তবিয়তে বিনা জোর জবরে অস্যউচিত পোনবাহা মবলগে ২৮২৫ দুই হাজার আটশত পচিস টাকা কোম্পানী রায়জন উক্ত পুরজন নগদ দস্তবদস্ত আপনার নিকট বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরুপে আনিয়া ঐ রকম ।৵শাত আনা মজকুরা আপনকার নিকট বিক্রি করিলাম আপনে মৌজে বাসবাড়ীয়ার উক্ত রকম ।৵শাত আনা হিস্যা মুছল্যম সজলস্থল ও জলকর ও বোন কর ও তালাব ও বাগাত ও খাল ও খন্দক ও হাট ও ঘাট শেওায় কদমী দেবর্ত্তর ইত্যাদি মুজবাই বাজে জমী বাকী চতুঃস্বীমা বহুছীর্ন হাশীল ও পতীত ইত্যাদি দরোবস্ত আরাজীয়াতে দখিলকার হইয়া রিতীমোত জেলা রাজশাহীর

Dhaka University Institutional Repository

৬৬খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

কাপ্তেনের সেরেস্তায় আমার নাম মুন্সী করীম বখ্‌শ আদায় স্বীক-
হয় পোত্রাদি ক্রমে উপস্থিত [illegible] দখল করিতে আছেন দখলিকার
[illegible] আমার ও আমার [illegible] ওয়ারিশান আমার ও অন্য ওয়ারিশান
সহিত কোন এলাকা নাই ও বিশেষত থাকিলেও কালে কেহ [illegible]
কিম্বা আমার ওয়ারিশান কোন দাবি ও দখল [illegible]
নামঞ্জুর হইবেক মোস্তফা কেহ [illegible] আমার [illegible]
[illegible] বিক্রয় কবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ — [illegible]

ইসাদ

শ্রী নবকিশোর পাল — শ্রী রামচন্দ্র পাল — শ্রী গোকুল পাল — শ্রী অদ্বৈতচন্দ্র পাল
সাকিন মুরাদাবাদ — সাকিন [illegible] — সাকিন মুরাদাবাদ — সাকিন [illegible]

শ্রী রামমোহন [illegible] — শ্রী গোলাম সরদার — শ্রী [illegible] সরদার — শ্রী [illegible] সরদার
সাং [illegible] — সাং [illegible] — সাকিন ঐ — সাং [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

কালেক্টরি শেরেস্তাতে আপন নাম জারি করিয়া রাজস্য আদায় পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিক্রমে উপসত্য ভোগ দখল করিতে থাকেন দান বিক্রীর সত্যাধিকারী আপনে ও আপনকার ওারিশান আমার ও আমার ওারিসানের সহীত কোন ইলাকা নাহী ও কিছু শত্য থাকীলনা কালে কস্মীনে আমী কিম্বা আমার ওারিশান কোন দাবি ও দরপেস করি ও করে ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর ছালীয়ন মোগুহক কেহ পএদা হয় জিম্মা আমার এতদ্দর্থে ভূমী বিক্রিএর কবালা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৪ ভাদ্র

ইশাদ

শ্রীগৌর কিশোর সাহা	শ্রীরামচন্দ্র শাহা	শ্রীলোকনাথ শাহা	শ্রীঅদ্বৈতচন্দ্র শাহা
শাকীন খএরা বাদ	শাকীন বসীপুর	শাকীন খএরাবাদ	শাকীন বসীপুর
শ্রীরাম মোহন ঘোস	শ্রীডোমন সরদার	শ্রীকাঙ্কীয়া সরদার	শ্রীমিঠন সরদার
শাং বসীপুর	শাং বোওালীয়া	শাকীন তথা	শাং বোওালীয়া

জেলা বগুড়া মেং আরঃ পীঃ হারিশন শাহেব রেজীষ্টর শমীপে স্বয়ং রামরত্ন ভূমীক হাজীর হৈয়া শেৎসাধিন এই দলীলের লিখীত সম্পত্তি বিক্রীকরনক ইহাতে স্বহস্তে দস্তখত করা স্বীকার করিয়া দাখিল করিল এবং তপসীলের লিখীত অদ্দৈৎ শাহা শাক্ষী প্রথামত শপথ করনক ভৌমিক মজকুরের স্বয়ং হাজীরি এবং তাহার দস্তখতের শত্যতার প্রতী শাক্ষ্য দিল ইতি ১৮৫০ ইং ৩০ মার্চ্চ ১২৫৬ শাল ১৮ চৈত্র শনীবার বেলা দুই প্রহর ত্রিতীয় ঘটীকা শমএ

[ফারসি স্বাক্ষর] [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প
· ১৬ৢ

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ওঁশ্রীশ্রীহরি

[দুই সারি ইংরেজি লেখা]

[টিপসহি নির্দেশক কাজির ফোটা]
শ্রীজগদিশ্বরি দেব্যা

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

সকল মঙ্গলালয় শ্রীগোলক নাথ চক্রবর্ত্তী ওলদে কাশীনাথ চক্রবর্ত্তী ইবনে বিশ্বেশ্বর চক্রবর্ত্তী সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীজগদেশ্বরি দেব্যা জওজে রুদ্র চরন চক্রবর্ত্তী মোতফা মজকুর ওলদে রুদ্রকান্ত চক্রবর্ত্তী শাকীন খিয়াইল পরগনে মেহেমানশাহী হেবা নামা পত্রমীদং শন ১২৫৬ বারশও ছাপপন্ন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমী পতী পুত্র বিহীন ক্রেমে দত্তকপুত্র রাখার বহুতর চেষ্টা করনে অপ্রাপ্ত বিধায় এহীক্ষণ আমী পীলাহাদিতে শক্ত কাতর প্রযুক্ত জিবন আশায় নৈরাস হইয়া মৃতপতী মৌছুফের শন ১২৪৮ সালের ১১ জৈষ্ঠের অনুমতী লিখনানুসারে আমার পতীর পৈতৃকী ব্রম্মউত্তর পরগনা মজকুরে ডিহি শৈদপুরের হিস্যা।৮আনার মোতালক মৌজে খিয়াইল গ্রামে খোদ বাস্তু মায় বসতবাড়ী ও পুস্কর্ণী ও পরিখা সবৃক্ষ কাননে স্বজনপদে সজলস্থলে ও পাইকস্তা জিরাতী জমী মওাজী ২৩৸ ৪৸ কাঠা ও মৌজে উচরুঙ্গ গ্রামে ৬/ছয় কুড়া একুনে ২৯৸ ৪৸ কাঠা জমী পতী মৌছুফ অভাবে আমী সত্যাধিকারী রূপে দখিলকার ও ভোগবানাছী উপরুক্ত ব্রম্মউত্তর জমীর মুল্য আন্দাজ ফি বিঘা ১০ টাকা হিসাবে ৩০০ শত টাকা হবেক ঐ জমী মোছল্যম আয়ধবাহমুদ চতুঃশীমা বচ্ছীস্ব আমুলও মামুল দরবস্তু তামাম কামাল আপন রাজী বগরতে বহাল তবিয়তে স্বকীয়ভাববুদ্ধেতে বিনা জবরানে আপনকাকে আমার স্বত্য পরিত্যাগে হেবানামা লিখিয়াদিলাম আপনে উক্ত ব্রম্মউত্তর জমীতে আমার এই হেবা সুরূত দখিলকার হইয়া আপন .... কাবেজ তছরূপে আনীয়া পুত্রপৌত্রাদিক্রমে স্বত্যাধিকারী হইয়া ভোগ করিতে রহেন দান বিক্রএর শত্যাধিকারি আপনে ও আপনকার ওরিশান আমী কি আমার ওারিশানের শহীত কিছুত এলাকা নাহী কালে কস্বীন ছালীয়ন হাল কেহ মসুহক পএদা হয় জেম্যা আমার আপনকার শহীত এলাকা নাহী এতদর্থে হেবানামাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৬ শন ২৫ অগ্রহায়ণ

ইশাদ

শ্রীঅলী শেখ	শ্রীরোমা খাঁ	শ্রীধলা মাটীয়াল	শ্রীআলী মামুদ নস্য
শাং বেটখৈর	শাং বেটখৈর	শাং নিসন্দারা	শাং খিয়াইল

Dhaka University Institutional Repository

৬৭খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

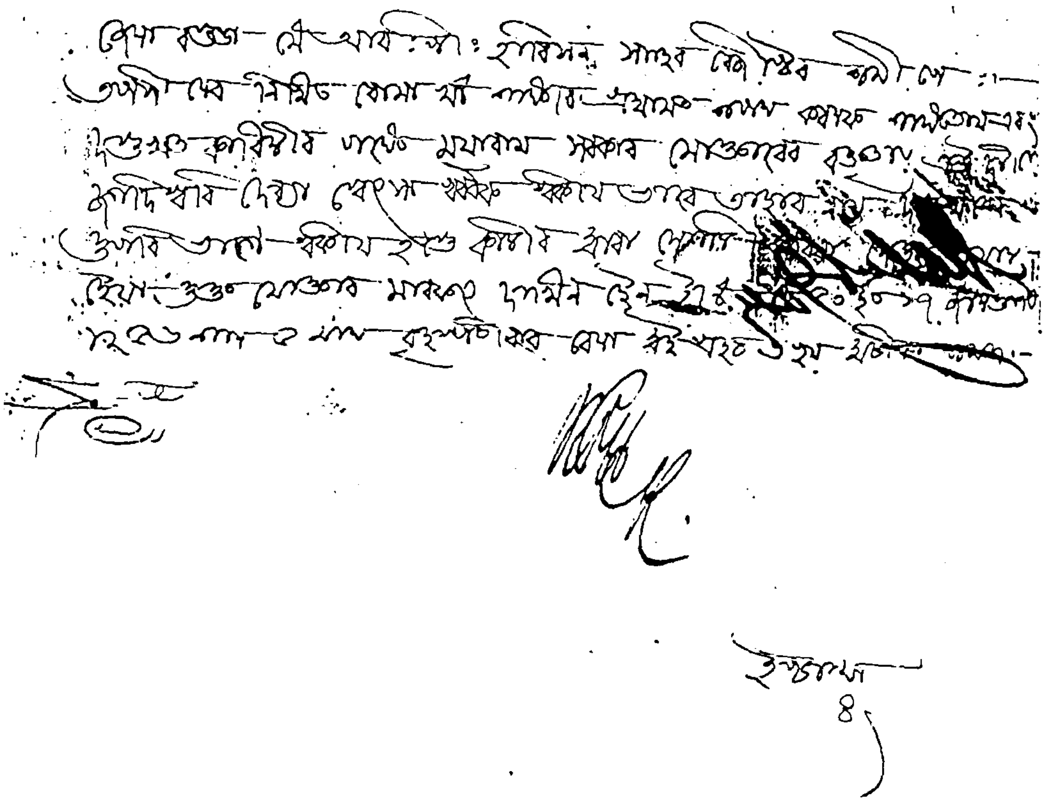

Dhaka University Institutional Repository

৬৭ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

জেলা বগুড়া মেং আর ঃ পীঃ হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে
তপসীলের লিখিত রোমা খাঁ শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং
দস্তখতকারিনীর পক্ষে ময়ারাম সরকার মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে
জগদিশ্বরি দেব্যা শ্বেৎসা পুর্ব্বক স্বকীয় ভাবে তাহার নাম দস্তখতের
উপরিভাগে স্বকীয় হস্তে কালীর দ্বারা নেশানি করিয়া দেওা প্রমান
হৈয়া উক্ত মোক্তার মারফতে দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১৭ জানওারি
১২৫৬ শাল ৫ মাঘ বৃহস্পতীবার বেলা দুই প্রহর ৬ ছয় ঘটীকা শমএ

[কারসি স্বাক্ষর]

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

৭ শ্রীদুর্গা--

Registered in pages 8. 9. of Volume 1. on the 1st April 1858. at 3½

[illegible] Manick [illegible]

সকল মঙ্গলালয় শ্রীমতী ভবানী চৌধুরাণী মাতবরেষু লিখিতং শ্রী রাধা রমণ চৌধুরীর [illegible]
পাট্টা লিখিতং শ্রী রামচন্দ্র [illegible] ও [illegible] রায় চৌধুরী [illegible] রায় [illegible]
[illegible] ১২৫৩ বাংলা [illegible] নাম আমি নিজ [illegible]
[illegible] কালাই [illegible] ৭৫ [illegible] টাকা —
[illegible] তিনশাই সদর [illegible] ও [illegible] —
[illegible] জেলা রাজশাহীর কালেক্টরি [illegible] তাহার মধ্যে
[illegible] ।৵ আনা সদর জমা ৩৩৶৯ তেত্রিশ টাকা তিন আনা [illegible] —
[illegible] সাকিন [illegible] জেলা রাজশাহীর [illegible] সদর আমানি আদায় [illegible] —
[illegible] ৫৭৫ [illegible] টাকা [illegible] —
[illegible] করিয়া [illegible] ।৵ আনা [illegible] দায়ী করিয়া —
সদর [illegible] আদায় [illegible] —
[illegible] —
[illegible] টাকা [illegible] করিয়া [illegible] টাকা আদায় —
[illegible] একারণ ঐ [illegible] কালাই [illegible] ।৵ আনা —
[illegible] জমা ৩৩৬ [illegible] ৩৩৶৯ তেত্রিশ টাকা তিন আনা [illegible] —
[illegible] কবুলিয়ত গ্রহণ করিয়া [illegible] —
[illegible] ৬৫০ [illegible] পঞ্চাশ টাকা —
[illegible] উক্ত [illegible] আপনার নিকট বুঝিয়া লইয়া —
আপনার [illegible] ।৵ আনা [illegible] আপনকার নিকট —
[illegible] কালাই [illegible] উক্ত ।৵ আনা [illegible] —
[illegible] —
[illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] ও [illegible] —
ও [illegible] ও [illegible] ইত্যাদি [illegible] ।। —
[illegible] ইত্যাদি [illegible] দায়ী হইব —
হইয়া [illegible] জেলা রাজশাহীর কালেক্টরির [illegible] —
করিয়া [illegible] আদায় [illegible] —
[illegible] ও আপনকার [illegible] —

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরামরত্ন ভূমীক
সাকিন দমদমা
পরগনে খাট্টা

সকল মঙ্গলালয় শ্রীতারামনী চৌধুরানী মাদরে শ্রীরাধারমন চৌধুরী জওজে রাধামাধব শাহা লিখিতং শ্রীরামরত্ন ভূমীক ওলদে রামলোচন ভূমীক ইবনে রামকান্ত ভূমীক ভূমী বিক্রী কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৬ বারশত ছাপন্ন শালআব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে খাট্টার কিশামত কানাইকুড়ি শালীয়ানা ৭৫।১৩ পৌচাত্র টাকা পোন্দর আনা তিনপাই সদর জমাতে রামনাথ লাহাড়ী ও রাধানাথ লাহাড়ী দুএর নামে জেলা রাজশাহীর কেলেক্টরি শেরস্তাতে তালুক লিখাজায় তাহার মধ্যে রকম ।১৴শাত আনা শদর জমা ৩৩৴৯ তেত্তিস টাকা তিন আনা নওপাই রাধানাথ লাহড়ির হকীয়ত ডিগীদার চিমন লাল রেহানীর ডিগরির পাওনা টাকা আদায় নিমীত্তক জেলা রাজশাহীর প্রধান সদর আমীনি আদালতের হুকুম মোতাবেক নিলাম হওাতে ৫৯৫ পাচশত পোচানব্বই টাকা মুল্যে আমী নিলাম খরিদ করিয়া রিতীমোত ঐ ।১৴শাত আনা হিস্যাতে দখিলকার হৈয়া সদর মালগুজারি আদায় পুর্ব্বক উপঃশত্বভুগী আছী এহীক্ষন মহাল মজকুরার আবাদ পত্তনের সরবরাহ আমা হৈতে সুন্দর মত হএনা এবং নিলাম খরিদের পোনবাহার টাকা জে করজ করিয়া দাখিল করিয়াছী ঐ করজা টাকা আদাএর অন্য শঙ্গতি রহীত এ কারণ ঐ কিশামত কানাইকুড়ীর রকম।১৴শাত আনা জাহার শদর জমা উক্ত মবলগে কোম্পানী ৩৩৴৯ তেত্তিস্টাকা তিন আনা নও পাই মুছল্যম বিক্রীকরা শ্রয় করিয়া আপন শইৎসায় রাজী বগরতে বহাল তবিয়তে বিনা জোর জবরে অস্যউচিত পোনবাহা মবলগে ৬৫০ ছএ শত পঞ্চাস টাকা কোম্পানী রায়জন উক্ত পুরজন নগদ দস্তবদস্ত আপনার নিকট বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনীয়া ঐ ।১৴শাত আনা মজকুরা আপনকার নিকট বিক্রী করিলাম আপনে কিশামত কানাইকুড়ি উক্ত ।১৴ শাত আনা হিস্যা মুছল্যম শজলস্থল সজনপদে সবৃক্ষ কাননে সচ্ছায়া হ্রিদে সরাট বিটপে মায় নলকর ও জলকর ও ফলকর ও বোনকার ও তালাব ও বাগাত ও খাল ও খন্দক ও হাট ও ঘাট শেওায় কদমী দেবত্তর ইত্যাদি মুজরাই বাজে জমী বাকী চতুঃশীমা বচ্ছিন্ন্ব হাশীল ও পতীত ইত্যাদি দরোবস্ত আরাজীয়াতে দখিলকার হইয়া রিতীমোত জেলা রাজশাহীর কালেক্টরি শোরস্তাতে আপন নাম জারি করিয়া রাজস্য আদায় পূবর্বক পুত্রপৌত্রাদিক্রমে উপসত্য ভোগ দখল করিতে থাকেন দান বিক্রীর সত্যাধিকারী আপনে ও আপনকার ওারিশান

Dhaka University Institutional Repository

৬৮খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

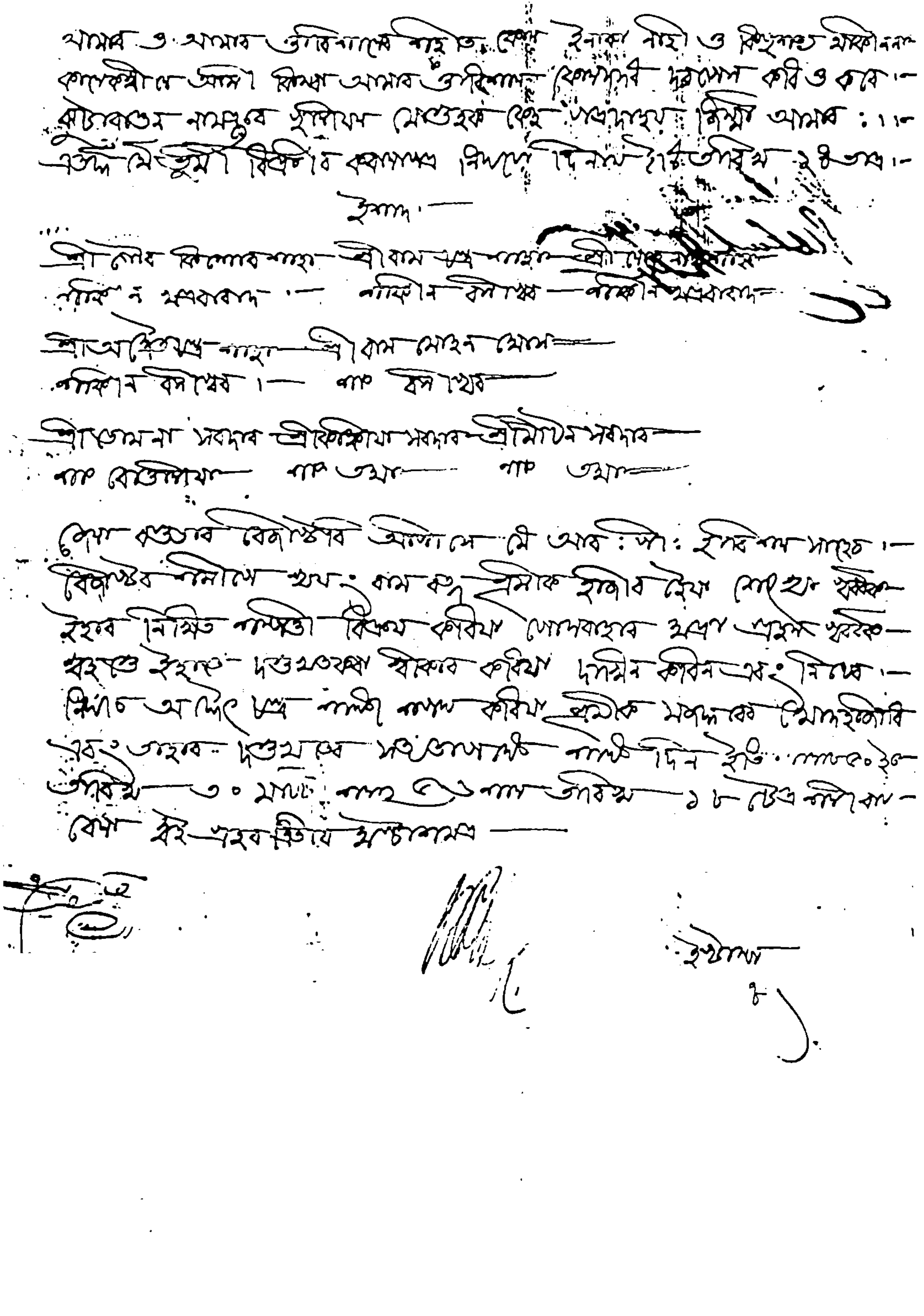

Dhaka University Institutional Repository

৬৮ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

আমার ও আমার ওারিশানের শহীত কোন ইলাকা নাহী ও কিছু শত্য থাকিল না
কালে কস্মীনে আমী কিম্বা আমার ওরিশান কোন দাবি দরপেস করিও করে
ঝুটা বাতুল নামঞ্জুর ছালীয়ন মোসুহক কেহ পএদা হয় জিম্মা আমার
এতদ্দর্থে ভুমী বিক্রীর কবালা পত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৪ ভাদ্র

ইশাদ

শ্রীগৌরকিশোর শাহা শাকীন খএরাবাদ	শ্রীরামচন্দ্র শাহা শাকীন বসীপুর	শ্রীলোকনাথ শাহা শাকীন খএরাব্যাদ
শ্রীঅদ্বৈত চন্দ্র শাহা শাকীন বসীপুর	শ্রীরামমোহন ঘোস শাং বসীপুর	
শ্রীডোমনা সরদার শাং বোওালীয়া	শ্রীকাঙ্কীয়া সরদার শাং তথা	শ্রীমীঠুন সরদার শাং তথা

জেলা বগুড়ার রেজীষ্টরি আপীসে মেং আরঃ পীঃ হারিশন সাহেব
রেজীষ্টর শমীপে স্বয়ং রামরত্ন ভূমীক হাজীর হৈয়া শেৎস্যা পুর্ব্বক
ইহার লিখিত শম্পত্তী বিক্রয় করিয়া পোনবাহার মুদ্রা গ্রহণ পুর্ব্বক
স্বহস্তে ইহাতে দস্তখত করা স্বীকার করিয়া দাখিল করিল এবং নিচের
লিখীত অদৈৎচন্দ্র শাক্ষী শপথ করিয়া ভূমীক মজকুরের খোদহাজীরি
এবং তাহার দস্তখতের সত্যতা পক্ষে শাক্ষ দিল ইতি শন ১৮৫০ ইং
তারিখ ৩০ মার্চ শন ১২৫৬ শাল তারিখ ১৮ চৈত্র শনীবার
বেলা দুই প্রহর ত্রিতীয় ঘন্টা শমএ

[ফারসি স্বাক্ষর] [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

৬৯ক

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

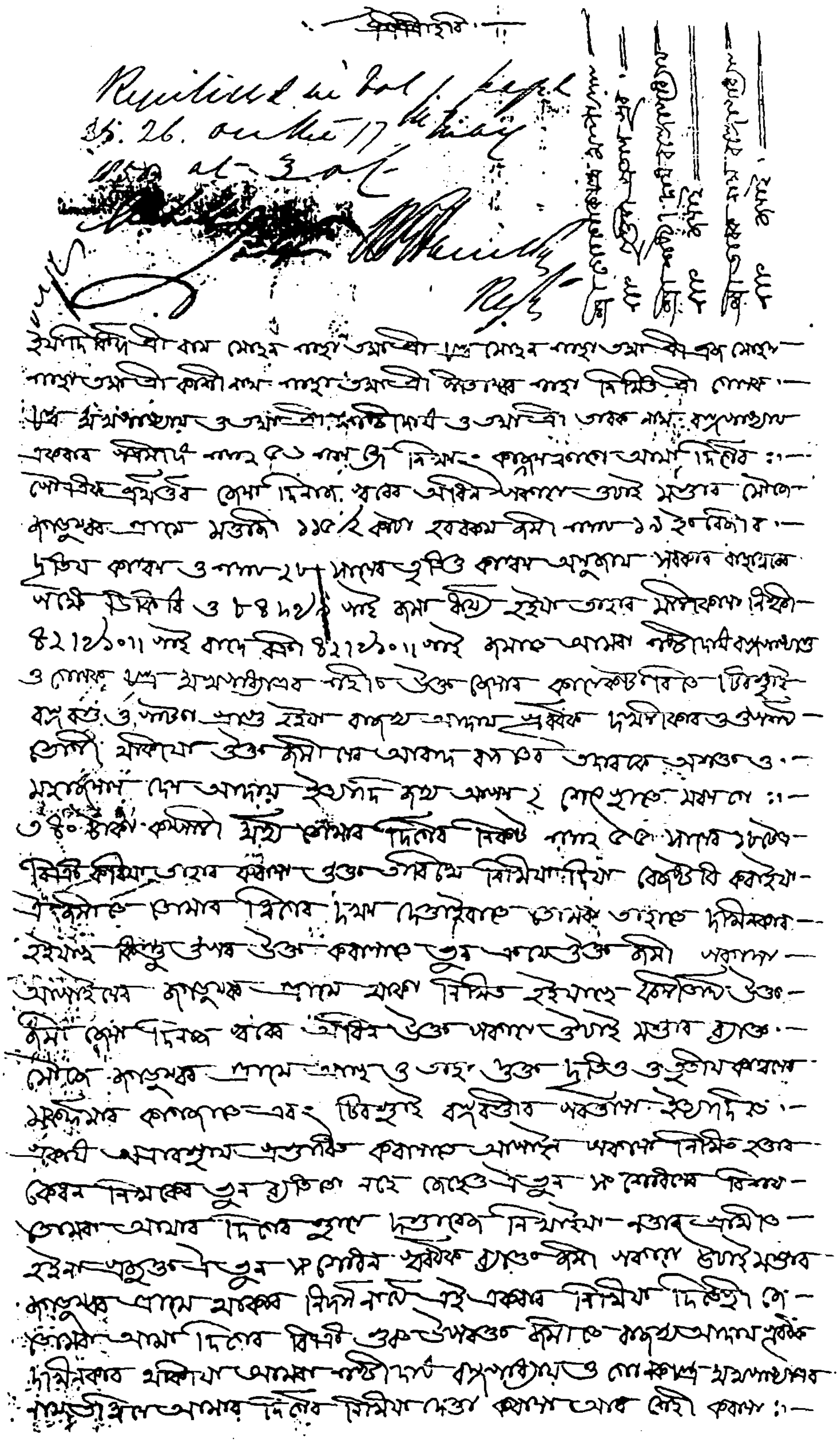

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীহরি

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীগোলক চন্দ্র মুখপাধ্যায়
সাং মুক্তপী প্রতাপপুর
শ্রীশষ্টী দাষ বন্দোপাধ্যায়
সাং ডলাই
শ্রীতারকনাথ বন্দোপাধ্যায়
সাং ডলাই

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরামমোহন শাহা তথা শ্রীচন্দ্রমোহন শাহা তথা শ্রীব্রজমোহন শাহা তথা শ্রীকাশীনাথ শাহা তথা শ্রীপীতাম্বর শাহা লিখিত শ্রীগোলক চন্দ্র মুখপাধ্যায় ও তথা শ্রীশষ্টীদাষ ও তথা শ্রীতারকনাথ বন্দপাধ্যায় একরার পত্রমীদং শন ১২৫৬ শালব্দে লিখনং কাজ্জনঞ্চাগে আমাদির্গের পৌত্রিক ব্রর্মত্তর জেলা দিনাজপুরের অধিন পরগনে ওচাই মস্তার মৌজে জগডুম্বর গ্রামে মওাজী ১১৫/২ কাঠা হররকম জমী শন ১৮১৯ ইংরেজীর দৃতিয় কানুন ও শন ১৮২৮ সালের তৃতিও কানুন অনুজায় সরকার বাহাদুরের পক্ষে ডিকিরি ও ৮৪৸৶৯ পাইজমা ধার্য্য হইয়া তাহার মালীকানা নিস্ফী ৪২৷৶১০৷৷ পাই বাদে বক্রী ৪২৷৵১০৷৷ পাই জমাতে আমরা শষ্টী দাষ বন্দপাধ্যাও ও গোলক চন্দ্র মুখপাধ্যাএর শহীত উক্ত জেলার কালেকট্টরিতে চিরস্থাই বন্দবস্ত ও পাট্টা পাপ্ত হইয়া রাজস্য আদায় পুবর্বক দখলীকার ও উপশর্থ ভোগী থাকীয়া উক্ত জমীনের আবাদ বসতের তদারকে অশক্ত ও মহাজনান দেন আদায় ইত্যাদি জন্য আপন ২ শেৎছাতে মবলগে ৩৪০ টাকা কম্পানী মুল্য তোমার দিগের নিকট শন ১২৫৫ সালের ১৮ চৈত্র বিক্রি করিয়া তাহার কবালা উক্ত তারিখে লিখিয়া দিয়া রেজষ্টরী করাইয়া ঐ জমীতে তোমারদিগের দখল দেওাইবাতে তোমরা তাহাতে দখিলকার হইয়াছ কিন্তু উপর উক্ত কবালাতে ভুলক্রমে উক্ত জমী পরগনা আপাইলের জগডুম্বর গ্রামে থাকা লিখিত হইয়াছে ফলীতার্থ উক্ত জমী জেলা দিনাজপুরের অধিন উক্ত পরগনে উচাই মস্তার ব্যাক্ত মৌজে জগডুম্বর গ্রামে আছে ও তাহা উক্ত দৃতিও ও তৃতীয় কানুনের মকদ্দমার কাগজাতে এবং চিরস্থাই বন্দবস্তীর পরওানা ইত্যাদিতে প্রকাষ অত্রাবস্থায় প্রস্তাবিত কবালাতে আপাইল পরগনা লিখিত হওার কেবল লিখকের ভুল ব্যতিতো নহে জেহেতু ঐ ভুল সংশোধনের বিশয় তোমরা আমারদিগের স্থানে দস্তাবেজ লিখাইয়া লওার প্রার্থীত হইলা প্রজুক্ত ঐ ভুল সংশোধন পুর্ব্বক ব্যাক্ত জমী পরগনে উচাই মস্তার জগডুম্বর গ্রামে থাকার নিদর্স্নার্থে এই একরার লিখিয়া দিতেছী জে তোমরা আমাদিগের বিক্রি শুরত উপরক্ত জমীতে রাজস্য আদায় পুর্ব্বক দখিলকার থাকীয়া আমরা শষ্টী দাষ বন্দপাধ্যায় ও গোলক চন্দ্র মুখপাধ্যাএর নাম তব্বিলে আমারদির্গের লিখিয়া দেওা কবালা আর শেহী কবালা

Dhaka University Institutional Repository

৬৯খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

লিখিতের পরগনার ভুল সংশোধনের এই একরার ইত্যাদি শুরত তোমরা কালকট্টরি শেরাস্তায় আপন ২ নাম জ্বারি করিয়া উক্ত জমীর দান বিক্রএর শত্তাধিকার তোমরারদির্গের ও তোমাদিগের ওারিসানের তাহাতে আমরা ও আমরাদ্বিগের উত্রাধিকারিগণ প্রস্তাবিত কবালাতে পরগনার বিপরি[ত] লিখিত হওার বিশয় কোন রাজখাস্ত ও ওজর আপর্থ কোন খানে করিবনা ও করিবেকনা জদি করি ও করে বাতীল নামঞ্জুর এতদার্থে একরার নামা লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৬ শাল তারিখ ২৯ ভাদ্র

ইশাদি

শ্রীনবকৃষ্ণ কস্যা
শাং ফরাডাঙ্গা ষুবের পুখের
শ্রীবৈষ্টম চরণ কুন্ড
মোকাম হাল ফারাষাঙ্গা

শ্রীরামচাদ পাল
শাং ফরাস ডাঙ্গা
রোড
শ্রীআলম শাহা
শাং জোড়া
পরগনে শেলবব

শ্রীঅক্ষয়চন্দ্র পাত্র

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর সমীপে তপসীলের লিখিত আলম শাহা শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখতকারকদ্বিগের পক্ষে কৃষ্ণকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় ও গোলকচন্দ্র মুখপাধ্যায় আপনে ২ হাতে দস্তখত করা প্রমান হৈবায় দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ইং ১৫ মেই শন ১২৫৭ বাং ৩ জৈষ্ঠী বুধবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘটীকা শমএ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীরামঃ

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

নং শ্রীবিশ্বনাথ সরকার

সকলা মঙ্গলালয় শ্রীরাধামাধব সান্যাল ওলদে ৺কান্ত নাথ শান্যাল এবনে ৺রতীনাথ সান্যাল লিখিত শ্রীবিশ্বনাথ সরকার ওলদে ৺গৌরি প্রসাদ সরকার এবনে ৺যুগল কিসোর সরকার পত্তনী [হন্দক] বিক্রয় কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৭ বারসও শাতাব্দ শন সালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে সমস পাড়া নিবাসী শ্রীযুত দুর্গাকান্ত রায় মহাশয়ের খাঁরদা তালুক পরগনে মেহমানশাহীর তরফ ভবানীপুর মৌজিয়াত নিজ ভবানীপুর ১ দেহা ও কানুপুর ১ দেহা ও মাদারবাড়ীয়া ১ দেহা ও ঢাকস্তা ১ দেহা ও তেলপাড়া ১ দেহা একুনে ৫ দেহার রকম৷৶৬৷৷৴ক্রান্তী জাহার সদর জমা ৩২৬৻৫ পাই ১০৭ নং ও পরগনে প্রতাপবাযুর বালীয়াদিঘি ১ দেহা ও তাহার ভুক্ত কলাকোপা ১ দেহা ও মালীয়ান ডাঙ্গা ময় জলকর ১ দেহা একুনে ৩ দেহার মধ্যে প্রসংসীত রায় মহাসয়ের মৌরসগন ছাম বাটওারা দ্বারায় তিন সারিকে রকম৷৶৬৷৷৴ক্রান্তী সুরত অর্থাত বালীয়াদিঘি অনুপ নারায়ন রায় ও কলাকোপা লক্ষী নারায়ন রায় ও মালীয়ান ডাঙ্গা ময় জলকর রায় মহাশয়ের পীতামহ রামকান্ত রায় চিহীৎ করিয়া লইয়া তাহার অভাবে তস্য পুত্র কমলাকান্ত রায় ও তৎ অভাবে তস্যপুত্র দুর্গাকান্ত রায় দখিলকার হইয়া ঐ বালীয়াদিঘির সদর জমা কম্পানী মবলগে ১৬৷৶৮ পাইতে ৮২৫ নম্বরে একুনে হরদু তাহুতের কম্পানী মবলগে ৩৪২৷৷৶১৫ এক পাই সদর জমাতে জেলা রাজশাহীর কালেক্টরি সেরস্তাতে আপন নাম জারি [করিয়া] মপস্যল দখিলকার থাকীয়া ওাশীল তহসীল করিয়া সরকাবের রাজস্য আদায় পুর্বক উপস্বত্য ভোগী ছিলেন কথীত রায় মহাসয় মহাজন্নান দায় শোধের অন্য উপায় না থাকা হেতু মহাল হায় মজকুরিন পত্তনী বন্দবস্তের সহরত দেওাতে আমার দরখাস্ত মতে উপরুক্ত তরফ ভবানীপুরের ৫ দেহার রকম৷৶৬৷৷৴ক্রান্তী ও বালীয়াদিঘির অন্তঃ পাতী ছাম বাটওারার মহাল মৌজে মালীয়ান ডাঙ্গা ময় জলকর এক দেহা দরোবস্ত সালীয়ানা কম্পানী মবলগে ১০০০ এক হাজার টাকা কাইম মকররি জমা নিদ্ধারন করিয়া অস্যোচিত মুল্য কম্পানী মবলগে ৬০০০ ছয় হাজার টাকা আমার স্থানে নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া আমাকে পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দেওাতে আমী মহাল হায় মজকুরিনে দখিলকার হইয়া মপস্বল ওাশীল তহসীল করনক সরকারের রাজস্য আদায় পুর্ব্বক উপস্বত্য ভোগ করিতেছি জে সময় আমী বন্দবস্ত কারন জাই তৎকালীন আপনে উক্ত মহালাতের কথক অংস লওার প্রার্থনা করিয়াছীলেন সেমতে আমী সেৎসা পুর্ব্বক বিনা জোর জবরে রাজী ও বকরতে বহাল তবিয়তে স্বকীয় ভাবে উক্ত তরফ ভবানীপুরের ৫ দেহা অর্থাৎ নিজ ভবানীপুর ও কানুপুর ও মাদারবাড়ীয়া ও ঢাকস্তা ও তেলপাড়া রকম ৷৶৬৷৷৴ক্রান্তীর সুকী রকমে ৶৬৷৷৴ক্রান্তী অর্থাৎ উক্ত ৷৶৬৷৷৴ক্রান্তী শোল আনা করারে তাহার সুকী হিস্যা ।০চারি আনা ও উক্ত বালীয়া দিঘির রকম ৷৶৬৷৷৴ক্রান্তীর সুকী রকমে ৶৬৷৷৴ক্রান্তী অর্থাৎ মৌজে মালীয়ান ডাঙ্গা মায় জলকর ১ দেহা শোল আনা করারে সুকী হিস্যা অর্থাৎ ।০ চারি আনা সজলস্থলে সজনপদে সবিক্ষ কাননে সেওায় সরকার বাহাদুরের বহালী মুল্য লাখিরাজ বক্রী মায় জলকর ও বনকর ও ফলকর ও নলকর ও বিল ও ঝিল ও খাল ও খন্দক তালাব রকম মজকুরার দারোবস্ত পত্তনী হন্দক অস্যোচিত মুল্য কম্পানী মবলগে ১৫০০ দেড়হাজার টাকা

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

৭০খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

নগদ দস্তবদস্ত আপনকার স্থানে বুঝিয়া লইয়া আপন হস্তগত করিয়া আপনকার স্থানে বিক্রয় করিয়া এহী কবালা লিখিয়া দিলাম আপনে অদ্যকার তারিখ হইতে মহাল হায় মজকুরিনের উপরুক্ত হিস্যা ।০ আনাতে দখিলকার হৈয়া জমীদারি সেরস্তাতে রিতিমত উক্ত সদর জমার হারিমতে রকম মজকুরের সদর জমা ২৫০ আড়াইশ টাকা জমাতে আমার নামের এজমালীতে আপন নাম উক্ত রায় মহাশয়ের জমীদারি সেরস্তাতে জারি করিয়া আমার দাখিলি কবুলীয়তের সত্য মোতাবেক সদর মালগুজারি হরদো তাহুতের কম্পানী মবলগে ৩৪২৷৷৶১ পাইর হিস্যা রকম ।০ আনাতে মবলগে ৮৫৷৷৶৬৷ পাই মাস ২ কিস্তীবন্দী সুরূত জেলা রাজশাহীর কালেক্টরিতে আপনকার মারফতে রায় মহাশয়ের নাম দস্তখতে চালান দাখিল করিয়া তাহার নামে দাখিলা লইবেন সদর খাজনা বাদে মালীকানা কোম্পানী মবলগে ১৬৪৵৫৸ একশও চৌশট্টী টাকা পাচ আনা পোনে ছয় পাই মোওাফিক কিস্তীবন্দী জমীদার রায় মহাসয়ের নিকট দাখিল করিয়া কালেক্টরির প্রাপ্ত দাখিলা তাহাকে দিয়া তাহার স্থানে হিস্যা মজকুরের দাখিলা লইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে দান বিক্রয় সত্যাধিকারী হইয়া উপস্বত্ত ভোগ করিবেন কালেক্টরি হইতে দবি কোন অঙ্ক বার হয় হিস্যামত আলাহেদা দিবেন এবং কালেক্টরি ও আদালত ও ফৌজদারি হইতে কাগজপত্র কি জখন জে হুকুম শাদেব হয় তাহার আঞ্জাম ও সরবরাহ করিবেন তফাওৎ করেন জওাবদেহী আপনের জিম্মা কালে কস্বন আমী কিম্বা আমার ওারিশান কোন দাওা দরপেস করি ও করে তাহা নামঞ্জুর ছালীহন হাল মসুহক কেহ পএদা হয় জিম্মা আমার আপনকার শহীত কোন এলাকা নাহী এতদর্থে কবালা পত্র দিলাম ইতি তারিখ ৩১ একত্রীসা ভাদ্র

ইশাদ

শ্রীরূপাই মণ্ডল	শ্রীমতি প্রামাণীক	শ্রীগনী মন্ডল	শ্রীগোলাম হুসেন
শাকীন ঢাকস্তা	শাং ঢাকস্তা	শাং তথা	তালুকদার সাং ভালুঞ্জা
শ্রীছোপান খাঁ	শ্রীকরিমুল্যা তালুকদার	শ্রীআবু মণ্ডল	
শাং চলুঞ্জা	শাং তথা	শাং শোনাকান্দী	

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে নিচের লিখীত রূপাই মণ্ডল শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখতকারক পক্ষে কালীনাথ চৌধুরি মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে বিস্বনাথ সরকার স্বহস্তে দস্তখত মোহর করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২৭ শেতাম্বর মোং শন ১২৫৭ বাং ১২ আস্বীন শুক্রবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘটীকা শমএ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]
ইষ্টাম্প

১২.

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Registered in Volume 1. page 22 on the 17th of June 1850. at 2 o'c P.M.

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীদুর্গা

নম্বর বহী ১৮

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীজয় সংঙ্কর ওরফে ভিক্ষাকর শর্ম্ম
তালুকদার
শাকীন খাড়ুয়া পরগনেকাটার মহল্য

ইয়াদিকিদ্দ শ্রীসিব কৃষ্ণ মজমদার ওলদে সদাসীব মজমদার এবনে
কৃষ্ণ মঙ্গল মজমদার লিখিতং শ্রীজয় সংঙ্কর ওরফে ভিক্ষাকর শর্ম্ম তালুকদার
ওলদে রক্ষ্যাকর তালুকদার এবনে দেবি প্রসাদ তালুকদার ব্রহ্মত্তর ভূমী
বিক্রয় কবলা পত্রমীদং শন ১২৫৬ শালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চআগে জেলা
বগুড়ার মোতালক পরগনে প্রতাপবাযুর ডিহি ডোডরের অধিন মৌজে
রায় মাঝিড়ার গ্রামে ভিটা ও ধানী ১৬/শোল বিঘা ও জেলা
রঙ্গপুরের অধিন পরগনে পোলাদসীর মোতালক মৌজে কোওালী পাড়া
গ্রামে ১৷৷ দেড়বিঘা ভিটা উক্ত দেবিপ্রসাদ তালুকদারের মাতামহ
বলরাম চক্রবর্ত্তীর নামে জমীদারি শেরস্তায় লিখে জমী মজকুরাতে
দখিলকার দেবিপ্রসাদ তালুকদার তদাভাবে আমার পীতা রক্ষ্যাকর
তালুকদার তস্যাভাবে আমী দখিলকার আছী এহীক্ষন আমার হইতে
জমী মজকুরার আবাদ পত্তনের সরবরাহ হয়না এবং আপন পীতৃরিন
শোধের সঙ্গতি নাহী বিধায় উক্ত ১৭৷৷ সাড়ে শোতর বিঘা জমী
বহ্মত্তর হাশীল পতীত দরবস্ত চতুসীমা বছিন্য শ্বকীয় ভাববুদ্ধে
বাহাল তবিয়তে অস্বউচিত পোনবাহা মবলগে কম্পানী ৫২ বায়ান্ন
টাকা নগদ দস্তবদস্ত আপনকার স্থানে বুঝিয়া পাইয়া আপনকার
নিকট জমী মজকুরা বিক্রী করিয়া এহী কবলা লিখিয়া দিলাম আপনে
আমার এহী কবলা অনুজায় উক্ত ১৭৷৷ বিঘা জমী চতুসীমা বহীন্য
দখিলকার হৈবেন এবং জমীদারি শেরস্তাতে আপন নামে জমী
মজকুরা লেখাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিবেন
জমী মজকুরা দান বিক্রীর শত্য আপনকার আমার শহীত কোন এলাকা
নাহী কালে কস্বীন আমীন কিম্বা আমার ওওারিশান কেহ জমী
মজকুরার দাবি দরপেস করি ও করে অগ্রাহ্য এবং জমী মজকুরার
দ্বিতীয় কোন দাবিদার উপস্থীত হয় জেম্যা আমার আপনকার শহীত

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

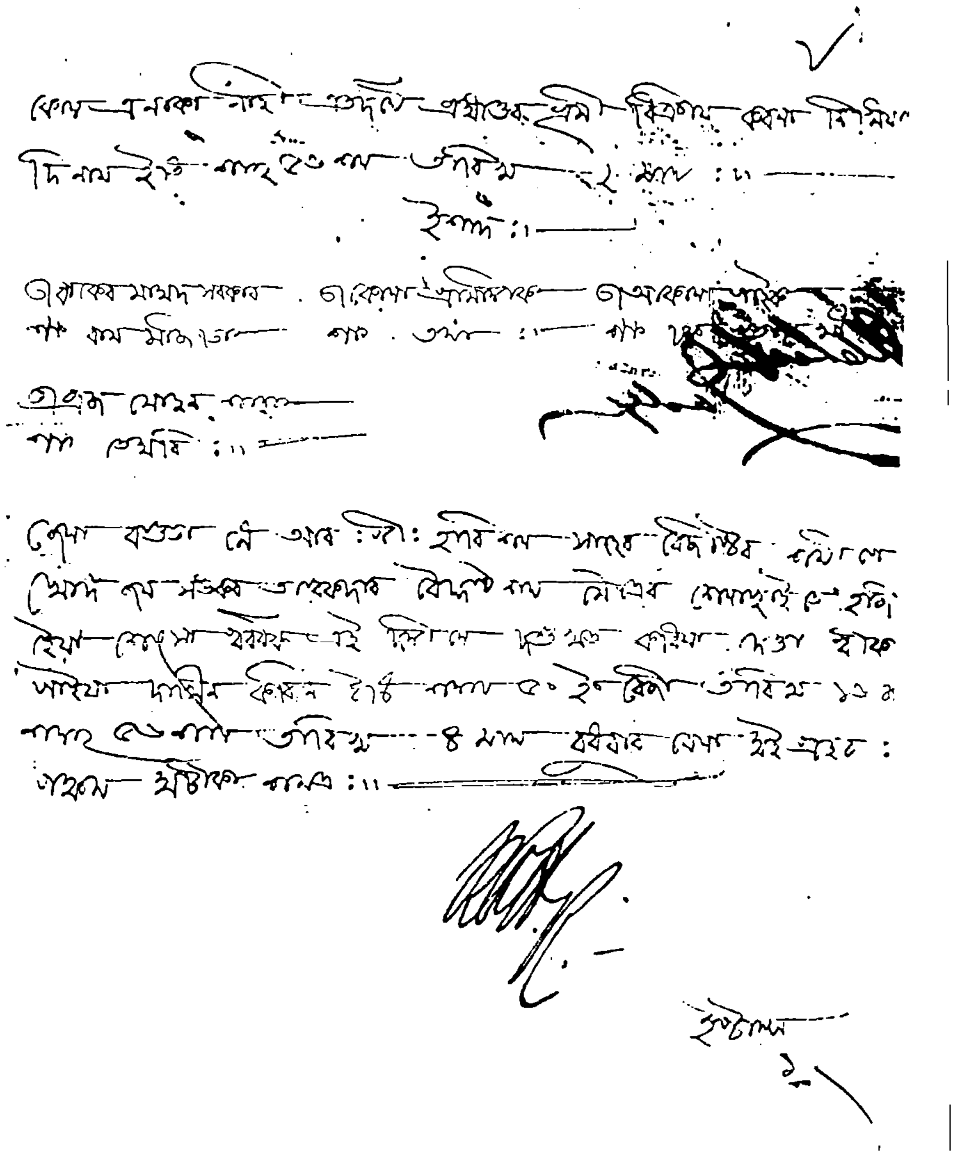

Dhaka University Institutional Repository

৭১ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

কোন এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মত্তর ভূমী বিক্রীয় কবলা লিখিয়া

দিলাম ইতি শন ১২৫৬ শন তারিখ ২ মাঘ

ইশাদ

শ্রীবাকের মামুদ সরকার শাং রায় মাজীড়া	শ্রীকোলা প্রামানীক শাং তথা	শ্রীআকালা পাইক শাং চকভোলাখাঁ
শ্রীব্রজ মোহন শাহা শাং তেঘরি		

জেলা বগুড়া মেং আরঃ পীঃ হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে

খোদ জয় সঙ্কর তালুকদার বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রের শেলাছাইতে হাজীর

হৈয়া শেৎসা পুর্ব্বক এই দলীলে দস্তখত করিয়া দেওা স্বীকার

পাইয়া দাখিল করিল ইতি শন ১৮৫০ ইংরেজী তারিখ ১৬ জানওারি

শন ১২৫৬ শাল তারিখ ৪ মাঘ বুধবার বেলা দুই প্রহর

পঞ্চম ঘটীকা শমএ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

১৲

Dhaka University Institutional Repository

শ্রী শ্রী হরি —

Registered ... 15th ... 18..

লিখিতং শ্রীকালীকুমার ...

লিখনং মঙ্গলানয় শ্রী রূপনাথ সাহা ওলদে রঘুনাথ সাহা এবনে উকারাম সাহা —
ও শ্রী কৃষ্ণ গোবিন্দ সাহা ওলদে কৃষ্ণহরি সাহা এবনে গোবিন্দচান্দ সাহা নিমতি —
শ্রী বামদেব চৌধুরি তালুকদার তথা শ্রী কৃষ্ণ মোহন চৌধুরি তালুকদার ওলদে —
শ্রী মধুরাম তালুকদার এবনে শ্যাম রাম তালুকদার সাকিন বিপ্ৰেহ পত্তনী তালুকের —
রদ্দজের উত্তন পত্ৰ মিদং সন ১২৫৭ সাল সানাব্দে নিমনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা —
... তালুক পরগনে কাটর মহলের অন্তঃপাতী কিসামত বুবিন উত্তর —
পাড়ার সদর জমা মবলগ কম্পানী ৮০১৮।।৫৪ পাই ১৭ নম্বরে বরসাতী ও কালী —
চন্দ্র মৈত্রীয় ওয়ারেশের সহিত এজমালীতে জেলা বাজ সাহীর কালেক্টারি সেরেস্তা —
আমরা ত্রিপুর দুই ভ্রাতার নামের খারিজাখারিজ রামজয়ের রাম ও কৃষ্ণ মোহনের —
কৃষ্ণ অর্থাত রামকৃষ্ণ চৌধুরি নামে সাবিকা তালুক নে মাজায় উক্ত তালুকের —
নিজ হিস্যা বরকম ৷৷ দুই আনা হইতে হারের সদর জমা মবলগ কম্পানী ......
১৩।।৭ দুইশত উনাশি আট আনা .. পাই মোতাবেক পত্তনী তালুক দেওয়ার —
... দেওয়াতে তোমরা পত্তনী তালুক লওয়ার দরখাস্ত করায় উক্ত পরগনে —
কাটর মহলের সাং এলাকে কিসামত বুবিন উত্তর পাড়া ও কিসামত বুবিন দক্ষিণ পাড়া —
ও কিসামত চকশীবরাম ও কিসামত গৌরার পাড়া ও কিসামত শ্রী রামের পাড়া ও —
কিসামত অ ত্রিরামের পাড়া ও কিসামত আরবীয়া ও কিসামত পং বৌহলী এজনে —
... কিসামত বরকম উক্ত ৷৷ বরো আমরা তাহাতে দাখীল কর আছি তন্মধ্যে —
উক্ত কিসাম বুবিন দক্ষিণ পাড়ার বৈখনাম পালের ও লোচন পালের ও মৃত —
... কাঠি বাড়ি সেভায় বাদ দরবস্তু তোমার দিগকে সালিয়ানা মবলগ —
কম্পানী ২৮৩।।৭ পাই জমা বাৰ্ষিক পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিয়া —
... নিয়মিয়া দিনাম উক্ত অশোকাতে পোনরাহ কম্পানী মবলগ ...... —
... পোনে সাত শত টাকা নাদ দস্তবাদস্ত তোমার দিগের স্থানে বুঝিয়া লইয়া —
... কাবেজ অজুরদে আসীয়া এই করজন উপদ নীরমীয়া দিনাম এবিশয় —
আমরা ও আমার দিগের ওয়ারিসানেরা কেহ দাবি করিও করে অগ্রাহ্য নামঞ্জুর —
এতদর্থে করলা উক্তর নিয়মিয়া দিলাম ইতি তারিখ — তং এবরন —
শ্রী বেচু মোল্লা — ইসাদ শ্রী রাম কৃষ্ণ বৃত্ত — শ্রী নবীন সরকার —
সাকিন সেরপুর — শ্রী কমলা কান্ত নাথ — সাং আতুরিয়া — সাং সেরপুর —
সাকিন তস্য

রেজেষ্টারী করণার্থে রেজেষ্টরি আবেজী হরিরাম সাহের সামীপে এই করজের —
... রত বড় সাহেবের ... দ্বারা সাক্ষাত্ত ও দেখোয়ার সেক্তার ... —
... বরাবর কৃষ্ণ মোহন ও রাম কৃষ্ণ ইহাতে দস্তখত করা প্রমাণ —
... দাখিল হইল ইতি সন ১৭ তারিখ সন ১২৫৭ ... সাকিনে বেলা —
... প্রহর ২ ঘণ্টা ... —
শ্রী ... — ... —
শ্রী ... — সাং ... — — (৩)

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীগীরিজা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরাম কৃষ্ণ চৌধুরি ওরফে শ্রীরামজয়
তালুকদার চৌধুরী তথা শ্রীকৃষ্ণ মোহন
চৌধুরী তালুকদার সাকিন মুবিল
পরগনে কাটার মহল্য

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরূপনাথ সাহা ওলদে রঘুনাথ সাহা এবনে টীকারাম সাহা ও শ্রীকৃষ্ণ গোবিন্দ সাহা ওলদে কৃষ্ণহরি সাহা এবনে গোরাচান্দ সাহা লিখিতং শ্রীরামজয় চৌধুরী তালুকদার তথা শ্রীকৃষ্ণ মোহন চৌধুরি তালুকদার ওলদে রামরাম তালুকদার এবনে স্যাম রাম তালুকদার সচ্চরিত্রেষু পত্তনী তালুকের করজন উসুল পত্রমিদং সন ১২৫৭ সন সলান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার দ্বিগের তালুক পরগনে কাটার মহল্যের অন্তঃপাতী কিসামত ধুবিল ওগরহ জাহার সদর জমা মবলগে কম্পানী ১৮১৮৷৷/১৪ পাই ৭৯ নম্বরে রমাপতী চৌধুরী *ও কাসী চন্দ্র মৈত্রীয় ওগরহের সহীত এজমালীতে জেলা রাজসাহীর কালেক্টরি সেরেস্তাতে আমারদ্বিগের দুই ভ্রাতার নামের পূর্ব্বাক্ষর রাম জয়ের রাম ও কৃষ্ণ মোহনের কৃষ্ণ অর্থাত রাম কৃষ্ণ চৌধুরী নামে খারিজা তালুক লেখাজায় উক্ত তালুকের নিজ হিস্যা রকম৵৷৷ দুই আনা দুই কড়া জাহার সদর জমা মবলগে কম্পানী ২২৯৷৷৯দুইসত উনত্রিস আট আনা নও পাই মোছল্যম পত্তনী তালুক দেওার সহরত দেওাতে তোমরা পওনী তালুক লওার দরখাস্ত করায় উক্ত পরগনে কাটার মহল্যের সংক্রান্ত কিসামত ধুবিল উত্তর পাড়া ও কিসামত ধুবিল দক্ষীনপাড়া ও কিসামত চকসীবরাম ও কিসামত পৈনার পাড়া ও কিসামত শ্রীরামের পাড়া ও কিসামত অভিরামের পাড়া ও কিসামত তারটীয়া ও কিসামত পং রৌহালী একুনে ৮ কিসামত রকম উক্ত৵৷৷ কড়া আমরা জাহাতে দখিলকার আছী তাহার মধ্যে উক্ত কিসামত ধুবিল দক্ষীন পাড়ার বৈদ্যনাথ পালের ও লোচন পালের ও হট্টু নাপীতের বসত বাড়ি সেওায় বাকী দরবস্ত তোমার দ্বিগেক সালীয়ানা মবলগে কম্পানী ২৮৯৷৷৯পাই জমা ধায্য পূর্ব্বক পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিয়া কবালা লিখিয়া দিলাম তাহা অস্মোচিত পোনবাহা কম্পানী মবলগে ৬৭৫ পোনে সাত সও টাকা নগদ দস্তবদস্ত তোমারদিগের স্থানে বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনীয়া এহী করজন উসল লিখিয়া দিলাম এবিসয় আমরা ও আমারদিগের ওারিশানেরা কেহ দাবি করি ও করে তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজন উসুল লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৩০ শ্রবন

শ্রীবোড়ু মোল্বা	শ্রীকামান্দী নস্য	ইশাদ শ্রীরামরত্ন ভূইত	শ্রীনবলা সরদার
শাকীন সেরপুর	সাকীন তথা	সাঃ আড়িয়া	সাং সেরপুর

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর আরঃ পীঃ হারিসন সাহেব সমীক্ষে এই করজের লিখিত বড়ু সাক্ষীর হলফ দ্বারা সাক্ষতায় ও দেহেন্দার মোক্তার সরূপ চন্দ্র ভূমিকের বক্তৃতায় কৃষ্ণ মোহন ও রাম কৃষ্ণ ইহাতে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দখিল হইল ইতি ১৮৫০/ ১৭ আগষ্ট ১২৫৭/ ২ ভদ্র সনীবার বেলা দুই প্রহর ২ ঘন্টা শন ১৮৫০ পঞ্চাস ইং তাং ১০ দশই

শ্রীহরচন্দ্র রায় আগষ্ট মোং শন ১২৫৭ শাল তাং ২৭ শাতাইশা
এং মুনশী শ্রাবন দাষ ১ একটাকা যুদাসল দাষ (দাম) [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]
শাং ধুপীল

[*'চৌধুরী' শব্দটি লিপিকর পরে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীরাম —

[illegible]

সকল মঙ্গালয়া শ্রীমতী জয়মণী দেবি মাতঃবিশেষু — লিখিতং শ্রী চন্দ্রমণী দেবি জওজে
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ইবনে শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য্য মোতফা মওজে কাশীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য
হেবানামা পত্রমিদং সন ১২৫৭ বঙ্গাব্দ সাতাশে মাঘ আগে নিম্ন কার্য্যঞ্চ আগে
আমার মালিকী বিত্তি পরগনে [illegible] বাজুর কিস্মত সামন্তি কোনর বকম ॥ আট আনা
সাবেক জমা কোম্পানী মালগুজারী ১২৬০ পাই শিবশঙ্কর [illegible] নামে জেলা
বগুড়ার কালেক্টরিতে তায়দাদ নিম্নোক্ত অধি পরগনে সোন বর্ষের তরফ কসমপুর
তালুকদারের তালুকদারি মোতালকে কিস্মত সাকপানা বকম ॥ আট আনা সাবেক
মালগুজারী কোম্পানী ১৪৮৮ কাশী শঙ্কর ভট্টাচার্য্য মোতফা নামে উক্ত জামী
সেরেস্তাতে মৌরসী জোত নিম্নোক্ত অধে উক্ত পরগনার তরফ [illegible] তালুকদার
তালুকদারি মোতালকে কিস্মত গাঙ্গা মহল বকম ॥ আট আনা সাবেক জমা মালগুজারী
কোম্পানী ৪২।৯/৮ কাশীপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামে তালুকদার মৌরুসের সেরেস্তাতে
মোকররী চকজমা নিম্নোক্ত উক্ত মহাল হয় আমি আপন স্ত্রীধন হৈতে
৩০০৩ নগদ টাকা [illegible] টাকা পোন বগুড়াতে সাকিন [illegible] শ্রী আনন্দ চন্দ্র
ভট্টাচার্য্যের নিকট খরিদ করিয়া সালিয়ানা তারিখ অবধি দখলীকার হৈয়া নানান আদায়
পূর্ব্বক উপস্বত্ত ভোগী হৈয়া আসিতেছি ইহা মোতফা আমার [illegible]
ও জোত ও নারিকেল ও আম বাগি ইত্যাদি [illegible]
অতএব আমি দখলীকার আছি [illegible] আপনি [illegible]
বাবদ অনুমতি দিয়া [illegible] নিমিত্ত [illegible] দিয়াছেন কিন্তু এ পর্য্যন্ত
[illegible] তীর্থ পর্য্যটন [illegible]
আমন আমি তীর্থ পর্য্যটন মানস করিয়াছি আমার [illegible]
তোমা ভিন্ন আমার উত্তরাধিকার এক্ষণে আর কেহ নাহি — আমার [illegible]
[illegible] তীর্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসিতে পারি না পারি [illegible]
[illegible] পতীর বিনা পরিবার ও আমার তীর্থ পর্য্যটনের খরচ ও আমার নিজের
[illegible] আমার পতীর [illegible] নিজে [illegible]
আমার সাক্ষাতে শ্রী [illegible] তিন মহাল তোমাকে হেবা করিয়া দেওয়া করিলাম
[illegible] করিয়া [illegible] বিনা [illegible]
[illegible] সামন্তি কোনর বকম ॥ আট আনা ও মৌরসী জোত সাকপানা —
বকম ॥ আট আনা ও মোকররী চকজমা গাঙ্গা মহল বকম ॥ আট আনা —
[illegible]
[illegible]
[illegible] হেবা করিয়া এই হেবানামা লিখিয়া দিলাম
তুমি মহালাত [illegible] দখলীকার হৈয়া কালেক্টরি ও তালুকদারি সেরেস্তাতে
সাবেক নাম খারিজে কিস্মত আপন নাম জারি করিয়া [illegible] আদায়
পূর্ব্বক [illegible] পৌত্রাদি ক্রমে ভোগ করিতে রহ দান বিক্রয় [illegible]
তোমার ও তোমার উত্তরাধিকারি গনের আমার সহিত কোন এলাকা নাহি
কালে কৈস্মীন কোন দাওয়াদার নহিবেক আর আমি তীর্থ পর্য্যটন করিয়া
[illegible] আমি আর [illegible] দাবি করিব —

Dhaka University Institutional Repository

পত ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীরাম

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

সহি
শ্রীচন্দ্রমনী দেবি
সাকিন বরকল কুঠি

সকল মঙ্গলালয়া শ্রীমতী জয়মনী দেবি সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীচন্দ্রমনী দেবি ওলদে
কমলাকান্ত ভট্টাচার্য্য ইবনে সিবসঙ্কর ভট্টাচার্য্য মোতফা জওজে কালী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য
হেবানামা পত্রমিদং সন ১২৫৭ বারসও সাতান্ন সালআব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চআগে
আমার খরিদা বিত্তী পরগনে প্রতাপবাজুর কিসভমত সাখারিকোলার রকম।।০ আট আনা
সদর তাহুত জমা কোম্পানী সালীয়না ১২(৮।।পাই সিব সঙ্কর দাস নামে জেলা
বগুড়ার কালেকটরিতে তালুক লিখাজায় আর পরগনে সেলবর্সের তরফ কাথহালী
জমিদারের জমিদারি মোতালক কীসামত সাকপালা রকম।।০ আটআনা সদর জমা
সালীয়ানা কোমপানী ১৪৮।৩। কালী সঙ্কর ভট্টাচার্য্য মোতফা নামে উক্ত জমি[দারি]
সেরস্থাতে মৌরসী জোত লিখাজায় আর উক্ত পরগনার তরফ কুন্দগাএর জমিদা[রের]
জমিদারি মোতালকে কিসামত গাড়ামারা রকম।।০আট আনা সদর জমা সালীয়ানা
কোম্পানী ৪২।৵৮ কালী প্রসাদ ভট্টাচার্য্য নামে জমিদার মৌছুফার সেরস্থাতে
মোকররী চকজমা লিখাজায় উক্ত মহালহায় আমী আপন শ্রীধন হৈতে
৯৯৫ নও সও পোচানব্বই টাকা পোনবাহাতে সাকিন সুতরাপুরের শ্রীআনন্দ চন্দ্র
ভট্টাচার্য্যের নিকট খরিদ করিয়া খরিদের তারিখ অবধি দখিলকার হৈয়া রাজস্য আদায়
পুর্ব্বক উপসভোগী হৈয়া আসীতেছী ইহা সেওায় আমার পতীর তের্য্য ব্রম্যত্ত[র]
ও জোত ও লজেরাজ (লাখেরাজ) ও খানাবাড়ি ইত্যাদী স্থাবর অস্থাবর তাবত বস্তুপতী মৌছুফে[র]
অভাবে আমি দখিলকার আছী পতী মৌছুফ আসন্য সমএ আমাকে দত্তক পু[ত্র]
রাখার অনুমতী দিয়া রিতীমত অনুমতী পত্র লিখিয়া দিয়াছেন কিন্তু এ পর্যন্ত
দত্তক পুত্র নাপাওাতে ও খরচপত্রের অসঙ্গতি প্রযুক্ত দত্তক পুত্র রাখিতে পারি নাহী
অখন আমি তির্থ পর্য্যটন মানস করিয়াছী আমার সম্ভাবিত পুত্রাকন্যা তুমি
তোমাভিন্য আমার উত্রাধিকারি এহীক্ষণ আর কেহ নাহী আমার সেসাবস্থা
সরির অনিত্য তির্থ পর্য্যটন করিয়া ফিরিয়া আসীতে পারি না পারি স্থৈর্য্য নাহী
অতএব পতীর রিন পরিসোধ ও আমার তির্থ পর্য্যটনের খরচ ও আমার নিজের
খরচপত্রের জন্যে আমার পতীর সক্রান্ত স্থাবর অস্থাবর তাবত বস্তু নিজে রাখি[য়া]
আমার সকৃত শ্রীধনে খরিদা তিন মহাল তোমাকে হেবা করিয়া দেওা বিবেচনা
সুস্থীর করিয়া সৈইৎসা পুর্ব্বক স্বকীয় ভাব ও বুদ্দি বিনা জোর জবরে উপরক্ত
তালুক সাখারিকোলার রকম।।০আট আনা ও মৌরসী জোত সাকপালা
রকম।।০ আট আনা ও মোকররি চকজমা গাড়ামারা রকম।।০ আট আনা
সজলস্থলে সজনপদে সেওায় কদমী গএর বননী বাকী চতুরাস্বমাবছিন্ন
হাসীল ও পতীত লাএক ও নালাএক দরবস্তু আরাজীয়াত তামাম ও কামাল
শ্বীয় সত্যে ত্যেগ পুর্ব্বক তোমাকে হেবা করিয়া এহী হেবানামা লিখিয়া দিলাম
তুমি মহালাত মযুকুরে দখিলকার হৈয়া কালেক্টরি ও জমিদারি সেরস্থাতে
সাবেক নাম তবদিলে রিতীমত আপন নাম জারি করিয়া রাজস্য আদায়
পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদিক্রেমে ভোগ করিতে রহ দান বিক্রীর সত্যোধিকারী
তোমার ও তোমার উত্রাধিকারীগনের আমার সহীত কোন এলাকা নাহী
কালে কস্মীন কোন দাওা করে নামঞ্জুর আর জদ্যপী তির্থ পর্য্যটন করিয়া
আমি নিজাগারে আসী আর দওক পুত্র রাখিতে পারি তবে সে

Dhaka University Institutional Repository

৭৩খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] আমার পত্নীর সম্পত্তির বন্দোবস্ত নিজে বাসিন্দার তরফই —
অনেককাল হৈতে নাচে আমি ও তাহার জমা সাবেক পাকন হইবে —
আমাকে আরবার জমি হেবা আর এই মহাল সংক্রান্ত আমার দাবি —
রাখিলাম জেলা রঙ্গপুর দেওয়ানী আদালতে দাখিল আছে তাহা আমি —
দ্বিতীয়ত আদালত হৈতে উঠাইয়া লইয়া তোমাকে দিব অর্থাৎ [illegible]
ইতি হৈতে আমার অত্যাবশ্যক তবে ওয়ারিশ আপোষে [illegible] মোকদ্দমার —
দাখিলা আদি যে দলিল আমার পাশ থাকিবে তাহা তোমাকে দিলাম —
এতদর্থে হেবানামা পত্র দিলাম ইতি সন ১২৫৭ সাল তা ১৭ ভাদ্র —

ইসাদ —

নারিশিদ্দ — শ্রী নিজামুদ্দী মণ্ডল — শ্রী নন্দ প্রামাণিক
শ্রী গৌরচন্দ্র চক্রবর্তী — সাং সাকপাড়া — সাং সাকপাড়া
সাং [illegible] —

শ্রী রামসুন্দর দাস — শ্রী করিম বক্স — শ্রী [illegible] প্রামাণিক —
সাং সামন্তবি কোনা — সাং সাকপাড়া — সাং সাকপাড়া —

জেলা রঙ্গপুর রেজেষ্টর শ্রীযুক্ত আর জী হারিসন সাহেবের সাক্ষাতে —
এই হেবা নামার নিয়ত করিমা সাক্ষর [illegible] সাক্ষাতে —
ও [illegible] মোতাবেক যথারীতি সরকার মোতাবেক জাহের হইতে —
[illegible] কালির কোটা দেওয়া ও আপোষে নাবালিকা প্রমাণ —
হইয়া দাখিল হইল ইতি সন ২০ সেপ্টেম্বর সন ১২৫৭। —
[illegible] —

সন ৫ পঞ্চম সাল ইংরেজী তারিখ ২৯ [illegible] দাখিল —
সন ৫৭ সাল তারিখ ১৪ ভাদ্র [illegible] আইন —
[illegible] — শ্রীরাম দাস — মোহরার) মুন্সী [illegible]

শ্রী ব্রজনাথ দত্ত —
মোঃ বগুড়া —

Dhaka University Institutional Repository

৭৩ খ
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

দত্তক পুত্রে আমার পত্নীর সক্রাতিয় ধন জাহা নিজে রাখিলাম তাহারি
অধিকারী হৈবেক নচেৎ আমী অভাবে জথা সায়াত্র সে সকল স্থাবর
অস্থাবরে অধিকারি তুমি হৈবা আর এহী মহাল সংক্রান্ত আমার খরিদা
কবালা জেলা রাজসাহীর দেওয়ানী আদালতে দাখিল আছে তাহা আমী
রিতীমত আদালত হৈতে ওাপস লইয়া তোমাকে দিব আর জদী
ইতি মৈদ্দে আমার অভাব হয় তবে তুমি ওাপোশ লইয়া খাজানার
দাখিলাআদী জে ২ দলীল আমার পাস ছিল তাহা তোমাকে দিলাম
এতদর্থে হেবানামা পত্র দিলাম ইতি সন ১২৫৭ শাল তে ১৭ ভাদ্র

ইশাদ

নবিসীন্দা

শ্রীগৌরচন্দ্র চাকী	শ্রীনিজামদী মন্ডল	শ্রীনন্দা প্রামানীক
শাং সুতরাপুর	সাং সাকপালা	সাং সাকপালা
শ্রীরাম সুন্দর দাস	শ্রীকরিমা নস্য	শ্রীরজক প্রামানীক
শাং সাখারিকোলা	সাং সাকপালা	সাং সাকাপালা

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেব সমিক্ষে
এই হেবানামার লিখিত করিমা সাক্ষীর হলফ দ্বারা সাক্ষতায়
ও দেহেন্দার মোক্তার ময়ারাম সরকার মোক্তারের জাহেরাতে ইহাতে
দেহেন্দা স্বহস্তে কালীর ফোটা দেওা ও আপত্য নাথাকাদী প্রমান
হইয়া দাখিল হইল ইতি শন ১৮৫০/৩ সেতাম্বর মোং ১২৫৭
১৯ ভাদ্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শন ১৮৫০ পঞ্চাষ শাল ইংরেজী তারিখ ২৯ উনত্রীষা আগষ্ট মোং
শন ১২৫৭ শাল তারিখ ২৪ ভাদ্র দাম ৮ আট টাকা
খরিদদার ধনীরাম দাস মোকাম মালতীনগর

শ্রী ব্রজনাথ দত্ত
মোঃ বগূড়া [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Registered at Rajshahye on Sunday the 8th of September 1850. Copy lodged at Bogorah on the 14th of September 1850.

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[পাঁচ সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রী নারু
মহং নষ্মিং

সকল মঙ্গলালয়া শ্রীদয়াময়ী দেব্যা জওজে শ্রীকরম চান্দ পাড়ে শচ্চরিত্রেষু
লিখিতং শ্রীফুলনমনী দেব্যা জওজে শ্রীভবানী শঙ্কর পাড়ে শাকিন আজীমগঞ্জ জেলা
মুরসীদাবাদ ভূমীদান পত্রমীদং শন ১২৫৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার হেবার
প্রাপ্ত তালুক পরগনে শেলবর্শের তরফ কাহালুর অন্তঃপাতী কিসামত বাঘুপাড়া জাহার
সদর জমা ১২৩৵৷৷ পাই ও কিশামত গুন্দীশ্বর ও মহেষবাথান জাহার সদর জমা
১০৪।৶৯৴ পাই একুনে ২২৭।৵১। পাই কোম্পানী জেলা বগুড়ার কালেকটরি তৌজীর
১৮ নম্বরে ত্রিপুরা সুন্দরি দাস্যা ওগয়রহর নাম শামীলে এজমালীতে আমার নামে তালুক
লিখাজায় তাহাতে আমী দখিলকার থাকীয়া সরকারের রাজস্য আদায় পুর্ব্বক উপসত্তভোগী
আছী জেহেতুক এহীক্ষন আমার শেশাবস্থা বিসয় কার্য্যের বোধ রহীত হইয়াছে এবং তুমী
আমার গর্ভজাত কন্যা তুমী বেতীত আমার আর শন্তান নাহী এবং হওা ও সম্ভব নাহী প্রযুক্ত
উক্ত তালুকাত অর্থাত বাঘুপাড়া জাহার সদর জমা ১২৩৵১॥ পাইও কিশামত গুন্দীশ্বর
মাএ মহেষবাথান জাহার সদর জমা ১০৪।৶১৴পাই হরদো তালুক তোমাকে দান করিয়া
এই দানপত্র লিখিয়া দিলাম তুমী প্রক্তো তালুকাতের চতুসীমা বচিছন্ব সজলস্থলে ও সজনপদে
সরাট বিটবে সচ্ছায়া হ্নদে আরাজীয়াত হাশীল ও পতীত ও খাল ও খন্দক ও নদি ও নালা
ও বিল ও ঝিল ও নলকর ও ফলকর ও বোনকর ও জলকর বাগ ও বাস তালাব হায় মাল ও সাএর
তামাম ও কামাল শেওায় কদমী লাখেরাজ জাহা কম্পানীর রহানীর জুগ্য বাকী দরবস্তু ভূমীতে
দখিলকার হইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ দান বিক্রয় শত্তাধিকার
তোমার ও তোমার ওারিসানের আমার ও আমার অপর ওারিশান কেহ কোন দাবি করি ও করে
তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে ভূমীদান পত্র দিলাম ইতি তারিখ ১৩ তেরহী ভাদ্র

ইশাদ

শ্রীসুকর মামুদ নস্য	শ্রীসরিতুল্যা নস্য	শ্রীসফরা নস্য
শাকীন বগুড়া	শাং তথা	শাং তথা
শ্রীহিরু সরদার	শ্রীআলম মণ্ডল	
শাকীন ধানুরা	শাকীন পাচপুনরা	

শফা ১৬৭ নং ৪৯ বহি ১৫

শন ১৮৫০ তারিখ ৩ আগষ্ট বাঙ্গালা শন ১২৫৭ তারিখ ১৯ ভাদ্র মঙ্গলবার দিবা ইংরেজী
দুই প্রহর এক ঘটীকা শমএ দাত্রির মোক্তার জয়নাথ চক্রবর্ত্তীর সীকারে এবং পত্রের লিখিত
শাক্ষী হিরু সরদার ও আলম মন্ডল শপথ পুর্ব্বক সপ্রমান করিবায় জেলা রাজশাহীতে রেজেষ্টরি
হইল ইতি

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Registered on the 20th of September 1850 at 3 o'c P.M.

[illegible] Judge

[illegible]

সকল মঙ্গলালয়া শ্রী মোসাম্মৎ [illegible] বিবি চৌধুরানী বিবি [illegible] মোসাম্মৎ [illegible]

হোসেন সাহেব মহাশয় নিকটে শ্রী [illegible] চৌধুরী [illegible] গোলাম

[illegible] চৌধুরী [illegible] বিক্রি কবালা পত্রমিদং সন ১২৫৭ সালের [illegible]

লিখিতং কার্য্যঞ্চ আগে ৭ একর তোমাকে [illegible] ৩০০০০ তিন হাজার টাকা

[illegible] আদায় করা আবশ্যক [illegible] আদায়

করিতে না পারিয়া উক্ত [illegible] মোট ২৫০০০ হাজার টাকা [illegible] আমার [illegible]

[illegible] রকম ।।০ আট আনা ও [illegible] [illegible] তরফ [illegible]

রকম ।৴ [illegible] ও তাহাতে [illegible] দিগর ও [illegible]

ও [illegible] বস্তু [illegible] করিয়া [illegible] নামা লিখিয়া দিলাম। তুমি উক্ত

[illegible] ৫০০০ হাজার টাকা তোমাকে [illegible] আদায়

করিবে [illegible] উক্ত টাকা [illegible]

[illegible] তরফ [illegible]

[illegible]

চৌধুরির [illegible] তরফ [illegible]

[illegible] ৪৪৩৮৮১০ [illegible] আমার হইতে

২৫ [illegible] ডিক্রি হইয়াছে তোমার [illegible] ।।

৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পাওনা মধ্যে ৩০০০ তিন হাজার টাকা [illegible]

আমি [illegible] আদায় করিতে না পারিয়া এ তিন হাজার টাকা [illegible]

[illegible] আমার পাওনা উক্ত ৪৪৩৮৮১০ [illegible] আট [illegible] টাকা

[illegible] ডিক্রি তোমার নিকট বিক্রি করিয়া এই কবালা

লিখিয়া দিলাম যে তুমি উক্ত ডিক্রি [illegible] আদায় [illegible]

করিয়া [illegible] টাকা [illegible] ও সুদ [illegible] চৌধুরি [illegible]

আদায় করিয়া লইবা উক্ত ডিক্রি [illegible] ও টাকা আদায় [illegible]

[illegible] তাহা [illegible] আমার [illegible] হাজার

টাকা বাদে তোমার [illegible] ২০০০ দুই হাজার টাকা আমি

[illegible] আদায় করিব উক্ত ডিক্রির [illegible] আমার [illegible] আমার

[illegible] কোন দাবি [illegible] করিবে তাহা নামঞ্জুর [illegible]

[illegible] ডিক্রি বিক্রি কবালা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ২৭ [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

মহর

শ্রীশৈয়দ জয়গমজুমা
চৌধুরী জমীদার

সকল মঙ্গলালয়া শ্রীশৈয়দানী ফয়েজন্বেছা বিবি চৌধুরানী বিন্তে শ্রীমৌলবি মনীরুদ্দীন ইবনে মাহাম্মদ হোলাষ লিখিতং শ্রীশৈয়দ জয়গমজুমা চৌধুরি ওলদে শৈয়দ গোলাম আরোল্যএছ চৌধুরি ওাশীলাতের ডিক্রি বিক্রি কবালা পত্রমীদং শন ১২৫৭ শাতান্ব শালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে গত ৭ শ্রাবন তোমাকে শাদি করিয়া ৩০০০০ ত্রিশ হাজার টাকা দেন মহর সুস্থীর করিয়া জাবেতা মত নগদ আদায় করা আবশ্যক তৎকালীন নগদ আদায় করিতে না পারিয়া উক্ত দেন মহর মধ্যে ২৫০০০ হাজার টাকা পরিবর্ত্তে আমার জমীদারি পরগনে শেলবর্শের রকম ।।০আট আনা ও পরগনে ছিন্ডাবাযু শেলবর্শের তরফ পাওগাছার রকম।৴নওানা ও তালুকাত কিশামত বার্ব্বকপূরদিগর ও খানা বাড়ী মায় এমারত ও স্থাবরাস্থাবর তাবত বস্তু কাবিন করিয়া কাবিনামা লিখিয়া দিয়াছী তুমী উক্ত জমীদারিতে দখিলকার হৈয়াছ বক্রী ৫০০০ হাজার টাকা তোমাকে নগদ আদায় করিব এহী শরতো কবিন নামাতে লিখাআছে এহীক্ষন উক্ত টাকা নগদ দেওা উচিত তাহার কোন শাধন না হওাতে পরগনে শেলবর্শের তরফ পাওগাছা এজহারি খরিদার পরগনে বিরাহেমপুরের শাকীন দুলাইর শ্রীফখরুদ্দীন আহাম্মদ আহছান চৌধুরীর নামে তরফ পাওগাছার ওাশীলাত পাওার নালীষ জেলা রাজশাহীর প্রধান শদররামীনি আদালতে রুযুছিল ঐ দাবি মধ্যে ৪৪৩৮৷৵১০ পাই আমার হক্কে ২৫ ভাদ্র তারিখে ডিক্রি হইয়াছে তোমার কাবিনের শর্ত্তের মোওাজ্জল ৫০০০ পাঁচ হাজার টাকা পাওনা মধ্যে ৩০০০ তিন হাজার টাকা এহীক্ষন আমী নগদ আদায় করিতে না পরিয়া ঐ তিন হাজার টাকা পোনবাহার এওজে আমার পাওনা উক্ত ৪৪৩৮৷৵১০ চারি হাজার চারিশও আটত্রিশ টাকা বার আনা দসপাই ওাশীলাতের ডিক্রি তোমার নিকট বিক্রী করিয়া এহী কবালা লিখিয়া দিতেছি জে তুমী উক্ত ডিক্রী রিতিমত আপন নামজদে আদালতে জারি করিয়া ডিক্রির লিখিত টাকা মায় খরচা ও সুদ শমেত চৌধুরি মজকুরের স্থানে আদায় করিয়া লইবা উক্ত ডিক্রি চুড়ন্ত নিস্পত্য ও টাকা আদায় তক জে শকল খরচপত্র হৈবেক তাহা জিম্বা তোমার আমার শহীত এলাকা নাহী ঐ তিন হাজার টাকা বাদে তোমার কাবিনের মওাজ্জল বক্রী ২০০০ দুই হাজার টাকা আমী তাদোমজিস্ত ক্রেমে আদায় করিব উক্ত ডিক্রির বিশয় আমার কি আমার ওারিশানের কোন দাবি দরপেষ থাকীলনা জদি করি ও করে তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে ওাশীলাতের ডিক্রি বিক্রি কবালাপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ২৭ শাতাইস ভাদ্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

৭৫খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি

১ ইয়াদদাস্ত [illegible]

শ্রী শুকু সরদার — শ্রী শরিয়তউল্লা মুন্সী —
সাকিন ফুলবাড়ী — সাং শা মাকুন্দ —
শ্রী শাদি মামদশাহ — শ্রী [illegible] —
সাকিন সীতারা খর — মোকাম বগুড়া —
শ্রী কেশার সরদার —
সাং দশটিকা —
শ্রী [illegible] বাড়ুরী —
সাং [illegible] —

মোং বগুড়া মৌং আর জী হরিদাস সাহেব বিবাদির নাম সে —
জমিদারের নিমিত্ত [illegible] শাক্ষীর এতলা [illegible] করাক : —
শাক্ষীয় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার [illegible] মুন্সী মোক্তারের
এজহারে ইহান্ত [illegible] চৌধুরি হস্তখত দস্তখত মোহর —
করা প্রমাণ হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১৮ সেপ্তেম্বর : —
১২৫৭ বাং ৩০ ভাদ্র [illegible] —

১৮৫০ ইং তারিখ — ৭ সাতই সেপ্তেম্বর মোং সাং ১২৫৭ সাল —
তারিখ — ২৩ ভাদ্র [illegible] দাম ১৬ ষোল টাকা খরিদ্দার [illegible] সরদার সাং [illegible]
শ্রী বিশ্বনাথ পোদ্দার —
মোকাম বগুড়া —

Dhaka University Institutional Repository

৭৫খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ইশাদ

শ্রীহট্টু সরদার	শ্রীশরিয়তুল্যা মুনশী
শাকীন ফুলবাড়ী	শাং শ খারঞ্জ
শ্রীশাদি খানশামা	শ্রীভৈরব শীংহ
শাকীন সুতুরাপুর	মোকাম বগুড়া
শ্রীবেপারি সরদার	
শাং দশটীকা	
শ্রীগমীরা বাবুরচী	
শাং চেলোপাড়া	

জেলা বগুড়া মেং আরপী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে
তপশীলের লিখিত ভৈরব শীংহ শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক
শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার ফএজদ্দীন মুনসী মোক্তারের
এজহারে ইহাতে শৈয়দ জয়গমজজমা চৌধুরী স্বহস্তে দস্তখত মোহর
করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১৪ শেতাম্বর
১২৫৭ বাং ৩০ ভাদ্র শনীবার বেলা দুই প্রহর সাড়ে তিন ঘটীকা শমএ

শন ১৮৫০ তারিখ ৭ শাতই শেতাম্বর মোং শন ১২৫৭ শাল
তারিখ ২৩ তেইশা ভাদ্র দাম ১৬৲ শোল টাকা খরিদদার পাহাড়ি সরদার শাং ফুলবাড়ী

শ্রীরামলাল পোতদার [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]
মোকাম বগুড়া

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

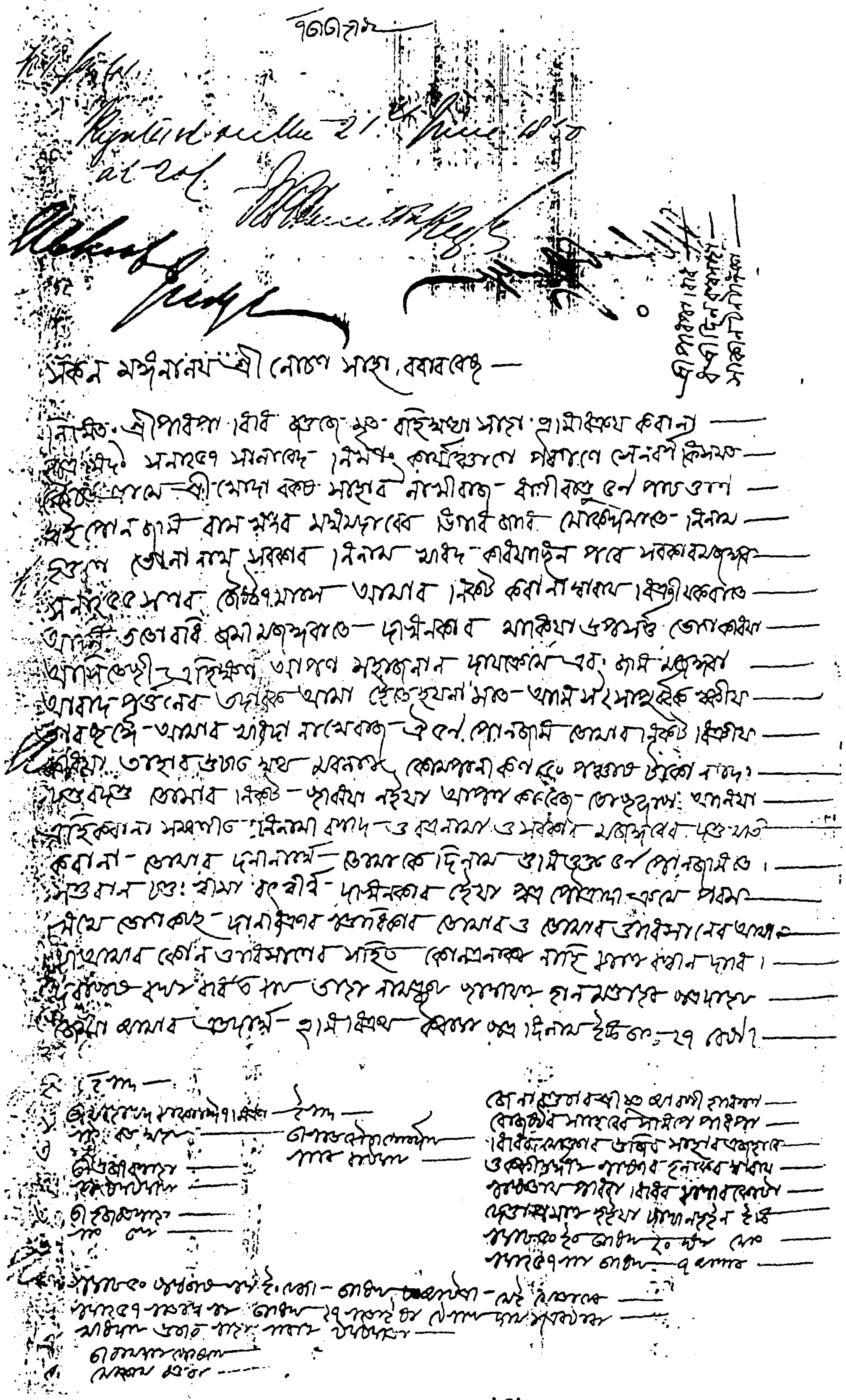

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীহরিঃ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীপরিপা বিবি
বং শ্রীনিবসু সাহা
সাকীন ঠনঠনিঞা

সকল মঙ্গলালয় শ্রীলোচন সাহা বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীপরিপা বিবি জওজে মৃত রহিমুল্বা সাহা ভূমি বিক্রয় কবালা পত্রমিদং সন ১২৫৭ সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে পরগনে সেলবর্স কিসমত কৈচড় গ্রামে শ্রীখোদা বকষ সাহার লাখীরাজ ধানী বাস্তু৫৵পাচ ওান দুই পোন জমি রাম সুন্দর মজুমদারের ডিগরিজারি মোকদ্দমাতে নিলাম হওনে ভোলানাথ সরকার নিলাম খরিদ করিয়াছিল পরে সরকার মজকুর সন ১২৫৫ সনর জৈষ্ঠীমাসে আমার নিকট কবালা দ্বারায় বিক্রীয় করাতে আমি ততোবধি জমী মজকুরাতে দখিলকার থাকিয়া উপসত্ত ভোগ করিয়া আসিতেছী এহিক্ষণ আপণ মহাজনান দায়ক্রেমে এবং জমি মজকুরা আবাদ পত্তনের তদারক আমা হৈতে হয়না মতে আমি সৎসাপুর্ব্বক স্বকীয় ভাববুদ্ধে আমার খরিদা লাখেরাজ ঐ ৫৵পোন জমি তোমার নিকট বিক্রীয় করিয়া তাহার উচীত মুল্য মবলগে কোম্পানি কল ৫০ পঞ্চাষ টাকা নগদ দস্তবদস্ত তোমার নিকট বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তোছরূপে আনিয়া এহি কবালা সম্বলীত নিলামী রসীদ ও বএনামা ও সরকার মজকুরের দস্তখত কবালা তোমার দলীলার্থে তোমাকে দিলাম তুমি উক্ত ৫৵পোন জমিতে সত্তবান চতুঃস্বীমা বৎশীস্ব দখিলকার হৈয়া পুত্র পৌত্রাদী ক্রমে পরম সুখে ভোগ করহ দানবিক্রীর শত্তাধিকার তোমার ও তোমার ওরিসানের আমার কী আমার ওারিশানের সহিত কোন এলাকা নাহি কালে কস্মীন দাবি দরপেষ কখন করি ও করে তাহা না মঞ্জুর ছালীয়ন হাল মস্তাহক পএদা হয় জেম্মা আমার এতদর্থে ভূমি বিক্রয় কবালা পত্র দিলাম ইতি তাং ২৭ জৈষ্ঠী

ইশাদ
শ্রীমাহম্মদ কাফীলদ্দী মিঞা
শাং বড়মুহর
শ্রীউজীর সাহা
শাং ঠনঠনীয়া
শ্রীহজরত সাহা
শাং তথা

ইশাদ
শ্রী শাত কৌড়ী পোতর্দার
শাকে কাটনার

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিসন রেজিষ্টর সাহেবের সমীপে পরিপা বিবির মোক্তাব উজির সাহার এজহারে ও কফীলদ্দীন শাক্ষীর হলফের দ্বারায় শাক্ষতায় পরিবা বিবির কালীর ফোটা দেওা প্রমান হইয়া দাখীল হইল ইতি শন ১৮৫০ ইং তারিখ ২০ যুন মোং শন ১২৫৭ শাল তারিখ ৭ আশাড়

শন ১৮৫০ পঞ্চাষ শন ইংরেজী তারিখ আটঞী মেই মোতাবেক
শন ১২৫৭ শাতান্ব শন তারিখ ২৭ শাতাইষা বৈশাখ দাম ১/এক টাকা
খরিদার উজীর শাহা শাকীন ঠনঠনীঞা
শ্রী রামলাল পোতদার
মোকাম বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

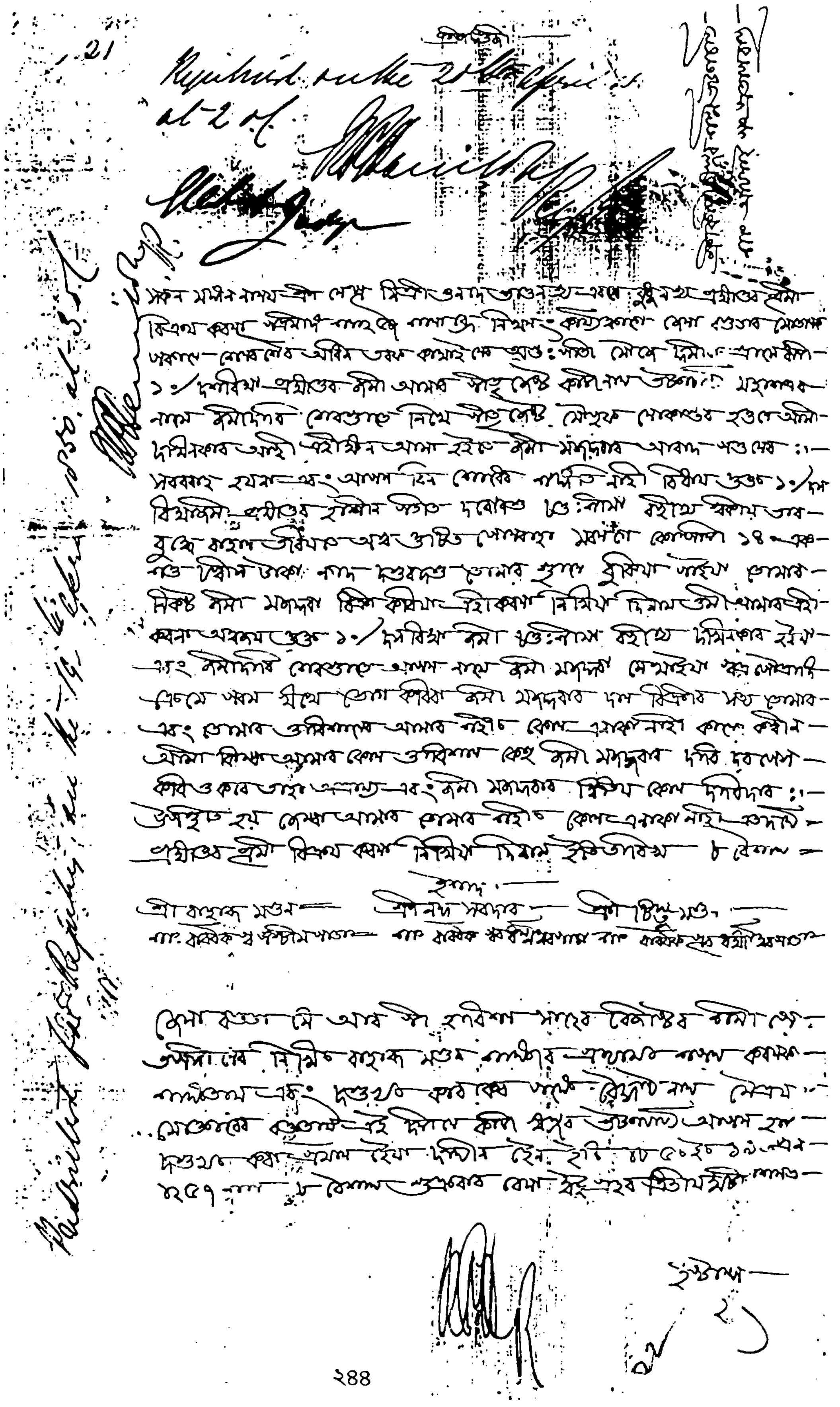

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীকৃষ্ণজী

[তিনসারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকালী সুন্দর শর্ম্ম ভট্টাচার্য্য
শাং আচলাই পং প্রতাপবাজু

সকল মঙ্গলালয় শ্রীনেপূ মিস্ত্রী ওলদে ভাতুনস্য এবনে বুধুনস্য ব্রহ্মত্তর ভূমী বিক্রয় কবলা পত্রমীদং শন ১২৫৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জেলা বগুড়ার মোতালক পরগনে শেলবর্শের অধিন তরফ কাথাইলের অন্তঃপাতী মৌজে কুমীরা গ্রামে ধানী ১০/ দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর জমী আমার পীতৃজেষ্ট কালীনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশএর নামে জমীদারি শেরস্তাতে লিখে পীতৃজেষ্ট মৌছুফ লোকান্তর হওনে আমী দখিলকার আছী এহীক্ষন আমা হইতে জমী মজকুরার আবাদ পত্তনের সরবরাহ হয় না এবং আপন রিন শোধের শঙ্গতি নাহী বিধায় উক্ত ১০/ দস বিঘাজমী ব্রহ্মত্তর হাশীল পতীত দরোবস্ত চতুঃশীমা বছীন্য স্বকীয় ভাব বুদ্ধে চল্লীস টাকা নগদ দস্তবদস্ত তোমার স্থানে বুঝিয়া পাইয়া তোমার নিকট জমী মজকুরা বিক্রী করিয়া এহী কবলা লিখিয়া দিলাম তুমী আমার এহী কবলা অনুজয় উক্ত ১০/ দসবিঘা জমী চতুঃশীমা বছীন্য দখিলকার হইয়া এবং জমীদারী শেরস্তাতে আপন নামে জমী মজকুরা লেখাইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রেমে পরম সুখে ভোগ করিবা জমী মজকুরার দান বিক্রীর সত্য তোমার এবং তোমার ওারিশানের আমার শহীত কোন এলাকানাহী কালে কস্মীন আমী কিম্বা আমার কোন ওারিশান কেহু জমী মজকুরার দাবি দরপেস করি ও করে তাহা অগ্রায্য এবং জমী মজকুরার দ্বিতিয় কোন দাবিদার উপস্থিত হয় জেম্বা আমার তোমার শহীত কোন এলাকা নাহী এতদর্থে ব্রহ্মত্তর ভূমী বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৮ বৈশাখ

ইশাদ

শ্রীবাহারু মণ্ডল	শ্রীনন্দ সরদার	শ্রীচিন্ত মণ্ডল
শাং বার্ব্বকপুর পশ্চীম পাড়া	শাং বার্ব্বকপুর ধর্ম্মপুর পাড়া	শাং বার্ব্বকপুর ধর্ম্মাপুর পাড়া

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখিত বাহারু মণ্ডল শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের পক্ষে বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রয় মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে কালী সুন্দর ভট্টাচার্য্য আপন হরফ দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ইং ১৯ এপ্রল ১২৫৭ শাল ৮ বৈশাখ সুক্রবার বেলা দুই প্রহর ত্রিতীয় ঘটীকা শমএ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

২৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

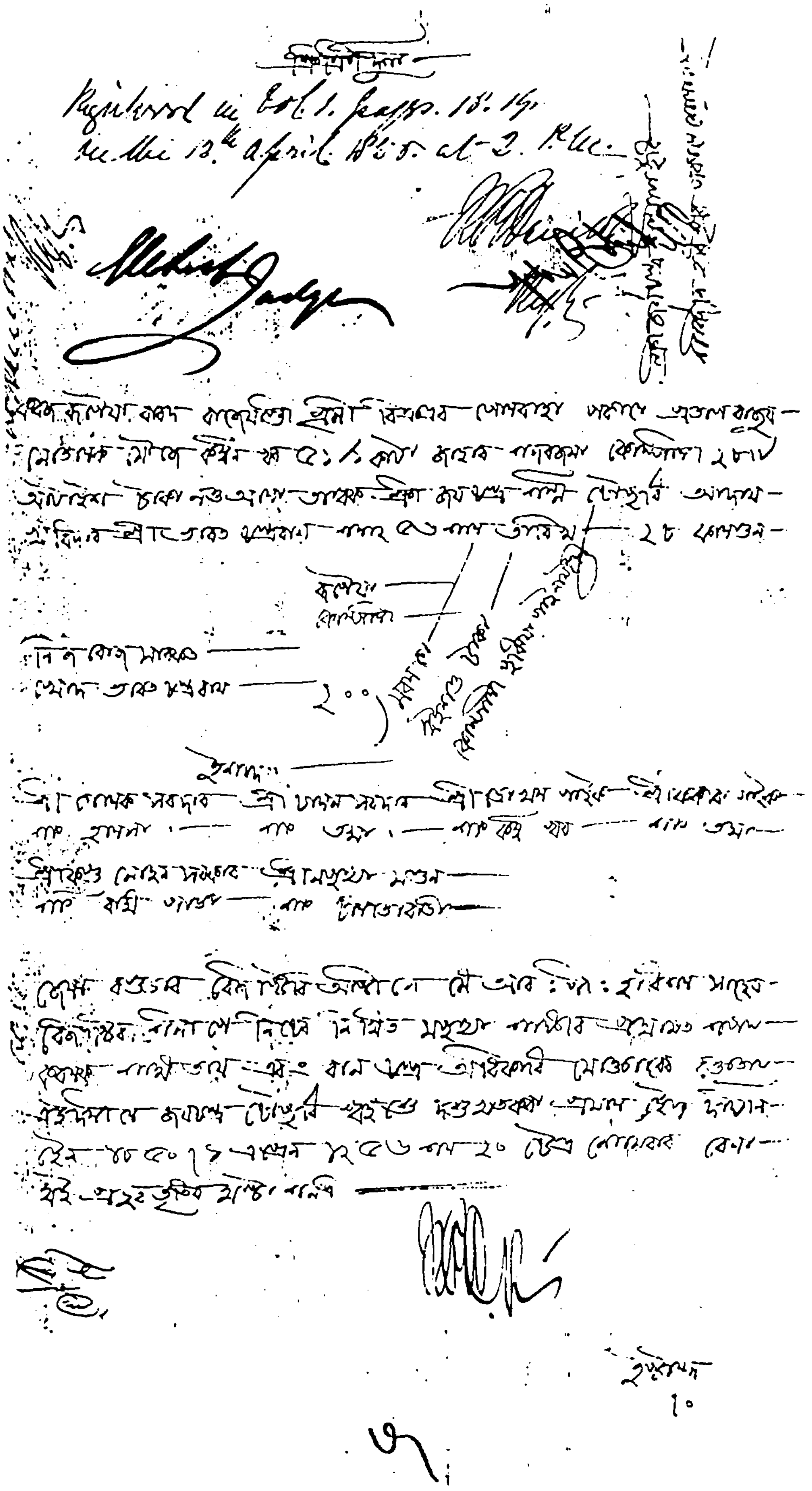

Dhaka University Institutional Repository

৭৮
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[দুই সারি ইংরেজি লেখা]

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শ্রীজয়চন্দ্রশর্ম্ম চৌধুরি
শাকিন হরিপুর পরগনে শেলাবাড়

করজ রূপৈয়া বাবদ বাজেয়াপ্তী ভূমী বিক্রএর পোনবাহা পরগনে প্রতাপবাজুর মোতালক মৌজে কম্বলপুর ৫১/১ কাঠা জাহার শদর জমা কোম্পানী ২৮।৶ আটাইশ টাকা নও আনা তালুক শ্রীজয়চন্দ্র শর্ম্ম চৌধুরী আদায় খরিদার শ্রীভারতচন্দ্র রায় শন ১২৫৬ শাল তারিখ ২৮ ফালগুন

রূপৈয়া
নিজ রোজ মারফত কোম্পানী
খোদ ভারতচন্দ্র রায়

২০০৲ মবলগে
দুইশও টাকা
কোম্পানী বুঝিয়া পাইলাম ইতি

ইশাদ

শ্রীগোলক সরদার
শাং হালসা

শ্রীচালম সরদার
শাং তথা

শ্রীডোখল পাইক
শাংকম্বপুর

শ্রীফকীরা পাইক
শাং তথা

শ্রীকৃষ্ণমোহন সরকার
শাং বাঘু পাড়া

শ্রীমছল্যা মন্ডল
শাং চালীতাবাড়ী

জেলা বগুড়ার রেজীষ্টরি আপীসে মেং আর ঃ পীঃ হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে নিচের লিখিত মছল্যা শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং রামচন্দ্র অধিকারী মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে জয়চন্দ্র চৌধুরী স্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল ১৮৫০/১ এপ্রেল ১২৫৬ শন ২০ চৈত্র শোমবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘন্টা শমএ।

[ফারসি স্বাক্ষর] [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প
।০

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীজয় সুন্দরি দেব্যা মাদরে
শ্রীবিজয় নাথ ভট্টাচার্য্য
শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য
শাকিনান ইস্তাইহ

ইয়াদিকীদ্দ শ্রীশিবকৃষ্ণ মজুমদার ওলদে সদাশিব মজুমদার এবনে কৃষ্ণ মঙ্গল মজুমদার লিখিতং শ্রীজয়সুন্দরী দেব্যা মাদরে শ্রীবিজয়নাথ ভট্টাচার্য্য নাবালক জওজে চন্দ্রশেখর ভট্টাচার্য্য মতফা ও শ্রীবিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ওলদে রমানাথ ভট্টাচার্য্য এবনে রামানন্দ ভট্টাচার্য্য ব্রহ্মোত্তর ভূমি বিক্রয় কবলা পত্রমিদং শন ১২৫৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে জেলা দিনাজপুরের মোতালক পরগনে পোলাদসির অধিন মৌজে শোলাগাড়ি গ্রামে আমি বিশ্বনাথ ভট্টাচায্যের মাতামহ শিবকান্ত চক্রবর্ত্তির মৌরস জয়নারায়ন ঠাকুর ও চন্দন শর্ম্মা ও রামধন চক্রবর্ত্তিদিগের নামে ধানী ও বাস্তু মোয়াজি ৫/পাচ বিঘা জমি জমিদারী সেরস্তায় ব্রহ্মোত্তর লিখাজায় মতামহ মৌছুফ দখিলকার থাকিয়া আমার পিতা রমানাথ ভট্টাচার্য্যের বিবাহের নিরপোন সরব উক্ত পাঁচ বিঘা জমি আমার পিতামহ রমানন্দ ভট্টাচার্য্যকে ব্রহ্মোত্তর দিয়া পত্র লিখিয়া দেন তদবধি পিতামহ দখিলকার থাকিয়া লোকান্তর হওনান্তে আমার পিতা রমানাথ ভট্টাচার্য্য ও আমী জয় সুন্দরী দেব্যার পতী চন্দ্র শেখর ভট্টাচার্য্য দুই এ তুল্যাংশে দখিলকার থাকিয়া অভাব হওনান্তে আমরা দখল ভোগ করিয়া আশীতেছী এহিক্ষন আমাদিগেক হইতে জমি মজকুরার আবাদ পত্তনের সরবরাহ হয় না এবং মহা জনান ঋণ সোধের সঙ্গতি নাহি বিধায় উক্ত ৫/পাচ বিঘা জমি ব্রহ্মোত্তর হাসিল পতিত দরবস্ত চতুঃসীমা বহিস্ব স্বকীয় ভাববুধ্যে বহাল তবীয়তে বিনা জোর জবরে অস্বচীত পোনবাহা মবলগে ১০ দশ টাকা কুমপানী নগদ দস্তবদস্ত আপনকার স্থানে বুঝিয়া পাইয়া আপনকার নিকট জমি মজকুরা বিক্রী করিয়া এহিকবলা লিখিয়া দিলাম আপনে আমাদ্বিগের এহি কবলা অনুজায় উক্ত ৫/পাচ বিঘা জমি চতুঃসীমা বহিস্ব দখিলকার হইবেন এবং জমিদারি সেরস্তাতে আপন নামে জমি মজকুরা লিখাইয়া পুত্র পৌত্রাদিক্রমে পরম সুখে ভোগ করিবেন জমি মজকুরার দান বিক্রির সহে আপনকার এবং আপনকার ওারিসানের আমাদ্বিগের সহিত কোন এলাকা নাহি কালে কস্মিন আমরা কিম্বা আমাদ্বিগের ওারিসান কেহ দাবিদরপেষ করে ও করি তাহা নামঞ্জুর জমি মজকুরার দ্বিতীয় কোন দাবিদার উপস্থীত হয় তাহা জেম্মা আমাদিগের আপনকার শহিত কোন এলাকা নাহি এতদর্থে ব্রহ্মোত্তর ভূমি বিক্রয় কবলা লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৭ শাল তারিখ ১১ জৈষ্ট

ইসাদ

শ্রীব্রজমোহন সাহা সাং তেঘরি শ্রীআকেলা পাইক শাং চক ভোলাখাঁ শ্রীরামসুন্দর কাসারি সাঃ তেঘরি

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেব রেজেষ্টর সমীপে এই কওালার লিখিত ব্রজমোহন সাহার হলফের দ্বারায় সাক্ষতায় ও বিস্বনাথ ভট্টাচার্য্য রায়ার এজহারে ও জয় সুন্দরি দেব্যার মোক্তার হারাধন সরকারের বক্তীতাতে এই কওালাতে জয়সুন্দরি কালির ফোটায় নিসান করা ও বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য সহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখিল হইল ইতি শন ১৮৫০ ইংরেজী তে ২৩ মেই মোং শন ১২৫৭ শাল তারিখ ১১ জৈষ্ঠী

৪ ঘন্টা

ইষ্টাম্প

৷।০ [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীদিন বন্ধু শর্ম্ম
তালুকদার সাকীন ঘুবিল
পরগনে কাটার মহাল্য

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরূপভাথ (নাথ) সাহা ওলদে রঘুনাথ সাহা এবেনে টীকা রাম সাহা ও শ্রীকৃষ্ণ গবিন্দ সাহা ওলদে কৃষ্ণ হরিসাহা এবেনে গোরাচান্দ সাহা লিখিতং শ্রীদিনবন্ধু শর্ম্ম তালুকদার ওলদে রমাপতি তালুকদার এবেনে রুদ্রবাম তালুকদার শচ্চরিত্রেষু পত্তনি তালুকের কবলাপত্রমিদং শন ১২৫৭ শন বারশও সাতান্ন সন সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুক পরগনে কাটার মহল্যর অন্তঃপাতি কীশামত ঘুবিল ওগরহ জাহার সদর জমা মবলগে কমপানি ১৯৩৷৷ ১১ একশও তিরানব্বই আট আনা এগার পাই ১৬১ নম্বরে আমার পীতা রমাপতি তালুকদারের নামে জেলা রাজসাহির কালেকটৈরির শেরস্তাতে খারিজা তালুক লেখাজায় এহিক্ষন আমার মহাজনের দাএ শোদের অন্ব উপায় নাহি হোতে উক্ত তালুক মোছলম পত্তনি তালুক দেওার সহরত দেওাতে তোমরা পত্তনি তালুক লওার দরখাস্ত করাতে উক্ত পরগনে কাটার মহল্যের সংক্রান্ত কীশামত ঘুবিল উত্তর পাড়া ও কীশামত ঘুবিল দক্ষীনপাড়া ও কীসামত চকশীবরাম ও কীশামত পৈনার পাড়া ও কীশামত শ্রীরামের পাড়া ও কীশামত অভিরামের পাড়া ও কীশামত তারটীয়া ও কীশামত পৈংরহিন কীশামত হাএর রকম /১৪ এক আনা চর্দ্দ গন্ডা আমি জাহাতে দখিলকার আছী তাহার দরবস্ত তোমারদ্বিগেক সালিআনা ২৪১৷৷ ১১ দুইশও একচল্লিশ] টাকা আট আনা এগারপাই জমা ধার্য্য পূর্ব্বক পত্তনি তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিয়া তাহার অম্বোচীত পোনবাহা মবলগে ৬৫০ সাড়ে ছয়সত টাকা কম্পানি নগদ দস্তবদস্ত তোমরদ্বিগের স্থানে বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরূপে আনিয়া পত্তনি তালুকের কবলা ও কবছ লিখিয়া দিলাম তোমরাহ স্বেচছা পূর্ব্বক কবুল করিয়া কবুলিয়ত দাখিল করিলা তোমরা কীশামত মজকুরানের মোছল্লম চতুর্ষীমা বছিছন্ব সজলস্থলে সজনপদে সবৃক্ষ কাননে সরাট বিটপে শেচ্ছয়া হৃদে শেওায় কদমি লাখেরাজত দেবত্তর ও ব্রক্ষউত্তর ও পীরপাল জাহা সরকার বাহাদুরের বহালিবজস্ত বাকী দবর ভূমির হাসীল ও পতিতও মাল ও সাএর ও খাল ও খোন্দক বিল ও ঝিল নদী ও নালা জলকর ও ফলকর ও নলকর ও বোনকর তালায় হায় তামাম কামাল চতুর্ষীমা বছিছর্ন দক্ষিল কার হৈয়া উক্ত জমা মবলগে ২৪১৷৷ ২১ পাই কম্পানি শনবসন মাহাবমাহা কীস্তীবন্দী মোতাবেক আমার নিকট মালগুজারি আদাএ করিয়া পুত্রপৈত্রাদিক্রমে উপসত্ত ভোগ করিবা পত্তনি হকুক দান বিক্রএর সত্ত্যাধিকার তোমার দিগের ও তোমার দ্বিগের ওারিশানের উক্ত বন্দবস্তী জমা সুরুত আমার তালুকদারি সামিল মালগুজারি জরিতে থাকীবা কস্মীন কালে তোমারা ও তোমাদ্বিগের ওারিশানেরা কেহ কখন কোন হাকিমের নিকট খারিজের দরখাস্ত করও করে তাহা নামঞ্জুর এ জমা শেওার বেশী জমা তলপ করিতে পারিবনা তোমরা ও তোমাদ্বিগের ওারিশানেরা জমা কমির দরখাস্ত করিতে পারিবানা ও পারি বেকনা জদি শদর কালেষ্ট্ররি হৈতে কোন দাবি অঙ্ক জমা বার হয় তাহা এ জমা শেওায় আলাহেদা দিবা হাকিমান শেরস্তা হৈতে কাগজাত তলব ও জেকোন হুকুম প্রকাষ হয় তাহার জওাবদেহি জেম্মা তোমারদ্বিগের আমার শহিত কোন এলাকা নাহি আর উক্ত মহালাতের সদর খাজানা জেলা রাজশাহির কালেষ্ট্ররিতে মবলগে ১৯৩৷৷ ১১ একশত তিরানব্বই টাকা আট আনা এগার পাই আমার দেনা ঐ শদর খাজানা তোমরা আপন মারফতে দাখিল করার জন্য প্রার্থনা করাতে তোমারদ্বিগের ১৯৩৷৷ ১১ পাই কম্পানি উক্ত পত্তনি বন্দবস্তী জমা মৌধ্যে বরাত দিলাম তোমরা আপন মারফতে ঐ খাজানা কালেকট্টরির কীস্তীবন্দী মোতাবেক শন ২ মবেৎ দাখিল করিয়া বক্রী ৪৮ আটচল্লীষ টাকা কীস্তী বন্দী মোতাবেক আমার নিকট দাখিল করিয়া দাখিলা লইবা ও কালেক্টর সাহেবের মহর দস্তখত যুক্ত দাখিলা আমার নিকট দাখিল করিলে তোমারদ্বিগের কিস্তী বন্দী জমার মৌধ্যে ঐ টাকার দাখিলা দিব কালেট্টরির খাজনা দাখিলের গাফীলি কর কীস্তী খিলাপী সুদের নিসা করিবা উপরের লিখিত বন্দবস্তী জমা কীস্তীবন্দী সুরূত আমার নিকট আদাএ না করিয়া কোন ছল চক্রান্তে সরকারের বাকী খাজনা রাজস্ব উক্ত মহালহায় তোমরা নিলাম করায় তবে ঐ নিলাম হওাতে আমার জে কদর ভূমি খেশারত হৈবেক তাহা আদালতে নালিষ করিয়া লইব তাহাতে তোমরা ও তোমাদ্বিগের ওারিশানেরা কোন ওজরাপত্য করিতে পারিবানা ও পারিবেকনা বন্দবস্তীর উক্ত জমার কীস্তী বন্দী সুরূত আদাএ করিতে তফাত্তত করহ পত্তনি মজকুরের খাজানা আদাএর পক্ষ শন ১৮১৯ ইংরেজী ৮ আট আইন জে চলিত আছে ও ভবিশ্বতে হবেক শেহিসুরূত পত্তনি তালুক মজকুরা নিলাম বিক্রয় দ্বারায় বাকী খাজানা মাএ কীস্তী খেলাপী সুদ ও খরচা আদাএ করিয়া লইব তাহাতে তোমরা ও তোমাদ্বিগের ওারিশানেরা কোন ওজর আপত্য করিতে পারিবানা ও পরিবেকনা পত্তনি মজকুরের হাশীল পতিত কেফাইত লোকসান জের্ম্মা তোমাদ্বিগের আমার শহিত এলাকা নাহি এতদর্থে পত্তনি তালুকের কবলা পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১২ জৈষ্ট

ইশাদ

শ্রীরাম বড়ু ভূইত	শ্রীনবলা সরদার	শ্রীবোড়ু মোল্লা	শ্রীমতি ভূইঞা
সাকীন কোদলা	শাং উলিপুর	সাকীন শেরপুর	সাকীন তথা

জেলা বগুড়া রেজষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেবের হযুরে বড়ু মোল্যা সাক্ষীর হলফ দ্বারায় সাক্ষতায় ও স্বয়ং দিনবন্ধু তালুকদার ও তস্য মোক্তার অমরাকান্ত সরকারের এজহারে দিনবন্ধু এই দলিলে সহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখীল হইল শন ১৮৫০ তে ১ জুন মোতাবেক শন ১২৫৭ শাল তে ২০ জেষ্টী ৩ ঘন্টা ইংরেজী।

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

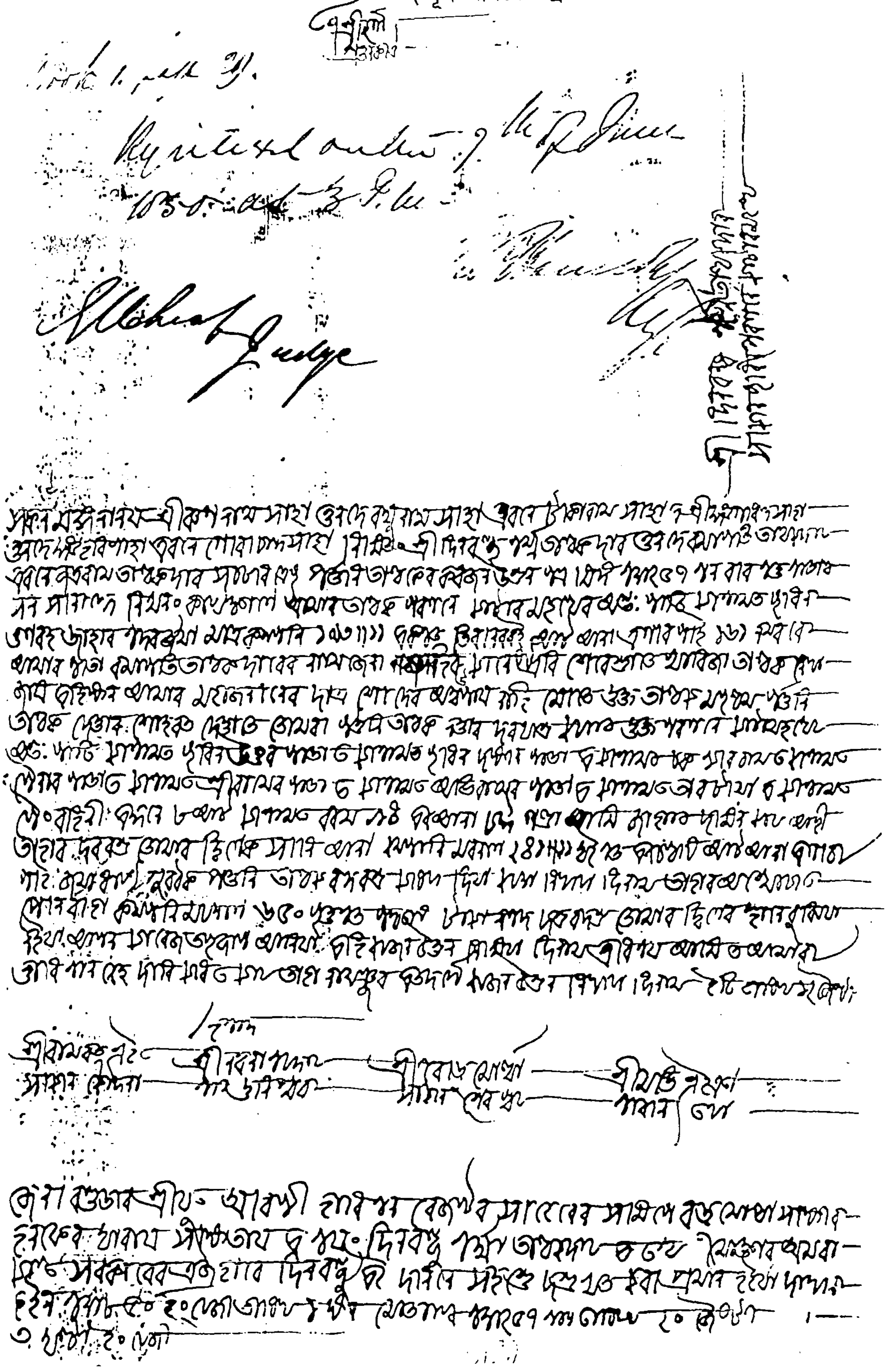

Dhaka University Institutional Repository

৮১

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীদুর্গা

প্রত্তাকীও

|চার সারি ইংরেজি লেখা|

শ্রীদিনবন্ধু শর্ম্ম তালুকদার
সাকীন যুবিল পরগনে কাটার মহল্যে

সকল মঙ্গলালয় শ্রীরুপনাথ সাহা ওলদে রঘুনাথ সাহা এবনে টীকা রাম সাহা ও শ্রীকৃষ্ণ গবিন্দ সাহা
ওলদে কৃষ্ণ হরিশাহা এবনে গোরাচান্দ সাহা লিখিতং শ্রীদিন বন্ধু শর্ম্ম তালুকদার ওলদে রমাপতি তালুকদার
এবনে রুদ্ররাম তালুকদার সচ্চরিত্রেষু পত্তনি তালুকের করজন উসুল পত্রমিদং শন ১২৫৭ শন বারশও শাতান্ব
সন সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার তালুক পরগনে কাটার মহল্যের অন্তঃপাতি কীশামত ষুবিল
ওগরহ জাহার শদর জমা মাএ কম্পনি ১৯৩/|১১ একশত তিরানব্বই আট আনা এগার পাই ১৬১ নম্বরে
আমার পীতা রমাপতি তালুকদারের নামে জেলা রাজসাইর কালেক্টরি শেরেস্তাতে খারিজা তালুক লেখা
জায় এহিক্ষন আমার মহাজনানের দাএ সোদের আন্বউ*পায় নাহি মোতে উক্ত তালুক মছল্যম পত্তনি
তালুক দেওার শোহরত দেওাতে তোমরা পত্তনি তালুক লওার দরখাস্ত করাতে উক্ত পরগনে কাটামহল্যের
অন্তঃপাতি কীশামত ষুবিল উওর পাড়া ও কীশাসত ষুবিল দক্ষীন পাড়াও কীশামত চক শীবরাম ও কীশামত
পৈনার পাড়া ও কীশামত শ্রীরামের পাড়া ও কীশামত অভিরামের পাড়া ও কীশামত তারটীয়া ও কীশামত
পৈংরহিনী একুনে ৮ আট কীশামত রকম ১৶৪ এক আনা চদ্দ গন্ডা আমি জাহাতে দখিলকার আছী
তাহার দরবস্ত তোমার দ্বিগেক সালিআনা কম্পানি মবলগে ২৪১|| ১১ দুইশত একচল্লীষ আট আনা এগার
পাই জমা ধার্য্য পুর্ব্বক পত্তনি তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিয়া কবলা লিখীয়া দিলাম তাহার অস্যোচীত
পোনবাহা কমপনি মবলগে ৬৫০ ছওশত পঞ্চাষ টাকা নগদ দস্তবদস্ত তোমার দিগের স্থানে বুঝিয়া
লইয়া আপন কাবেজ তছরুপে আনিয়া এহি করজন উসুল লিখিয়া দিলাম এবিশয় আমি ও আমার
ওারিশান কেহ দাবি করি ও করে তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজন উসুল লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ১২ জৈষ্টী

ইশাদ

শ্রীরাম রত্ন ভূইত	শ্রীনবলা শরদার	শ্রীবোড়ু মোল্বা	শ্রীমতি ভূইঞা
সাকীন কোদলা	শাং উলিপুর	সাকীন সেরপুর	শাকীন তথা

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিশন রেজষ্টর সাহেবের সমিপে বড়ু মোল্বা সাক্ষীর
হলফের দ্বারায় সাক্ষতায় ও শয়ং দিনবন্ধু শর্ম্মা তালুকদার ও তস্য মোক্তার আমরা
কান্ত সরকারের এজহারে দিনবন্ধু এই দলিলে সহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখীল
হইল শন ১৮৫০ ইংরেজী তারিখ ১ জুন মোতাবেক শন ১২৫৭ শাল তারিখ ২০ জৈষ্টী
৩ ঘন্টা ইংরেজী

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

[* উ অক্ষরটি লিপিকর পরে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

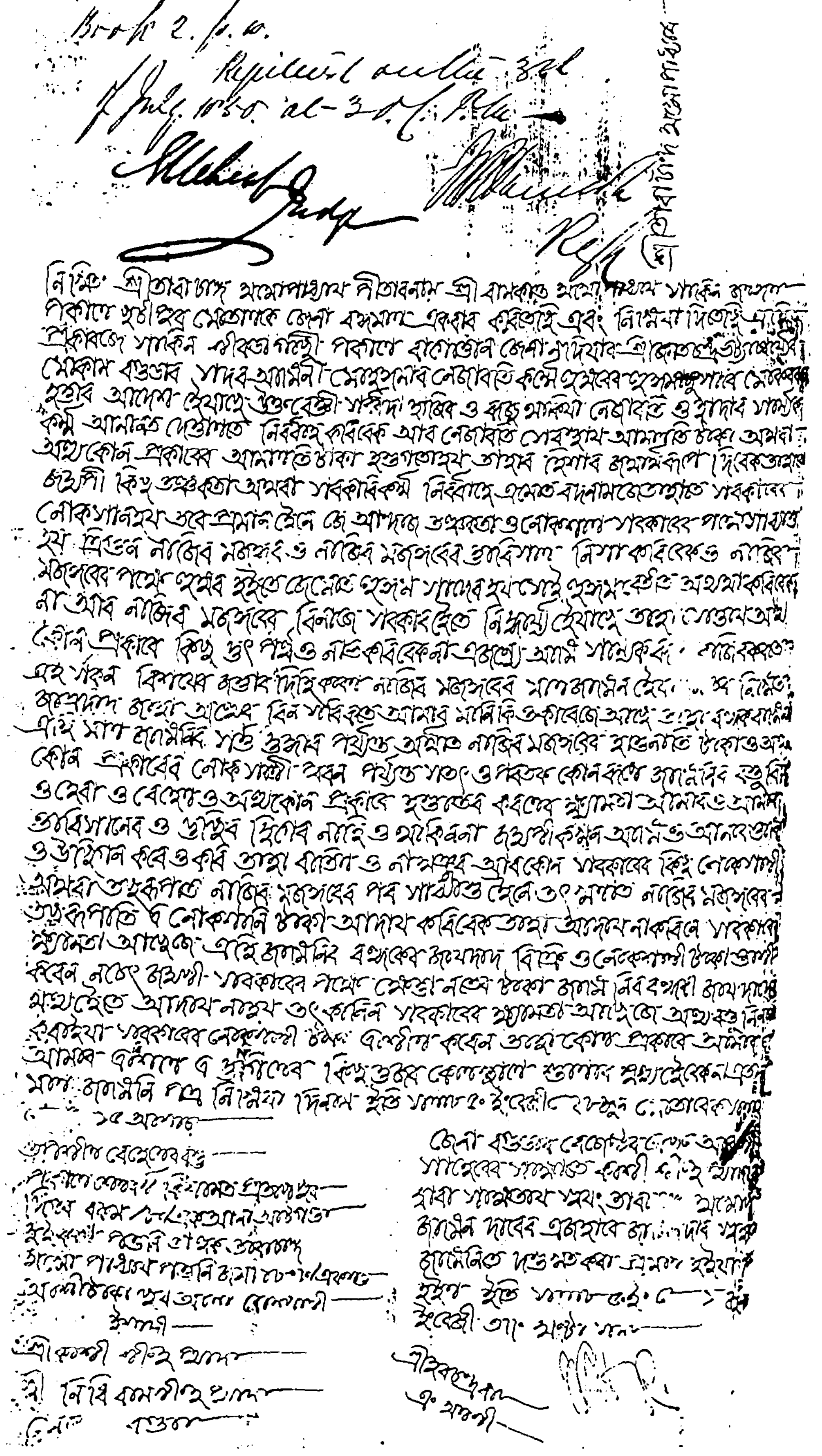

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীতারাচান্দ মুখোপাধ্যায়

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

লিখিতং শ্রীতারাচান্দ মুখোপাধ্যায় পীতার নাম শ্রীরামকান্ত মুখোপাধ্যায় সাকিন জলকুল পরগনে বুতীপুর মোতালকে জেলা বদ্ধমান একরার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছি এহি প্রকার জে সাকিন শীকড়াগাছী পরগনে বাগোওান জেলা নদিয়ার শ্রীজগতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মোকাম বগুড়ার সদর আমিনী মোহকুমার নেজারতি কর্ম্মে হুযুরের হুকুমানুসারে মোকরর হওার আদেশ হৈয়াছে উক্ত বেক্তী সর্ব্বদা হাজির ও রুজু থাকিয়া নেজারতি ও হাদাব সাম্যক কর্ম্ম আমানত দেওানতে নির্ব্বাহ করিবেক আর নেজারতি সেরস্থায় আমানতি টাকা অথবা অন্য কোন প্রকারের আমানতি টাকা হস্তগতো হয় তাহার হিসাব জথার্থরূপে দিবেক তাহাতে জদ্যপী কিছু তঞ্চকতা অথবা সরকারি কর্ম্ম নির্ব্বাহে এমোত বদনাম জে তাহাতে সরকারের লোকসান হয় তবে প্রমান হৈলে জে আন্দাজ তঞ্চকতা ও লোকশান সরকারের পক্ষে সাব্যাস্ত হয় ত্রিগুন নাজির মজকুর ও নাজির মজকুরের ওারিসান নিসা করিবেক ও নাজির মজকুরের পক্ষে হুযুর হইতে জে মোত হুকুম সাদের হয় সেই হুকুম বেতীত অন্যথা করিবেক না আর নাজির মজকুরের বিনা জে সরকার হৈতে নিদ্ধার্য্য হৈয়াছে তাহা সেওায় অন্য কোন প্রকারে কিছু উৎপন্ব ও লাভ করিবেকনা এজন্যে আমি সাম্যক রূপ রাজি বকরতে এই সকল বিশয়ের জওাবদিহি কারন নাজির মজকুরের মালজামিন হৈয়া নিচের লিখিত জাত্রদাদ জাহা অন্যের বিন সরিকতে আমার মালিকি ও কাবেজে আছে তাহা বন্ধক রাখিলা (ম) এহি মাল জামিনির সত্ত উদ্ধার পর্যন্ত অর্থাত নাজির মজকুরের হাওলাতি টাকা ও অন্য কোন প্রকারের লোকসানী পুরন পর্য্যন্ত সতৎ ও পরতক কোন রূপে জামিনির বস্তু বিক্রী ও হেবা ও রেহেন ও অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করনের ক্ষ্যামতা আমার ও আমার ওারিসানের ও উছিরদ্বিগের নাহি ও থাকিলনা জদ্যপী কখন আমী ও আমার ওারিশ ও উছিগন করে ও করি তাহা বাতিল ও নামুঞ্জুর আর কোন সরকারের কিছু লোকসানী অথবা তছরূপাত নাজির মজকুরের পর সাব্যস্ত হৈলে তৎখনাত নাজির মজকুরের তছরূপাতি ও লোকসানি টাকা আদায় করিবেক তাহা আদায় না করিলে সরকারের ক্ষ্যমতা আছে জে এহিজামিনির বন্ধকের জায়দাদ বিক্রি ও লোকশানী টাকা ওাসীল করেন নচেৎ জদ্যপী সরকারের পক্ষে ক্ষেওানতের টাকা জামিনির বন্ধকী জাযদাদের মুল্য হৈতে আদায় না হয় তৎকালিন সরকারের ক্ষ্যামতা আছে জে অন্য বস্তু নিলাম করাইয়া সরকারের লোকসানী টাকা ওাশীল করেন তাহা কোন প্রকারে আমার ও আমার ওারিশানে ও উছিগণের কিছু ওজর কোন স্থানে শুনার যুগ্য হৈবেক না এতদর্থে মালজামিনি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১৮৫০ ইংরেজী তে ২৮ জুন মোতাবেক সন ১২৫৭ তে ১৫ আশাড়

তপশীল রেহেনের বস্তু
পরগনে শোলবর্শ কিশামত প্রতাপপুর
দিগর রকম/৮৴এক আনা আট গন্ডা
দুই কাগ পত্তনি তালুক তারা চান্দ
মুখোপাধ্যায় পত্তনি জমা ১৮০।৴একশও
আশী টাকা ছয় আনা কোম্পানী

ইশাদী
শ্রীকাশী শীংহ প্যাদা
শ্রীনিধিরাম সীংহ প্যাদা
মোং বগুড়া

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী [হারিসন] সাহেবের সাক্ষাতে কাশী শীংহ প্যাদার হলফ দ্বারা সাক্ষতায় স্বয়ং তারা চান্দ মুখোপাধ্যায়ের জামিনদারের এজহারে জামিনদার স্বহস্তে জামিনিতে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হইল ইতি সন ১৮৫০ ইং তে ১ জুন ইংরেজী ৩।।০ ঘন্টা সময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শ্রীসুং চি
শ্রীহরচন্দ্র রায়

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Registered under ... 4th August 1858.
at 3 o'c P.M.

:নিমিত্ত: শ্রী মাধব চন্দ্র ভট্টাচার্য্য পীতার নাম রাম চন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাকিন
মোকের কোনা পরগনে পোনাদস্তী থানা বগুড়া মোতালকে জেলা বগুড়া
একরার করিতেছি এবং নিম্নলিখিত শ্রী এহি প্রকারজে সাকিন শীরসাহী পং
বোলেস্তান জেলা নদীয়ার শ্রী জগৎচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মোকাম হালের সাদর
আমিনি মোহকমার নেজারতী কর্ম্মে হুজুরের হুকুমানুসারে মোকর্‌রর হওয়ার আদেশ
হইয়াছে উক্ত বেক্তি সর্ব্বদা হাজির ও বজু থাকিয়া নেজারতি ওহদার সামলক
কর্ম্ম আমানত দেয়ানতে নির্ব্বাহ করিবেক আর নেজারতী সেরেস্তায় আসামী
টাকা অথবা অন্য কোন প্রকারের আমানতী টাকা হস্তগত হয় তাহার
হিসাব মোতাবেক রূপে দিবেক তাহাতে জখমী কিছু তঞ্চকতা অথবা সরকারী
কর্ম্ম নির্ব্বাহে এমত বদনাম যে তাহাতে সরকারের নোকসান হয় তবে
প্রমান হইলে যে আন্দাজ তঞ্চকতা ও নোকসান সরকারের পাক্ষে সাব্যস্ত হয়
তদ্রুপ নাজির মজকুর ও নাজির মজকুরের তাবিদার নিদা করিবেক ও
নাজির মজকুরের পাক্ষে হুজুর হইতে জে মতে হুকুম সাদের হয় সেই
হুকুম বেতীত অন্যথা করিবেক না আর নাজির মজকুরের বিনাজে সরকার
হইতে নিজকার্য্য হইয়াছে তাহা সেওায় অন্য কোন প্রকারে কিছু উৎপত্তি
ও নীত করিবেক না এজন্যে আমী সামিল রূপে বাজীবাকত এই সকল
বিষয়ের মতোর দিহী করন নাজির মজকুরের মালজামীন হইয়া নিচের নামীত
জায়দাদ জাহা অন্যের বিনাশরীকতে আমার মালিকি ও কাবেজে আছে
তাহা বন্ধাকে বানীনাম এহি মাল জামীনির সর্ত্ত উজ্জার পর্য্যন্ত অমীত
নাজির মজকুরের হস্তনাতি টাকা ও অন্য কোন প্রকারের নোকসান পূরন
পর্য্যন্ত সত্ত ও পরতক কোনরূপে জামীনির বস্তু বিক্রয় ও হেবা ওবেহেন
ও অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করনের ক্ষমতা আমার ও আমার
ওয়ারিসানের ও উহার দিগর নাজী ও থাকিবেক না জখমী কমন আমী ও আসল
ওয়ারিসান ও উদ্যোগ করে ও করি তাহা বাতিল ও নামঞ্জুর আর কোন
সরকারের কিছু নোকসানি অথবা তঞ্চকপাত নাজির মজকুরের পর
সাব্যস্ত হইলে তৎমনাতে নাজির মজকুরের ও ওয়ারিসান ও নেকসানী
টাকা আদায় করিবেক তাহা আদায় না করিলে সরকারের ক্ষমতা
আছে জে এহি জামীনির বন্ধাকে জায়দাদ বিক্রয় ও নেক সানী টাকা
ওসুল করেন নচেৎ জখমী সরকারের পাক্ষে খেজ্ঞা নতের টাকা

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীমাধবচন্দ্র
ভট্টাচার্য্য

লিখিতং শ্রীমাধবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য পীতার নাম রামচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাকীন
সেকেরকোলা পরগনে পোলাদসী থানা বগুড়া মোতালকে জেলা বগুড়া
একরার করিতেছি এবং লিখিয়া দিতেছী এহি প্রকার জে সাকিন সীকড়াগাছী পং
বোগোওান জেলা নদীয়ার শ্রীজগতচন্দ্র ভট্টাচার্য্যের মোকাম বগুড়ার সদর
আমিনি মোহকুমার নেজারতী কর্ম্মে হয়ুরের হুকুমানুসারে মোকরর হওার আদেস
হইয়াছে উক্ত বেক্তী সর্ব্বদা হাজির ও রূজু থাকিয়া নেজারতি ওহাদার সাম্যক
কর্ম্ম আমানত দেওানতে নির্ব্বাহ করিবেক আর নেজারতী সেরেস্থায় আমানতী
টাকা অথবা অন্য কোন প্রকারের আমানতী টাকা হস্তগতো হয় তাহার
হিসাব জথার্থরূপে দিবেক তাহাতে জদ্যপী কিছু তঞ্চকতা অথবা সরকারি
কর্ম্ম নির্ব্বাহে এমত বদনাম জে তাহাতে সরকারের লোকসান হয় তবে
প্রমান হইলে জে আন্দাজ তঞ্চকতা ও লোকসান সরকারের পক্ষে সাব্যস্ত হয়
ত্রিগুন নাজির মজকুর ও নাজির মজকুরের ওারিসান নিসা করিবেক ও
নাজির মজকুরের পক্ষে হয়ুর হইতে জে মোত হুকুম সাদেব হয় সেই
হুকুম বেতীত অন্যথা করিবেকনা আর নাজির মজকুরের বিনা জে সরকার
হইতে নিদ্ধার্য্য হইয়াছে তাহা সেওায় অন্য কোন প্রকারে কিছু উৎপন্ন
ও লাভ করিবেন না এজন্যে আমি সাম্যক রূপে রাজী বগরতে এই সকল
বিসএর জওাবদিহীকারণ নাজির মজকুরের মালজামিন হইয়া নিচের লিখিত
জাএদাদ জাহা অন্যের বিনাসরিকতে আমার মালিকি ও কাবেজে আছে
তাহা বন্দক রাখিলাম এহি মাল জামিনির সর্ত্তউদ্ধার পর্য্যন্ত অর্থাত
নাজির মজকুরের হাওলাতি টাকা ও অন্য কোন প্রকারের লোকসানি পুরন
পর্য্যন্ত সতত্ ও পরতক কোনরূপে জামিনির বস্তু বিক্রী ও হেবা ও রেহেন
ও অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর করনের ক্ষ্যামতা আমার ও আমার
ওয়ারিসানের ও উছিদ্বিগের নাহী ও থাকিলনা জদ্যপী কখন আমী ও আমার
ওারিসান ও উছিগণ করে ও করি তাহা বাতিল ও নামুঞ্জুর আর কোন
সরকারের কিছু লোকসানি অথবা তছরূপাত নাজির মজকুরের পর
সাম্যস্ত হইলে তৎখনাত নাজির মজকুরের ও তছরূপাতী ও লোকসানী
টাকা আদায় করিবেক তাহা আদায় না করিলে সরকারের ক্ষ্যামতা
আছে জে এহি জামিনির বন্ধাকের জায়দাদ বিক্রী ও লোকসানী টাকা
ওাসীল করেন নচেত্ জদ্যপী সরকারের পক্ষে ক্ষেওানতের টাকা

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

জমিনের বগাকি মালেদাদের মুখ হইতে আদায় নহুয় ও কোনন
সরকারের ক্ষমতা আছেতে অত্র বস্তু নিলাম করিয়া সরকারের কোম্পানী
টাকা উসুল করেন তাহা কোন প্রকারে আমার [illegible]
ও উত্তরাধিকারীগণের কিছু ওজর কোন স্থানে মনজুর [illegible] হইবেক না এতদর্থে
মান জামিনি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৫৭ সাল ৮ [illegible]
তহশীল সমর্পিত —

পরগনে প্রতাপবাজুর সামিল মাবৈজা —
তালুক গোপাল পুর দিগর আস্কারমোট —
ষোল আনা বন্দের সদর জমা সি: ১৩৪ টাকা —
কোম্পানী আমার ও কমল জেলা নোয়াখালী বস্তুর —
নামে জেলা বগুড়ার কালেক্টরি সেরেস্তায় নিলাম —
ক্রয়ের মধ্যে আমার নিজ হিস্যা ।/০ আনা বন্দের —
কাত সদর জমা কোং ৮২ টাকা —

ইসাদী —
শ্রী কাশীনাথ খাদার
সাং বগুড়া —
এ আব্দুল মজিদ খাঁ
মোকাম বগুড়া —

জেলা বগুড়ার কালেক্টর শ্রীযুত আর জী হবিগন সাহেবের সমক্ষে
স্বয়ং মাধব চন্দ্র ভট্টাচার্য্যের বক্তব্য ও এই জামীনের নিমিত্ত
কাশী নাথ খাদার [illegible] সাক্ষ্যতায় এই জামিনিতে মাধব
স্বহস্তে দস্তখত করা প্রমাণ হইয়া দাখিল হইল ইতি সন
৮ আষাঢ় — সাং সন ১২৫৭ সাল — ২৫ এপ্রেল [illegible]
বেলা দুই প্রহর তিন ঘটিকা সময় —
শ্রী হরিশচন্দ্র —
এং সাক্ষী —

সন ১৮৫০ পঞ্চাশ ইংরেজী তারিখ ৭ সাতই আষাঢ় মোতাবেক
সন ১২৫৭ সাল তারিখ ২৪ জুন দাম ।/০ আট আনা —
মাধবের [illegible] চন্দ্র নাথ — মোকাম বগুড়া —
শ্রী দুর্গা দাস [illegible] —
মোকাম বগুড়া —

Dhaka University Institutional Repository

৮৩ খ
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

জামিনির বন্ধকি জাএদাদের মুল্য হৈতে আদায় না হয় তৎকালিন
সরকারের ক্ষ্যামতা আছে জে অন্য বস্তু নিলাম করাইয়া শরকারের লোকসানী
টাকা ওাসীল করেন তাহা কোন প্রকারে আমার ও আমার ওারিসান
ও উহীগনের কিছু ওজর কোন স্থানে সুনার যুগ্য হৈবেক না এতদর্থে
মালজামিনি পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন ১২৫৭ সাল তে ২৫ শ্রাবন

তফসীল সম্পত্তী

পরগনে প্রতাপ্যাজুর সামিল খারিজা
তালুক জোগাইপুরদীগর জাহার মোট
সোল আনা রকমের শদর জমা মঃ ১৬৪৲টাকা
কোম্পানী আমার ও কমল *লোচন চক্রবত্তীর
নামে জেলা বগুড়ার কালেকটৈরি সেরেস্থায় লিখাজায়
তাহার মধ্যে আমার নিজ হকিয়ত ৷৷০আনা রকমের
কাত সদর জমা কোং ৮২৲টাকা

ইশাদী
শ্রীকাসী সীংহ প্যাদা
মোং বগুড়া
শ্রীআহমত উল্যা প্যাদা
মোকাম বগুড়া

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেবের সমুক্ষে
স্বয়ং মাধব চন্দ্র ভট্টাচার্যের বক্তৃতায় ও এই জামিনির লিখিত
কাশী সীংহ প্যাদার হলফের দ্বারা সাক্ষতায় এই জামিনিতে মাধবচন্দ্র
স্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখিল হইল ইতি সন ১৮৫০
৮ আগষ্ট মোং সন ১২৫৭ সন তে ২৫ শ্রাবন বৃহস্পতীবার
বেলা দুই প্রহর তিন ঘটীকা সময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

শ্রীহর চন্দ্র রায়
এং মুনশী

শন ১৮৫০ পঞ্চাষ ইংরেজী তারিখ ৭ সাতএী আগষ্ট মোতাবেক
শন ১২৫৭ সন তারিখ ২৪ শ্রাবন দাম আট আনা
খরিদার জগত চন্দ্র নাজীর মোকাম বগুড়া

শ্রীদুর্গাচরণ পোতদার [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]
মোকাম বগুড়া

[* ভুলবশত 'চোল' শব্দটি লিখে লিপিকর পুনরায় কেটে দিয়েছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীহরি —

Registered in the office of [illegible]

[illegible]

পরম পূজনীয় শ্রীযুক্ত হরিশচন্দ্র রায় চৌধুরী —
মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রী [illegible] দাসের দাস — এককবর পত্রামিদং সন ১২৬৩ বঙ্গাব্দ [illegible]
সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আগে রিবক্সী শ্রীযুক্ত রামগোপাল [illegible]
[illegible] মহাশয়ের জমীদারী জেলা বাকরগঞ্জ মোতালক [illegible]
[illegible] অন্ত : পাতী [illegible] নামক মোতালক [illegible] নিজ নামজা
ও মৌজে হাট সাহর ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible]
ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible]
[illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে
[illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible]
ও চক [illegible] ও চক [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible]
ও চক [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible] ও মৌজে [illegible]
ও মৌজে [illegible] ও চক [illegible] ও চক [illegible] [illegible]
[illegible] নামজা [illegible] মহাশয়ের [illegible]
[illegible] সাকিন [illegible] কোম্পানী মবলগ ৩১৪৪ তিন [illegible]
[illegible] টাকা [illegible] সন ১২৬৩ বঙ্গাব্দ [illegible]
সাল [illegible] সন ১২৬০ বঙ্গাব্দ [illegible] সাল [illegible] ৫ পাঁচ সাল [illegible]
আমার নামে ইজারা বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া মহাশয় [illegible] হইয়া [illegible]
[illegible] দিলেন অতএব আমি আপন খোশী পূর্ব্বক একরার লিখিয়া
দিতেছি যে মহাশয় উপরোক্ত [illegible] পর্য্যন্ত [illegible]
[illegible] আদায় পূর্ব্বক
[illegible] করিবেন আমার নামে ইজারা [illegible] আমি [illegible]
[illegible] দাখিল করিতে কি উপস্থিত তোমার কোন আপত্য করিতে পারিবেক
[illegible] আমি কিম্বা আমার ওয়ারিশান [illegible] একরারের [illegible]
[illegible] কোন দাওয়া [illegible] করি ও করে তাহা নামঞ্জুর [illegible]
[illegible] আমার [illegible] যে বকেয়া বাকী [illegible]
[illegible] ঐ বাকী আমী [illegible] করিয়া দিলে মহাশয়ের
[illegible] আদায় করিয়া আমাকে দিয়া [illegible] লইবেন উত্তর
[illegible] মহাশয়ের কোন এলাকা থাকিল না ও আর [illegible]
এবং আমার সাবেক [illegible] যদি কিছু [illegible] বাকী [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীহরিঃ

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

[ফারসি অক্ষর]
শ্রীগদাধর দাম
সাকিন কুষ্টিয়া

পরম পুজনিয় শ্রীযুক্ত হরিশ্চন্দ্র গীর গোসাঞী
মহাসএ বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগদাধর দাম একরার পত্রমিদং সন ১২৫৬ বারসও ছাপার্ন শন সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে নাটোর নিবাসী শ্রীজুক্ত রাম গোপাল ওরফে ভৈরব নাথ কৃষ্ণকুল মহাসএর জমিদারি জেলা রাজসাহীর মোতালক পরগনে সিবপুরের অন্তঃপাতী হুদ্দানাথ জার মোতালক মৌজীয়াত নিজ নামুজা ও মৌজে হাটসহর ও মৌজে টান্ডসারা ও মৌজে মুরুঞ্জু ও মৌজে বামনগাও ও মৌজে দেওতাহার ও মৌজে চৌডুরি ও মৌজে ভালুখালী ও মৌজে জামনী পাড়া ও মৌজে জগদেসী ও মৌজে তেলধাপ ও মৌজে আথরাইল ও মৌজে পাচগাতি ও মৌজে বারহাতা ও মৌজে সুখানগাড়ি ও মৌজে বিস্তা চাপড় ও চক গাদুখাঁ ও চক কাঁটাহার ও মৌজে আটগাঁও ও মৌজে পঞ্চদাস ও চক জেলাহার ও মৌজে শীল কোওর ও মৌজে চাঙ্গইর ও মৌজে এরইল ও মৌজে কাজল গৌরি ও চক মহাদেব ও চক কৃষ্ণপুর মায় হুজরি জোত সেওায় হাট নামুজা নরিনগঞ্জ প্রসংসীত মহাসয়ের নিজ হিস্যা রকুমাত ৷/৬)৷৴ক্রান্তী সেওায় সরঞ্জামী সালীয়ানা কোম্পানী মবলগে ৩১৪৪ তিন হাজার একসও চৌয়াল্লীস টাকা জমা ধার্য্যে ইস্তক চলীত সন ১২৫৬ বারশও ছাপ্পন্ন সাল লাগাএদ সন ১২৬০ বারশও সাইট সাল মুদ্দতে ৫ পাচ সনা মিঞাদে আমার নামে ইজারা বন্দবস্ত করিয়া লইয়া মহাসয় জামিন হইয়া জামিনীনামা লিখিয়া দিলেন অতএব আমী আপন সেৎষ্যা পূর্ব্বক একরার লিখিয়া দিতেছী জে মহাসয় উপউক্ত মিঞাদ মুদ্দত পর্যন্ত মহালাত মজকুরানে দখিয়াকার থাকিয়া ওয়াসীল তহসীল করিয়া রাজস্য আদায় পূর্ব্বক উপস্বত্ত ভোগ করিবেন আমার নামে ইজারা থাকা হেতুবাদে আমী মহাল মজকুরে দাখিলকার হওা কি উপশ্বত্ত ভোগের কোন আপত্য করিতে পারিবনা কালে কস্বনী আমী কিম্বা আমার ওয়ারিসান এহী একবারের সরতের অন্যথায় কোন দাওা দরপেস করি ও করে তাহা নামঞ্জুর মহাল হায় মজকুরানে আমার পুর্বব মেঞাদের জে বকয়া বাকী বিনাতে পাওনাছে ঐ বাকী আমী প্রজা মোকাবেলা করিয়া দিলে মহাশয়ের আমলার দ্বারায় আদায় করিয়া আমাকে দিয়া রসীদ লইবেন উক্ত বাকীর সহীত মহাসএর কোন এলাকা থাকিলনা ও থাকিবেকনা এবং আমার সাবেক মেঞাদের জদি কিছু খাজানা জমিদারের

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

পাওনা থাকে তাহা আমি নিজ আদায় করিব এ ৫ সন্তানের
সহিত মহলের কোন এলাকা মালিনা ও মালিকানা —
এতদর্থে একরার পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ — ২৫ অগ্রহায়ণ
ইসাদ —

শ্রী তিনকৌড়া পাইক — শ্রী বাবু শেখ — শ্রী কেনা পাইক
সাকিন পেড়ুল — সাকিন পেড়ুল — সাকিন উলিপুর —

শ্রী রামচন্দ্র সরদার — শ্রী বসন্ত সরকার —
সাকিন মহীপুর — সাকিন মহীপুর —

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টরি দপ্তর আমরা শ্রী হরবিলাস সাহেব সমীপে —
এই একরারের লিখিত বসন্ত সরকার হস্তে হাজির করা সাক্ষীগণ
ও লেখকের মোতাবেক একরারদাতা অনেক একরারে ইহাতে লেখক
দাস স্বহস্তে সহি দস্তখত করা প্রমাণ হওয়া দাখিল হৈল ইতি
সন ১৩০৩ সালের মোতাবেক সন ১৮৯৭, ১৭ তারিখ
বেলা দুই প্রহর তিন ঘণ্টা সময় —

সন ৮০-৫০ আন পঞ্জিকা ২ তারিখ ৮ আটই ডিসেম্বর —
সন ১২৫৩ সাল তারিখ — ২৪ অগ্রহায়ণ মাস ৮ আটচল্লিশ —
মাধব উকিল পাইক সাং মহীপুর —

শ্রী হরেকৃষ্ণ সরকার —
সাং সেরপুর —

সন ৮০-৪৩ তান পঞ্জিকা ২ তারিখ ৮ আটই ডিসেম্বর —
সন ১২৫৩ সাল তারিখ — ২৪ অগ্রহায়ণ মাস ৮ আটচল্লিশ
সাকিন দাস উকিল নসু পাইক সাং মহীপুর —

শ্রী হরেকৃষ্ণ সরকার —
সাং সেরপুর —

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

পাওনা থাকে তাহা আমী নিজ আদায় করিব ঐ খাজানার
সহীত মহাশয়ের কোন এলাকা থাকীলনা ও থাকীবেকনা
এতদর্থে একরার পত্র দিলাম ইতি তারিখ ২৫ অগ্রহায়ন

ইসাদ

শ্রীতিনকৈড়া পাইক	শ্রীবাদু মেধা	শ্রীফেলা পাইক
শাকীন পেচুল	শাকীন পেচুল	শাকীন উলিপুর
শ্রীজকী সরদার	শ্রীরহমত সরকার	
সাকীন মহীপুর	সাকীন মহীপুর	

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেব সমীপে
এই একরারের লিখিত রহমত সাক্ষীর হলফ দ্বারা সাক্ষতায়
ও দেহেন্দার মোক্তার ফএজদ্দীন মুনসীর এজহারে ইহাতে গদাধর
দাম স্বহস্তে মহর দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি
সন ১৮৫০/৩ সেতাম্বর মোতাবেক শন ১২৫৭/১৯ ভাদ্র
বেলা দুই প্রহর তিন ঘন্টা সময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

সন ১৮৪৯ অনপঞ্চাষ ইং তারিখ ৮ আটই দিজাম্বর
সন ১২৫৬ সন তারিখ ২৪ অগ্রহায়ন দাম ৮্ আট টাকা
খরিদার উজিরা পাইক শাং মহীপুর

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা
শাং সেরপুর

শন ১৮৪৯ অনপঞ্চাষ ইং তারিখ ৮ আটই দিজাম্বর
শন ১২৫৬ শন তারিখ ২৪ অগ্রহায়ন দাম ৮ আট টাকা
খরিদদার উজিরা নস্য পাইক শাং মহীপুর

শ্রীহরেকৃষ্ণ সাহা
শাং সেরপুর

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রী শ্রী দুর্গা

মোতালেক রেজেষ্টরী
জেলা বগুড়া

[illegible]

লিখিতং শ্রী [illegible] তস্য শ্রী [illegible] চৌধুরী সাং পাদুমশার
মোক্তারনামা পত্রমিদং সন ১২৮৬ সাল [illegible] কার্য্যনঞ্চাগে [illegible]
শ্রী রামচন্দ্র মজুমদারের তরফ হইতে শ্রী রামকৃষ্ণ দত্তের মারফতে [illegible]
সনের ১৫ [illegible] মবলগ ২৫০ দুইশত পঞ্চাশ টাকা আমরা কর্জ
লইয়া এক কিতা তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছি উক্ত তমঃসুক [illegible]
রেজেষ্টরী করাইয়া দেওয়া আবশ্যক সে মতে আমার দিগের তরফ
মোকাম বগুড়ার শ্রী কৃষ্ণমোহন [illegible] দারকে মোক্তার মুকরর করিলাম
মোক্তার মজকুর হুজুরে হাজির থাকিয়া উক্ত রেজেষ্টরী [illegible]
সমাধা লিখিত পড়িত দস্তখত ইত্যাদি যে যাহা করিবেন
তাহা আমার দিগের স্বীকৃত কবুল [illegible] এতদার্থে
মোক্তারনামা পত্র দিলাম ইতি তারিখ [illegible] ১৬ [illegible] —

[illegible]

১ [illegible] খাঁ — ১ [illegible] প্রামানিক —
[illegible] —

মোক্তারনামার লিখিত সাক্ষীগণ জেলা বগুড়ার একটিং রেজেষ্টরী
সাহেবের হাজির [illegible] মোক্তারনামা [illegible]
[illegible] চৌধুরী [illegible]
[illegible] মোক্তারনামা [illegible] ১২৭ [illegible]
[illegible] ৫৭ । ১৫ [illegible] —

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গা

মোতালকে রেজষ্টরী
জেলা বগুড়া

[পাঁচ নাগরি ইংরেজি ষ্টেম্প]

মহর
শ্রীপ্রাননাথ শর্ম্মা চৌধুরী
শাং পদুমপাল

লিখিতং শ্রীসুরেস্বরী দেব্যা তথা শ্রীপ্রাননাথ শর্ম্মা চৌধুরী সাং পদুমপাল মুক্তারনামা পত্রমিদং সন ১২৫৬ সালাব্দে লিখনং কার্যনঞ্চাগে সাকীন সেরপুরের শ্রীরামচন্দ্র মজুমদারের তহবিল হইতে শ্রীরামকৃষ্ণ দত্তের মারফতে চলিত সনের ১৫ ফালগুন মবলগে ২৫০ দুইশও পঞ্চাশ টাকা আমরা করজ লইয়া এক কিতা তমঃসুক লিখিয়া দিয়াছি উক্ত তমঃসুক মহাজনকে রেজেষ্টরি করাইয়া দেওা আবেশ্যক সে মোতে আমার দিগের তরফ মোকাম বগুড়ার শ্রীকৃষ্ণ মোহন তালুকদারকে মোক্তার মকরর করিলাম মোক্তার মজকুর হুজুরে হাজির থাকীয়া উক্ত রেজেষ্টরি বিসয়ে সওাল জওাব লিখিত পড়িত দাখীল দস্তখত ইত্যাদি জে কীছু করিবেক তাহা আমার দিগের স্বীয়কৃত তুল্য কবুল মঞ্জুর মাতবর এতদর্থে মোক্তার নামা পত্র দিলাম ইতি তারিখ ১৬ ফালগুন

ইশাদ

শ্রীইনামদি প্যাদা	শ্রীএকড়িয়া প্রামানিক
শাং কামালপুর	শাং দাময়া

মোক্তারনামার লিখিত সাক্ষীগণ জেলা বগুড়ার একটীন রেজষ্টর সাহেবের হুযুরে হলপ করিয়া মোক্তারনামা দায়ফা শহস্তে মুহর ও প্রাণনাথ চৌধুরী শহস্তে দস্তখত করা প্রমান করিল মোতে হুকুম হইল জে মোক্তারনামাদাখীল হয় ইতি শন ১৮৫০/২৭মেই শন ১২৫৭/১৫ জৈষ্টী

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীলালমনী দাস্যা সাকীন বিরপাড়া
মোতালকে জেলা হুগলী
বং শ্রীহরচন্দ্র রায় মোক্তার শাকীন পাটুলী বর্দ্ধমানপুর
মোতালকে জেলা (বর্দ্ধমান)পুর

মহামহিম শ্রীযুত আনন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয় বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীলালমনি দাস্যা
করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৭ বারশও শাতান্ন শালাব্দে
লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার মহজনান রিন পরিসোদার্থে আমার হরিএক বাবুদেব
মোক্তার জেলা বর্দ্দমানের মোতালক পাটুলীর অন্তগত গঙ্গাপুর নিবাসী শ্রীহরচন্দ্র
রায়ের দ্বারায় বকলম দস্তখতে আপনকার নিকট মবলগে কোম্পানী ৪০০ চারিশও
টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম হইার সুদ ফী শত ১ এক টাকা বারাওদ্দে দিব
ওাদা শন মজকুরের ফালগুন মাশে যুদ শমেত বেবাক টাকা এক তোড়াতে আদায়
করিয়া এহি তমঃষুক ওয়াপোষ লইব বেবাক টাকা একজোগে আদায় করিতে নাপারি
তবে জখন জে টাকা দিই তাহা এই তমষুকের পীষ্টে ওয়াশীল লিখীয়া দিব তাহা না দিয়া
আলাহিদা রশীদ অথবা শাক্ষী গুজরাই তাহা ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর এতদার্থে করজখত পত্র
লিখীয়া দিলাম ইতি শন (১২৫৭) তারিখ ৯ নঞী জৈষ্ট

শ্রীদিনু প্রাং	শ্রীরহিম'উল্লা শেখ	শ্রীজামীরুল্লা কারী	শ্রীকাদীয়া নস্য
শাং আড়বাড়ী	শাং তথা	শাং চাকুড়াপাড়া	শাং প্রতাপপুর

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিশন রেজষ্টর সাহেবের শমীপে
এই তমঃসুকের লিখীত জামীরুল্লা কারী শাক্ষীর হলফ দ্বারায় শাক্ষতায় ও খোদ হর চন্দ্র রাএর
এজহারে ও তস্য উপস্থীত করা মোক্তারনামায় লিখীত শরত মোতে লালমনী দাস্যার
নাম দস্তখতে হরচন্দ্র রাত্রর নাম বকলমে তমঃ সুদ লিখীয়া দেওা প্রমান হৈয়া দাখীল
হইল শন ১৮৫০ ইং ২১ মেই মোং শন ১২৫৭ শাল ৯ জেষ্টী
মঙ্গলবার বেলা শার্দ্দ তিন ঘটিকা
ইষ্টাম্প [স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Bk. 7 – Page 1 –
Registered by me this
9th January 1850 at 3 P.M.

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীরাম

[চার সারি ইংরেজি লেখা ও স্বাক্ষর]

শ্রী শ্রীকান্তগুপ্ত কবিরাজ
শাকীন নুখুরিয়া পরগনে
পলাশী থানা অগ্রদিপ
জেলা নদিয়া
হাল মোকাম কানাড় পরগনে
শেলবর্স মোতালকে থানা বগুড়া জেলা বগুড়া

মহামহীম শ্রীযুত রমানাথ সাহাজি
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীশ্রীকান্ত গুপ্ত কবিরাজ শাকীন নুখুরিয়া পরগনে পলাশী মোতালকে থানা অগ্রদিপ জেলা নদিয়া হাল মোকাম কানাড় পরগনে শেলবর্স মোতালকে থানা বগুড়া জেলা বগুড়া করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৬ বারশও ছাপপান্ন সন শালাব্দে লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আমী আপনকার মোকাম খরনার বাশার তহবিলে আপনকার তরফ গোমাস্তা শ্রীরাজিব লোচন শাহার মারফতে কোম্পানী মবলগে ৯০০ নওসতো টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আগ্রিন দিব ওয়াদা শন ১২৫৭ সনের মাঘ মাসে মায়সুদ মবলগ মজকুর আদায় করিব জদ্যপী এককালীন আদায় করিতে নাপারিয়া ক্রেমে আদায় করি তবে জখন জে টাকা দিব তাহা খতের পৃষ্টে ওয়াশীল লিখিয়া দিব তাহা নাদিয়া আলাহীদা রশীদাদি দলীল কি শাক্ষী ও আপত্য উপস্থীত করি তাহা নামঞ্জুর বিশেষ একরার করিতেছী জে উক্ত টাকা মায়সুদ আদায়ের খাতীরজমাতে জামীনির মাতবরি পরিবর্ত্তে আমার তালুক পরগনে শেলবর্শের মৌজে শেখ কলমাদিগর জাহা ৬১ নম্বরে জেলা বগুড়ার ডিপুটি কালেক্টরিতে ৪৪২৲২।। পাই কোম্পানী জমাতে আমার নামে ও আমার কনেষ্ট ভ্রাতা বা শ্রীনাথ গুপ্ত কবিরাজ নামে তালুক লিখাজায় তদ্বিশয় আমার নিজ হক রকম ।।০ আনা শদর জমা ২২১৲১। পাই মধ্যে মৌজে শেখ কলমা ও মৌজে রূপীহারের রকম ।।০ আনা আমার নিজ হক বন্দক রাখিলাম জে পরিজন্ত টাকা মায়সুদ আদায় না হইবেক জে পরিজন্ত উপরক্ত শেখ কলমা ও রূপীহারের রকম ।।০ আনা আমার নিজ হক বয়হেবা কি অন্য কোন প্রকারে হস্তান্তর কি অন্যত্র রেহান কি পত্তনী ইত্যাদি বন্দবস্ত করিতে পারিবনা জদ্যপী করি তাহা নামঞ্জুর আর করার মোত টাকা আদায় না করিলে আপনে জথিধি আদালত ঘটীত উক্ত মহাল দুএর রকম ।।০ আনা বন্দকী বস্তু নিলাম বিক্রীর দ্বারায় মায়সুদ ও আদালত খরচা মবলগ মজকুর আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমী কিম্বা আমার ওয়ারিশানের দাবি ও আপত্য নামঞ্জুর এতদর্থে করজখতপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ২১ পৌস

ইশাদ

শ্রীমোলামদী প্রামানীক	শ্রীদাইমল্লা সরদার	শ্রীবিন্দা সরদার	শ্রীবাহারু প্রামানীক
শাকীন শেলচাপড়	শাকীন শেরপুর	শাকীন শেরপুর	শাকীন শেলচাপড়

জেলা বগুড়া মেং জান ক্র্যাফোর্ড ডজশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখীত দাইমুল্যা সরদার শাক্ষীর রিতীমোত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারক পক্ষে কৃষ্ণ কান্ত গঙ্গোপাধ্যায় মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে শ্রীকান্ত গুপ্ত কবিরাজ স্বহস্তে স্বেৎসা পুর্ব্বক দস্তখত করা প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি হৈল ইতি ১৮৫০ইং তারিখ ৭ জানওারি মোং ১২৫৬ শন ২৪ পৌস শোমবার বেলা দুই প্রহর ত্রিতীয় ঘটীকা শমত্র

[ফারসি স্বাক্ষর] [ইংরেজি স্বাক্ষর] ইষ্টাম্প ১২৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

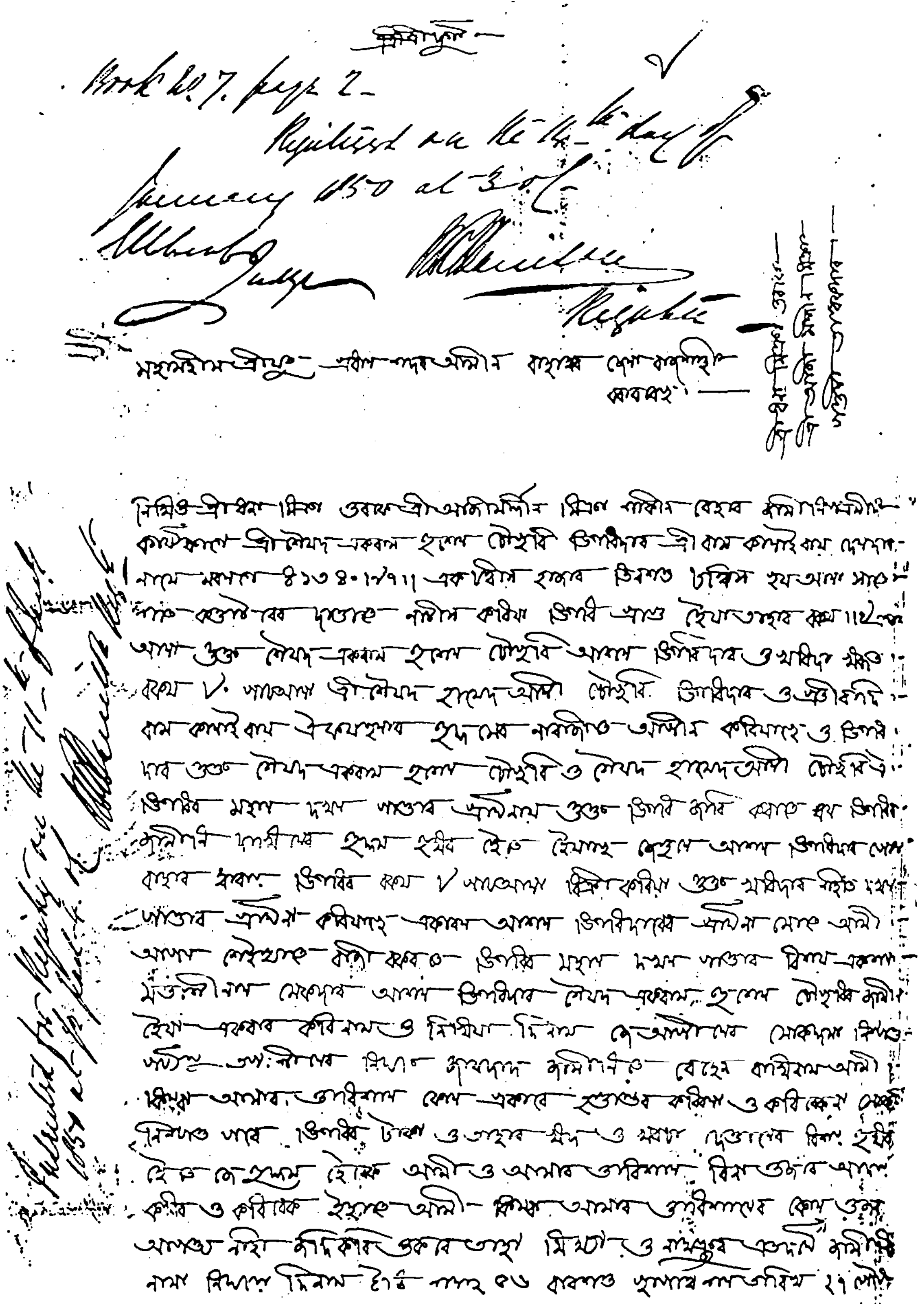

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীধলা মিঞা ওরফে
শ্রীআজীমদ্দীন মিঞা
পত্তনী তালুকদার

মহামহীম শ্রীযুত প্রধান শদর আমীন বাহাদুর জেলা রাজশাহী
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীধলা মিঞা ওরফে আজীমদ্দীন মিঞা শাকীন বেহার জামীনি পত্রমীদং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীশৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরি ডিগরিদার শ্রীরাম কানাইরায় দেনদার নামে মবলগে ৪১৩৪০।৶৭।। এক চল্লীস হাজার তিনশও চল্বিস ছয় আনা সাড়ে শাত কওাটরের দাওাতে নালীস করিয়া ডিগরি প্রাপ্ত হৈয়া তাহার রকম ৷৷৶এগার আনা উক্ত শৈয়দ একরাম হুশেন চৌধুরি আশল ডিগরিদার ও খরিদা সুরূত রকম ৵. পাচ আনা শ্রীশৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরি ডিগরিদার ও প্রতীবাদি রাম কানাই রায় ঐ ফয়ছলার হুকুমের নারাজীতে আপীল করিয়াছে ও ডিগরী দার উক্ত শৈয়দ একরাম হুশেন চৌধুরী ও শৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরী ঐ ডিগরির মহাল দখল পাওার প্রার্থনায় উক্ত ডিগরি জারি করাতে বয় ডিগরির জামীনি দাখিলের হুকুম হুযুর হৈতে হৈয়াছে জে স্থলে আশল ডিরিদার পোন বাহার দ্বারায় ডিগরির রকম৵পাচ আনা বিক্রী করিয়া উক্ত খরিদার শহীত দখল পাওার প্রার্থনা করিয়াছে একারন আশল ডিগরিদারের প্রার্থনা মোতে আমী আপন শেইস্যাতে রাজী বকরতে ডিগরির মহাল দখল পাওার বিশয় একশনা মওাশী নাম মেকদার আশল ডিগরিদার শৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরির জামীন হৈয়া একরার করিলাম ও লিখিয়া দিলাম জে আপীলের মোকদ্দমা নিশপত্ত পর্য্যন্ত তপঃশীলের লিখিত জায়দাদ জামীনিতে রেহেন রাখিলাম আমী কিম্বা আমার ওারিশান কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবনা ও করিবেকনা মোকদ্দমা নিস্পত্ত পারে ডিগরির টাকা ও তাহার সুদ ও খরচা দেওানের বিশয় হুযুর হৈতে জে হুকুম হৈবেক আমী ও আমার ওারিশান বিনা ওজরে আদায় কবির ও করিবেক ইহাতে আমি কিম্বা আমার ওারিশানের কোন ওজর আপত্য নাহী জদি করি ও করে তাহা মিথ্যা ও নামঞ্জুর এতদর্থে জামীনি নামা লিখীয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৬ বারশও ছাপান্ন শন তারিখ ২৭ পৌষ

Dhaka University Institutional Repository

৮৮খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

তপঃস্বিল রিহানের বস্ত

পরগনে বরিস্বাকপালার অন্তপাতী মৌজে ধর্ম্মদারপুরদিগর কোম্পানী
মবলগে ৬৬৪৸৴ পাই শদর জমায় জেলা বগুড়ার কালেকট্টরি শেরস্থাতে
সৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরি নামে জমীদারি লিখাজায় ঐ মহাল ৯৭৫
টাকা জমাতে উক্ত চৌধুরি জমীদার আমার স্থানে মবলগে ৩৫২৫ টাকা
পোনবাহা লইয়া মায় মালীকানা ৯৭৫ টাকা জমাতে পত্তনী তালুক বন্দবস্ত
করিয়া দিয়া তাহার মহর দস্তখতী বা রেজেষ্টরি আমাকে পত্তনীর পাট্টা
লিখিয়া দিয়াছে আমী (তাহাতে) দখিলকার আছী তাহার মুল্য শদরজমা অনুসারে
৫০০০ পাচ হাজার টাকা (হইবেক) ইতি

ইশাদ

শ্রীবাবুলী নস্য ১
শাকীন........ ১
শ্রীপা ......
শ্রীবুধা পাইক
শাকীন ১
৩
মং তিন জনই

জেলা বগুড়া মেং আরঃ পীঃ হারিশন সাহেব রেজষ্টর সমীপে
তপশীলের লিখিত বাবুল্যা শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক
শাক্ষতায় এবং রাম দুল্যভ শেন মোক্তারের
বক্তৃতায় এই দলীলে ধলা মিঞা শ্বহস্তে দস্তখত
করা প্রমান হৈবায় রেজেষ্টরি হৈল ইতি ১৮৫০ইং
১১ জানওারি মোং ১২৫৬ শাল ২৮ পৌষ শুক্রবার
বেলা দুই প্রহর সাড়ে চারি ঘটিকা শমএ

[ফারসি স্বাক্ষর]

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

১.

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীহরি

[চার সারি ইংরেজি লেখা ও স্বাক্ষর]

ইংরেজী অক্ষর শ্রীশ্রীরাম গোস্বামী
মহর স্পষ্ট নহে শাং শান্তিপুর মোং বরুন কুঠী

সাধু শ্রীচন্দ্র মোহন শাহা করজ খত পত্রমিদং শন ১২৫৬ শালাব্দে লি [খনং] কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার স্থানে মোকাম বগুড়ার তহবিলে আমী শ্রীরাম গোশ্বামী শ্বয়ং ও আমী বানীকৃষ্ণন রমনী আমার পক্ষে উক্ত গোস্বামীর মারফত মবলগে কোম্পানী ২৮৭৫ দুই হাজার আটশও পোছাতইর টাকা নগদ করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন দিব ওয়াদা শন মজকুরের মাহ চৈত্র মবলগে মজকুর মায় সুদ আদায় করিব জদি এক জোগে টাকা না দিয়া ক্রমে দেই তবে জখন জে টাকা দিব তাহা এই তমঃশুকের প্রেষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহেদা রশীদ কি শাক্ষীআদি আপত্য দরপেষ করি নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ২০ মাঘ

ইশাদ

শ্রীফেলা প্যাদা
মোকাম বগুড়া
শাকীন শাখারিপাড়া ১

শ্রীখুদি নস্য
শাং নিসীন্দারা

শ্রীশফরদ্দি প্যাদা
মোং বগুড়া শাং নন্দন

শ্রীজিতু শাহা
শাং এরুলীয়া

জেলা বগুড়া মেঃ আরঃ পীঃ হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখীত জিতু শাহা শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের দ্বের পক্ষে ~~শীব কৃষ্ণ~~ ও ~~বৈকুণ্ঠ নাথ~~ মোক্তার দ্বএর এজহারে এই *তমোসুকে শ্রীরাম গোস্বামী ও আপন হাতে দস্তখত করা ও বানী কৃষ্ণ রমনী মোহর ছেপ্ত করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২ ফেব্রওারী ১২৫৬ শাল ২১ মাঘ শনী বার বেলা দুই প্রহর ৬ শণ্ঠ ঘটীকা শমএ

[ফারসি স্বাক্ষর] [ইংরাজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প

১৩

[*এখানে মোক্তার কথাটি লিখে পুনরায় কেটে দেওয়া হয়েছে এবং শব্দটির দু'পাশে প্রতিস্বাক্ষর রয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীসৈয়দ জয়গমজ্জামা
চৌধুরী জমীদার

মহর

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীকৃষ্ণনাথ গুহ বকসী শচ্চরিত্রেষু
একরার কিস্তীবন্দী পত্রমীদং শন ১২৫৬ ছাপন্ন শন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার নাবালগী সময় আমার জমীদারির সদর খাজানা ওগএরহের অকুলায়ন মতে আমার উছীয়ান দ্বয় ওগএরহ আমার নাম শম্বলীত ইং শন ১২৪৫ শন লাগাএদ শন ১২৫৩ শাল ১১ কিতার তমঃসুক দ্বারায় মবলগে ২৯২৮।৷৹ আনা করজ করিয়াছিলেন এবং শন ১২৪৫ সালের ১ বৈশাখ শদর খাজানা দাখিলের দাখিলা ১ কিতা দ্বারায় ২০৬ টাকা একুনে তম(সু)ক ও দাখিলা ১২ কিতার কাত ৩১৩৪।৷৵একত্রীশ শও সাড়ে চৌত্রীশ টাকা তোমার পাওনা তাহার মধ্যে তমঃসুকের ও দাখিলার ওাশীল বাদে এহীক্ষন রফাইত সুরত মবলগে ২৪৫৫ ৷৹ চব্বীস শও সাড়ে পচপন্ন টাকা আমার ওাজীরি দেন হইল তাহা এককালীন নগদ আদায় করনে আশক্ত বিধায় এহী একরার কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিয়া উপরের লিখিত তমসুক ও কালেক্টরির দাখিলা ফেরত লইলাম তপসীলের লিখীত কিস্তীবন্দী শন ২ মাস ২ টাকা আদায় করি তাহাতে তফাওত করি কিস্তী খিলাপী সুদের নিসা করিব এতদর্থে একরার কিস্তীবন্দী লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ২১ মাঘ

তপসীল কিস্তীবন্দী মোট রফইত
২৪৫৫।৷৹ চাবিস শও শাড়ে
পচপন্ন টাকা কোম্পানী

আশামী	শন ১২৫৭ শাল	শন ১২৫৮ শাল	শন ১২৫৯ শন	শন ১২৬০ শন	শন ১২৬১ শন	শন ১২৬২ সন	শন ১২৬৩ শন	একুন
কিস্তী অগ্রাহায়ন	৫০	১০০	১৫০	২০০	২০০	২৫০	২৫০	১২০০
কিং মাঘ	১০০	১০০	১৫০	২০০	২০০	২৫০	২৫৫।৷৹	১২৫৫।৷৹
	১৫০	২০০	৩০০	৪০০	৪০০	৫০০	৫০৫।৷৹	২৪৫৫।৷৹
	মঃ দেড় শত টাকা কোম্পানী ইতি	মঃ দুই শত টাকা	মঃ তিনশত টাকা ইতি	মঃ চারিশত টাকা কোং ইতি	মঃ চারিশত টাকা কোং মাত্র	মঃ পাচশত টাকা ইতি	মঃ পাচশত পাচ আটানা ইতি	মবলগে চব্বিশশত পচপন্ন টাকা আটানা কোম্পানী ইতি

৯০খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

ইসাদি —

[illegible]

[illegible]

[illegible] ৪ ফেব্রুয়ারী [illegible] মাঘ সোমবার বেলা দুই [illegible]

[illegible] ::

Dhaka University Institutional Repository

৯০ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ইশাদ

শ্রীহাতীয়া সরদার শাকীন মালতীনগর	শ্রীবাহারু মৃধা শাং তথা	শ্রীকিনা খাঁ শাং তথা	শ্রীফারু প্যাদা শাং তথা

শ্রীগুরুচরণ ভৈ
শাং পালসা

জেলা বগুড়া মেঃ আরঃ পীঃ হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে
তপশীলের লিখিত গুরুচরন শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায়
এবং ফএজদ্দীন মুনসী মোক্তারের এজহারে এই দলীল শৈয়দ জয়গমজ্জমা
চৌধুরী স্বহস্তে দস্তখত ও মোহর করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল
১৮৫০/৪ ফেব্রওারি ১২৫৬/২৩ মাঘ শোমবার বেলা দুইপ্রহর ৬শষ্ঠ
ঘটীকা শমএ

[ফারসি স্বাক্ষর]

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

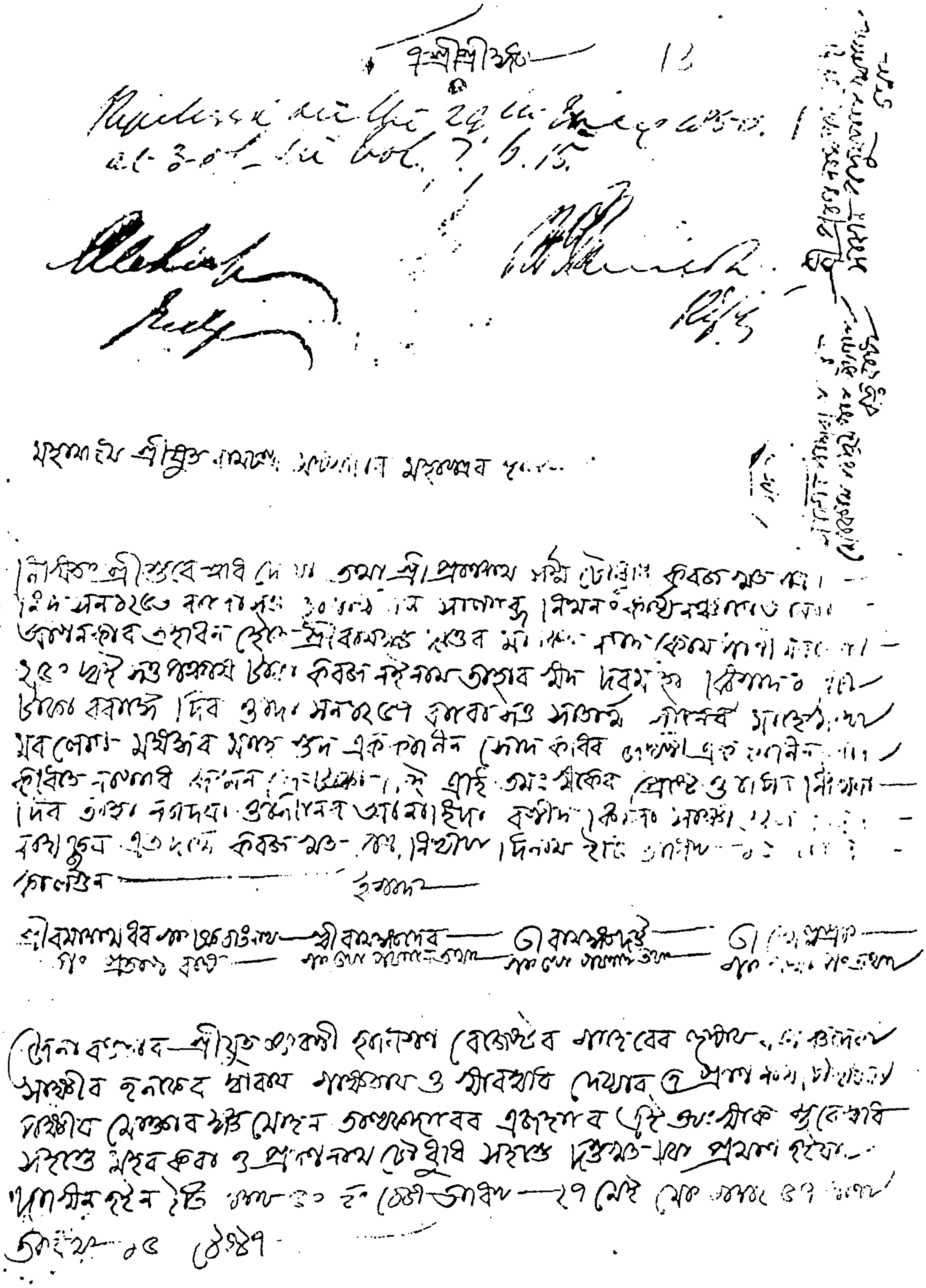

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীকৃষ্ণঃ

[দুই সারি ইংরেজি লেখা ও স্বাক্ষর]

শ্রীপ্রাণনাথ শর্ম্ম চৌধুরী
সাকীন পদুমশাল পরগণে
তথা

মহর
সাকীন পাকুড়ীয়া হাল
মোকাম পদুমশাল পরগণে
বড় বাবু

মহামহিম শ্রীযুত রামচন্দ্র মযুমদার মহাশএর স্থানে

লিখিতং শ্রীসুরেশ্বরি দেব্যা তথা শ্রীপ্রাণনাথ সর্ম্ম চৌধুরী করজ খতপত্র মিদং সন ১২৫৬ বারোসও ছাপান্ব সন সালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমরা আপনকার তহবিল হৈতে শ্রীরামকৃষ্ণঃ দত্তের মারফত নগদ কোম্পানী মবলগে ২৫০ দুইসও পঞ্চাষ টাকা করজ লইলাম তাহার সুদ দরমাহা ফিশদে ১ এক টাকা বরার্দ্দে দিব ওাদা সন ১২৫৭ বারোসও সাতান্ব সালের মাহে মাঘ মবলগে মযুকুর মাহে শুদ এককালীন সোদ করিব জদ্যপী এক কালিন সোদ করিতে না পারি জখন জে টাকা দেই এহি তমঃসুকের প্রেষ্টে ওাসিল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া ওাসীলের আলাহিদা রশীদ কিম্বা সাক্ষী গুজরাই নামুঞ্জুর এতদর্থে করজখতপত্র লিখীয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৫ পনেরই ফালগুন

ইশাদ

শ্রীরমানাথ ধর শাং চক রতিনাথ পং প্রতাপবাযু	শ্রীরামকৃষ্ণ দেব শাং তথা পরগনে তথা	শ্রীরামকৃষ্ণঃ দত্ত শাং তথা পরগনে তথা	শ্রীখেলু প্রাং শাং তথা পং তথা

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিসন রেজেষ্টর শাহেবের হুযুরে রাম কৃষ্ণ দেব সাক্ষীর হলফের দ্বারায় শাক্ষতায় ও সুরেশ্বরি দেব্যার ও প্রাণনাথ চৌধুরির পক্ষীয় মোক্তার কৃষ্ণ মোহন তালুকদারের এজহারে এই তমঃসুকে শুরেশ্বরি সহস্তে মহর করা ও প্রাণনাথ চৌধুরি সহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখিল হইল ইতি শন ১৮৫০ ইংরেজী তারিখ ২৭ মেই মোং শন ১২৫৭ শাল তারিখ ১৫ জৈষ্টী

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীদুর্গা

|তিন সারি ইংরেজি লেখা|

শ্রীরাম কানাঞ্জী রায় উচ্ছী তরফ
শ্রীগোলাম গোফফার চৌধুরি
নাবালগ মোকাম বগুড়া

ইয়াদিকিদ্দা শ্রীবৈকুণ্ঠ নাথ শাহা ও শ্রীপ্যারি মোহন শাহা সচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীরাম কানাঞ্জী রায় উছী তরফে শ্রীগোলাম গোফফার চৌধুরি নাবালগ জমীদার তরফ বেহার গএরহ করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৬ বারোশও ছাপর্ন্ন শালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে উক্ত জমীদারি হায়ের আদালতের মকদ্দমার খরচাদি জন্ব তোমারদিগের স্থানে মবলগে কোম্পানী ৫৫০০ সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ শতকরা ৷৷৹ আট আনা হিসাবে দিব ওাদা শন ১২৫৭ বারোশও শাতান্ব শালের মাঘ মাসে মায় সুদ টাকা এক জোগে পরিশোধ করিব জদি এককালীন শকল টাকা পরিশোধ করিতে না পারি জখন জে টাকা দেই এহী তমঃসুকের প্রেষ্টে ওয়াশীল লিখিয়া দিব তাহা নাদিয়া ওয়াশীলের আলাহীদা রসীদ কিম্বা শাক্ষী গুজরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র দিলাম ইতি তারিখ ২৮ আটইসা চৈত্র

ইশাদ

শ্রীলঙ্গ সরদার	শ্রীকাঞ্চীয়া পাইক	শ্রীআছরা পাইক	শ্রীআজীন পাইক
শাং দসটীকা	শাং শীকারপুর	শাং দসটীকা	শাং তথা
পরং শেলবরষ			
শ্রীশ্রীরাম দাষ			
শাং গর্ত্তগ্রাম			
পং তথা			

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখিত শ্রীরাম দাষ শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারক শাক্ষী ফএজউদ্দীন মুনসী মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে রাম কানাঞ্জী রায় শ্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ইং ২৯ এপ্রেল ১২৫৭ বাঙ্গলা তারিখ ১৮ বৈশাখ শোমবার বেলা দুই প্রহর পঞ্চম ঘন্টা শময়।

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

৩২

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭ঁশ্রীশ্রীকৃষ্ণ

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর শ্রীশৈয়দ জয়গমজ্জমা চৌধুরি জমীদার

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীভবানীকিশোর মুনশী শচ্চরিত্রেষু রেহেনী করজ খত পত্রমীদং শন ১২৫৬ ছাপন্ন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার জমীদারি পরগনে শেলবর্স তরফ কাথহালী ওগএরহের শদর খাজানা বাকীর জন্যে অদ্য নিলামের তারিখ নিদ্ধারিত হইয়াছে মহাল মজকুরানের শদর রাজস্য আদায় বাদে ১২০০ টাকা নাজাই হইয়াছে ঐ নাজাই টাকা অন্য কোন শরিনে বা নিজাদায় করকে জোএ নাহী অদ্য আজই দাখিল না করিলে বিত্ত থাকেনা একারন আমার জমীদারি পরগনে শেলবর্স তরফ কাথহালী অন্তঃপাতী নিচের লিখিত মাহালাতের নিজাংস তোমার স্থানে রেহেন রাখিয়া রেহেনী তমঃ সুক আপন দস্তখত মহরে তোমাকে লিখিয়া দিয়া তোমার তহবিল হইতে তোমার আমলা শ্রীজাদব চন্দ্র মুনশী মারফতে কোম্পানী মবলগে ১২০০ বারশও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন দিব ওাদা শন ১২৫৭ সালের মাহে জৈস্টী সুদ সমেত বেবাক টাকা শোদ দিয়া এই তমসুক ফেরত লইব একত্র টাকা শোদ করিতে না পারিয়া ক্রমে দেই তবে এই তমঃসুকের প্রস্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলহীদা ওাশীলের শাক্ষী কিম্বা রসীদ গুজরাই তাহা অগ্রাহ্য আর এই তমঃসুকের লিখীত বিলের মুদ্রা শোদ না হওা পর্য্যন্ত আমার জমীদারি নিচের লিখীত রেহেনী মহালাত হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি তাহা ঝুটা বাতীল নামঞ্জুর এতদর্থে রেহেনী করজ খতপত্র দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ১৬ চৈত্র

তপসীল রেহেনী মহালাত

কিশামত বসুনাহার
।। ও মালৈগাছা
।।·একুনে ১ দেহা শোল
আনা করারে নিজাংস
।।দেহা শদর জমা শীকক্কা
৮৬ কাত কোম্পানী
৯১।।৵৯
....
জের

জের ৯১।।৵৯
কিশামত কানহা।। দোগাড়ীয়া ।। একুনে
১ দেহা শোল আনা করারে দেহা শদ্দর জমা
শীকক্কা ৫২।।৴ কাত কোম্পানী
৫৬ ৲ ১
কিশামত মালগাও ।। দেহা শোল আনা
করারে নিজ হিস্যা রকম)।০ আনা জমা
শীকক্কা ৮৬।২৴আনা কোম্পানী
৯২ ৵৩
....
২৩৯৸৵১

মবলগে দুই শত উনচল্লীশ
টাকা পোনর আনা একপাই ইতি
ইং
শ্রীশমজদী মণ্ডল শ্রীজাদু পাইক
শাকীন শীবপুর শাং মালীক চক
শ্রীউমরা নস্য
শাং তথা

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখীত শমজদি মণ্ডল শাক্ষী শপথ করিয়া এবং ফএজদ্দীন মোক্তারের এজহারে এই দলীলে শৈয়দ জয়গমজজমা চৌধুরী শ্বহস্তে দস্তখত মোহর করা প্রমান করিল মোতে দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২৫ এপ্রেল শন ১২৫৭ বাং ১৪ বৈশাখ বৃহস্পতীবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘটীকা শমএ

ইষ্টাম্প

১০৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

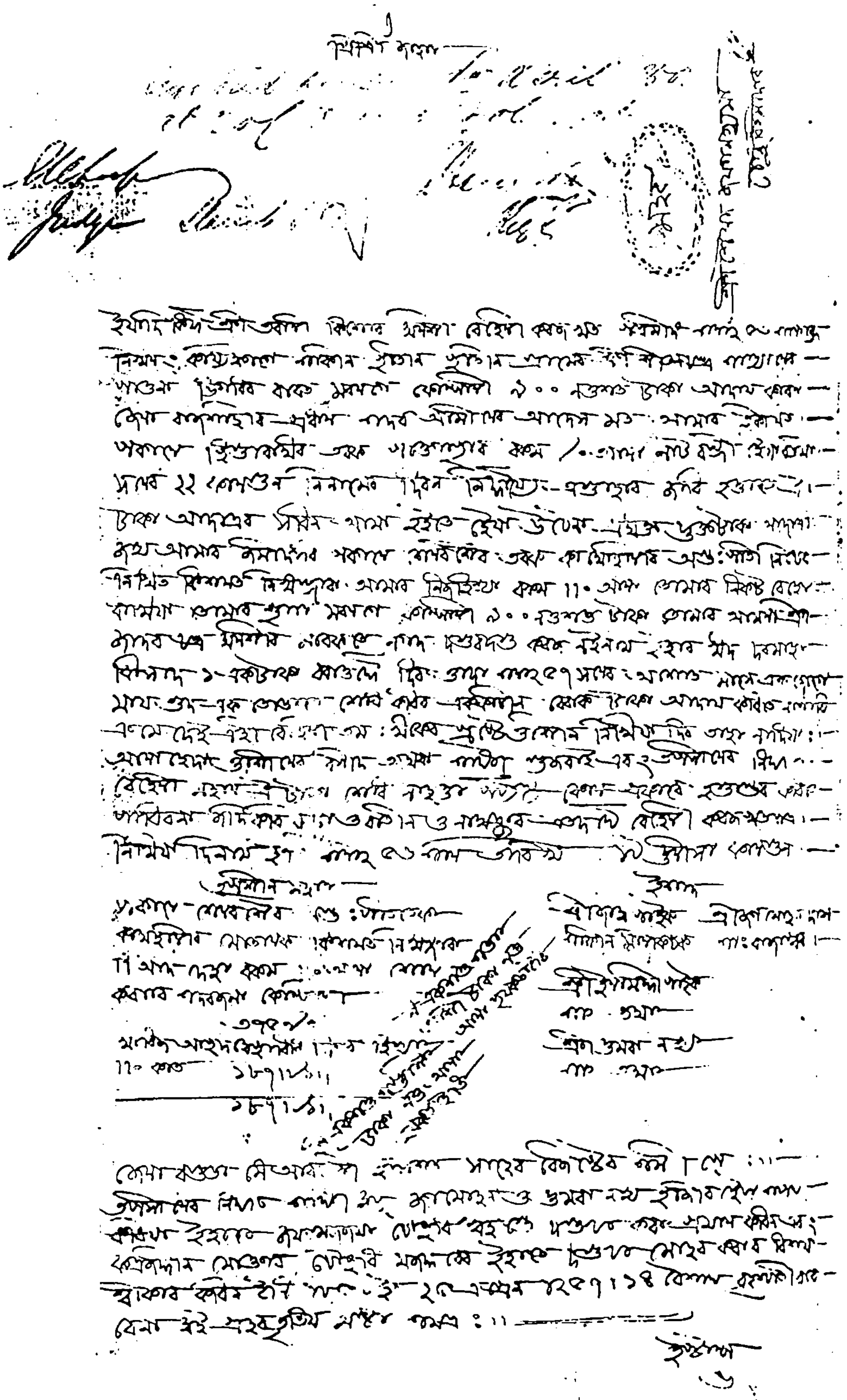

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীজাহান

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহর
শ্রীশেয়দ জয়গমজ্জামা
চৌধুরি জমীদার

ইয়াদ্দিকির্দ্দ শ্রীভবানী কিশোর মুনশী রেহেনী করজ খত পত্র মীদং শন ১২৫৬ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে শাকীন ছাতীন ছাতীন গ্রামের শ্রীশীতল চন্দ্র শান্যালের পাওনা ডিগরির বাবত মবলগে কোম্পানী ৯০০ নওশত টাকা আদায় কারণ জেলা রাজশাহীর প্রধান শদর আমীনের আদেসমত আমার হকীয়ত পরগনে ছিন্ডাবায়ুর তরফ পাওগাছার রকম ৵৹ আনা লাট বন্দী হৈয়া বত্তমান সালের ২২ ফালগুন নিলামের দিবস নিদ্ধায্যে এস্তাহার জারি হওাতে ঐ টাকা আদাএর সরিন আমা হইতে হৈয়া উঠেনা প্রযুক্ত উক্ত টাকা অদাএর জন্য আমার জমীদারি পরগনে শেলবর্শের তরফ কাথোহালীর অন্তঃপাতী নিচের লিখিত কিশমত নিসুন্দারা আমার নিজ হিস্যা রকম ৷৷৹ আনা তোমার নিকট রেহেন রাখিয়া তোমার স্থানে মবলগে কোম্পানী ৯০০ নওশও টাকা তোমার আমলা শ্রী জাদব চন্দ্র মুনশীর মারফতে নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফি সদে ১ এক টাকা বরাওর্দ্দে দিব ওাদা শন ১২৫৭ সনের আশাড় মাসে এক জোগে মায় সুদ এক তোড়াতে শোধ করিব এককালীন বেবাক টাকা আদায় করিতে না পারি ক্রমে দেই এহী রেহেনী তমঃসুকের পৃষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহেদা ওাশীলের রসীদ অথবা শাক্ষী গুজরাই এবং তপসীলের লিখীত রেহেনী মহাল ঐ টাকা শোধ না হওাপর্যন্ত কোন প্রকারে হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি ঝুটা ও বাতীল ও নামঞ্জুর এতদর্থে রেহেনী করজখতপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন ১২৫৬ শাল তারিখ ১৯ উনীসা ফালগুন

তপশীল মহাল
পরগনে শেলবর্শের অন্তঃপাতী তরফ
কাথহালীর মোতালক কিশমত নিসুন্দারা
৷৷ আদ দেহারকম ৷৷৹ আনা শোল
করারে শদর জমা কোম্পানী
৩৭৫ ৵৬
খারিজ আছদন্নেছা বিবি দিগর হিস্যা
কাত ১৮৭৷৵১৷৷
....

১৮৭৷৵১৸

মং একশত শত্তু আশী টাকা নও আনা ছয় কড়া ইতি

মং একশত ও শত্তাশী টাকা নও আনা ছয় কড়া ইতি

ইশাদ
শ্রীজাদু পাইক শ্রীজগমোহন দাস
শাকীন মানীকচক শাং রাজাপুর
শ্রীইনামদ্দী পাইক
শাং তথা
শ্রীউমরা নস্য
শাং তথা

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখিত শাক্ষীদ্বয় জগমোহন ও উমরা নস্য হাজীর হৈয়া শপথ করিয়া ইহাতে জয়গমজ্জমা চৌধুরী শ্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান করিল এবং ফএজদ্দীন মোক্তার চৌধুরী মজকুরের ইহাতে দস্তখত মোহর করার বিশয় শীকার করিল ইতি ১৮৫০ ইং ২৫ এপ্রেল ১২৫৭ / ১৪ বৈশাখ বৃহস্পতীবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘন্টা শমএ

ইষ্টাম্প

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ৬৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মা

মহামহীম শ্রীযুত রাম্‌সুন্দর শাহা

স্থানে

লিখিতং শ্রীভৈরবচন্দ্র শর্ম্মন করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৬ শালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমার জমীদারি জেলা বগুড়ার কালেক্টরির অধিন পরগনে বরনপূর জাহার শদর জমা ৬৫৸৬ পাই টাকা কেলেক্টরির শেরস্তাতে ৫৮ নম্বরে লিখাজায় ও জেলা রঙ্গপুরের কালেক্টরির অধিন পরগনে কিশামত শেরপূর জাহার শদর জমা ৮৭৷৷৴৫ টাকা কালেক্টরির শেরস্তাতে আমার নামে লিখাজায় উক্ত জমীদারি তোমার নিকট রেহেন রাখিয়া আমী তোমার স্থানে মবলগে কোম্পানী ১০০১ এক হাজার এক টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মৌফিক জাবেতা দিব ওাদা শন ১২৫৭ সনের মাহ অগ্রহায়ন শুদ শোমেদ মবলগ মজকুর এক মস্তে পারিশোধ করিয়া এইখত ওাপোস লইব তাহাতে জদ্যপী এক জোগে মবলগ মজকুর শোদ করিতে না পারি তবে জখন জে টাকা দেই এই খতের প্রষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তদশেওায় ওাশীলের বাবদ জে কোন আপত্য করি তাহা অগ্রাহ্য জে পর্য্যন্ত মবলগ মজকুর মায়সুদ পরিশোধ করিতে না পারি শেতক আমার উপরের লিখিত জমীদারি কাহার নামে হেবা অথবা খোশ কওলা সূরূত বিক্রী এবং কোন অংশে কাহার নিকট হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি শে বাতীল নামঞ্জুর আর জদ্যপী তঞ্চকতা দ্বারায় প্রস্তাবিত মবলগে মজকুর শোদ না করি তবে তুমী উক্ত মহলের বস্ত হৈতে রিতীমোত আদায় করিয়া লইবা তাহাতে আমার কোন আপত্য থাকীবেকনা এতদর্থে বহাল তবিয়তে বিন উপরোধে নগদ দস্তবদস্ত টাকা পাইয়া উপরের লিখীত সরতানুজাই খত লিখিয়া দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ৩ তেওজা চৈত্র

ইশাদী

শ্রীতুফানু প্যাদা	শ্রী...শেখ	শ্রীযুমন সরকার
শাকীন জাঙ্গীরাবাদ	শাকীন বেড়াবলা	শাকীন আলাদিপুর
পং প্রতাপবাযু	পং প্রতাপবাজু	পং প্রতাপবাযু

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিশন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপশীলের লিখিত শাক্ষী যুমন সরকারের শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের মোক্তার আনন্দ মোহন দেবের বক্তৃতায় এই দলীলে ভৈরব্‌চন্দ্র শর্ম্মার শাক্ষর দস্তখত প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২৫ এপ্রেল ১২৫৭ বাং ১৪ বৈশাখ বৃহস্পতীবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘন্টা শমএ

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

৯৬ক

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Book: No 3.

Registered by me on the 17th Decr 1850 at 3. P.M.

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৯৬ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

দঃ শ্রীআছদন্নেছা বিবি

সকল মঙ্গালায় শ্রীশৈয়দ শফদর আলী ওলদে শৈয়দ ফাখের আলী মোতফা ইবনে শৈয়দ হায়দর আলী মোরহুম শাকীন কুন্দগাও শচ্চরিত্রেষু লিখিতং শ্রীআছদন্নেছা বিবি জওজে মৌলবি আবদু রব মোরহুম দোখতরে শৈয়দ আশদজ্জামা চৌধুরী মোতফা শাকীন নুতরাপুর ভূমী পত্তনী তালুক পট্টক পত্রমীদং শন ১২৫৭ শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার মাতা শৈয়দানী ছালেহান্নেছা চৌধুরানীর তেজ্য জমীদারী মধ্যে পরগনে শেলবর্শের তরফ কাথহালী তাঁহার নিজ হকীয়ত শোল আনা করারে রকম৵৬৷৷৺ ক্রান্তির সদর জমা ৩৮৩৪৴৹ তিন হাজার আটশও চৌত্রিষ টাকা এক আনা তাহা দেওানী আদালতের ডিগরি নুরত আমী দখিলকার আছী এহীক্ষন মহাজনান দেন আদায় নিমিত্যক পরগনা মজকুরের অধিন কিশামত কুন্দগাও দেহায় ৷৷৹আটানা ও কিশামত চক কুন্দগাও দেহায় ৷৷৹ আটানা ও কিশামত তেথলীয়া দেহায় ৷৷৹ আটানা একুনে ১৷৷৹দেড় দেহা শোল আনা করারে আমার ডিগরির বস্ত রকম ৵৬৷৷৺ক্রান্তী তাহা তোমার দরখাস্ত মোতে বিনা জোর জবরে স্বকীয় ভাব বুদ্ধে বহাল তবিয়তে শেৎসাপুর্ব্বক শালীয়ানা সদর জমা মায় মালীকানা ১২৫ একশও পচিষ টাকা কোম্পানী জমায় তোমাকে পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া দিয়া অপ্নোচিত পোনবাহা মবলগে ১৬৯৯ শোল শও নিরানব্বই টাকা কোম্পানী পুরওজন রায়জোনক্ত নগদ দস্তবদস্ত বুঝিয়া লইয়া আপন কাবেজ তছরফে আনীয়া এহী ভূমী পত্তনী তালুক পট্টক পত্র লিখিয়া দিলাম তুমীহ আপন শেৎশায় বকুল করিয়া রিতীমোত তাহার কবুলীয়ত লিখিয়া দাখিল করিলা তুমী কিশামতান মজকুরের উক্ত ৵৬৷৷৺ক্রান্তি রকমে শেওায় কদমী রহানী দেবত্তর ও ব্রহ্মত্তর ও পীরপাল ও লাখেরাজ বাকী দরবস্ত আরাজীয়াত চতুঃশীমা বছ্যিন্ন সজলস্থলে সজনপদে সরাট বিটবে সবৃক্ষ কাননে সছ্যয়া হ্রদে মায় জলকর ও ফলকর ও বোনকর ও নলকর ও হাশীল ও পতীত খাল ও খন্দক বিল ও ঝিল ও উক্ত কিশামতানের সরহদ্দিয় নাগর নদির জলা ও নালা ও দিঘী ও পুস্কন্নী ও খামার ও চাকরান হয্যুরি জোত ইত্যাদি মোছল্যমে দখিলকার হৈয়া জমা মবলগ মজকুর সনবসন মাহাবমাহা তপশ্বীল কিস্তীবন্দী মোতাবেক কিস্তীবকিস্তী আমার জমীদারী কাচারিতে দাখিল করিয়া দাখিলা হাশীল পুর্ব্বক পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে পরম সুখে ভোগ তছরফ করিতে রহ পত্তনী হকীয়ত দান বিক্রীর সত্যাধিকারী তুমী ও তোমার ওয়ারিশান আমী কি আমার ওারিশানের শহীত কোন এলাকা নাহী জে জমা ধার্য্য করিয়া দিলাম ইহা শেওায় কোন বাবতে আর কিছু তলব করিতে পারিব না জদি করি নামঞ্জুর এবং তুমীহ ঐ জমার কোন বাবতে কিছু কমীর আপত্য অথবা ঐ জমা আমার শেরেস্তা হৈতে খারিজ হওার দরখাস্তাদী কোন হাকীমান সমীপে করিতে পারিবানা জদি করহ নামুঞ্জুর কিস্তীবন্দী রূপে খাজানা আদায় না করহ তবে শন ১৮১৯ ইংরেজী ৮ আট কানুন

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

মোতাবেক এবং চলীত কানুন সুরত ও ভবিস্যতে পত্তনী শম্বন্ধিয় আর কোন আইন কি চিঠী জারী হয় তদানুজায় মায় সুদ আদায় করিয়া লইব তাহাতে তুমী কোন আপত্য করিতে পারিবানা মহাল মজকুরীন শম্বন্ধে হাকীমান সেরেস্তা হইতে জেকোন হুকুম ও কাগজ তলব হয় তাহা তুমী অঞ্জাম করিবা এবং তদ্বিশয় এতালাবাদ জওাবদিহি জিম্মা তোমার আমার শহীত সরকার নাহী কালে কশ্বীন আমী কি আমার ওারিশানে এহী পাট্টা অন্যথা করন পক্ষে কোন দাবি দরপেস করি ও করে নামুঞ্জুর ছালীয়ন হাল মসুহক কেহ পয়দা হয় জিম্মে আমার কিশামত মজকুরানের জরিপ জমা বন্দী কেফাইত লোকশান ইত্যাদি হাশীল ও পতীত ফৌতী ও ফেরারী জেম্মে তোমার আমার শহীত এলাকা নাহী এতদর্থে ভুমী পত্তনী তালুক পট্টক পত্র দিলাম ইতি তারিখ ২৯ অগ্রহায়ন

তপশীল কিস্তী বন্দী

কিস্তী		কিস্তী কার্ত্তিক	
বৈশাখ			১০
	৬	কিস্তী অগ্রহায়ন	
কিস্তী জৈষ্টী			২১
	৬	কিস্তী পৌস	
কিস্তী আশাড়			২১
	১০	কিস্তী মাঘ	
কিস্তী শ্রাবণ			৩
	১৬	কিস্তী ফালগুন	
কিস্তী ভাদ্র			২
	২০		৫৭
কিস্তী আশ্বীন		ইজা	
	১০		৬৮
	....		....
	৬৮		১২৫

মবলগে একশত পচিশ টাকা কোম্পানী ইতি

ইশাদ

শ্রীজহিরুল্যা মৃধা শাং ফুলদিঘি পং শেলররস	শ্রীমহতুল্যা শাং কুন্দগাও পং তথা
শ্রীযুমরুল্যা মন্ডল শাকীন ঠনঠনীয়া পং শেলবরস	শ্রীমলাম পসারী শাকীন ঠনঠনীয়া পং তথা
শ্রীমেরু দপ্তরী শাং সুতরাপুর	শ্রীশোনা উল্লা খানসামা শাং কাটনার
শ্রীফুল মামুদ পাইক শাং ফুলবাড়ী	শ্রীমকী সরদার শাং কুন্দগাও
শ্রীবহরদ্দি পাইক শাং তথা	শ্রীশরিয়তুল্যা চৌধুরী শাং তালোড়া

জেলা বগুড়া হেনরী রোজ সাহেব একটীঙ্গ রেজষ্টর শমীপে তপসীলের লিখিত মহতুল্যা শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারিনি পক্ষে রাজীবলোচন দাষ ও হারাধন মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে আছদম্বছা বিবি শ্বহস্তে দস্তখত ও মোহর করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি শন ১৮৫০ইং ১৭ ডিসেম্বর শন ১২৫৭ বাঙ্গলা তারিখ ৩ পৌস মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয় ঘটীকা শময়

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প

১৬

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

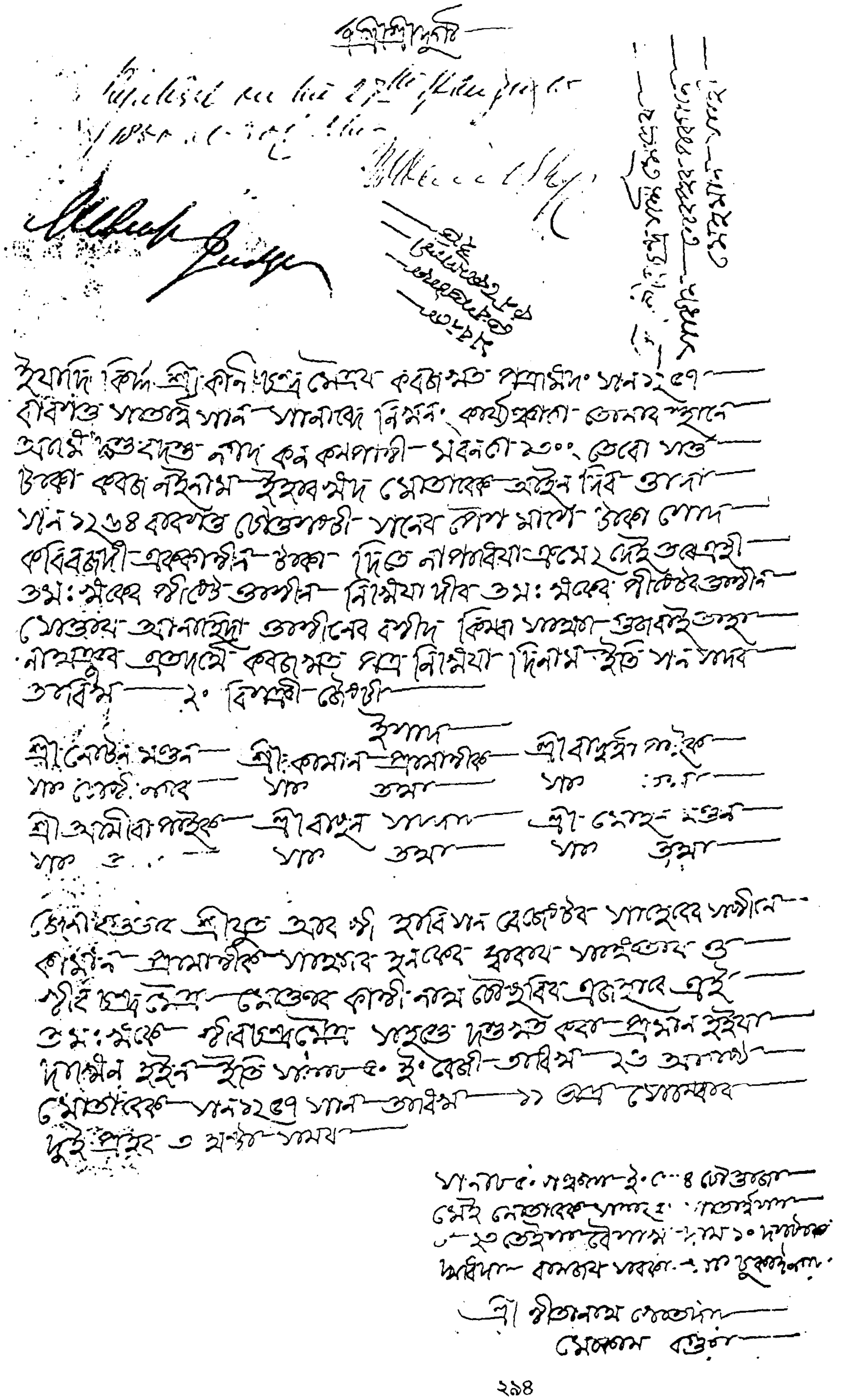

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

মবলগে
তেরশত টাকা
কল কোমপানী
ইতি

শ্রীশীবচন্দ্র সর্ম্ম মৈত্রেয়
সাকীন সেরপুর পরগনে
মেহমানসাহী

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীকালী চন্দ্র মৈত্রয় করজখত পত্রমিদং সন ১২৫৭ বারসও সাতান্ব সাল সালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তোমার স্থানে আমি দস্তবদস্ত নগদ কল কমপানী মবলগে ১৩০০ তেরসও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন দিব ওাদা সন ১২৬৪ বারসও চৌওসষ্ঠী সনের পৈস মাসে টাকা সোদ করিব জদী এককালীন টাকা দিতে না পরিয়া ক্রমে ২ দেই তবে এহী তমঃসুকের পীষ্টে ওাসীল লিখিয়া দীব তমঃসুকের পীষ্টের ওাসীল সেওায় আলাহিদা ওাসীলের রসীদ কিম্বা সাক্ষী গুজরাই তাহা নামঞ্জর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি সন সদর তারিখ ২০ বিসঞী জৈষ্টী

ইসাদ

শ্রীলোটন মন্ডল	শ্রীকামাল প্রামাণীক	শ্রীবাদল্বা পাইক
সাং চোপীনগর	সাং তথা	সাং তথা
শ্রীআমীরা পাইক	শ্রীরাহুল সরদার	শ্রীমোহন মন্ডল
সাং তথা	সাং তথা	সাং তথা

জেলা বগুড়ার শ্রীযুত আর পী হারিসন রেজেষ্টর সাহেবের সপীমে (সমীপে) কামাল প্রামানীক সাক্ষীর হলফের দ্বারায় সাক্ষতায় ও শীব চন্দ্র মৈত্রর মোক্তার কালীনাথ চৌধুরীর এজহারে এই তমঃসুকে শীব চন্দ্র মৈত্র সহস্তে দস্তখত করা প্রমান হইয়া দাখিল হইল ইতি সন ১৮৫০ ইংরেজী তারিখ ২৬ আগষ্ট মোতাবেক সন ১২৫৭ সাল তারিখ ১১ ভদ্র সোম্বার দুই প্রহর ৩ ঘন্টা সময়

সন ১৮৫০ পঞ্চাস ইং তে ৪ চৌওাজা
মেই মোতাবেক সন ১২৫৭ সাতান্ব সন
তে ২৩ তেইসা বৈসাখ দাম ১০ দস টাকা
[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] খরিদার রামজয় সরকার সাং চুকাইনগর
শ্রীশীতানাথ পোতদার
মোকাম বগুড়া।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

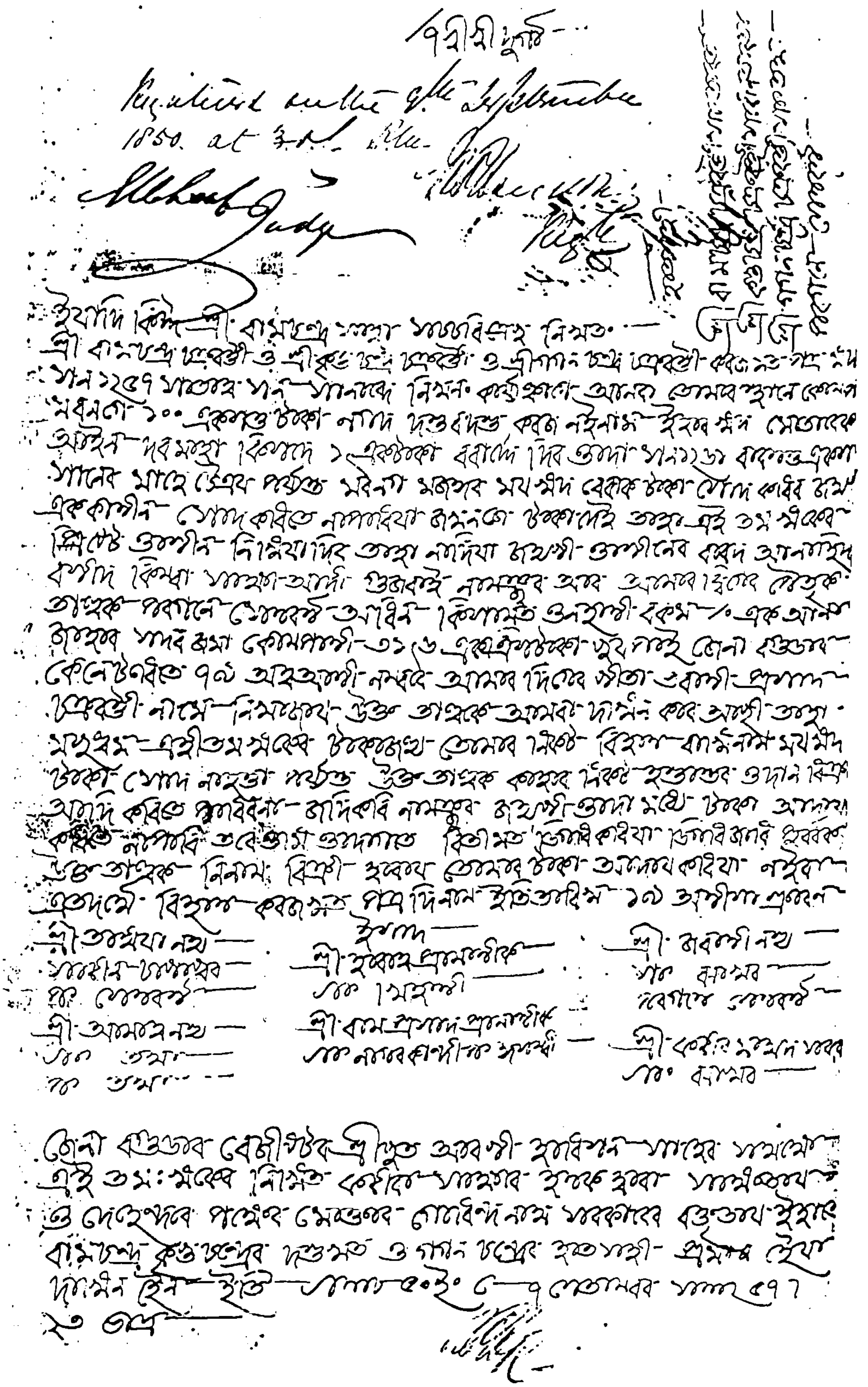

Dhaka University Institutional Repository
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

হাতশহী
শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং তারতা
শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাকীন তারতা
শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী সাং তথা
পরগনে সেলবর্শ

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীরামচন্দ্র সাহা সচ্চরিত্রেষু লিখতং
শ্রীরামচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীগগনচন্দ্র চক্রবর্ত্তী করজখত পত্রমীদং
সন ১২৫৭ সাতান্ন সন সালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমরা তোমার স্থানে কোম্পা[নী]
মবলগে ১০০ একসও টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক
আইন দরমাহা ফি সদে ১ টাকা বরাদ্দে দিব ওাদা সন ১২৬১ বার সও একস[ত্রি]
সালের মাহে চৈত্রয় পর্য্যন্ত মবলগ মজকুর ময় সুদ বেবাক টাকা সোদ করিব জদ্যপী
এককালীন সোদ করিতে না পারিয়া জখন জে টাকা দেই তাহা এই তমসুকের
প্রিষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া জদ্যপী ওাশীলের বাবদ আলাহিদা
রসীদ কিম্বা সাক্ষীআদী গুজরাই নামঞ্জুর আর আমারদ্বিগের পৈতৃক
তালুক পরগনে সেলবর্স অধিন কিসামত ওলহালী রকম ৵ এক আনা
জাহার সদর জমা কোম্পানী ৩১৻৬ একত্রিস টাকা ছয় পাই জেলা বগুড়ার
কেলেক্টরিতে ৭৯ অনুআসী নম্বরে আমারদিগের পীতা ভবানী প্রসাদ
চক্রবর্ত্তী নামে লিখাজায় উক্ত তালুক আমরা দখিলকার আছী তাহা
মছলম এহী তমসুকের টাকা জন্য তোমার নিকট রিহান রাখিলাম ময় সুদ
টাকা সোদ না হওা পর্য্যন্ত উক্ত তালুক কাহার নিকট হস্তান্তর ও দান বিক্রী
আদি করিতে পারিবনা জদি করি নামঞ্জুর জদ্যপী ওাদা মধ্যে টাকা আদায়
করিতে না পারি তবে তুমি ওাদাগতে রিতীমত ডিগরি করিয়া ডিগরি জারিপুর্ব্বক
উক্ত তালুক নিলাম বিক্রী দ্বারায় তোমার টাকা আদায় করিয়া লইবা
এতদর্থে রিহান করজখত পত্র দিলাম ইতি তারিখ ১৯ অনীসা শ্রাবণ

ইসাদ

শ্রীতায়ুয়া নস্য	শ্রীহারানু প্রামানিক	শ্রীজবানী নস্য
সাকীন চাপাপুর	শাং খিহালী	সাং ঝাখর
পং সেলবর্শ	শ্রীরাম প্রসাদ প্রামানীক	পরগনে সেলবর্শ
শ্রীআমানু নস্য	শাং নাগরকান্দি পাং কুসম্বী	শ্রীফকীর মামুদ সরকার
শাং তথা		শাং ঝাখর
পং তথা		

জেলা বগুড়ার রেজীষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেব সমুক্ষে
এই তমঃসুকের লিখিত ফকীরা সাক্ষীর হলফ দ্বারা সাক্ষতায়
ও দেহেন্দার পক্ষের মোক্তার গোবিন্দনাথ সরকারের বক্তৃতায় ইহাতে
রামচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের দস্তখত ও গগনচন্দ্রের হাতসহী প্রমান হৈয়া
দাখিল হৈল ইতি শন ১৮৫০ ইং তে ৭ সেতাম্বর সন ১২৫৭
২৩ ভদ্র

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীআলে মাহামুদ সরকার
সাকীন চক রত্নেশ্বর
পরগনে পোলাদশী

মহামহিম শ্রীযুত চন্দ্র মোহন সাহা মহাশয়

বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীআলে মাহামুদ সরকার সাকিন চক রত্নেশ্বর পরগনে পোলাদশী তরফ বাজীতনগর এলাকা থানা গোবিন্দগঞ্জ করজখত পত্রমিদং শন ১২ বারোসও ৫৭ সাতান্ন সালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমী আপনকার স্থানে মোকাম বগুড়ার তহবিলে মবলগে ১০০০ এক হাজার টাকা কোম্পানী নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক আইন ফি সতে ১৲ একটাকা হিসাবে দিব ওাদা এই সনের অগ্রহায়ন মাসে মায় সুদ মবলগে মজকুর আদায় করিয়া তমঃসুক ফেরত লইব জদ্যপী এক জোগে টাকা না দিয়া ক্রমে দেই তবে জখন জে টাকা দিব তাহা এহী খতের পৃষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহেদা রসীদ কী সাক্ষীর আদীর আপত্য করি তাহা নামঞ্জুর বিসেষ একরার করিতেছী জে মবলগ মজকুর আদায়ের সত্তে জামিনীর মাতবরিতে আমার পত্তনী তালুক পরগনে পোলাদসীর হিস্যা ।৵০ আনার মোতালক লাট সোন্দাবাড়ি জাহার সালীয়ানা ৭১০ সাতসও দষ টাকা জমাতে আমী উক্ত পরগনার জমিদার শ্রীযুত মহারাজা জগদিন্দ্র বনওারি লাল রায় বাহাদুর প্রভৃতির নিকট পত্তনী তালুক বন্দবস্ত করিয়া লইয়া * দখিলকায় আছী তাহা বন্দক রাখিলাম জে পর্য্যন্ত মবলগ মজকুর মায়সুদ আদায় না হয় সেতক উক্ত পত্তনী মহাল কোন রকমে হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি নামঞ্জুর মবলগ মজকুর আদায় না করিলে উক্ত মহাল দস্তরমত নিলাম বিক্রী দ্বারায় মায়সুদ ও খরচা আদায় করিয়া লইবেন তাহাতে আমার কোন আপত্য নাহী জদি করি নামঞ্জুর এতদর্থে করজ খত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ২ দোওজা ভাদ্র সন ১২৫৭ বারোসও সাতান্ব সাল

ইশাদ

শ্রীআজম নস্য
সাকীন গন্ডগ্রাম
শ্রীতরিয়া নস্য
সাকীন তথা
শ্রীখুদি নস্য
সাকীন নিসেন্দারা
শ্রীতারা পর্দ্দার
সাকীন কাটনার

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর আর পী হারিসন সাহেবের সমিক্ষে এই তমঃসুকের লিখিত তারা পোতদার সাক্ষীর সপথ পুর্ব্বক সাক্ষতায় ও তমঃসুকের দেহেন্দা আলে মাহামুদ সরকারের এজহারে ইহাতে দেহেন্দার দস্তখত প্রমান হৈবায় দাখিল হৈল ইতি শন ১৮৫০/১৯ আগষ্ট ১২৫৭ বাঙ্গলা সন তে ৪ ভাদ্র সোমবার দুই প্রহর তিন ঘন্টা সময়

ইং মুন্সী
শ্রীরাম চন্দ্র রায়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

[*লইয়া শব্দটি বাদ পড়ায় লিপিকর শব্দটি পরে পত্রের বাম প্রান্তে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

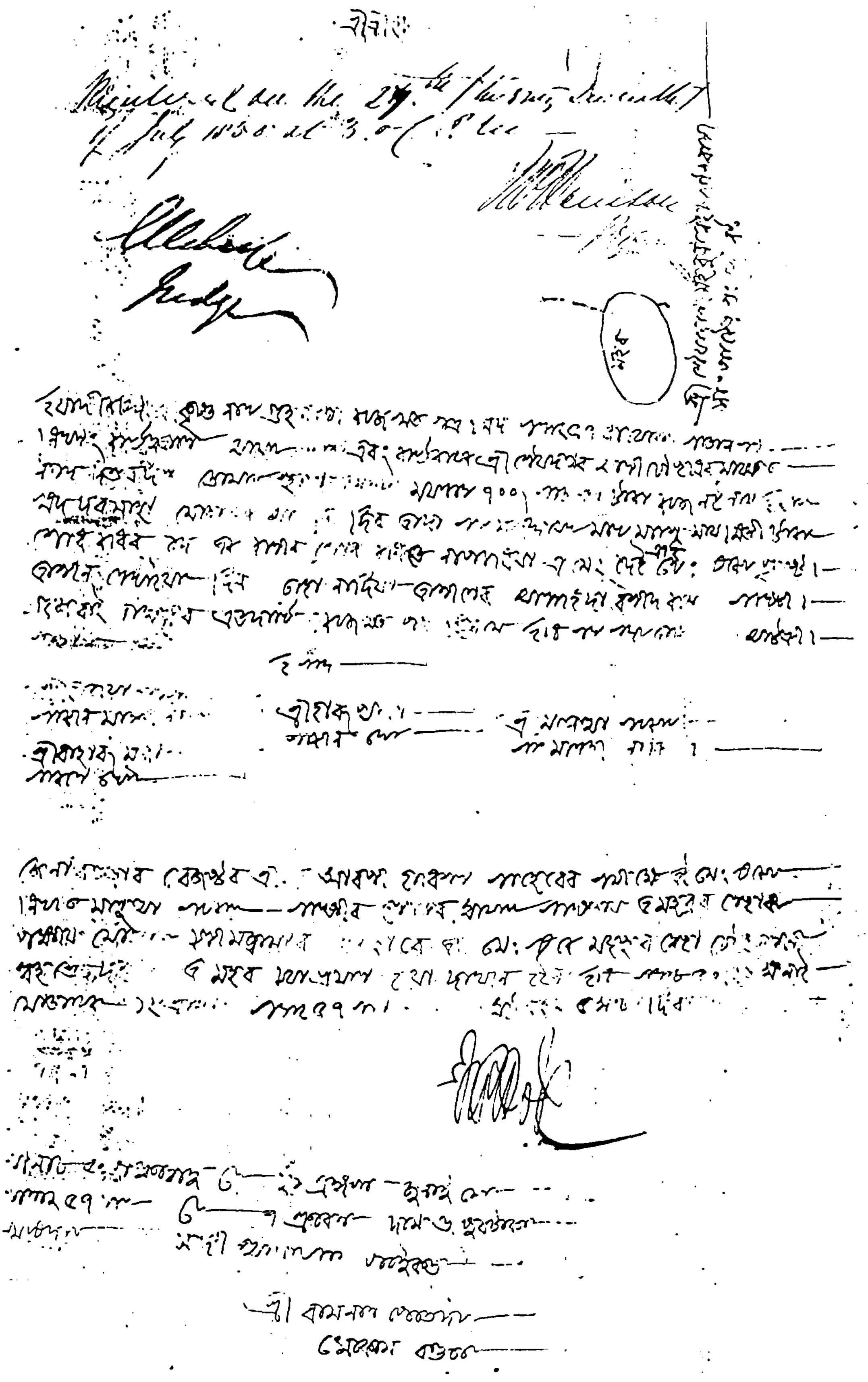

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

শ্রীশ্রীহরি

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

মহর
শ্রীশৈয়দানী মহবুবন্নেছা চৌধুরানী
সাং পাকৈড় পঃ গোসেবর্ণ

ইয়াদীকীর্দ্দ শ্রীকৃষ্ণনাথ গুহ বকশী করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৭ বারোশও শাতান্ন শন লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমার ভ্রাতা এবং কার্য্যকারক শ্রীশৈয়দ নুর আলী চৌধুরীর মারফত নগদ দস্তবদস্ত তোমার স্থানে কম্পানি মবলগে ৭০০ সাতশও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা মোতাবেক আইন দিব ওাদা শন মজকুরের মাঘমাসে মায়মিতী টাকা শোধ করিব জদী এক কালীন শোধ করিতে না পারিয়া ক্রমে ২ দেই এহি * তমঃসুকের পৃষ্ঠে ওাশীল লেখাইয়া দিব তাহা না দিয়া ওাশীলের আলাহিদা রসীদ কীম্বা শাক্ষী গুজরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ৮ আটঞ্জী [অস্পষ্ট]

ইশাদ

শ্রীহাড়ীয়া শরকার	শ্রীহারু প্যাদা	শ্রীমানুল্যা শরকার
শাকীন মালতীনগর	শাকীন তথা	শাং মালতীনগর
শ্রীবাহারু মর্ন্ডল		
শাকীন তথা		

জেলা বগুড়ার রেজষ্টর শ্রী আর পী হারিসন শাহেবের শমীক্ষে এই তমঃসুকের লিখীত মানুল্যা শরকার শাক্ষীর হলফের দ্বারায় শাক্ষতায় ও মহবুবন্নেছার পক্ষীয় মোক্তার কলীমজ্যামার এজহারে এই তমঃসুকে মহবুবন্নেছা চৌধুরানী শ্বহস্তে দস্তখত ও মহর করা প্রমান হইয়া দাখীল হইল ইতি শন ১৮৫০ ইং/ ২৬ যুলাই মোতাবেক ১২ শ্রাবন শন ১২৫৭ শাল দুই প্রহর ৫ ঘন্টা দিবা-----

[ইংরেজী স্বাক্ষর]

সন ১৮৫০ পঞ্চাসহ তে ২১ একুসা জুলাই মোং
সন ১২৫৭ তে ৭ শ্রাবণ দাম ৬ ছয় টাকা

খরিদার মঙ্গী প্যাদা পাইকড়
শ্রীরামলাল পোতদার
মোকাম বগুড়া

[*এহি শব্দটি লিপিকর পরে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি).

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীরামঃ

[চারসারি ইংরেজি লেখা]

করজদার শ্রী ব্রজ সুন্দরী দাস্যা চৌধুরানী
সাকিন কেন্দল হাল মোঃ মিরগ্রাম
পং তালুক জয়

মহামহিম শ্রীযুক্ত মেঃ জওজেফ উলিএমছ পেটর সাহেব

মহাশয় বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীব্রজ সুন্দরী দাস্যা চৌধুরানী জওজে বিষ্ণু প্রশাদ ঘোশ মোতফা করজখত পত্রমিদং সাল ১২৫৭ বারসও সাতান্ন সাল লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে জেলা দিনাজপুরের প্রধান সদর আমিন আদালতে সাকিন কেন্দলের কৃষ্ণমুনী দাস্যা প্রভিতি নামে জে নালিশ করিয়াছি ঐ মোকদ্দমায় উকিলগণের ফিশ ও হেবা ছাপাকরন ও অন্য ২ দায় নির্বারনার্থে মহাশয়ের আমলা শ্রীসমতুল্যা বকশী মারফত মহাশয়ের তহবিলের ৩০০০ তিন হাজার টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম হইার সুদ ফি সদে ১৲ একটাকা বরাওর্দ্দে দরমাহা দিব ওাদা সন মজকুরের মাঘ মাশে মায়সুদ বেবাক টাকা শোদ করিয়া তমসুক ওাপশ লইব এক জোগে মবলগ মজকুর আদায় করিতে না পরি তবে ক্রমে জখন জে টাকা আদায় করিব তাহা এহী তমস্যুকের পৃষ্ঠে ওাশীল লিখিয়া দিব এতদভিন্ন আলাহেদা রসীদ কি সাক্ষী গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৬ ছয়হী আসাড়

ইসাদ

নবিসীন্দা
শ্রীআনন্দ চন্দ্র শর্ম্ম
চৌধুরী
শাং মিরগ্রাম
পরগনে তালুকজয়
শ্রীবিনতে পাইক
শাং সিমিলাপাড়া
পং খান্দার
শ্রীব্রজ মোহন দাস
সাকিন পানীবাড়ী

শ্রীকুকুরা হাড়ি
সাং পুরানাআপৈল
পরগনে আয়জল

শ্রীইয়ার মামুদ সরদার
মোঃ জয়পুর
পরগনে সগুনা

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেব সমিপে এহি তমঃসুকের লিখিত ইয়ার মাহামুদ সাক্ষীর হলফের দ্বারায় সাক্ষতায় শ্রীব্রজ সুন্দরির মোক্তার কৃষ্ণকান্ত গাঙ্গলী মোক্তারের এজহারে ব্রজ সুন্দরি এই তমসুক স্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হইল ইতি শন ১৮৫০ ইং ২৮ যুন ইংরেজী দুই প্রহর ৩ ঘটীকা

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

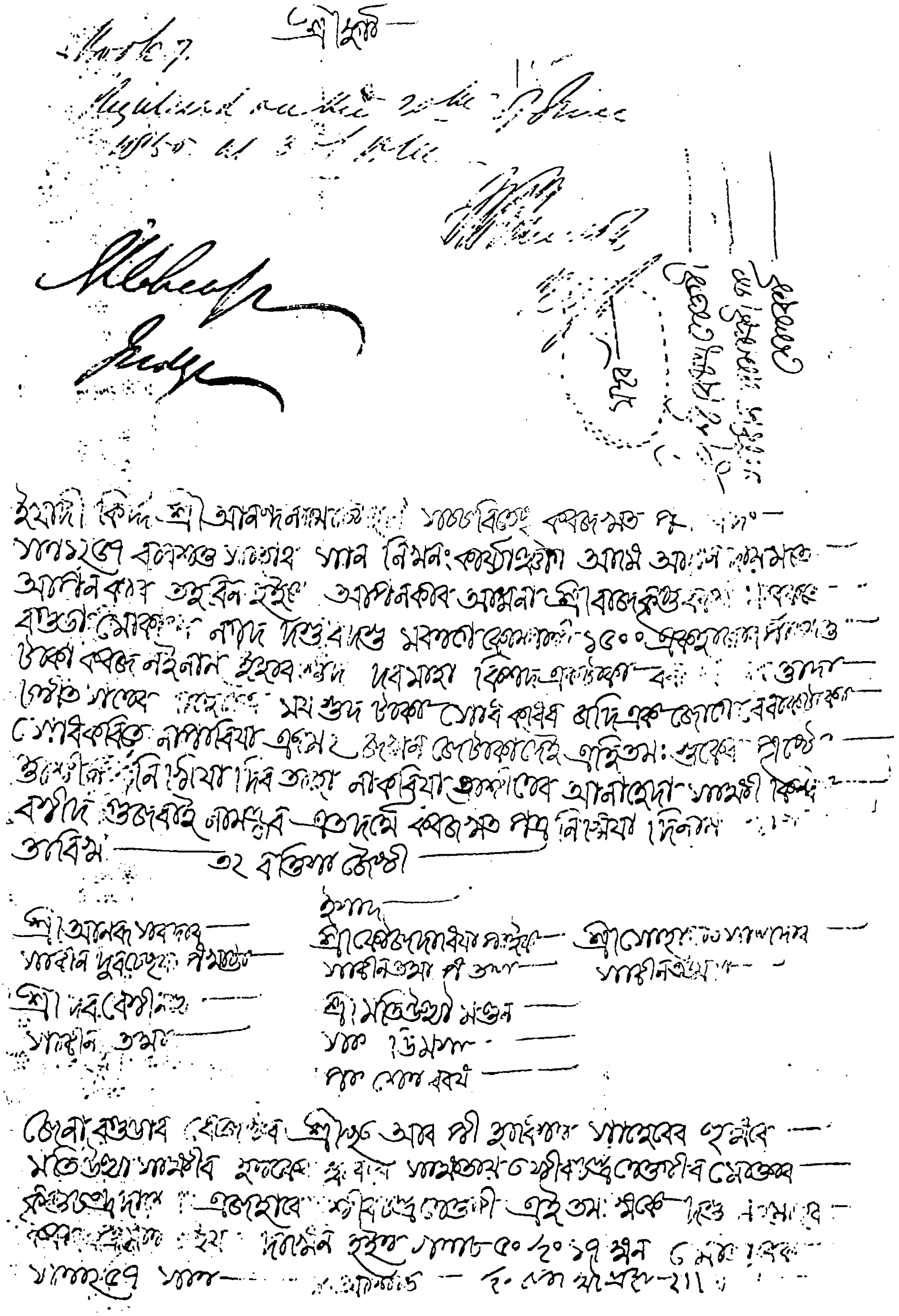

Dhaka University Institutional Repository

১০২

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)
শ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

মহর

শ্রীশীবচন্দ্র নেওগী
সাকীন দামগ্রী পং
শেলবর্গ

ইয়াদীকির্দ্দ শ্রীআনন্দনাথ চৌধুরী সচ্চরিত্রেষু করজ খত পত্রমিদং
সন ১২৫৭ বারশও সাতান্ন সাল লিখনং কার্য্যাঞ্চাগ আমি আপন দায়মতে
আপনকার তহবিল হইতে আপনকার আমলা শ্রীরাজ কৃষ্ণ বকশী মারফতে
বগুড়া মোকামে নগদ দস্তবদস্ত মবলগে কোম্পানী ১৫০০ এক হাজার পাঁচশও
টাকা করজ লইলাম ইহার শুদ দরমাহা ফিশদ একটাকা বরাদ্দ দিব ওাদা
চলীত সনের মাহে চৈত্র ময়সুদ টাকা সোধ করিব জদি একজোগে বেবাক টাকা
শোধ করিতে না পারিয়া ক্রমে ২ জখন জে টাকা দেই এহি তমঃসুকের পৃষ্টে
ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না করিয়া ওাশীলের আলাহেদা সাক্ষী কিম্বা
রসীদ গুজরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজ খত পত্র লিখিয়া দিলাম (ইতি)
তারিখ ৩২ বত্তিসা জৈষ্টী

ইসাদ

শ্রীআমরু সরদার
সাকীন দুবচেছয়া পং খট্টা
শ্রীদরবেসী নস্য
সাকীন তথা

শ্রীফৌজদারিয়া পাইক
সাকীন তথা পং তথা
শ্রীমতিউল্যা মন্ডল
সাং ভিমসা
পাং শোলবরষ

শ্রীসোহাগাত সাখীদার
সাকীন তথা

জেলা বগুড়ার রেজেষ্টর শ্রীযুত আর পী হারিসন সাহেবের হুযুরে
মতিউল্যা সাক্ষীর হলফের দ্বারায় সাক্ষতায় শ্রীসীবচন্দ্র নেওগীর মোক্তার
কৃষ্ণ চন্দ্র দাশের এজহারে শীবচন্দ্র নেওগী এই তমঃসুকে দস্তখত মহর
করা প্রমান হইয়া দাখিল হইল শন ১৮৫০ ইং ১৭ যুন মোতাবেক
সন ১২৫৭ সাল ৪ আশাড় ইংরেজী দুই প্রহর ২।(ঘটিকা)

ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীহরী

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

হাতশই

শ্রীগোকুলচন্দ্র দাষ
জেহেল দারোগা জেলা
বগুড়া

মহামহীম শ্রীযুত বৈকুন্ঠ নাথ শাহা চৌধুরী তথা
শ্রীযুত প্যারী মহন শাহা চৌধুরী মহাশএর বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীগকুল চন্দ্র দাষ জেহেল দারগা মোং বগুড়া করজখত পত্র মিদং শন ১২৫৭ শন শালাআব্দে লেখিন কার্য্যঞ্চাআগে আমী মহাশএর দিগের বগুড়ার তহবিল হৈতে মহাশএর দিগের স্থানে নগদ দস্তবদস্ত মবলগে কর্পনী ১০০ একশও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ মোতাবেক জাবেতা দিব ওাদা শন ১২৫৮ শনর মাহে বৈশাখ মবলগ মজকুর মাহে সুদ এক জোগে আদায় করিব জদ্যবি এক জোগে বেবাক টাকা আদায় করিতে না পারি জখন জে টাকা দেই এহী তমুসুকের পিষ্ঠে ওাশীল লেখিয়া দিব তাহা না দিয়া ওাশীলের আলাহিদা রশীদ কী[ষা] শাক্ষী গুজেরাই নামুযুর এতদক্তে করজ খত পত্র লেখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১ অগ্রাহান

নবিশীন্দা	ইশাদ
শ্রীনকু সরদার	শ্রীবেদ্দাই নস্য
শাং দসটীকা	শাং দসটীফা
পরং শেলবংষু	পরং শেলবংষু
শ্রীইদা নস্য	শ্রীহেয়াত মামুদ বরকন্দাজ
সাং তথা	শাং ফুলবাড়ী
পরং তথা	

জেলা বগুড়া হেনরী রোজ সাহেব একটীঙ্গ রেজীষ্টর শমীপে খোদ গকুল চন্দ্র দাষ হেয়াত মামুদ শাক্ষী ও রাম কমল মোক্তারের পরিচিয়তায় হাজীর হৈয়া এই দলীল শেৎশা পুর্ব্বক তাহার নামের উপরীভাগে নেশানী করা স্বীকার করিয়া ইহাতে রেজীষ্টরী হওনে শম্মতী থাকা প্রকাষ করিল মোতে দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২৮ ডিশেম্বর ১২৫৭ বাং ১৪ পৌষ শনীবার বেলা দুই প্রহর তৃতীয় ঘটীকা শময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

।।০ .

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

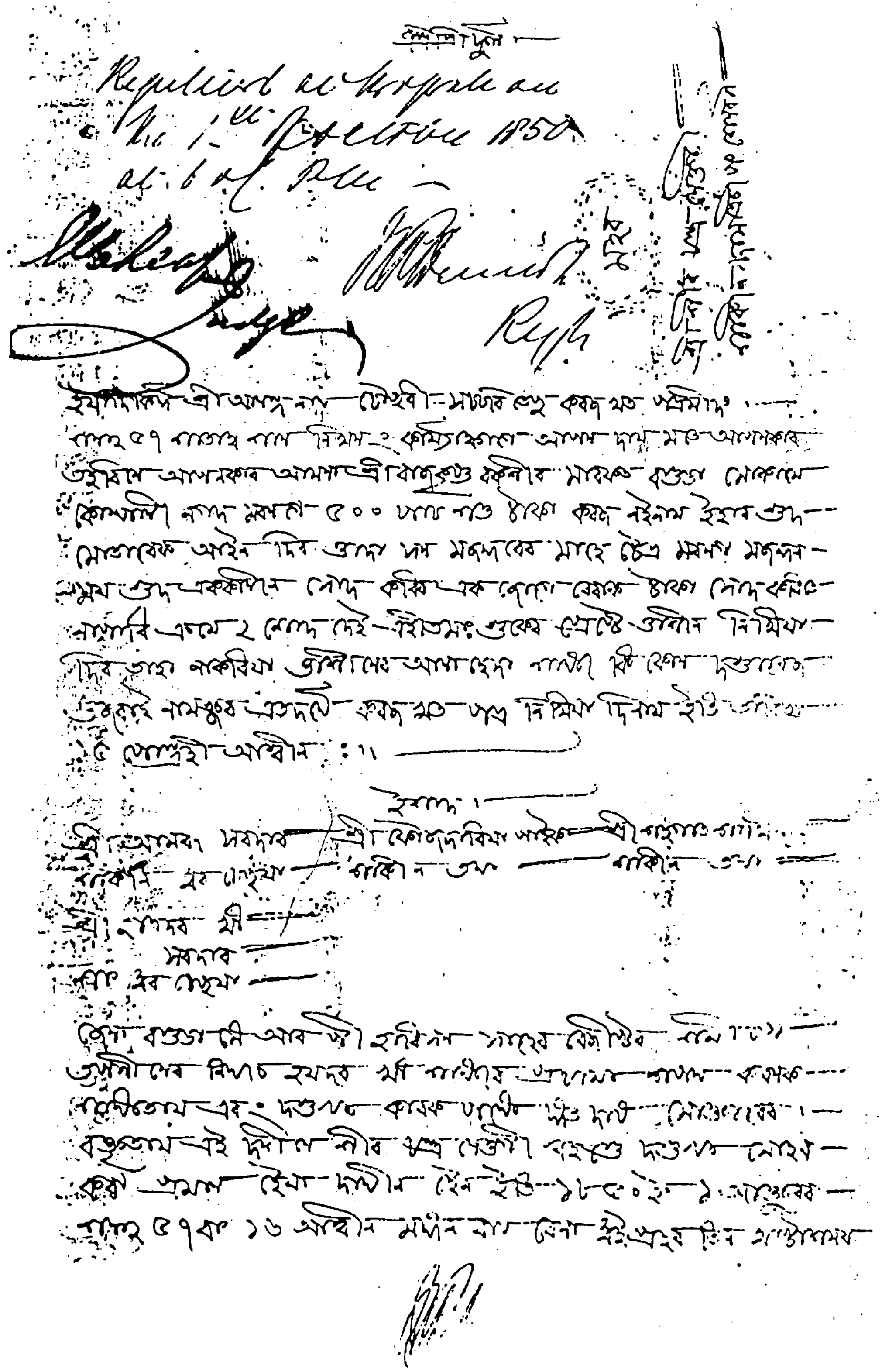

Dhaka University Institutional Repository

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

মহুর
শ্রীশীবচন্দ্র নেওগী
শাকীন দামাতৌ পং শেরবর্গ

ইয়াদিকির্দ্দ শ্রীআনন্দ নাথ চৌধুরী সচ্চরিত্রেষু করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৭ শাতান্ব শাল লিখনং কার্য্যাঞ্চাগে আপন দায় মতে আপনকার তহবিলে আপনকার আমলা শ্রীরাজকৃষ্ণ বকশীর মারফত বগুড়া মোকামে কোম্পানী নগদ মবলগে ৫০০ পাচশও টাকা করজ লইলাম ইহার শুদ মোতবেক আইন দিব ওাদা সন মজকুরের মাহে চৈত্র মবলগ মজকুর ময় শুদ এককালীন সোদ করিব এক জোগে বেবাক টাকা সোদ করিতে না পারি ক্রমে ২ শোদ দেই এহী তমঃসুকের প্রেষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না করিয়া ওাশীলের আলাহেদা শাক্ষী কি কোন দস্তাবেজ গুজরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১৫ পোন্দ্রহী আস্বীন

ইশাদ

শ্রীআমরু সরদার
শাকীন দুবচেছয়া

শ্রীফৌজদারিয়া পাইক
শাকীন তথা

শ্রীশহগাত শাখিদার
শাকীন তথা

শ্রীহাএদর খাঁ
সরদার
শাং দুবচেছয়া

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে
তপসীলের লিখীত হয়দর খাঁ শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক
শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারক পক্ষে কৃষ্ণদাষ মোক্তারের
বক্তৃতায় এই দলীলে শীবচন্দ্র নেওগী শ্বহস্তে দস্তখত মোহর
করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১ আক্তুবর
শন ১২৫৭ বাং ১৬ আশ্বীন মঙ্গলবার বেলা দুই প্রহর তিন ঘন্টা শময়

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Registered by me on the 14th Dec: 1850 at 3 o'clock P.M.

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১০৫ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

সহিঃ
শ্রীরোহিনি কান্ত শর্ম্ম রায়
জমীদার পরগনে চৌগাও
ইত্যাদি

ইয়াদকৃর্দ্দ শ্রীযুতা জগদম্বা দের্বা বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীরোহিনি কান্ত শর্ম্ম রায় জমীদার পরগনে চৌগাও ইত্যাদি
করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৭ সন শালাব্দে লিখনং কার্য্যনঞ্চাগে আমী
আপনকার তহবিল হইতে আপনকার আমলা শ্রীসমজদ্দী সরকার মারফত
নগদ কমপানি মবলগে ১৫০০ পোনরোশও টাকা করজ লইলাম ইহার
সুদ দরমাহা ফি সতে ১৲ একটাকা বরাদ্দে দিব সন মজকুরের ফালগুন
মাসে মাহে সুদ মবলগ মজকুর এককালীন পরিশোদ করিব জদ্যপী
এক কালীন বেবাক টাকা পরিশোধ করিতে না পারি তবে জখন জে টাকা
দেই তাহা এহী তমুঃসুকের পীষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া
ওাশীলের বাবদ কোন দস্তাবেজাদি ও শাক্ষী গুজুরাই ও আপত্য
করি নামুঞ্জুর এবং পরগনে চৌগাএর অন্তপাতী কিশামত তরফ
রাখালগাছা জাহার সদর জমা কমম্পানি মবলগে ৮০৭।৴৪ আট
শও শাত টাকা ছয় আনা চারিপাই জেলা রাজশাহীর কালেক্টরী
সেরস্তাতে মাতা শ্রীযুতা কালীময়ী দেব্যা মহাশয়ার নামে তালুক
লিখাজায় তাহার মধ্যে মাতা মহাশয়ার হিনহায়াতি সক্তে দখলে
থাকা উক্ত মহালাতের রকম ৷৷৵০আনা বক্রী ।৴.ছয় আনা রকম আমী
শন ১২৫৬ সনের বৈশাখ মাসে ডিগিরি প্রাপ্ত হইয়া সদর মালগুজারি
আদায় পুর্ব্বক দখল ভোগ করিয়া আশীতেছী উক্ত রকম ।৴. আনা
জাহার সদর জমা কমপ্পানি ৩০২।৷৶৷৷তিনশও দুই টাকা দশ আনা
দেড় পাই উপরোক্ত করজা টাকা মবলগ মজকুর মাহে সুদ আদাএর মাতেবরিতে
রেহান রাখিলাম জেতক করজা টাকা মায় সুদ পরিশোদ না হয় শেতক
উক্ত মহালাতের রকম মুছল্যম আমী বয়ে কি হেবা ও দান কি বিক্রয়
কোন প্রকরনে হস্তান্তর করিতে পারিবনা জদি করি তাহা ঝুটা বাতীল
(না) মুঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র দিলাম ইতি তারিখ ৮ অগ্রহায়ণ

Dhaka University Institutional Repository

১০৫খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

26.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] ১৮৮০ ইং ১৩ ডিসেম্বর [illegible]

১২৮৭ সং ২৬ অগ্রহায়ণ [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১০৫ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ইশাদ

শ্রীরাজমোহন দাশস্য সরকার শ্রীজানু নস্য শ্রীউমর নস্য শ্রীইনামদ্দী নস্য

শাং খামারকান্দী শাং রাজাপুর শাং রাজাপুর শাং মানীকচক

শ্রীতরী সরকার

শাং কুন্দস্ব

জেলা বগুড়া হেনরী রোজ সাহেব একটীঙ্গ রেজষ্টর শমীপে

নিচের লিখীত তরী শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায়

এবং দস্তখত কারক পক্ষে কৃষ্ণ মোহন তালুকদারের বক্তৃতায়

এই দলীলে রোহীনি কান্ত রায় শ্বহস্তে দস্তখত মোহর করা

প্রমান হৈয়া দাখীলি হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১৩ ডিশেম্বর

১২৫৭ বাং ২৯ অগ্রহায়ন শুক্রবার বেলা দুই প্রহর তৃতিয়

ঘন্টা শমএ

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প ২ কিতার কাত

১০.

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Book No. 1.

Registered by me on the 19th [illegible] 1858. at 3 P.M.

[illegible] Judge [illegible] Regr.

মহামহিম শ্রীযুক্ত [illegible] দেব্যা মহাশয়া ।

বরাবরেষু ।

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১০৬

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

|চার সারি ইংরেজি লেখা|

সহি
শ্রীজয় দুর্গা দাস্যা
শ্রীবরদেশ্বরি দাস্যা
মাদরে শ্রীহরিহর গুহ নাবালক
শাকীনান অলয়া

মহামহীমা শ্রীযুক্তা জগদম্বা দেব্যা মহাশয়া
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীজয়দুর্গা দাস্যা ও শ্রীবরদেশ্বরী দাস্যা মাদরে শ্রীহরিহর গুহ নাবালগ করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৭ শন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে আমারদ্বিগের তালুক তরফ রুদ্রবাড়ীয়া ওগএরহের লাগাএদ ভাদ্রের সদর খাজানা বাকীর কারণ ১৩ আশ্বীন নিলামের তারিখ নিধার্য্য হইয়াছে সদর খাজানা দাখিলের অন্ব কোন হেতুবাদ না থাকাতে আপনকার তহবিলে শ্রীআনন্দ চন্দ্র বিশ্বাসের মারফতে কম্পনী মবলগে ৫০০ পাচশও টাকা করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফি সদে এক টাকা বরাদ্দে দিব ওাদা শন মজকুরের ৫ ফালগুন তারিখে মএ সুদ মবলগ মজকুর এক তোড়াতে শোদ করিব তাহা না করিয়া ক্রেমে ২ জখন জে টাকা দেই তাহা এহী তমঃসুকের প্রিষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব নাদিয়া ওাশীলের শাক্ষী কিম্বা রসীদ ও ফারখতী গুজরাই তাহা নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ৫ আশ্বীন

ইশাদ

শ্রীহবু সরকার	শ্রীআনন্দ বিশ্বাষ	শ্রীউমরা নস্য	শ্রীইনামদিনস্য
শাং শীবপুর	শাং শেরপুর	মোঃ শেরপুর	শাং মানীকচক

জেলা বগুড়া হেনরী রোজ সাহেব রেজষ্টর শমীপে
তপসীলের লিখীত হবু সরকার সাক্ষীর প্রথমত শপথ করনক
শাক্ষতায় এবং ফএজদ্দীন মোক্তারের এজহারে ইহাতে জয় দুর্গা
দাস্যা শ্বহস্তে দস্তখত মোহর করা এবং বরদেশ্বরী শ্বহস্তে দস্তখত
করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ১৯ ডিশেম্বর
মোং ১২৫৭/ ৫ পৌষ বৃহস্পতিবার বেলা দুই প্রহর তৃতীয় ঘটীকা শম(য়)

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প

৪৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] Registered on the 20th February [illegible] at 3 [illegible]

[illegible] Judge

মহামহিম শ্রীযুক্ত আলম্‌দার চৌধুরি মহাশয়
বরাবরেষু

[illegible]

শ্রীআম্বর সরদার [illegible]

শ্রী [illegible]

শ্রী [illegible]

[illegible]

সন ১২৫৭ [illegible] আশ্বিন [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)
৭ শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

দস্তখত
শ্রীরত্নমুনী দাস্যা ও
শ্রীগৌরসুন্দর দাস ও
শ্রীনিতাইসুন্দর দাস
ও শ্রীরামসুন্দর দাস
ও শ্রীআনন্দ চন্দ্র দাস
শাকীনান প্রতাপপুর পরগনে শেলবরষ

মহামহীম শ্রীযুত আনন্দনাথ চৌধুরী মহাশএ
বরাবরেষু
লিখিতং শ্রীরত্নন মুনী দাস্যা ও শ্রীগৌর শুন্দর দাস ও শ্রী নিতাই শুন্দর দাস ও শ্রীরাম শুন্দর দাস ও শ্রীআনন্দ চন্দ্র দাস করজখত পত্রমিদং শন ১২৫৭ বারোশও শাতান্ন শালান্দে লিখনং কার্য্যঞ্চআগে আমরা আপন দাম ক্রমে মহাশএর শ্থানে মবলগে কোম্পানী ১০০০ এক হাজার টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফি সদে ১ এক টাকা বরাদ্দে দিব ওাদা শন মজকুরের মাহ মাঘে মবলক মজকুর মাএ সুদ এককালীন শোদ করিব এক কালীন শোদ করিতে না পরি তবে জখন জে টাকা দেই এই তমঃসুকের পৃিষ্টে ওয়াশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া ওাশীলের রসীদ কিম্বা শাক্ষী গুজুরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি তারিখ ১ পহেলা আস্বীন

ইশাদ

শ্রীআমুরু সরদার	৭শ্রীগৌর শীংহ
শাকীন দুবচেচুয়া	সাং দুবচেচুয়া
পরগনে খাট্টা	
শ্রীফৌদারিয়া পাইক	শ্রীমতি উল্যা মন্ডল
শাকীন তথা	শাং ডিমসর
পরগনে তথা	পং শেলবরষ
শ্রীশোওাগাত শাখিদার	
শাকীন তথা পরগনে তথা	

জেলা বগুড়া মেঃ আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখিত মতীউল্যা শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারকের দ্বের মোক্তার অমরা কান্ত সরকারের বক্তৃতায় এই দলীলে রত্নমনী দাস্যা কালীদ্বারা নোশানী করা এবং বক্রী গৌর সুন্দর ও নিতাইসুন্দর ও রামসুন্দর ও আনন্দ চন্দ্র দাস আপন ২ হাতে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হইল ইতি ১৮৫০ ইং ১৮ শেতাম্বর ১২৫৭ বাং ৩ আস্বীন বুধবার বেলা দুইপ্রহর চতুর্থ ঘটীকা শমএ

শন ১৮৫০ পঞ্চাষ ইংরেজী তারিখ অনতিসা জুন মোতাবেক শন ১২৫৭ শাল তারিখ ১৬ আশাড় দাম ৬ ছয় টাকা খরিদার জএনা পাইক শাকীন তালদিঘী

শ্রীদুর্গাচরণ পোতদার
মোকাম বগুড়া
[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শ্রীশ্রীদুর্গা —

22 Registered on the 23rd September 1858 at 10 A.M.
[illegible] Judge [illegible] Reg.

মহামহিম শ্রীযুক্ত প্রধান সদর আমীন বাহাদুর জেলা বাকরগঞ্জ বরাবরেষু।

লিখিতং শ্রী রাম মোহন [illegible] জাবকদার [illegible] ইত্যাদি [illegible] কার্য্যঞ্চাগে শ্রী সৈয়দ একরাম হোসেন চৌধুরী [illegible] শ্রী রাম কানাই রায় [illegible] নামে মবলগ [illegible] একখানা হাওলার [illegible] খরিদ হয় আমি সাকিন [illegible] স্থানে [illegible] নালিস করিয়া ডিগরি প্রাপ্ত হৈয়া তাহার বকেয়া [illegible] আমি উক্ত সৈয়দ একরাম হোসেন চৌধুরি আসল ডিগরিদার ও খরিদা [illegible] বকেয়া [illegible] শ্রী সৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরী ডিগরিদার ও [illegible] রাম কানাই রায় [illegible] হাসেম নাবালগ [illegible] ও ডিগরিদার সৈয়দ একরাম হোসেন চৌধুরি ও সৈয়দ হামেদ [illegible] চৌধুরি [illegible] দখল [illegible] উক্ত ডিগরিদারি [illegible] ডিগরির [illegible] হুকুম হৈয়াছে যে [illegible] আসল ডিগরি [illegible] বকেয়া [illegible] বিক্রি করিয়া উক্ত খরিদার [illegible] দখল [illegible] কারবার [illegible] একরাম আসল ডিগরিদারকে [illegible] আলী [illegible] ডিগরির মহল দখল [illegible] একরাম [illegible] সৈয়দ আসল [illegible] সৈয়দ একরাম [illegible] চৌধুরী [illegible] ও [illegible] যে [illegible] মোকদ্দমা [illegible] নিম্নে [illegible] বোহেন [illegible] কিম্বা আমার ওয়ারিসান [illegible] করিবেন ও [illegible] মোকদ্দমা [illegible] তাহার [illegible] ও [illegible] হুকুম হৈল যে [illegible] ও আমার ওয়ারিসান [illegible] উজর আপত্তি [illegible] ও কারবার [illegible] কিম্বা আমার ওয়ারিসান [illegible] কোন উজর আপত্তি [illegible] তাহা মিথ্যা ও নামঞ্জুর [illegible] দিলাম ইতি সন ১২৬৫ [illegible] ও [illegible]

[illegible] রাম [illegible] ডিহি [illegible] তাহার সদর [illegible] ৫৩৫৩৬/ [illegible] জেলা বাকরগঞ্জ কালেক্টরির [illegible] তৌজি [illegible] ও [illegible] চৌধুরি [illegible] আমার [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭ঁশ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীচন্দ্র মোহন শর্ম্মন তালুকদার
শাং ইছাইদহ পং প্রতাপবাযু

মহামহীম শ্রীযুত প্রধান সদর আমীন বাহাদুর জেলা রাজশাহী
বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীচন্দ্র মোহন শর্ম্ম তালুকদার শাকীন ইছাইদহ জামীনি পত্রমীদং কার্য্যঞ্চাগে শ্রীশৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী ডিগরিদার শ্রীরাম কানাই রায় দেনদার নামে মবলগে ৪১৩৪০।৶৭।। একচল্লীস হাজার তিনশও চল্লীষ ছয় আনা সাড়ে শাত কওাট্টরের দাওাতে নালিস করিয়া ডিগরি প্রাপ্ত হৈয়া তাহার রকম।।৶৴এগার আনা উক্ত একরাম হুসেন চৌধুরি আসল ডিগরিদার ও খরিদা সুরূত রকম।৵৹ পাচ আনা শ্রীসৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরী ডিগরিদার ও প্রতিবাদি রাম কানাই রায় ঐ ফয়ছলার হুকুমের নারাজীতে আপীল করিয়াছে ও ডিগরিদার সৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরী ও সৈয়দ হামেদ আলী চৌধুরী ঐ ডিগরির মহল দখল পাওার প্রার্থনায় উক্ত ডিগরিজারি করাতে শ্বয়ং[৩] ডিগরির জামীনি দাখিলের হুকুম হুযুর হৈতে হৈয়াছে জে স্থলে আসল ডিগরিদার পোনবাহার দ্বারায় ডিগরির রকম।৵৹পাচ আনা বিক্রি করিয়া উক্ত খরিদার শহীত দখল পাওার প্রার্থনা করিয়াছে একারন আসল ডিগরিদারের প্রার্থনা মোত আমী আপন শ্বইৎশ্যাতে রাজী বকরতে ডিগরির মহাল দখল পাওার বিসয় একসনা মওাসীনাম মেকদার আসল ডিগরিদার সৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরীর জামীনি হৈয়া একরার কারিলাম ও লিখিয়া দিলাম জে আপীলের মোকদ্দমা নিস্পত্তী পর্য্যন্ত তপঃস্বীলের লিখিত জায়দাদ জামীনিতে রেহেন রাখিলাম আমী কিম্বা আমার ওারিসান কোন প্রকারে হস্তান্তর করিবনা ও করিবেকনা মোকদ্দমা নিস্পত্তি পরে ডিগরির টাকা ও তাহার সুদ ও খরচা দেওানের বিসয় হুযুর হৈতে জে হুকুম হৈবেক আমী ও আমার ওারিসান বিনা ওজরে আদায় করিব ও করিবেক ইহাতে আমী কিম্বা আমার ওারিসানের কোন ওজর আপত্য নাহী জদি করি ও করে তাহা মিথ্যা ও নামঞ্জুর এতদর্থে জামীনি পত্র লিখিয়াছিলাম ইতি শন ১২৫৭ বারশও শাতান্ন শাল তারিখ ৩ আশ্বীন।

পরগনে প্রতাপবাযুর অন্তঃপাতী ডিহি জাহাঙ্গীরাবাদ তাহার সদর জমা ৫৩৫৬।।৶।এক কওাট্টর জেলা বগুড়ার কালেকট্টরিতে ৩০ নম্বরে রজীয়ন্বেছা ও ময়মন্বেছা চৌধুরানী প্রভৃতি নাম সম্বলিত এজমালীতে আমার নামে

Dhaka University Institutional Repository

১০৮খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] [illegible] [illegible] তাহার [illegible]
[illegible] আমার ও আমার [illegible]
[illegible] তাহার [illegible] [illegible]
[illegible] ২১২৫ টাকা [illegible]
[illegible] আমার [illegible] তাহার [illegible]
[illegible] ২৩২।৬১২। [illegible] ইহার [illegible]
[illegible] ২০০ টাকা [illegible] ।। ——

শ্রী [illegible]
[illegible]
শ্রী [illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১০৮ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

জমীদারি লিখাজায় ডিহি মজকুরের রকম৵২।৷ কড়া তাহার সদর জমা ৬ ৯৭৮৵৴১।পাই আমার ও আমার বড় ভ্রাতার হকীয়ত শোলআনা এর রকম ৷০ চারি আনা তাহার সদর জমা ১৫৪৷৷৴১৷৫ ডিসমীল নিলাম হওাতে গঙ্গা প্রসাদ চক্রবর্ত্তী ২১২৫ টাকা পোনবাহাতে খরিদ লইয়াছে তদবাদে বাকী৷৹ আনা মধ্যে রকম৷৵৹আনা আমার নিজ হকীয়ত তাহার সদর জমা ২৬১।৴১২৷ ডিসমীল এই জামীনিতে রেহেন রাখিলাম ইহার মূল্য উক্ত নিলাম অনুজায় ৩২০০ টাকা পোন্‌বাহা হৈতে পারে

শ্রীআতাশাহা

শাং মাহরপুর

শ্রীজানা পাইক

শাং ইটিদহ

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের (লিখিত) আতাশাহা শাক্ষীর প্রথমত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারক পক্ষে প্রান গোবিন্দ মযুমদার মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে চন্দ্র মোহন তালুকদার শ্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখীল হৈল ইতি ১৮৫০ ইং ২১ শেতাম্বর ১২৫৭ বাং ৬ আস্বীন শনীবার বেলা দুই প্রহর পঞ্চম ঘন্টা শময়

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

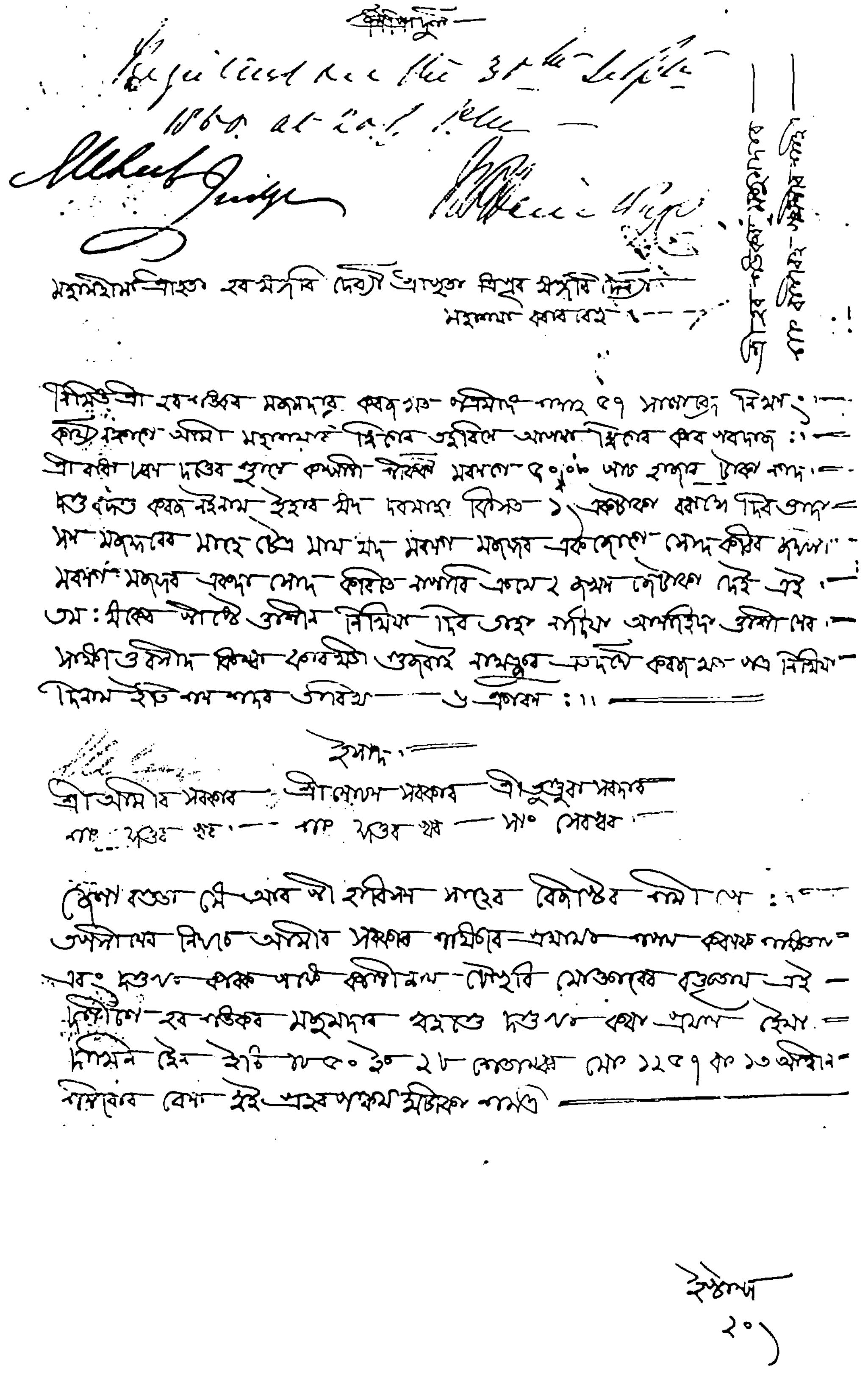

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[তিন সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীহরশঙ্কর মজুমদার
সাং বানীবহ পং নসীরশাহী

মহামহীমা শ্রীযুতা হরসুন্দরি দের্ব্যা শ্রীযুতা ত্রিপুর সুন্দরি দের্ব্যা

মহাশয়া বরাবরেষু

লিখিতং শ্রীহরশঙ্কর মজুমদার করজখত পত্রমীদং শন ১২৫৭ সালাব্দে লিখনং কার্যনঞ্চাগে আমী মহশয়ার দ্বিগের তহবিলে আপনা দ্বিগের কারপরদাজ শ্রীরাধা চরণ দত্তের স্থানে কম্পানী শীর্ক্কা মবলগে ৫০০০ পাচ হাজার টাকা নগদ দস্তবদস্ত করজ লইলাম ইহার সুদ দরমাহা ফি সত ১৲একটাকা বরাদ্দে দিব ওাদা সন মজকুরের মাহে চৈত্র মায়সুদ মবলগ মজকুর একজোগে সোদ করিব জদ্যপী মবলগ মজকুর একদা সোদ করিতে না পারি ক্রমে ২ জখন জে টাকা দেই এই তমঃসুকের পীষ্টে ওাশীল লিখিয়া দিব তাহা না দিয়া আলাহিদা ওাশীলের সাক্ষী ও রসীদ কিম্বা ফারখতী গুজরাই নামঞ্জুর এতদর্থে করজখত পত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শন শদর তারিখ ৬ শ্রাবন

শ্রীআমীর সরকার	শ্রীলোচন সরকার	শ্রীভুস্তরা সরদার
শাং কুতুবপুর	শাং কুতুবপুর	শাং সেরপুর

জেলা বগুড়া মেং আর পী হারিসন সাহেব রেজীষ্টর শমীপে তপসীলের লিখীত আমীর সরকার শাক্ষীর প্রথামত শপথ করনক শাক্ষতায় এবং দস্তখত কারক পক্ষে কালীনাথ চৌধুরী মোক্তারের বক্তৃতায় এই দলীলে হরশঙ্কর মজুমদার শ্বহস্তে দস্তখত করা প্রমান হৈয়া দাখিল হৈল ইতি ১৮৫০ইং ২৮ শেতাম্বর মোং ১২৫৭ বাং ১৩ আস্বীন শনীবার বেলা দুই প্রহর পঞ্চম ঘটীকা শমএ

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

ইষ্টাম্প

২০৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৭শ্রীশ্রীদুর্গা

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীরাম তনু শাহা
শাকিন শেরপুর

প্রীয়তুমা শ্রীব্রজকিশোরি দাস্যা অনুমতী পত্রমীদং শন ১২৫৫ বারোসও পোচপান্ব সন শালাব্দে লিখনং কার্য্যঞ্চাগে তুমী আমার ধর্ম্ম পত্নী তোমার গর্ভে এতক শন্তান সন্ততি জন্মিলনা স্বরির অনিত্য অস্বাদাদির ও পৈতৃক পীন্ড ও শৈর্য্য বহাল রাখার কারন তোমাকে অনুমতী পত্র লিখিয়া দিতেছী জে জদ্যপী তোমার গর্ভে শন্তান না জম্মে অথবা জন্মীয়া বর্তমান না থাকে তবে আমার লোকান্তর হওনের পর ক্রমে পাঁচ দত্তক পুত্র রাখিয়া পীন্ডশ্রনী ও ক্রীয়া ধর্ম্ম বহাল রাখিবা কিন্তু এক বত্তমানে তাহাকে অনর্থক দোশী করিয়া অন্য দত্তক রাখিতে পারিবানা একাভাবে দ্বিতিয় তদভাবে তৃত্রিয় তদভাবে চতুর্থ তদভাবে পঞ্চম পর্য্যন্ত দত্তক জমা শাস্ত্র রাখিয়া পীন্ডশ্রুনী ও ক্রিয়া ধর্ম্মচর্চ্চা রক্ষা করিবা ঐ দত্তক উত্রাধিকারি হৈবেক ইহার অন্যথা করিলে ধর্ম্মা শ্চুত হইবা এতদর্থে অনুমতীপত্র লিখিয়া দিলাম ইতি শনসদর তারিখ

তে ৫ আস্বীন

ইশাদ

শ্রীজহলী মন্ডল	শ্রীকাশী নাথ দাশ	শ্রীপুলীনবেহারিদাস	শ্রীসুভানী সরদার
শাকিন হেলঞ্চাপাড়া	শাং শেরপুর	শাকীন শেরপুর	শাকীন সেরপুর

জেলা বগুড়া মেং জার্জ আডলী ইওন সাহেব রেজীষ্টর শমীক্ষে
তপশীলের লিখীত জহলী মন্ডল শাক্ষীর শপথ পুর্ব্বক শাক্ষতায়
এবং দস্তখত কারকের মোক্তার রামলোচন মযুমদারের এজহারে এই
দলীলে রামতনু শাহার শাক্ষর দস্তখত প্রমান হৈয়া রেজীষ্টরি
হৈল ইতি শন ১৮৪৮ ইং ২১ শেতাম্বর মোং শন ১২৫৫ শাল
৭ আস্বীন

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট] ইষ্টাম্প মুল্য

৮৲

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible] ২২ আশ্বিন

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১১১
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[চার সারি ইংরেজি লেখা]

শ্রীকলিরাম দেব
সাক্ষী

[অস্পষ্ট]
ইসাদ

৭ইয়াদিকিন্দ শ্রীসদারাম সর্ম্মন ওলদে সীতারাম সন্মন সাং পং তরপ সদাসএষু
লিখীতং শ্রীভাবানি নারায়ন পালক অলদে উদএ নারায়ন পাল সাং পং পঞ্চ খণ্ড কালা
মৌজে খামাস্য মনিস্য বিক্রয় কবালা পত্রমিদং কাজ্জগুআগে আমার পৈত্রিক
জিবন ভিত্তক স্ত্রী নরদাসি উর্ম্বর ৩৫ পএতিস বয়স উয়ার কৈন্যা মছমাত অমরা
দাসি উম্মর ৯ নও বয়স এই দুই জনা মনিস্য আমার রাজি ও বগরতে বিনাযুর ও যুলুমে
সইছা পুর্ব্বক আমার মলিকানা অজমুল্য ও তোমার দহমাসি পুরউজন মং ৪০ চল্লিস রূপা
ইয়া পায়া তোমার পাস বিক্রি করিলাম মবলগ মজকুর দস্তবদস্ত নগদ সমজিয়া পইলাম
দাসি মজকুরিআন তোমারে সমজাইয়া দিলাম দাসী মজকুরিয়ান তোমারে সমজাইয়া
দিলাম দাসি মজকুরিয়ানে হেজমকুলি ও মালিকুলি গএরহ জমন জে আইগ্যাকর কাজ্জকর্ম্মা করিবে
এই দাসি মজকুরিয়ান আমার সত্ত পরিত্যাগে তোমার সত্ত করিয়া দিলাম দান বিক্রয় সত্তা
ধিকার তোমার এহারার উপর এহারার সন্তানআদির সহিত আমি ও আমার ওয়া
রিসআন ও সন্তানআদি কেহর দাওা নারহিল এতদ্বর্থে মনিস্য বিক্রয় কবালাপত্র
লিখীয়া দিলাম ইতি সন ১২০৮ সাল বাং তে ২২ আশ্বিন

শ্রীভেগু মামদের
পং তরপ
ইসাদি

চিঠী ওয়াসিল রুপাইয়া বাং মনিস্য বিক্রি মাং সদারাম
সন্মন হাওলে ভবানিনারায়নপাল মবলগ ৪০% চ[ল্লি]স
রূপায়া দহমাসি পুরউজন বেবাক সমাজিয়া পাইলাম ইতি

শ্রী সদারাম সন্মন

শ্রীভবানি নারায়ন পাল

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

দরখাস্ত শ্রী আমিরন বিবি ও শ্রী আবজান বিবি জওজে আজিমউল্লা
সরকার সাকিন কুলদিঘী এলাকে থানা বগুড়া নিবেদন এই জে আমা
দিগের পতি উক্ত আজিমউল্লা সরকারের নিজকৃত পরগনে ভাওয়াল
তপ্পে ইসলামাবাদ খন্ড: গতি কিসামত গড়াইল তৌজি ২৫৮৭ ও পরগনে
সেলবরসের অধীন কিসামত তালদিঘি ৪৭৭ অগ্র জেলার কালেক্টরী
সেরেস্তায় সরকার মোহরের নামে এজমালি তালুক এবং উক্ত
পরগনে সেলবরসের অধীন তরফ কামহালের মোতালক কিসামত
কুলদিঘি ও কৈগাড়ির মধ্যে সরকার মোহরের নিজ নামে উক্ত তরফের
জমিদারান ও তালুকদারানের সেরেস্তায় জেসকল মোকররি জোত লিখা
জায় তাহাতে অর্থাত উক্ত কি: গড়াইলের সরকার মোহরের নিজ অংশ
বকস ।০ চারি আনা সদর জমা কোম্পানি ৩৩দ৶. আনা ও কিসামত তাল
দিঘির হিস্যা ।।০ আনা সদর জমা ৫০৵৩ পাই জেলা বগুড়ার কালেক্টরী
সেরেস্তায় ও উক্ত জোত হায়ের মালানা উক্ত তরফ কামহালির জমি
দারান ও তালুকদারানের নিকট সন বসন আদায় করিয়া মপ:স্বল
দাখিলাক ও তোমার ছিলেন তাহাতে সরকার মোহর আমার দিগের দুই
স্ত্রিকে ও তাহার সাবেক স্ত্রির গর্ভজাত কন্যা তারা বিবিকে ও আমার দিগের গর্ভে
সন্তান সন্ততি নাহয় এক্ষুক্ত আমার দিগের অধমতি ক্রমে সবিরঙ্গাও দোলতখা
দ্বয়কে জে পোস্য পুত্র রাখেন ঐ পোস্য পুত্র দ্বয়কে বর্তমান রাখিয়া গত সন ১২৬০ সনের
১ চৈত্র তারিখে ফৌত হওনে আমরা পতি মোহরের ত্যাজ্য উক্ত তালুকাত ও জোতাত
কারবার ও বাড়ি ঘর ও মালামাল ও গোরহত ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর মোহরের
বস্তুতে দাখিলকার হেবায় তারা বিবি মজকুরা উপযুক্ত হইবে অস্থাবর বস্তু সকলে
তাহার হক মরকাদ আপসে মবাত বিবাদ উপস্থিত করনে তাহা হৈলে উভয়

Dhaka University Institutional Repository

১১২ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ঁশ্রীশ্রীহরির

শ্বরনং

মোতালকে
কালেকটুরি
জেলা বগুড়া

[স্ট্যাম্প]

নং ৩৩

হাতসহী

শ্রীআমিরন বিবি শ্রীআরজান বিবি
সাং তামছাত আলী খাঁ
মোক্তার

দরখাস্ত শ্রীআমিরন বিবি ও আরজান বিবি জওজে আজিম উল্যা সরকার সাকিন ফুলদিঘী এলাকে থানা বগুড়া নিবেদন এহি জে আমার দিগের পতি উক্ত আজিম উল্যা সরকারের নিজকৃত পরগনে ভাতুড়িয়া তর্প্পে কুসম্বীর অন্তঃর্গত কিসামত গছাইল জাহা ২৫৮ নং ও পরগণে সেলবর্সের অধিন কিসামত তালদিঘি ৪৭ নং অত্র জেলার কালেকটুরি সেরেস্তায় সরকার মৌছফের নামে এজমালি তালুক এবং উক্ত পরগণে সেলবর্সের অধিন তরফ কাথহালির মোতালক কিসামত ফুলদিঘি ও কৈগাড়ির মধ্যে সরকার মোছকের নিজ নামে উক্ত তরফের জমিদারান ও তালুকদারানের সেরেস্তায় জে সকল মোকাররি জোত লিখা জায় তাহাতে অর্থাত উক্ত কিং গছাইলের সরকার মৌছফের নিজ অংস রকম ।০ চারি আনা সদর জমা কম্পানি ৫০৵৵আনা ও কিসামত তাল দিঘির হিস্যা ।।০ আনা সদর জমা ৫০৵৵পাই জেলা বগুড়ার কালেটুরি সেরেস্তায় ও উক্ত জোত হায়র খাজানা উক্ত তরফ কাথহালির জমি দারান ও তালুকদারানের নিকট সনবসন আদায় করিয়া মপঃস্বল দখিলকার ও ভোগবান ছিলেন তাহাতে সরকার মৌছফ আমারদিগেক দুই স্ত্রিকে ও তাহার সাবেক স্ত্রির গর্ভজাত কন্যা তারা বিবিকে ও আমারদিগের গর্ভে সন্তান সন্ততি না হওা প্রজুক্ত আমারদিগের অনুমতিক্রমে সরিয়তুল্যা ও দেয়ানতুল্যা দ্বয়কে জে পুস্য পুত্র রাখেন ঐ পুস্যপুত্রদ্বয়কে বর্ত্তমান রাখিয়া গত সন ১২৬০ সনের ১ চৈত্র তারিখে ফৌত হওনে আমরাপতি মৌছফের তের্য্য উক্ত তালুকাত ও তেজারতি কারবার ও বাড়িঘর ও মালামাল ও গোবৎস্য ইত্যাদি স্থাবর অস্থাবর মোছল্যম বস্তুতে দখিলকার হৈবায় তারা বিবি মজকুরা উপরুক্ত স্থাবর অস্থাবর বস্তু সকলে তাহার হক থাকাদি আপনে ঘরাও বিবাদ উপস্থীত করনে তাহা হৈলে উভয়

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

উভয় পক্ষের হানি ও জেরবার হইতে হয় বিশেষ তারা বিবি মজসবা পাত্রসঙ্গে
ওরস কন্যা ওয়ারিস বটে একারণ আমি আন্নির বিবি ও আমি আবজান বিবি ও উক্ত
তারা বিবি আমরা তিন জোন আপনং সেইচ্ছা পূর্ব্বক বাজ বাবতে ও বিনা জোর
জেরকে এহি রূপ গোল নিস্পত্ত করিয়া লইলাম জে সরকার মৌহাম্মেদ নিজ হক
উক্ত কি: গহাইলের রকম ।০চারি আনা সদর জমা ৫৩দ৵ আনা ৮ কি সাসমেত
তাল দিঘী হিস্যা ।।০ আটআনা সদর জমা ৫০৮৩ পাই এক্ষনে ১০৪।৩ পাই সদর
জমার বস্তু মধ্যে আন্দাজ ১০০০ টাকা ৮ শেরায় জোবাত কারবার করী মানাবাড়ী
ঘর দরজা ও সোনা রূপা তামা ভৈষা ও গাতিল এর্ব্ব প্রাত ৮ কাষ্টের বাজিয়া ও সাল
রুমাল ইত্যা অহরর বস্তু মুখ্য আন্দাজ ৫০০ সত টাকা এক্ষনে ১৫০০ দেড়হাজার
টাকা মূল্যের হারর অহারর মৌহম্মদ বস্তুর তৃতীয় অংশের এক অংশ অর্থাত ।
হারর বস্তু উক্ত কিসামত গহাইলের রকম ।০চারি আনা সোল আনা করারে রকম
৵৩।।৵ এক্তী সদর জমা ৭দ৫৮ পাই ৮ কি: তালদিঘী হিস্যা ।।০ আনা সোল ।
সোল আনা করারে রকম ৵৩।।৵ এক্তী সদর জমা ১৬দ৫ পাই এক্ষনে ৩৪দ১ পাই ।
সদর জমার বস্তু মুখ্য আন্দাজ ৩৩৩৵৪ পাই ওয়াশরের লিমিত অহারর বস্তুর রকম
৵৩।।৵ এক্তি মুখ্য আন্দাজ ১৬৬।।৵৮ পাই এক্ষনে ৫০০ পাচ সত টাকা মুখের
হারর অহারর বস্তু উক্ত তারা বিবি মজসবা স্বত্ত ত্যাগের লিমিত মহাল হয়ের ।
রকম ।।৵৩।৵ এক্তি অর্থাত উক্ত কিসামত গহাইলের রকম ।।৵৩।৵ এক্তী সদর
জমা ৩৫দ৮ পাই ও কিসামত তাল দির্ঘী হিস্যা ।।০ আনা এক্তী সদর জমা ৩৩।।১০ পাই
এক্ষনে ৬৭।।৫ পাই মুখ্য আন্দাজ ১৬৬।।৵৮ পাই উকামত অহারর বস্তুর রকম ।।৵৩।৵ এক্তী
মধ্য আন্দাজ ৩৩৩৵৪ পাই এক্ষনে ১০০০ একহাজার টাকা মুখের হারর অহারর বস্তু
আমরা আন্নির ও আবজান বিবি উভয়েতে হরগত মিমাংসা করিয়া লইলাম ও দিলাম
এবং আপনং অংশের দান বিক্রয় সত্ত্বাধিকার আমরা তিনেই মকীনাম একত্র রহীত ।
অন্যের অংশের কিছু এলাকা ও সরকার নাহি আর সরকার মৌহাম্মেদ বামা পৃষ্ঠ হয়
আমার দিগের দুই জোনের অন্তভুক্ত মকীন আমরা স্বভাবে আমার দিগের প্রাপ্য
অংশ উক্ত পৃষ্ঠ হয় হক হই জোনেই উভাংশে দখল ভোগ করিবেক এতদ্ভিন্ন
আমার দিগের প্রাপ্য এ অংশ উক্ত স্বত্ত্ব হয় সেরায় অথ কাহার হেবা
[illegible]
এহগুলির তদবির তদারক ইত্যাদি কর্ম্মের আঞ্জাম করার জন্য মোতে আমরা আমার
দিগের প্রাপ্য উক্ত তাহকাত এবং এহগুলির তদবির তদারক আদি কর্ম্মের ।
তার সবিস্তার মজসবের প্রতি অর্পন করিলাম আমার দিগের আন্তপ্রায় মোত
সকল কর্ম্ম আঞ্জাম করিবেক তার সরকার মৌহাম্মেদ নামক উক্ত মোকরার জোত
হায় তারা বিবি মজসবার কোন সত্ত্ব না থাকিল জোদিচ তারা বিবি মজসবা এ জোতহয়
হকদার বটে মগু সে আপন খুসীতে উক্ত জোত হায়র আপন সত্ত্ব ত্যাগকরত
জোত মজসবা মোহম্মদ আমার দিগেক ছাড়িয়া দিলেক আমরা উক্ত জোত হায়র বাকী
আদায় পূর্ব্বক ভোগ দখল করিতে . . . সামার পরং জোবাত করিবারের বাদ
তহবিল ও তমঃস্সুক ও ডিগরি . . . . ইত্যাদি জে কিছু ছিল তাহা ।
আমরা তিন জোনেই . . . . আপসে উভয়ের নিদ্ধান্ত অংশ
মোত আবাহিদা বণ্টন . . . . করিয়া লইলাম বিচার পাত ।
আমার দিগেক এতারক . . . . হুজুরে এত্তালা দেওয়া আবশ্যক
মোতে অত্র দরমাস্ত দ্বারা . . . . সবিস্তার নিবেদিত হৈল প্রার্থনা
আমার দিগের এই দরখাস্ত . . . . মোনাজ্জা পূর্ব্বক সেরেস্তায় বাহাল
অপ্তোহম্ম তারা বিবি মজসবাহ তাহার অপন অংশ বুঝিয়া পাওয়ার বিষয় [illegible]
একরার দরখাস্ত দস্তখত করিলেক [illegible] ইতি ১২ তারিখ [illegible]
[illegible] — [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

উভয় পক্ষেরি হানি ও জেরবার হইতে হয় বিশেষ তারা বিবি মজকুরা পতি মৌছফের
ঔরস কন্যা ওারিস বটে একারন আমি আমিরণ বিবি ও আমি আরজান বিবি ও উক্ত
তারা বিবি আমারা তিন জোনি আপন ২ সেইৎস্যা পুর্ব্বক রাজি বগরতে ও বিনা জোর
জবরে এহিরূপ ছোলে নিস্পত্ত করিয়া লইলাম জে সরকার মৌছুফের নিজ হক
উক্ত কিং গছাইলের রকম।০চারি আনা সদর জমা ৫৩৸৴আনা ও কিসামোত
তালদিঘী হিস্যা।।০আটানা সদর জমা ৫০৴৵পাই একুনে ১০৪ । ৩ পাই শদর
জমার বস্তু মুল্য আন্দাজ ১০০০ টাকা ও সেওায় তেজারতি কারবার বক্রী খানাবাড়ির
ঘর দরওাজা ও সোনা রূপা তামা কাসা ও পতলি দ্রর্ব্ব জাত ও কাষ্টের লওাজিমা ও সাল
রূমাল ইত্যা দি অস্থাবর বস্ত্র মুল্য আন্দাজ ৫০০ সত টাকা একুনে ১৫০০ দেড় হাজার
টাকা মুল্যের স্থাবর অস্থাবর মোছল্লম বস্তুর তৃতিয় অংসের এক অংস অর্থাত
স্থাবর বস্তু উক্ত কিসামত গছাইলের রকম চারি আনা সোল আনা করারে রকম
৵৬।।৴ক্রান্তী সদর জমা ১৭৸৴৮ পাই ও কিং তালদিঘী হিস্যা ।।০ আনা সোল
সোল আনা করারে রকম৴৬।।৴ক্রান্তী সদর জমা ১৬৸৫ পাই একুনে ৩৪ ৸ ১ পাই
সদর জমার বস্তু মুল্য আন্দাজ ৩৩৩৴৪ পাই ও উপরের লিখিত অস্থাবর বস্তুরহ রকম
৴৬।।৴ক্রান্তি মুল্য আন্দাজ ১৬৬।।৴৮ পাই একুনে ৫০০ পাচ সত টাকা মুল্যের
স্থাবর অস্থাবর বস্তু উক্ত তারা বিবি মজকুরা বক্রী উপরের লিখিত মহাল দ্বয়ের
রকম।।৴৬।৴ক্রান্তি অর্থাত উক্ত কিসামত গসাইলের রকম।।৴১৩৴ক্রান্তী সদর
জমা ৩৩৸৴৮ পাই ও কিসামত তালদিঘী হিস্যা ।।০ আনা ক্রান্তী সদর জমা ৩৩।।১০ পাই
একুনে ৬৯।।২ পাই মুল্য আন্দাজ ৬৬৬।।৴৮ পাই ও কথিত অস্থাবর বস্তরহ রকম।।৴১৩।৴ক্রান্তী
মুল্য আন্দাজ ৩৩৩ ৪ পাই একুনে ১০০০ এক হাজার টাকা মুল্যের স্থাবর অস্থাবর বস্তু
আমরা অমিরন ও আরজান বিবি তুল্যাংশে হকীয়ত মিমাংসা করিয়া লইলাম ও দিলাম
এবং আপন ২ অংসের দান বিক্রীর সত্বাধিকারী আমরা তিনেই থাকীলাম একের সহীত
অন্যের অংসের কিছু এলাকা ও ছরকার নাহি আর সরকার মৌছফের রাখাপুস্য পুত্রদ্বয়
আমারদিগের দুই জোনেরি অন্তর্ভুক্ত থাকীল আমরা অভাবে আমারদিগের প্রাপ্য
অংস উক্ত পুস্য পুত্রদ্বয়র হক দুই জোনেই তুল্যাংসে দখল ভোগ করিবেক এতভীন্ব
আমারদিগের প্রাপ্ত ঐ অংসে উক্ত পুস্যপুত্রদ্বয় সেওায় অন্ব কাহাক হেবা করিতে
পারিবনা বরং পুস্যপুত্রদ্বয় মধ্যে সরিতুল্বা মজকুর বলগীয়তে পহছিয়াছে বিসেস
গ্রহস্তালির তদবির তদারক ইত্যাদি কর্ম্মের আঞ্জাম করার জুগ্য মোতে আমরা আমার
দিগের প্রাপ্য উক্ত তালুকাত এবং গৃহস্তালির তদবির তদারকআদি কর্ম্মের
ভার সরিতুল্বা মজকুরের প্রতি অর্পন করিলাম আমারদিগের অভিপ্রায় মোত
সকল কর্ম্ম আঞ্জাম করিবেক আর সরকার মৌছফের নামক উপরুক্ত মোকররি জোত
হায় তারা বিবি মজকুরার কোন সত্ব থাকীলনা জদিচ তারা বিবি মজকুরা ঐ জোতেরহ
হকদার বটে কীন্ত সে আপন খুসীতে উক্ত জোত হায়ব আপন সত্ব ত্যাগ করত
জোত মজকুরা মোছল্লম আমারদিগেক ছাড়িয়া দিলেক আমরা উক্ত জোত হায়র বাজষ্য
আদায় পুর্ব্বক ভোগদখল করিতে থাকীব পরং তেজারতি কারবারের নগদ
তহবিল ও তমঃসুক ও ডিগরি ইত্যাদি জে কিছু ছিল তাহা
আমরা তিনজোনেই আপসে উপরের লিখীত অংস
মোত আলাহিদা বন্টক করিয়া লইলাম বিচার পতি
আমারদিগেক এতাবত হুজুরে এত্তালা দেওা আবস্যক
মোতে অত্র দরখাস্ত দ্বারা সরেওার নিবেদিত হৈয়া প্রার্থীত জে
আমারদিগের এই দরখাস্ত মেলোহেজা পুর্ব্বক সেরেস্তায় রাখীতে
আজ্ঞা হএ তারা বিবি মজকুরাহ তাহার আপন অংস বুঝিয়া পাওার বিসএ দ্বিতীয়
একখন্ড দরখাস্ত দাখীল করিলেক ধর্ম্মাবতার কর্ত্তা নিবেদন ইতি শন ১২৬১ শাল
তারিখ ২৭ আশাঢ়

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

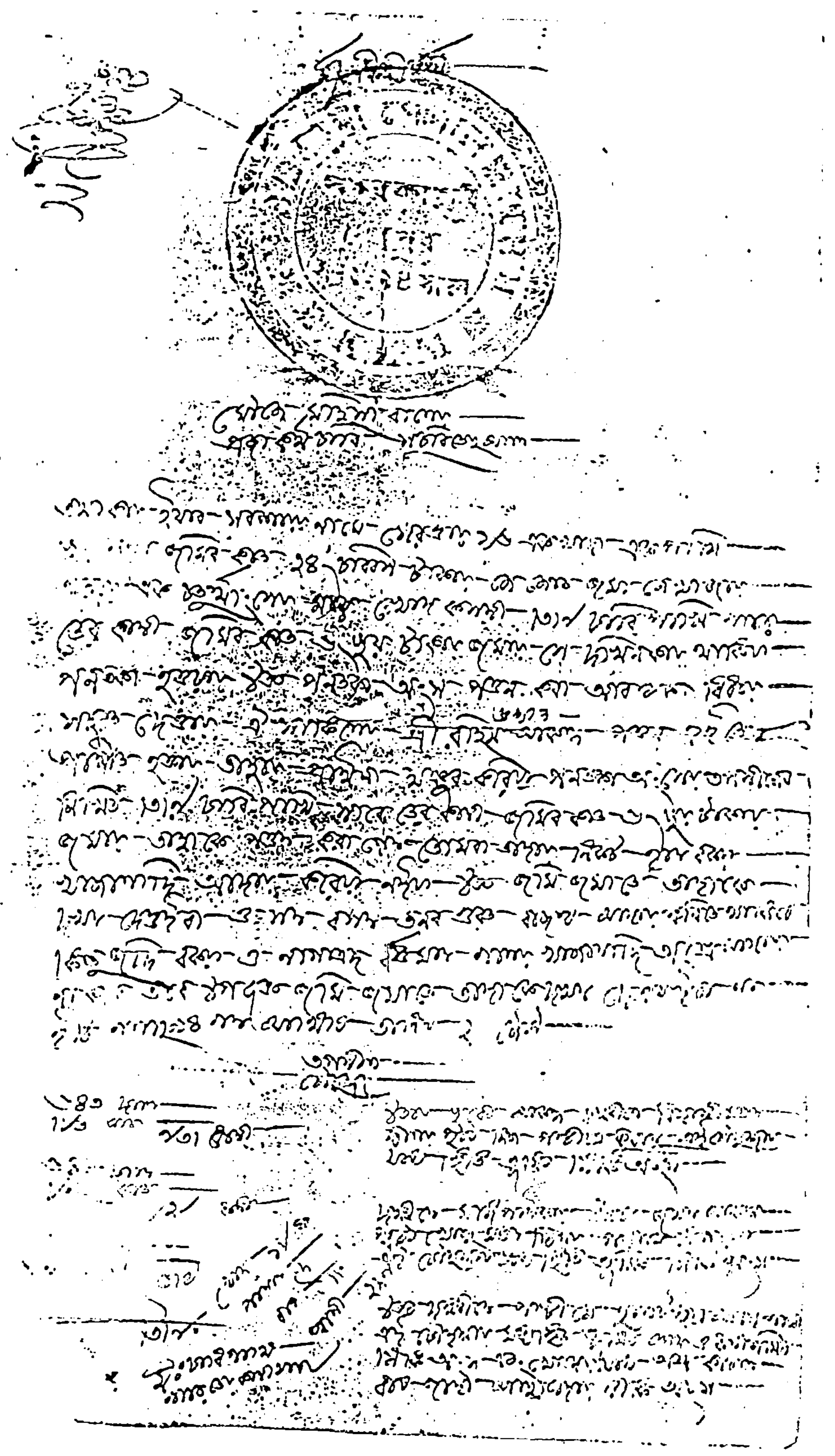

Dhaka University Institutional Repository

১১৩

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৺শ্রীশ্রীদুর্গা

নং ৪৪

নাম্বর [সিল মোহর]

[স্বাক্ষর অস্পষ্ট]

মৌজে মহিসাবানের

প্রজা কর্মচারি সুচরিতেষু আগে

তথাকার ইয়ার সরকারের নামে সেরস্তায় ১৵৬ একখাদা একপাখি ছয় গণ্ডা জমির কাত ২৪ চব্বিশ টাকায় জে জোত জমা লেখা জায় তাহার এক চতুর্থাংসের মায় খোদ ফসলী ।৩৵চারি পাখি শাড়ে তের কানী জমির কাত ৬ ছয় টাকার জমায় সে দখিলকার থাকিয়া পলতকা হওয়ায় উক্ত পলতকা অংস পত্তন করা আবশ্যক বিধায় সহরত দেওয়ায় ঐ সাকিনের শ্রীরহিম উদ্দীন * আকন্দ পত্তন হইতে প্রার্থিত হওয়ায় তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়া পলাতকা অংসের তপসীলের লিখিত ।৩।৵চারি পাখি সারে তের কানী জমির কাত ৬ টাকার জমায় তাহাকে পত্তন করা গেল তোমরা তাহার নিকট হাল বকয়া খাজনাদি আদায় করিয়া লইবা উক্ত জমি জমাতে তাহাকে দখল দেওইবা ও সনবসন তলব শুরত রাজস্ব আদায় করিতে থাকিবে কিন্তু জদি বকয়া ও লাগাএদ বর্ত্তমান শালের খাজনাদি অগ্রে আদায় না করে তবে উপরুক্ত জমিজমাতে তাহাকে দখল দেওয়াইবানা ইতি শন ১২৯৪ শন আখিরি তারিখ ২ জৈষ্ঠ

তপসীল

চৌহদ্দী

৬৪৩ দাগে ।৵৬ কাত ৵৩। ধানী		উত্তরে ছবের আকন্দ দক্ষীনে বিদাসী মন্ডল দ্বীগর পুর্ব্বে নিজ পশ্চীমে কুরানু এই চৌহদ্দীর মধ্যে স্থিতি ভূমির সিকি অংস
৬৪৮ দাগে ৵৹৸ কাত /২৴ধানী		দক্ষিনে মজি পাইকার উত্তরে জমুন আকন্দ পুর্ব্বে খোজু মন্ডল দ্বিগর পশ্চীমে নিজ অংসে এই চৌহদ্দীর মধ্যে স্থিতি ভূমির সিকি অংস
৮৪৬ দাগে ৵৬৸কাত ৫।৯	খোদ ১৵ পালনে ৶ কাত ।।৷	উত্তর দক্ষীণে পশ্চীমে হালট পুর্বে আনে সাখী দার এই চৌহদ্দীর মধ্যস্থিত ভূমির খোদ ও ধানী জমির সিকি অংশ এবং খোদের মধ্যে অম্র কাঠাল বাষ জাহা আছে তাহার শীকি অংস
.... ।৩৵	ধানী ২৸৯	

মং চারি পাখি
শাড়ে তের কানী মাত্র

[* উদ্দীন শব্দটি লিপিকর পরে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১। [illegible]

[illegible]

সম্পাদক।

২। [illegible]

[illegible]

সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

১১৪
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্বাহক
সভার অধিবেশন। ১৮৯৫। ২০ শে ফেব্রুয়ারী

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " কালী কিশোর মুন্সী
" " ব্রজ কিশোর মৈত্র
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কিশোরী মোহন মৈত্র।

১। ৪র্থ শিক্ষকের পদের জন্য যে সকল আবেদন আগত হইয়াছে তাহা পাঠাতে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে বাবু মহেন্দ্র দাস গুপ্তকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করা যায় তিনি আসিতে অসম্মত হইলে বাবু রাম ব্রহ্ম লাহিড়ী ও তাঁহার অসম্মতিতে বাবু কেনাব লাল বসুকে নিযুক্ত করা হইবে (অভি)প্রেত ব্যক্তির ১লা মার্চ্চ হইতে কার্য্যে উপস্থিত হওার প্রয়োজন।

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক

২। বিগত অধিবেশনে দ্বিতীয় পন্ডিত সম্বন্ধে যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহার পরিবর্ত্তন ও সংশোধন হওয়া কর্ত্তব্য এই মর্ম্মে অদ্যকার কমিটীর নোটীশে একটী বিষয় ছিল। সম্পাদক মহাশয় ভ্রম ক্রমে এ বিষয় নোটীশে বাহির হইয়াছে প্রকাশ করায় তৎসম্বন্ধে কোন বিবেচনা করা গেলনা

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১১৫ক
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্বাহক
সভার অধিবেশন। ১৮৯৫। ১৫ই মার্চ

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " কালীকিশোর মুন্সী
" " মুকুন্দনারায়ণ মুন্সী
" " ব্রজকিশোর মৈত্র
" " মুকুন্দমোহন সান্যাল
" " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু
" " ব্রজনাথ সান্যাল
" " কিশোরীমোহন মৈত্র

১। স্কুলসমূহের শ্রীযুক্ত ইনস্পেকটার সাহেব বাহাদুর ১৮৯৫ সালের ২রা মার্চ্চের ৮৮০ নং ঃ মোমো ও তৎসহ ...... শ্রীযুক্ত ডিপুটী ইনস্পেকটার মহাশয়ের চিঠির নকল...... সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে স্থিরীকৃত হইলে যে ইতিপূর্ব্বে শিক্ষকদিগের বেতন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে নির্দ্ধারণ করা গিয়াছিল তাহা রহিত হইয়া শ্রীযুক্ত ইনস্পেকটার সাহেব বাহাদুরের অভিপ্রায় মত কেবলামাত্র তৃতীয় পণ্ডিতের পদের সুপারিশ হয়। অন্যান্য সকল শিক্ষক আপনাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবেন এবং তাঁহাদের বেতন পূর্ব্ববৎ পাইবেন। কাহারও বেতনহ্রাস হইবেনা। মাসিক ২০ টাকা বেতনে একজন অতিরিক্ত শিক্ষক নিযুক্ত হইবেন। উপযুক্ত লোক দেখিয়া সম্পাদক মহাশয় তাহাকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। তৃতীয় পণ্ডিতের পদের বেতন ১০ ও চাঁদা সংগ্রহ করিয়া বাকী ১০ টাকা আয় করিয়া তাঁহার বেতন সংকুলন করা যাইবে।

২। অত্রত্য মুন্সী জমীদার মহাশয়দের বিনা অপর কাহারার কোন চাঁদা এই স্কুলে নাই। তাঁহারা স্থানীয় বড় লোক তাঁহাদের সাহায্য ব্যতিত স্কুল চলিতে পারে না। চাঁদা দেওার জন্য বিশেষ অনুরোধ সহকারে তাঁহাদিগকে চিঠী লিখা হইবে ও তাঁহাদের চাঁদা হওয়ার জন্য উপযুক্ত মত চেষ্টা করা যাইবে।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৩। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১১৫ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৩। স্কুলঘর মেরামত হইয়াছে। স্কুলের তহবিলে যে টাকা মজুদ আছে শ্রীযুক্ত ইনস্পেকটার সাহেবের মঞ্জুরী গ্রহণে তন্মধ্য হইতে আবশ্যকীয় টাকা দ্বারা ঘর উপযুক্ত মত মেরামত করা যাইবে। শ্রীযুক্ত মাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুন্সী মহাশয়ের নিকট শ্রীযুক্ত বাবু মহেশ নারায়ণ মুন্সী মহাশয়ের প্রদত্ত স্কুল ঘর প্রস্তুতের খরচ বাবদ যে টাকা আমানত রাখিয়াছেন ঐ টাকা দাওয়ার জন্য উক্ত সাহেব বাহাদুরের নিকট আবেদন করা হইবে এবং ঐ টাকা পাওয়া গেলে তদ্দারা ও স্থানীয় চাঁদা সংগ্রহ করিয়া দ্বিতীয় একখানি ঘর করগেট আয়রণ দ্বারা প্রস্তুত করা যাইবে।

শ্রীভবানিনাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

১১৬ক

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য-নির্বাহক সমিতির অধিবেশন অদ্য ১৮৯৬ সালের ২৪শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫টার সময় হয়।

উপস্থিত :

শ্রীযুক্ত বাবু জগদীশ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্র
" " মুকুন্দ লাল মুন্সী
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কিশোরী মোহন মৈত্র
" " বিনোদ বিহারী সাহা

১। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, শেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একজন ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করা [illegible] স্কুলের বর্ত্তমান আর্থিক অবস্থা অনুসারে ঐ ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত করা যাইবে না।

২। ইংরেজী ১৮৯৫-৯৬ সালের টেষ্ট পরীক্ষার [illegible] প্রমোশন সম্বন্ধে [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন অদ্য ১৮৯৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী সন্ধ্যা ৫ টার পর হয়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্রেয়
" " মুকুন্দ নারায়ণ মুন্সী
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কিশোরী মোহন মৈত্রেয়
" " বিনোদ বিহারী সাহা

১। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে একজন ড্রইং মাষ্টার নিয়োগ করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বিবেচনা করিয়া দেখা গেল যে স্কুলের বর্তমান আর্থিক অবস্থা অনুসারে ঐ ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত করা যাইতেছে না।

২। ইংরেজী ১৮৯৫-৯৬ সালের বার্ষিক পরীক্ষার ফল পরিদর্শন করিয়া দেখা গেল যে, ছাত্র প্রমোশন সম্বন্ধে কোন নিয়মের উপর লক্ষ রাখিয়া কার্য্য করা বিবেচিত হয়না। কোন নির্দিষ্ট নিয়মের উপর লক্ষ রাখিয়া এবং এক দিনে অথবা দুই দিনে ভর প্রমোশন হয় নাই। চতুর্থ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়া (অপিচ বেশী নম্বর রাখিয়া ছাত্র উত্তীর্ণ হওয়া) স্বত্ত্বেও সকল ছাত্রকেই ইংরেজীতে ৪ চারি নম্বর অনুগ্রহ করিয়া বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গত ১৮৯৪-৯৫ সনের প্রমোশনের ফলের সঙ্গে তুলনা করিরয়াও এবারের প্রমোশন অত্যন্ত শিথিল ভাবে দেওয়া অনুভব করা যায়। এন্টান্স পরীক্ষায় গত (১৮৯৪-৯৫) বর্ষের ফল ভাল হয় নাই তাহা বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিলেও এবারে আরও বেশী বিবেচনা করিয়া প্রমোশন দেওয়া উচিত ছিল। গত বর্ষের প্রমোশনের ফলে একজন ছাত্র স্কুল ত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইয়া পড়িতেছে। এবারের প্রমোশনের নিয়ম অনুসারে প্রমোশন দিলে উক্ত ছাত্র অবশ্যই প্রমোশন পাইত। গবর্ণমেন্ট সাহায্যকৃত স্কুলে একটী নির্দিষ্ট নিয়ম মতে কার্য্য করাই সঙ্গত। বিশেষ মপস্বল স্কুলে স্থানীয় সর্ব্ব সাধারণের সন্তুষ্টতার উপর লক্ষ রাখিয়া কার্য্য করাও অতীব কর্ত্তব্য। অতএব দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণীর যে সকল ছাত্র গত বার্ষিক পরীক্ষায় রীতিমত সকল বিষয়ে উত্তীর্ণ হয় নাই অথচ কতক ছাত্র প্রমোশন পাইয়াছে এবং কতক ছাত্রে প্রমোশন পায় নাই এ সম্বন্ধে যে শিক্ষক ঐ ঐ যে যে শ্রেণীর যে যে বিষয় পড়াইতেন তাঁহাদের মতামত অর্থাৎ লিখিত মন্তব্য এবং চতুর্থ শ্রেণীর ইংরেজী পরীক্ষায় চারি নম্বর করিয়া অনুগ্রহ পূর্ব্বক বর্দ্ধিত করিয়া দেওয়ার বিষয় তৃতীয় শিক্ষক বাবু কৈলাস চন্দ্র

Dhaka University Institutional Repository

১১৬খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১১৬ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

মৈত্রেয় মহাশয় লিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেন। এ বিষয় অতি শীঘ্র পুনর্বিবেচনা করা কর্তব্য হওয়ায় শিক্ষক মহাশয়গণ যত শীঘ্র পারেন লিখিত মন্তব্য সম্পাদক মহাশয়ের সমীপে উপস্থিত করিবেন। এবং সম্পাদক মহাশয় ঐ মন্তব্য পাইয়াই পুনরায় সভাধিবেশন করিবেন গত বার্ষিক পরীক্ষার ফল গড়ে কোন্ শ্রেণীতে কিরূপ হইয়াছে প্রধান শিক্ষক মহাশয় আগামী কমিটীর দিনে তাহা উপস্থিত করেন এবং কোন্ শিক্ষক কোন্ শ্রেণীর কি বিষয় পড়াইয়াছেন তাহাও লিখিয়া জানাইবেন ইতি

শ্রীভবানী নাথ
চক্রবর্ত্তি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুরের উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্বাহক সভার
অধিবেশন অদ্য ১৮৯৬ সালের .....ই জানুয়ারী
অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার পর হয়।
উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানী নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্রেয়
" " মুকুন্দ নারায়ণ মুন্সী
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কিশোরী মোহন মৈত্রেয়
" " বিনোদ বিহারী সাহা

। গত ১৪ই জানুয়ারী তারিখের স্কুল কমিটীর দ্বিতীয় মন্তব্য অনুসারে ক্ল্যাস মাষ্টর মহাশয়গণের মতামত সহ গত বার্ষিক পরীক্ষার ফল দৃষ্ট করতঃ বিবেচনা করা গেল শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দ মোহন সান্যাল ও বাবু ব্রজ কিশোর মৈত্রেয় মহাশয় মত (মত*) প্রকাশ করিলেন যে, গত বার্ষিক পরীক্ষায় যে অনিয়মিত রূপে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে এমত তাঁহাদের বোধ হয় না। তৃতীয় শ্রেণীর শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয় এবং চতুর্থ শ্রেণীর শ্রীঅক্ষয় লাল সাহা এই দুই জন ছাত্র প্রমোশন পাওার প্রার্থিত হইয়াছে এক্ষণ প্রমোশন দেওয়াতে যদি কোন বাধা না থাকে তবে হেড মাষ্টার মহাশয় এই দুই ছাত্রকে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দেন এ বিষয় তাঁহাকে অনুরোধ করা হয়। শ্রীযুত বাবু বিনোদ বিহারী সাহা এবং বাবু কিশোরী মোহন মৈত্রেয় ও বাবু মুকুন্দ নারায়ণ মুন্সী ও বাবু ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে এবারের বার্ষিক পরীক্ষার ফল ভাল হয় নাই তদবস্থায় যে নিয়মে প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে তাহাতে অবস্থা বিবেচনায় শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয়কে এবং শ্রীঅক্ষয়নাথ সাহাকে উপরের শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। যখন চতুর্থ শ্রেণীতে ইংরেজীতে ৪ নম্বর করিয়া অনুগ্রহে বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইয়াছে সেই রূপ তৃতীয় শ্রেণীতেও ধরিলে এবং অতি অল্প নম্বরের জন্য সুরেন্দ্র ইংরেজীতে ফেইল করিয়াছে এবং অক্ষয় লাল গত সনেও এই চতুর্থ শ্রেণীতেই ছিল গত সনের বার্ষিক পরীক্ষায় উক্ত ছাত্র যে নম্বর পাইয়াছিল এবারের নিয়মে প্রমোশন পাইলে সে প্রমোশন পাইত। এবার উক্ত ছাত্রের শরীর অত্যন্ত কাতর ছিল তাহার এবারের ফল খারাপ হইলেও যখন বেশী বিষয়ে অনুত্তীর্ণ ছাত্রকেও প্রমোশন দেওয়া হইয়াছে তখন তাহাকেও প্রমোশন দেওয়া তাঁহাদের মত। অতএব মফস্বল স্কুলে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এই দুইজন ছাত্রকে প্রমোশন দেওয়া কর্ত্তব্য। অধিকাংশ মেম্বরের মতানুসারে স্থিরীকৃত হইল যে শ্রীসুরেন্দ্র মোহন মৈত্রেয়কে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ও শ্রীঅক্ষয় লাল সাহকে তৃতীয় শ্রেণীতে প্রমোশন দেওয়া হয়। ইতি

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক

[*প্রথমাবস্থায় ভুল হওয়াতে লিপিকর দ্বিতীয়বার 'মত' শব্দটি তোলাপাঠ দিয়ে উপরে লিখেছেন।]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository
(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক
সভার অধিবেশন অদ্য ১৮৯৭/২৮ শে মার্চ
অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকার সময়।
উপস্থিত
শ্রীযুক্ত বাবু ভবানি নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " কালী কিশোর মুনসী
" " মুকুন্দ নারায়ণ মুনসী
" " ব্রজ কিশোর মৈত্রেয়
" " ব্রজনাথ সান্যাল
" " বিনোদ বিহারী সাহা

১। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা পর্য্যালোচনা করিয়া দেখা গেল
১৮৯২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছাত্র সংখ্যা ১৩২ জন
তম্মধ্যে হিন্দু ১১৭ মুসলমান ১৫ জন। ১৮৯৩ সালের ফ্রেব্রুয়ারি
১২৪ জন মধ্যে হিন্দু ১০৮ মুসলমান ১৬। ১৮৯৪ সালের
ফেব্রুয়ারী ১২২ জন মধ্যে হিন্দু ১০৬ জন মুসলমান ১৬।
১৮৯৬ সালের ফেব্রুয়ারী ১০৪ জন মধ্যে হিন্দু ৮৪ মুসলমান ২০।
১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে মোট সংখ্যা ৮৫ জন মধ্যে
হিন্দু ৭৯ ও মুসলমান ৬ জন। অতএব ছাত্র সংখ্যা
ক্রমেই হ্রাস হইয়াছে এবং মুসলমান ছাত্র সংখ্যা অনেক কমিয়াছে
দেখা যাইতেছে। ছাত্র সংখ্যা কম হইবার
কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া বুঝা যায় যে
বিদেশীয় ও ভিন্নস্থানীয় ছাত্র এখানে থাকিবার সুবিধা
না থাকায় উচ্চ শ্রেণীর ছাত্র সংখ্যা কম হয়। ও
স্কুলের সংলগ্নে একটী পাঠশালা স্থাপিত হওয়ায়
ঐ পাঠশালায় ছাত্রসংখ্যা অনেক বেশী হওয়াতে অরতঙ্গ
স্কুলের নিম্ন শ্রেণীর ছাত্র পরিমাণ কম দেখা যাইতেছে
আর অধিকন্তু শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় প্রকাশ করিলেন
যে শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সান্যাল দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়ের
সঙ্গে গাড়িদহের শ্রীযুক্ত হরি মাধব পোদ্দার* ও শেরপুরের*
মধুসুদন দত্তের তাঁহার নিজ প্রাইভিট পড়ানোর বেতন
লইয়া গোলযোগ হওয়ায় ঐ বিষয় সম্পাদক মহাশয়ের
নিকট জানাইয়া গাড়িদহের ছাত্রগণকে হরি মাধব
পোদ্দার ছাড়াইয়াছে এবং মধুসুদন দত্ত তাহার
ছেলেকে স্কুলে ছাড়াইয়াছে ও অনেককে স্কুল
ছাড়াইয়াছিল পরে সম্পাদক মহাশয় অনেক ছাত্র
পুনঃ ভর্তি করাইয়াছেন এবং উপরোক্ত কারণে
স্কুলের ছাত্র সংখ্যা কম হইয়াছে তাহার উপরোক্ত
যে দুই কারণ লেখা হইয়াছে তাহা ছাত্র নূতন
ভর্তি না হওয়ার কারণ বটে। তদ্ভিন্নও আরও
[*ভুল সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট লিপিকর স্বাক্ষর করেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] (half fee) [illegible]

২। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ছাত্র স্কুল ছাড়িয়া স্থানান্তর গিয়াছে। উপরের লিখিত
বিষয়ের প্রতিবিধানের জন্য শ্রীযুক্ত বাবু সতীশ্চন্দ্র সান্যাল
দ্বিতীয় শিক্ষক মহাশয়কে জ্ঞাত করাইয়া তাঁহার সমক্ষে
সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুসন্ধানের জন্য
হরিমাধব পোদ্দার প্রভৃতিকে সংবাদ দিয়া সত্বরে একটী
কমিটি আহবান করিয়া ঐ বিষয়ের মিমাংসা করা হয়।
আর যে সকল ছাত্র স্কুল হইতে নাম কাটাইয়াছে তাহার
(এক বৎসরের) তালিকা প্রস্তুত করিয়া ঐ ছাত্রদের অভিভাবক
দিগকে বলিয়া ঐ ছাত্র দিগকে পুনঃভর্ত্তি করানের চেষ্টা
করা হয়। মুসলমান ছাত্র অনেক কম হইয়াছে অতএব
মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য চেষ্টা করা হয়। এবং
আবশ্যক বোধে অবস্থা বিবেচনায় সম্পাদক মহাশয়
অর্দ্ধ বেতন (half fee) দিয়াও ছাত্র ভর্তি করিয়া ছাত্র
সংখ্যা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করিবেন। ইতি
২। স্কুলের আয় কম হইয়াছে তাহার কারণ ছাত্র
সংখ্যা কম হওয়া এবং তজ্জন্য স্কুলিং ফিঃ কম হইতেছে
আর স্থানীয় চাঁন্দা উপযুক্ত রূপে ধার্য্য না থাকা ও
ধার্য্য চাঁন্দা রীতিমত আদায় না হওয়া ছাত্র সংখ্যা
বৃদ্ধি হইলেই স্কুলিং ফিঃ বৃদ্ধি হইয়া স্কুলের আয় বৃদ্ধি হইবেক
আর স্থানীয় চাঁন্দা উপযুক্ত রূপে নাই তাহার
কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রধানতঃ জানা যায় যে
সর্ব্ব সাধারণের স্কুলের প্রতি সহানুভূতি নাই তাহা
সংশোধন হওয়া আবশ্যক শ্রীযুক্ত বাবু কালীকিশোর
মুন্সী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে সত্বরেই একটী
সাধারণ সভা হইয়া সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্কুল কমিটী
গঠিত হয় এবং ঐ সাধারণ সভা হইতেই স্কুল কমিটীর
প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী অবধারিত হয় এবং মেম্বার
সংখ্যা ১৮ আঠার জন থাকা তাঁহার স্মরণ হয় অতএব
মেম্বার সংখ্যার পরিমান স্থির হয়। এইরূপ হইলে
স্কুলের চাঁদা বৃদ্ধি হইবে এবং সাধারণের সহানুভূতি
হইবে এবং স্কুলে নীতির প্রতি লক্ষ নারাখিলে স্কুলের
উন্নতি হইবার সম্ভাবনা কম ও সাধারণের শ্রদ্ধার
হ্রাস হইবেক। এই অনুসারে সর্ব্ব সম্মতিতে স্থীর হৈল
যে একমাস মধ্যে একটী সাধারণ সভা করা হইবেক
এবং ঐ সভা হইতে প্রয়োজনীয় নিয়মাবলী প্রস্তুত হয়
এবং ঐ সাধারণের সভা হইতে মেম্বারের সংখ্যা ধার্য্য
হইয়া * মেম্বার মনোনীত হইবেক*। ঐ সাধারণ সভা সেরপুর মিউনিসিপ্যাল
আপীষ গৃহে হইবেক ইতি

[*চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশের লেখা পাঠ সংশোধন চিহ্ন দিয়ে পরে সংযোজন করা হয়েছে]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৩) [illegible]

৪) [illegible]

৫) [illegible] (Additional Teacher) [illegible]

৬) [illegible]

৭) [illegible]

শ্রী [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

৩। শ্রীযুক্ত ডিরেকটর সাহেব বাহাদুরের বর্ত্তমান সই ৮ই জানুয়ারি তারিখের আপীষ মিমো যাহা ঐ তারিখে ৭ নং সারকিউলার সহ প্রেরিত হইয়াছে তাহা পাঠে স্থির হইল যে, স্কুলের তহবিলের উদ্বৃত্ত টাকা সেরপুর সেভিং ব্যাঙ্কে (পোষ্টাফিসে) ডিপোজিট রাখা হইবেক শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর মৈত্রের মেম্বার মহাশয়ের নামে থাকিবে তাঁহারা টাকা উঠাইয়া লইবেন ইতি

৪। সাধারণ সভা আহুত হওয়ার পূর্ব্বে এক দিন স্কুলের হিসাব পরিদর্শন করার জন্য একটী কমিটী আহবান করা হয়। ইতি

৫। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজকিশোর মৈত্রেয় মহাশয় প্রকাশ করিলেন যে, অতিরিক্ত শিক্ষকের (Additional teacher) যে একটী পদ আছে তাহাতে প্রথম শ্রেণী হইতে পড়াইতে পারেন এমত সক্ষম একটী লোক নিযুক্ত হয় নতুবা ঐ পদ উঠিয়া যাইয়া একজন সপ্তম শিক্ষক নিযুক্ত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সান্যাল মহাশয় বলিলেন একটী পদ থাকা না থাকা সম্বন্ধেয় প্রস্তাব অদ্য মিমাংসিত না হইয়া সভার নোটীশে রীতিমত লিখিত হইয়া মিমাংসিত হওয়া উচিত অতএব সর্ব্ব সম্মতিতে ইহা আগামী কমিটীতে স্থির হওয়া বিবেচিত হইল ইতি

৬। শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুন্সী মহাশয় প্রস্তাব করিলেন যে, সংপ্রতি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণের মধ্যে কাহার কাহার চরিত্র সম্বন্ধে বাজার গল্পে অত্যন্ত দুর্নাম শুনা যাইতেছে ইহা অলীক হওয়াই বাঞ্জনীয় কিন্তু সাধরণ শিক্ষার স্থানে অত্যল্পমাত্র দোষের কারণ থাকিলেও তাহা মার্জ্জনীয় নহে আগামী এক সপ্তাহ মধ্যে *স্কুল কমিটীর অধিবেশন হইয়া অন্যান্য কার্য্য সারিলে কিম্বা বিশেষ রূপে এই বিষয়ের তদন্ত জন্যেই সভা হইয়া উচিতরূপে তদন্ত করা হয় এবং যদ্যপী চরিত্র সম্বন্ধীয় কোনরূপ কাহারও দোষ সপ্রমাণ হয় তবে তাহার বিচার করতঃ উচিত প্রতিবিধান করা হইবেক ইহা সর্ব্ব সম্মতিতে স্থিরীকৃত হইল। ইতি

৭। শ্রীযুক্ত বাবু সতীশচন্দ্র সান্যাল সেকেন্ড মাষ্টার ও বাবু কৈলাস চন্দ্র মৈত্রেয় থার্ড মাষ্টার মহাশয়ের অদ্য তারিখে কমিটীতে দাখিলী দরখাস্ত পাঠ করা গেল সাধারণ সভা অধিবেশন পর এই দরখাস্ত সম্বন্ধে বিবেচনা করা * যাবেক। আয় বৃদ্ধির উপায় হওয়া দেখিয়া তৎসম্বন্ধে যেবিহিত করা হইবেক। ইতি

শ্রীভবানীনাথ চক্রবর্ত্তি

[*চিহ্নিত স্থানসমূহে ভুল সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট লিপিকর স্বাক্ষর করেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

২। [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন
অদ্য ১৮৯৭/২৩ শে এপ্রেল শুক্রবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানি নাথ চক্রবর্ত্তী সেক্রেটরী
'' '' কালী কিশোর মুনসী মেম্বার
'' '' মুকুন্দ মোহন সান্যাল ''
'' '' ব্রজ কিশোর মৈত্রেয় ''
'' '' ব্রজনাথ সান্যাল
'' '' কিশোরী মোহন মৈত্রেয় ''
'' '' যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড ''

১। গত কমিটীর নির্দ্ধারণ মত যে সকল ভদ্র লোককে অত্র স্কুলের অভাব পূরণের অনুরোধপত্র প্রেরণ করা হইয়াছিল তদুত্তরে যে সকল পত্র আগত হইয়াছে তাহা পাঠ করা গেল তম্মধ্যে দেখা গেল যে শ্রীযুক্ত বাবু রাধা রমন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয়গণ উক্ত পত্রের উত্তর স্বরূপ, গভর্ণমেন্ট ও মিউনিসিপাল সাহায্য বহাল থাকিলে অন্যান্য অভাব পূরণ করিয়া স্কুলের ব্যয়ভার বহন করিয়া স্কুল স্থায়িত্ব রাখার সম্বন্ধে ১৮৯৭/ ১৫ই এপ্রেল তারিখে যেপত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করা হইল। এবং শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয় ইহাও প্রস্তাব করিলেন যে, পূর্ব্বোক্ত চিঠির মর্ম্মে স্কুলের ভবিষ্যত স্থায়িত্ব সম্বন্ধে যদি কাহারও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় তাহা হইলে গভর্ণমেন্ট সাহায্য ও মিউনিসপাল সাহায্য কোন কারণে না থাকিলেও সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া স্কুল চালাইতে প্রস্তুত আছেন। এবং উক্ত স্কুলের ম্যানেজমেন্ট ভার স্বয়ং গ্রহণ করিবেন ও শ্রীশ্রীমতী ভারতেশ্বরীর ৬০ ষাইট বৎসর রাজত্য পূরণ উপলক্ষে স্কুলের নাম ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুল নামে অভিহিত হইবে।
এই প্রস্তাবে সর্ব্ব সাধারণের মত জানা আবশ্যক এজন্য সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত হইল যে উক্ত প্রস্তাবের মর্ম্ম সর্ব্ব সাধারণের জ্ঞাপনার্থে টাউনের নানা স্থানে নোটিশ দেওয়া হয় এবং কাহারও কোন আপত্য থাকিলে ৩ দিন অর্থাৎ (২৬ শে এপ্রেল) মধ্যে অত্র স্কুলের সেক্রেটারী মহাশয়ের নিকট লিখিত ভাবে জানান।

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সেক্রেটরী
২৩/৪/৯৭

Dhaka University Institutional Repository

১২০ক

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২০ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন
অদ্য ১৮৯৭/২৭ শে এপ্রেল মঙ্গলবার অপরাহ্ন ৫।। ঘটিকার সময়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত	বাবু	ভবানি নাথ চক্রবর্ত্তী	সম্পাদক
"	"	কালী কিশোর মুনসী	মেম্বার
"	"	হেম চন্দ্র সান্যাল	"
"	"	ব্রজ কিশোর মৈত্রেয়	"
"	"	কিশোরী মোহন মৈত্রেয়	
"	"	যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড	"
মুনসী		কোরবানালী খোন্দকার	"
শ্রীযুত		বাবু দীন নাথ সান্যাল	"

১। গত কমিটীর রিজলিউশন পাঠ করা গেল। এবং উক্ত রিজলিউশন মাজ সর্ব্ব সাধারণকে যে বিজ্ঞাপণ দেওয়া হইয়াছিল ঐ বিজ্ঞাপণ অনুসারে সর্ব্ব সাধারণের যে সকল আবেদন আগত হইয়াছে তাহা পাঠ করা হইল। সর্ব্ব সম্মতিক্রমে স্থিরিকৃত হইল যে, স্কুলের কার্য্য পরিচালনার ভার সম্পূর্নরূপে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয়গনের হস্তে * না জাইয়া (যেহেতু শ্রীযুত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয় এখানেও স্কুল কমিটীর মেম্বার আছেন তদ্ব্যতিত) শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী মহাশয়দ্বয় এবং তাহাদের নির্ধারিত আরও ৫ পাঁচজন স্কুল কমিটীর মেম্বার হন ইহা আমাদের ইচ্ছা। ভরসা করি সর্ব্ব সাধারনের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ উক্ত মহোদয়গণ আমাদের এই অনুরোধে সম্মত হইয়া তাঁহাদের প্রস্তাবিত *ধর্ম্মোদ্যেশে দান করিয়া অনুগৃহিত করিবেন। উক্ত ভাবে অর্থাৎ ২০ জন মেম্বার দ্বারা কমিটী গঠিত হইলে ৭ জন মেম্বারে কোরাম পুর্ন হইবে। (এই প্রস্তাবে শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয়ের স্বার্থ থাকায় কোন মত প্রমাণ করিলেননা)

২। গত কমিটীর রিজলিউশনে শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয় মৌখিক প্রস্তাব করিয়াছেন যে কোন কারণে যদি কালে গবর্ণমেন্ট

[*চিহ্নিত স্থান সমূহে ভুল সংশোধন করে সংশ্লিষ্ট লিপিকর স্বাক্ষর করেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

[illegible]

২১/৪/৭১

Dhaka University Institutional Repository

১২০ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

ও মিউনিসিপাল সাহায্য উঠিয়া যায় তাহা হইলে তাঁহারা স্কুলে যাবদীয় ব্যয় সঙ্কুলন করিয়া স্কুল চালাইবেন। যখন তাঁহারা স্কুলের স্থায়িত্ব জন্য এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন তখন তাঁহাদের প্রস্তাবিত "ডায়মণ্ড জুবিলী" নামে এই স্কুলের নামকরণ করিলে আমরা আহলাদ সহকারে সম্মত আছি এমনকি যদি তাঁহারা "জুবিলী রাধারমণ" নামকরণ করিতেন তাহা হইলেও বোধ হয় সর্ব্ব সাধারণের আপত্যের কোন কারণ হইত না।

৩। গভর্ণমেন্ট সাহায্য লওয়া বা....কারন শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর সাহেব মহোদয়ের আপীশে যে বণ্ড দেওয়ার নিয়ম আছে তাহাতে ব্যক্তি বিশেষ স্কুলের সম্পূর্ন ব্যয়ভার বহন করিলে যদি আইনমত কেবল তাঁহার উক্ত বণ্ডে নাম দস্তখত করিবার নিয়ম থাকে তবে এই স্কুলের বণ্ডে তাঁহারা তিন জনে টাকার দায়িত্ব সম্বন্ধে দস্তখত করিবেন। কিন্তু স্কুলের অন্যান্য কার্য্যনির্বাহী সম্বন্ধে স্কুল কমিটীর মেম্বার দিগের দায়িত্ব ও ক্ষমতা তাঁহাদের সহিত সমভাবে থাকিবে।

৪। এই রিজলিউশনের অনুলিপি সহ শ্রীযুক্ত সম্পাদক মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু রাধামন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয় দিগেক যথারীতি পত্র লিখিয়া তাহার উত্তর পাইলে সম্পাদক মহাশয় পুনরায় কমিটী আহবান করিয়া মিমাংশা করেন। ইতি

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক
২৭/৪/৯৭

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন
অদ্য ১৮৯৭/১ মে শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু ভবানি নাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্রেয় মেম্বার
" " ব্রজনাথ সান্যাল "
" " কিশোরী মোহন মৈত্রেয় "
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল "
" " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড "
মুনসী কোরবানালী খোন্দকার "

১। গত কমিটীর নির্ধারণ মতে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু কালী কিশোর মুনসী মহাশয়দিগকে যে চিঠি লিখা হইয়ছিল তদুত্তরে যে পত্র প্রেরণ করিয়াছে তাহা পাঠ করা হইল। ঐ কমিটীর প্রস্তাবিত বন্দোবস্তে তাঁহারা স্কুলের ব্যয়ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হওয়ায় ধন্যবাদ সহকারে অদ্য হইতে স্কুলের ব্যয়ভার তাঁহাদের প্রতি অর্পণ করা গেল এবং তাহাদের প্রস্তাব মতে অদ্য হইতে স্কুলের নাম * শ্রীশ্রীমতী মহারানী ভারতেশ্বরীর বাইট বৎসর রাজত্ব পূর্ণ হওয়ার স্মরণার্থে "ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুল।"

২। শারীরিক অসুস্থতা নিরপূণ শ্রীযুক্ত বাবু ভবানি নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পাদকের পদ পরিত্যাগ করিবার প্রস্তাব করায় তাঁহার প্রস্তব গৃহিত হইল

৩। শ্রীযুক্ত বাবু কিশোরী মোহন মৈত্রেয় মহাশয়ের প্রস্তাব মতে এবং শ্রীযুক্ত বাবু মুকুন্দ মোহন সান্যাল মহাশয়ের অনুমোদন ও সর্ব্ব সম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী মহাশয় সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন।

৪। অদ্যকার কমিটীর মন্তব্যের অনুলিপি সহ গত কমিটীতে শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুনসী ও শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী মহাশয় দ্বয় যে স্কুল কমিটীর মেম্বার নিযুক্ত হইয়াছেন ও সম্পাদক পরিবর্ত্তনের সংবাদ যথারীতি শ্রীযুক্ত ইনস্পেক্টর

[*লিপিকর 'ডায়মণ্ড জুবিলী' লিখে পুনরায় কেটে দিয়েছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

Dhaka University Institutional Repository

১২১ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সাহেব বাহাদূরের আপীসে প্রেরণ করা যায়।

শ্রীভবানী নাথ চক্রবর্ত্তি
সম্পাদক
১/৫/৯৭

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৮ই [illegible] বিদ্যালয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক সভার অধিবেশন হইল। ঐ দিন রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত -

শ্রীযুত বাবু রাধারমন মুন্সী   সভাপতি
" " কৃষ্ণলাল মজুমদার
" " জানকী কিশোর মুন্সী
" " পূর্ণ কিশোর মৈত্রেয় -
" " [illegible] মোহন [illegible] -
" " [illegible] -
" " শ্রীগোপী মোহন মৈত্র
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল -
" " কেদার নাথ বাগচী
" " ভবানী নাথ চৌধুরী
" " প্রমথ নাথ চৌধুরী
মুন্সী [illegible] -
শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুন্সী সম্পাদক

শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুন্সী সম্পাদক মহাশয়ের প্রস্তাবানুসারে এবং শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ বাগচী মহাশয়ের অনুমোদনানুসারে শ্রীযুত বাবু রাধারমন মুন্সী মহাশয় অদ্যকার সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন।

বর্ত্তমান সময়ে ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর মধ্যে উপযুক্ত [illegible] নিযুক্ত থাকায় ঐ অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন না হওয়ায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে উক্ত পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল।

[illegible] মাষ্টার একজন রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়ায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে মাসিক ১২ বারটাকা বেতনে উক্ত পদের জন্য একজন [illegible] নিযুক্ত হইল, তিনি [illegible] শিক্ষার [illegible] সময় [illegible] অন্য সময় স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীতে শিক্ষা দান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

[সেরপুর] উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেসন
[অদ্য ১৮]৯৭/৯ ই মে রবিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুন্সী সভাপতি
" " কৃষ্ণলাল মজুমদার
" " কালীকিশোর মুন্সী
" " ব্রজকিশোর মৈত্রেয়
" " মুকুন্দমোহন সান্যাল
" " হরিশ্চন্দ্র তরফ্দার
" " কিশোরীমোহন মৈত্রেয়
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল
" " কেদারনাথ বাগছী
" " ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী
" " প্রসন্ননাথ চৌধুরী
মুনসী কোরবানালী খোন্দকার
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকিশোর মুন্সী সম্পাদক

[১] শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর মুনসী সম্পাদক মহশয়ের প্রস্তাবানুসারে এবং শ্রী যুত বাবু কেদার নাথ বাগছী মহাশয়ের অনুমোদন অনুসারে শ্রীযুত বাবু রাধারমন মুনসী মহাশয় অদ্যকার সভার সভপতি মনোনীত হইলেন।

[২] বর্ত্তমান সময়ে ৪র্থ ও ৫ম শিক্ষকের পদে উপযুক্ত ব্যক্তি নিযুক্ত থাকায় আর অতিরিক্ত শিক্ষকের প্রয়োজন না হওয়ায় সর্ব্ব সম্মতিক্রমে উক্ত পদ উঠাইয়া দেওয়া হইল।

[৩] ড্রইং মাষ্টার একজন রাখা নিতান্ত আবশ্যক বোধ হওয়ায় সর্ব্ব সম্মতি ক্রমে মাসিক ১২ বার টাকা বেতনে উক্ত পদের জন্য একজন রাখা স্থিরিকৃত হইল। তিনি ড্রইং শিক্ষার নিরূপিত সময় ব্যতিত অন্য সময় স্কুলের অন্যান্য শ্রেণীর শিক্ষা দান করিবেন।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৪। [illegible]

৫। [illegible] জানুয়ারী [illegible] ১১১॥৵১ [illegible] ২০৪ [illegible] ইতি —

[illegible]

শ্রী [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২২ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৪। স্কুল কমিটীর যে দুইটী মেম্বারের অভাব হইয়াছে তাহারা স্কুলের অধ্যক্ষ দিগের নিযুক্তিয় সুতরাং তাঁহরাই এ দুইজন মেম্বার নিযুক্ত করিবেন।

৫। স্কুলের হিসাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল যে, ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্ত শিক্ষক মহাশয়দিগের বেতন শোধ হইয়াছে এবং ৩১শে জানুয়ারী তারিখে ১১২॥৴৯ পাই তহবিলে আছে। স্কুলের অধ্যক্ষ মহাশয়েরা নবেম্বর মাসে ২০৪, ডিসেম্বর মাসে ১০১৴৬ পাই এবং জানুয়ারী মাসে ১১২।৴ আনা নিজেরা সাহায্য করিয়াছেন ইতি

ইতি ৩রা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৮ — শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনসী, সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] ।

[illegible] ।

উপস্থিত—

শ্রীযুক্ত [illegible] ।

" " [illegible] ।

শ্রীযুক্ত [illegible] ।

শ্রীযুক্ত [illegible] ।

" " [illegible] ।

" " [illegible] ।

" " [illegible] ।

শ্রীযুক্ত [illegible] ।

Dhaka University Institutional Repository

১২৩ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী হাইস্কুলের কার্য্যনিবর্বাহক সভার অধিবেশন
অদ্য ৬ই মে ১৮৯৮ শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়।
উপস্থিত
শ্রীযুত বাবু রাধারমন মুন্সী মহাশয়।
" " চন্দ্রকিশোর মুনসী সম্পাদক মহাশয়।
শ্রীযুত রায় কালীকিশোর মুনসী বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু ব্রজকিশোর মৈত্র।
" " কেদারনাথ বাগছী।
" " হরিশচন্দ্র সান্যাল।
" " মুকুন্দমোহন সান্যাল।

১। শ্রীযুত ডিরেক্টার সাহেব বাহাদুরের ২৩ শে মার্চ্চের লিখিত ১৫০০ নং মেমো পাঠ এবং মাসিক ৩৫ পঁয়ত্রিশ টাকা সাহায্য যে মঞ্জুর হইয়াছে উক্ত সম্বন্ধে সাহায্য গ্রহণের দলিল সম্পাদন করিয়া উপস্থিত সভ্যদিগের দ্বারা স্বাক্ষর করাইয়া অবশিষ্ট মেম্বর দিগের স্বাক্ষরের জন্য তাঁহাদিগের নিকট পাঠান হয়।

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

২। [illegible]

৩। [illegible]

[illegible] ৬ই মে ১৮৯৮। [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৩ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

২। ফোর্থ মাষ্টার যে এক মাসের বিদায় চাহিয়াছেন উক্ত দরখাস্ত অগ্রাহ্য করা হয় এবং তাঁহাকে লেখা হয় যে সাত দিনের মধ্যে যদি তিনি কার্য্যে উপস্থিত না হন তাহা হইলে স্থায়ী ভাবে তাঁহার কার্য্যে দ্বিতীয় বন্দোবস্ত করা হইবে।

৩। ৫ম শিক্ষক শ্রীযুত আবদুল হায়েদ তরপদারের দরখাস্ত এবং ২য় পণ্ডিত শ্রীযুত দ্বারকানাথ চক্রবতীর দরখাস্ত পাঠ করা হইল। এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে এই রূপ স্থির করা হইল যে শ্রীযুত গিরিধর সাহাকে সাত দিনের সময় দেওয়া গেল ৭ দিনের মধ্যে তিনি কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে শ্রীযুত আবদুল হায়েদ তরপদার কে এই কার্য্যে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা হইবে। কিন্তু তিনি কাতর প্রযুক্ত ডাক্তারের সার্টিফিকেট ভিন্ন এক বৎসরের মধ্যে ৭ দিনের অতিরিক্ত অনুপস্থিত হইলে তাঁহার এই কার্য্য থাকিবেক না। শ্রীযুত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তীর নিজের অভি প্রায় মত উপরোক্ত মত সাত দিনের মধ্যে শ্রীযুত গিরিধর সাহা নিজ কার্য্যে প্রত্যাবর্ত্তন না করিলে ৫ম শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হইবে এবং দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে অপর এক ব্যক্তিকে নোটীশ দ্বারা নিযুক্ত করা হইবে। ইতি সন ১৮৯৮/ ৬ই মে

৬ই মে ১৮৯৮। }
সেরপুর }

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী হাইস্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন
অদ্য ১৮৯৮/ ৩রা ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকার সময়।

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী সম্পাদক
শ্রীযুত রায় কালী কিশোর মুনসী বাহাদুর
শ্রীযুত বাবু ব্রজ কিশোর মৈত্র।
" " কিশোরী মোহন মৈত্র।
" " কেদারনাথ বাগছী।
" " হরিশচন্দ্র সান্যাল।
" " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড।

১। স্কুলের গভর্ণমেন্টের সাহায্য ৩৫ টাকা (মাসিক) দ্বিতীয় আদেশ পর্যন্ত স্থির থাকা সম্বন্ধে ডিরেকটার সাহেব মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে এক পত্র লিখিয়াছেন এবং মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ২৫শে জানুয়ারী তারিখের ৯০৪ জে নং মেমো দ্বারা উক্ত বিষয় যে সেক্রেটারী কে জানাইয়াছেন উক্ত পত্র পাঠ করা হইল।

২। পঞ্চম শিক্ষকের কার্য্যে অফিসিয়েটীং পঞ্চম শিক্ষক শ্রীযুত আবুল হায়েদ তরপদার কে স্থায়ী ভাবে এবং দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে শ্রীযুত দ্বারকা নাথ চক্রবর্ত্তীকে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা যায়।

৩। শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী মহাশয় স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি সম্বন্ধে তাহাদের এজমালী এষ্টেট হইতে অতি দরিদ্র ১৫ জন ছাত্রকে তাহাদের বেতনের অর্ধেক সাহায্য করিবেন এবং হিন্দু ছাত্র কয়েকজনকে থাকার উপযুক্ত বাসস্থান নির্দ্দেস করিয়া দিবেন। তাঁহার এই প্রস্তাব অনুসারে সাধারণকে এই বিষয় নোটীশ দিয়া জানানোর জন্য প্রকাশ্য কয়েক স্থানে নোটীশ দেওয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

১২৪ব

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

৪। [illegible] মাসের হিসাব, [illegible] পণ্ডিত মহাশয়ের নিকট হইতে [illegible] ২০১৮ [illegible] এবং [illegible] ৭।৷ [illegible] টাকা [illegible] দেওয়া গেল।

৫। ইন্‌স্পেক্টার সাহেবের মন্তব্য অনুসারে স্কুলের বর্তমান সেকেণ্ড মাষ্টার বাবু [illegible] মাসিক বেতন ২, দুই টাকা এবং থার্ড মাষ্টার [illegible] মাসিক বেতন ২, দুই টাকা [illegible] হইল। এবং [illegible] স্কুলের [illegible] হইল। [illegible] মাসিক ৪০, চল্লিশ টাকা [illegible] দিবেন।

মাসিক খরচের তালিকা। [illegible] ১৮৯৭।

১। হেড মাষ্টার - ৫৫

২। সেকেণ্ড মাষ্টার - ৩৫

৩। থার্ড মাষ্টার - ৩০

৪। ফোর্থ মাষ্টার - ১৮

৫। ফিফ্থ মাষ্টার - ১৪

৬। সিক্সথ মাষ্টার - ১১

৭। ড্রইং মাষ্টার - ১২

৮। হেড পণ্ডিত - ২০

৯। সেকেণ্ড পণ্ডিত - ১৫

১০। [illegible] - ১

২১১

শ্রী [illegible]

শ্রী চন্দ্রকিশোর [illegible]

সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

১২৪ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

৪। পূর্ব মাসের হিসাব দৃষ্টে পূর্বতন সেক্রেটরী শ্রীযুত বাবু ভবানী নাথ চক্রবর্তী মহাশয়ের নিকট হইতে স্কুল তহবিলের দরুন ২০১৸৫ দুইশত এক টাকা সোয়া বার আনা এবং লাইব্রেরীর মজুত তহবিল ৭।।৵১০ সাত টাকা সাড়ে দশ আনা বুঝিয়া পাওয়া গেল।

৫। ইনেস্পকটার সাহেবের মন্তব্য অনুসারে স্কুলের বর্ত্তমান সেকেন্ড মাষ্টার শ্রীযুত বাবু সতীস চন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের মাসিক বেতন ২ দুই টাকা এবং বর্তমান থার্ড মাস্টার শ্রীযুত বাবু কৈলাশ চন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয়ের মাসিক বেতন ২ দুই টাকা সর্ব্বসম্মতিক্রমে *বর্তমান মাস হইতে* বৃদ্ধি করা গেল। এবং গবর্ণমেন্টের সাহায্য গ্রহণের ফারম পুরণ করার জন্য শিক্ষক দিগের বেতন এবং স্কুলের অন্যান্য ব্যয় নিম্নলিখিত রূপে সর্ব্ব সম্মতিক্রমে অবধারিত হইল। সম্পাদক মহাশয় মাসিক ৪০ চল্লিশ টাকা গবর্ণমেন্ট সাহায্য পাওয়ার প্রার্থণায় রিতিমত ফারম পূরণ করিয়া দিলেন।

মাসিক ব্যয়ের তালিকা। তাং ৯ই মে, ১৮৯৭

১।	হেড় মাষ্টার	-	৫৫
২।	সেকেণ্ড মাষ্টার	-	৩৫
৩।	থার্ড মাষ্টার	-	৩০
৪।	ফোর্থ মাষ্টার	-	১৮
৫।	ফিপথ্ মাষ্টার	-	১৪
৬।	ছিকছ্থ মাষ্টার	-	১১
৭।	ড্রইং মাষ্টার	-	১২
৮।	হেড় পণ্ডিত	-	২০
৯।	সেকেণ্ড পণ্ডিত	-	১৫
১০।	লাইব্রেরী	-	১

২১১ মং দুইশত এগার টাকা মাত্র

ইতি

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

[*চিহ্নিত মধ্যবর্তী স্থানের লেখা লিপিকর তোলাপাঠ দিয়ে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] ২২শে [illegible] [illegible]
[illegible] ১৯৩৮ [illegible] ২০শে [illegible]

উপস্থিত —
শ্রীযুক্ত [illegible]
" " [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]
শ্রীযুক্ত [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]

১। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] —

১। [illegible] — ৫৫
২। [illegible] — ৬৫
৩। [illegible] — ৬০
৪। [illegible] — ১৮
৫। [illegible] — ১৪
৬। [illegible] — ১১
৭। [illegible] — ১০
৮। [illegible] — ১৫
৯। [illegible] — ১

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী হাইস্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার

অধিবেশন সন ১৮৯৮/ ২৫শে নবেম্বর শুত্রবার (শুক্রবার) বেলা ৫ ঘটিকা

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু রাধারমণ মুন্সী

" " চন্দ্রকিশোর মুনসী সম্পাদক

শ্রীযুত রায় কালীকিশোর (মুনসী) বাহাদুর

শ্রীযুক্ত বাবু হরিশচন্দ্র সান্যাল

" " দীননাথ সান্যাল

" " কেদারনাথ বাগছি

" " মুকুন্দমোহন সান্যাল

১। স্কুলের সাহায্য যে সময়ের মধ্যে মঞ্জুর হইয়াছিল তাহা প্রায় অতিবাহিত হওয়ায় পুনরায় সাহায্য প্রার্থনা করার নিমিত্ত শ্রীযুত আসিটান্ট ইনস্পেকটার সাহেব বাহাদুরকে লিখিত ৯ ই মবেম্বরের ৪৬১ নং পত্র পঠিত হইল এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে ইস্কুলের শিক্ষকগণের বেতন ও অন্যান্য খরচ নিম্ন হিসাব মত অবধারণ করা হইল : -

১।	হেড্ মাষ্টার	-	৫৫
২।	সেকেন্ড মাষ্টার	-	৩৫
৩।	থার্ড মাষ্টার	-	৩০
৪।	ফোর্থ মাষ্টার	-	১৮
৫।	ফিপথ্ মাষ্টার	-	১৪
৬।	ছিকছথ মাষ্টার	-	১১
৭।	হেড পণ্ডিত	-	২০
৮।	সেকেণ্ড পণ্ডিত	-	১৫
৯।	লাইব্রেরী	-	১
			১৯৯

মং একশত নিরানব্বই টাকা মাত্র

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৫ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

২। স্কুলের আর্থিক অবস্থা উন্নত হইয়াছে জন্য শিক্ষক মহাশয় গণ বেতন বৃদ্ধির প্রার্থনা করিয়াছেন। কিন্তু ১৮৯৬ সনের নবেম্বর মাস হইতে ১৮৯৮ সনের নবেম্বর মাস পর্যন্ত স্কুলের ছাত্র বেতনের আদায়ের অবস্থা দেখা গেল তাহাতে *আর্থিক উন্নতী হয় নাই। স্কুলের বর্ত্তমান ব্যয় নির্ব্বাহক মুনসী বাবুগণ যখন স্কুলের ভার গ্রহণ করেন তখন তাঁহাদিগকে যত টাকা দিতে হইত মিউনীসিপালীটীর মাসিক ৪০ চল্লিশ টাকা* সাহায্য এখন না থাকায় অনেক অধিক টাকা তাঁহাদিগকে দিতে হইতেছে জন্য এক্ষণে শিক্ষক মহাশয়দিগের বেতন বৃদ্ধি কি নূতন শিক্ষক নিযুক্ত করা *সম্প্রতি স্থগিত করা গেল।

৩। স্কুলের মেম্বরদিগের মধ্যে শ্রীযুত বাবু কৃষ্ণ নাথ মজুমদার ও শ্রীযুক্ত বাবু হরিশ্চন্দ্র তরপদার ও শ্রীযুক্ত বাবু ব্রজনাথ সান্যাল মহাশয়দিগের অভাব হওয়ায় ও শ্রীযুত বাবু মুকুন্দ নারায়ণ মুনসী মহাশয় বহুদিন স্থানান্তর থাকায় তাঁহাদিগের স্থানে স্কুলের মেম্বার শ্রীযুত বাবু আনন্দ কিশোর তরপদার ও শ্রীযুত বাবু প্রমথ চন্দ্র মুনসী ও শ্রীযুত মুসী কোরবান উল্লা ও শ্রীযুত বাবু গোপাল চন্দ্র সান্যাল মহাশয়দিগকে মেম্বর নিযুক্ত করা হইল।

৪। মাসিক ৪০ চল্লিশ টাকা হিসাবে গভর্ণমেন্টের সাহায্য পাওয়ার প্রার্থনা করিয়া উপরোক্ত হারে ফারম পূরণ করিয়া দিয়া সেক্রেটারী মহাশয় সাহায্যের দরখাস্ত করিবেন।

২৫শে নবেম্ভর
১৮৯৮

শ্রীচন্দ্র কিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

[*চিহ্নিত স্থান সমূহে ভুল সংশোধন করে সম্পাদক নিজে স্বাক্ষর করেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

[illegible]

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৬ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের কার্য্যনির্ব্বাহক সভার অধিবেশন
সন ১৮৯৯/ ১৯শে মে বেলা ৫ ঘটিকা-শুক্রবার।

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু রাধা রমণ মুন্সী
শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুন্সী সম্পাদক
শ্রীযুত রায় কালী কিশোর (মুন্সী) বাহাদুর
শ্রীযুক্ত বাবু প্রমথ নাথ মুনসী
" " হরিশ চন্দ্র সান্যাল
" " ব্রজ কিশোর মৈত্র
" " কেদার নাথ বাগছি

১। বিগত ৭ই এপ্রেলের লিখিত ডিরেকটার আপিসের ২৭২৬নং চিঠি পাঠ করা হইল এবং স্কুলের অবস্থা কোন রূপেই খারাপ পরিলক্ষিত না হওয়ায় এবং পরিদর্শকদিগের দ্বারা স্কুলের অবস্থা মন্দ ঐরূপ মন্তব্য না লিখিত হওয়া স্বত্যেও স্কুলের সাহায্য ৫ পাঁচ টাকা কম করা বিষয়ে সমস্ত মেম্বরের দস্তখতি এক আবেদন ডিরেকটার সাহেবের নিকট প্রেরণ করার প্রস্তাব সর্ব্ব সম্মতিক্রমে গৃহিত হইল।

২। স্কুলের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র বেতনের হার পরিবর্ত্তর করার প্রস্তাব সম্প্রতিক স্থগিত রাখা হইল

৩। ১৮৯৭ সনের ৯ই মে তারিখের রিজলিউসন অনুসারে একজন ড্রইং মাষ্টার এতাবৎ কাল আবশ্যক বোধ না থাকায় নিযুক্ত করা হয় নাই। শ্রীযুত ডেপুটী ইনস্পেকটার সাহেব বিবেচনা করেন এখানে পার্শি শিক্ষার জন্য একজন মৌলবী আনিলে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৬ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

পাইতে পারে জন্য ড্রইং মাষ্টারের পরিবর্তে সম্প্রতিক
তিন মাসের জন্য ইংরেজী অথবা বাঙ্গালাও জানা একজন
মৌলবী মাসিক ১০ দশটাকা বেতনে নিযুক্ত হউক।
পার্শি শিক্ষা ব্যতিত উক্ত শিক্ষক দ্বারা নিম্ন শ্রেণীর
ইংরেজী অথবা বাঙ্গলা পড়ান চলিবেক। যদি পার্শি
পড়ার সুবন্দোবস্ত হওয়ার জন্য অন্ততঃ ১০ টি ছাত্র
বৃদ্ধি পায় তাহা হইলে উক্ত শিক্ষককে উক্ত পদে
স্থায়ী করা যাবেক।

৪। স্কুলের টুল টেবিল ম্যাপ প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন
অভাব আছে কি না এবং ছাত্র সংখ্যা কিরূপে বৃদ্ধি
পাইতে পারে তাহা বিবেচনা করার জন্য শ্রীযুত বাবু
প্রথমনাথ মুন্সী মহাশয়ের উপর ভার দেওয়া হয়।
তাঁহার এ সম্বন্ধে রিপোর্ট সেক্রেটারীর নিকট পোহুঁছিলে
যে যে অভাব আছে তাহা পূরণ করিয়া দেওয়া হইবে স্থিরিকৃত
হয়।

৫। শ্রীযুত বাবু শ্যামাকিশোর চক্রবর্ত্তী হেড মাষ্টার মহাশয়
প্রতি মাসে অন্ততঃ একবার প্রত্যেক শ্রেণী পরিদর্শণ করিয়া
তাঁহার মন্তব্য প্রকাশ করেন এবং মধ্যে মধ্যে স্কুল
পরিদর্শন এবং স্কুলের উন্নতীকল্পে বিশেষ বিবেচনা
করার জন্য নিম্নলিখিত মেম্বরদিগের দ্বারা
একটী সাবকমিটী গঠিত হইল-
শ্রীযুত রায় কালীকিশোর মুন্সী বাহাদুর
শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ মুন্সী
" " বাবু কেদারনাথ বাগছি
শ্রীযুত মুন্সী কোরবানউল্লা

১৯শে মে
১৮৯৯

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম
মুনশী
সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]
[illegible]

উপস্থিত—

[illegible]
" " [illegible]
[illegible]
[illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]
" " [illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৭ ক

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী হাইস্কুলের অধিবেশন ১৬ই জুন/১৮৯৯
শুক্রবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকা ।

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু রাধারমণ মুন্সী
"   " চন্দ্রকিশোর মুন্সী সম্পাদক
শ্রীযুত রায় কালীকিশোর মুন্সী বাহাদুর
শ্রীযুত বাবু প্রমথনাথ মুন্সী
"   " হরিশচন্দ্র সান্যাল
"   " ব্রজকিশোর মৈত্র
"   " কেদারনাথ বাগছি

১। সেকেণ্ড মাষ্টার শ্রীযুত বাবু সতীশচন্দ্র সান্যাল মহাশয়ের বিদায়ের আবেদন পাঠ করা হইল এবং সর্ব্ব সম্মতিক্রমে বিনা বেতনে ৬ মাস ১২ দিনের বিদায় দেওয়া হইল। থার্ড মাষ্টার শ্রীযুত বাবু কৈলাশচন্দ্র মৈত্র মহাশয়কে ঐ পদে ঐ কালের জন্য নিযুক্ত করা হইল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন গ্রাজুয়েটকে তৃতীয় শিক্ষকের পদে ৩০ ত্রিশ টাকা মাসিক বেতনে *৬ মাসের জন্য নিযুক্ত করা সম্বন্ধে ষ্টেট্সম্যান ও এডুকেশন গেজেটে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়; ৩০শে জুন মধ্যে যাহাতে কর্ম্ম প্রার্থীগণের দরখাস্ত সেক্রেটরীর নিকট পোহুঁছে সেই মধ্যে নোটীশ দেওয়া হয়।

২। ডেপুটী ইনস্পেকটার সাহেবের গত ১৩ই জুন তারিখের স্কুল পরিদর্শনের মন্তব্য পাঠ করা হয় এবং কোন শিক্ষক কর্তৃক কোন ক্লাশের কোন বিষয়ের পড়া রীতিমত যদি পরিচালিত না হয় তবে হেডমাষ্টার মহাশয় তৎবিষয়ের একটি রিপোর্ট সেক্রেটারীর নিকট করার প্রস্তাব গৃহিত হয়।

[*লিপিকর '৬মাসের জন্য' তোলাপাঠ দিয়ে উপরে লিখেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

১২৭খ

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

[illegible]

[illegible]

Dhaka University Institutional Repository

১২৭ খ

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

গত ১৯শে মে তারিখের রিজোলিউসন এবং বর্ত্তমান রিজোলিউসন অনুযায়ী হেডমাষ্টার মহাশয়কে সেক্রেটারী একপত্র লিখিবেন। সেই পত্রে মার্ম্মানুসারে হেড্ মাষ্টার মহাশয়ের রিপোর্ট সেক্রেটরীর নিকট পৌহুঁছিলে শিক্ষকদিগের কার্য্যকারিতা সম্বন্ধে কমিটী বিবেচনা করিবেন।

৩। ডেপুটী ইনস্পেকটার সাহেবের বিবেচনা মত পার্শি শিক্ষার মৌলবীর বেতন মাসিক ১০ দশ টাকা স্থলে ১২ বার টাকা স্থির করা হয় এবং উক্ত মৌলবী মনোনীত করার জন্য ডেপুটী ইনস্পেকটার সাহেবকে একপত্র লেখা হয়।

৪। গত কমিটীর রিজোলিউসন অনুসারে শ্রীযুত মুন্সী কোরবান উল্লা সাবরেজেষ্টার সাহেবকে মাসের মধ্যে অন্ততঃ একদিন স্কুল পরিদর্শনের জন্য লেখা যায়। প্রাইজ বুক যাহা আসিয়াছে তাহা কোন্ কোন্ ক্লাশে কিরূপভাবে বিতরিত হইবে তাহা নির্দ্ধারণের ভার শ্রীযুত রায় কালী কিশোর মুন্সী বাহাদুর ও শ্রীযুত বাবু শ্যামা কিশোর চক্রবর্ত্তী হেডমাষ্টার মহাশয়ের উপর ভার দেওয়া হয় ইতি

১৬শে জুন
১৮৯৯

শ্রীচন্দ্র কিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

শেরপুর ডায়মন্ড জুবিলী উচ্চ ইংরাজী স্কুল কমিটির অধিবেশন। তারিখ ৩রা অক্টোবর ৯৭ এর শনিবার। অপরাহ্নে
উপস্থিত।

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর মজুমদার — সম্পাদক
” ” ব্রজকিশোর সেন
” রায় কালীকিশোর মজুমদার বাহাদুর
” বাবু দীননাথ সান্যাল
” ” প্রমথচন্দ্র মজুমদার
” ” হরিশ্চন্দ্র সান্যাল
” মুনসী কোরবান উদ্দীন তালুকদার
সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্সপেক্টর সাহেব বাহাদুর বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর তারিখে স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হইল। "ভূগোল, ইতিহাস, বীজগণিত শিক্ষা ভাল হয় নাই" তিনি লিখিয়াছেন। এবং ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেড মাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করা যায় যে যে যে বিষয়ে শিক্ষার ত্রুটী থাকে তাহা সংশোধন করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন, এবং আসিষ্টান্ট ইন্সপেক্টর মহোদয় যখন স্কুল পরিদর্শন করিবেন, তখন শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য সন্তোষজনক হওয়া বাঞ্ছনীয়। স্থির।

২। মৌলবী মহম্মদ উমর স্কুলে উপস্থিত হইতেছেন না। তাঁহাকে যে সময় দেওয়া হইয়াছিল তাহা অতীত হইয়াছে। অতএব পূজার বন্ধের পর, আবশ্যক বোধ হইলে, মৌলবী সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করা হইবেক।

৩। হিসাব পরিদর্শন করা হইল। স্থির।

শ্রী চন্দ্রকিশোর মজুমদার

৬।১০।৯৭।

সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরাজী স্কুল কমিটীর অধিবেশন। তারিখ ৬ই অক্টোবর সন ১৮৯৯/অপরাহ্ন

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী-সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্র
" রায় কালী কিশোর মুনসী বাহাদুর
" বাবু দীন নাথ সান্যাল
" " প্রমথ চন্দ্র মুনসী
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল
" মুন্সী কোর্বান উল্লা তালুকদার

সভ্যগণ।

১। শ্রীযুক্ত ইন্স্পেকটর সাহেব বাহাদুর বিগত ১৮ই সেপ্টেম্বর তরিখে স্কুল পরিদর্শন করিয়া যে মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করা হইল। "ভূগোল, ইতিহাস, বীজগণিত শিক্ষা ভাল হয় নাই"- তিনি লিখিয়াছেন। এবং ইংরাজী শিক্ষা সম্বন্ধেও তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হেডমাষ্টার মহাশয়কে অনুরোধ করা যায় যে, যে যে বিষয়ে শিক্ষার ক্রটী থাকে তাহা সংশোধন করিতে তিনি চেষ্টা করিবেন। এবং আসিষ্টান্ট্ ইন্স্পেক্টর মহোদয় যখন স্কুল পরিদর্শন করিবেন, তখন, শিক্ষা সম্বন্ধে মন্তব্য সন্তোষজনক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ইতি

২। মৌলবী মহম্মদ উল্লা স্কুলে উপস্থিত হইতেছেন না। তাঁহাকে যে সময় দেওয়া হইয়াছিল, তাহা অতীত হইয়াছে। অতএব পূজার বন্ধের পর আবশ্যক বোধ হইলে, মৌলবী সম্বন্ধে নূতন বন্দোবস্ত করা হবেক।

৩। হিসাব পরিদর্শন করা হইল ইতি

শ্রীচন্দ্র কিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক।

৬/১০/৯৯

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible]

১। [illegible]

২। [illegible]

৩। [illegible]

৪। [illegible]

৫। [illegible]

৬। [illegible]

৭। [illegible]

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরেজী স্কুল কমিটির অধিবেশন
তারিখ ১৮ই জানুয়ারী ১৯০০ অপরাহ্ণ

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনসী — সম্পাদক
" " ব্রজ কিশোর মৈত্র
" রায় কালী কিশোর মুনসী বাহাদুর
" " গোপাল চন্দ্র সান্যাল
" " হরিশ চন্দ্র সান্যাল
" " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ড

সভ্যগণ

১। শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র সান্যাল হেকেণ্ড মাষ্টার মহাশয়ের বিদায়ের কাল পূর্ণ হওয়া স্বত্ত্বেও তিনি উপস্থিত না হওয়ায় তৎপদে শ্রীযুত কৈলাস চন্দ্র মৈত্র মহাশয় অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত আছেন। আগামী বার্ষিক পরীক্ষার ফল দৃষ্টে ঐ পদের স্থায়ী বন্দোবস্ত করা যাইবে। ইতি

২। শ্রীযুত লাল মোহন ভট্টাচার্য্য থার্ড মাষ্টার মহাশয় আগামী ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্য্যন্ত বিদায় আছেন। তিনি সম্প্রতি অস্থায়ী ভাবে নিযুক্ত থাকায় উক্ত পদে ও দ্বিতীয় শিক্ষকের পদের পাক বন্দোবস্ত একত্রে করা যাইবে। ইতি

৩। ১৯শে জানুয়ারী হইতে লাগায়েদ ১৪ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত অথবা দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত চতুর্থ শিক্ষক তৃতীয় শিক্ষকের পদে ও পঞ্চম শিক্ষক চতুর্থ শিক্ষকের পদে ও ষষ্ঠ শিক্ষক পঞ্চম শিক্ষকের পদের কার্য্য করিবেন। এবং ডেহমাষ্টার মহাশয় ষষ্ঠ শিক্ষকের পদে একজন উপযুক্ত লোক মনোনীত করিবেন ও সম্পাদককে জানাইবেন। ইতি

৪ আগামী প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য বাছনি পরীক্ষার ফলদৃষ্ট করা হইল। ৪ জন ছাত্র পরীক্ষা দিয়াছে। এবং তাহারা সকলেই উত্তীর্ণ হইয়াছে কিন্তু ফল তত সন্তোষজনক নহে। ইতি

৫। বিগত ডিসেম্বর মাস পর্য্যন্তের হিসাব পরিদর্শন করা হইল হিসাব রীতিমত পরিষ্কার আছে। ইতি

৬। ঝঞ্ঝাবাতের দিন আগত প্রায় স্কুলের দুই ঘরে খুঁটি সত্ত্বরে দেওয়া হয়। এবং স্কুলের ক্লক ও পেটা ঘড়ি ভাঙ্গিয়াছে। নূতন ঘড়ি দেওয়া উচিত। ইতি

৭। ছাত্র সংখ্যা মাত্র ৯০টী দেখা গেল শেশন আরম্ভ হইলে ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধির আশা করা যায়। ইতি

শ্রীচন্দ্র কিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

মেমনপুর অ্যাসোসিয়েশন বিবি উচ্চ ইংরেজী স্কুল কমিটির অধিবেশন।
তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০০। অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায়।

উপস্থিত।

~~শ্রীযুত বাবু শশী ভূষণ ...~~
শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুন্সী সম্পাদক
" " হেমচন্দ্র সান্যাল
" " কৃষ্ণ কিশোর মৈত্র
" রায় কালী কিশোর মুন্সী বাহাদুর
" মৌ গোপাল চন্দ্র সান্যাল
" " কেদার নাথ চৌধুরী
" " হরিচন্দ্র সান্যাল
" " প্রমথ চন্দ্র মুন্সী। সভাপতি

১। শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র মৈত্রকে হেডমাস্টারের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা হইল এবং শ্রীযুত বাবু লাল মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে থার্ড মাস্টারের পদে স্থায়ী রূপে নিয়োগ করা হইল। ইহা নূতন নহে।

২। উক্ত মাস্টার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে কোন মারফৎ প্রকাশিত হয় নাই। ঐরূপ মারফৎ প্রকাশিত হইলে তৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

৩। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক পরিমাণে সামান্য রূপ বৃদ্ধি হইয়াছে, বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প। জেলার বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা ছাত্রদিগের অধ্যয়নের সুবিধার জন্য স্কলারশিপ প্রদানের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা উন্নত দাতাই, এবং তাঁহাদিগের কার্য্যে আমরা অন্তরের সহিত যোগদান করি। শতকরা ৫ জন ছাত্র ফ্রি ও অর্দ্ধ ফ্রি থাকার নিয়ম আছে কিন্তু দরিদ্র মুসলমান বালকদিগের জন্য অতিরিক্ত বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়।

[illegible signature]

শ্রী চন্দ্র কিশোর মুন্সী
সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলি উচ্চ ইংরেজি স্কুল কমিটির অধিবেশন।
তারিখ ২৫ ফেব্রুয়ারী ১৯০০ অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকা

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত বাবু রাধারমন মুনসী
শ্রীযুক্ত বাবু চন্দ্রকিশোর মুন্সী সম্পাদক
" " হেমচন্দ্র সান্যাল
" " ব্রজকিশোর মৈত্র
" রায় কালীকিশোর মুন্সী বাহাদুর
" বাবু গোপালচন্দ্র সান্যাল
" " কেদারনাথ বাগদী
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল
" " প্রমথচন্দ্র মুন্সী সভ্যগণ

১। শ্রীযুত বাবু কৈলাশ চন্দ্র মৈত্রকে হেকেণ্ড মাষ্টারের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা হইল এবং শ্রীযুত বাবু লাল মোহন ভট্টাচার্য্য মহাশয়কে থার্ড মাষ্টারের পদে স্থায়ীরূপে নিযুক্ত করা হইল। ইতি

২। ড্রইং মাষ্টার সম্বন্ধে সংবাদ পত্রে কোন * নূতন সারকুলার প্রকাশিত হয় নাই। ঐ রকম সার্কুলার প্রকাশিত হইলে এতৎ সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাইবে।

৩। স্কুলের ছাত্রসংখ্যা অনেক কমিয়াছে আশানুরূপ বৃদ্ধি হইতেছেনা। বিশেষতঃ মুসলমান ছাত্র সংখ্যা অতি অল্প। কতিপয় বিদ্যোৎসাহী মহাত্মা ছাত্রদিগের অবস্থিতির সুবিধার জন্য একটি বোর্ডিং স্থাপনের চেষ্টা করিতেছেন তাঁহারা ধন্যবাদার্হ, এবং তাঁহাদিগের কার্য্যে আমরা অন্তরের সহিত যোগদান করি। শতকরা ৫ জন ছাত্র ফ্রি ও অর্দ্ধ ফ্রি থাকার নিয়ম আছে কিন্তু দরিদ্র মুসলমান বালক দিগের জন্য অতিরিক্ত বন্দোবস্ত হইলে ভাল হয়।

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

[*লিপিকর 'নূতন' শব্দটি তোলাপাঠ দিয়ে উপরে লিখেছেন এবং স্বাক্ষর করেছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

সেরপুর [illegible] বিশাল উচ্চ ইংরেজি স্কুল কমিটির অধিবেশন।
তারিখ ৪১। মে। ১৯০০ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা।

উপস্থিত -

শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুনশী - সম্পাদক
শ্রীযুত বাবু কালী কিশোর মুনশী - বাহাদুর।
শ্রীযুত বাবু ব্রজ কিশোর চৌধুরী
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কেদার নাথ বাগচী -
" " হরিশ্চন্দ্র - সান্যাল।

মন্তব্য।

১। হেড মাষ্টার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে [illegible] হইতে [illegible] উপস্থিত, সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্ব বিজ্ঞাপন অনুসারে ১২, [illegible] হেড মাষ্টার নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন, কিন্তু এপর্যন্ত উক্ত পদের জন্য কোনই প্রার্থী হন নাই, এবং জানা যাইতেছে যে ১৫, টাকার কম বেতনে শিক্ষক পাওয়া যাইবে না। অতএব উক্ত পদের জন্য ১৫, পনর টাকা বেতন ধার্য্য করা হইল, সম্পাদক মহাশয় এই ১৫, পনর টাকা বেতনে সত্বর হেড মাষ্টার নিযুক্ত করেন।

২। ৪র্থ শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ সরকারের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে দরখাস্ত পাঠ করা হইল। ~~[illegible]~~ এবং উক্ত ৪র্থ শিক্ষক মহাশয়কে মাসিক ২, দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল।

[signature]

[signature] শ্রী চন্দ্রকিশোর শর্ম্মা মুনশী
সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

১৩১

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলি উচ্চ ইংরেজি স্কুল কমিটির অধিবেশন।
তারিখ ৪ ঠা মে /১৯০০ অপরাহ্ণ ৬ ঘটিকা

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকিশোর মুন্‌সী সম্পাদক
শ্রীযুত রায় কালীকিশোর মুন্‌সী বাহাদুর
শ্রীযুত বাবু ব্রজকিশোর মৈত্রেয়
" " মুকুন্দ মোহন সান্যাল
" " কেদার নাথ বাগছী
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল

সভ্যগণ

১। ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত করা সম্বন্ধে গবর্ণমেন্ট হইতে সারকুলার প্রচারিত হওয়াতে, সম্পাদক মহাশয় পূর্ব্বে রিজলিউসন অনুসারে ১২ বার টাকা বেতনে ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত হওয়া সম্বন্ধে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দেন। কিন্তু এ পর্যন্ত উক্ত পদের জন্য কেহই প্রার্থী হন নাই। এবং জানা যাইতেছে যে ১৫ টাকা বেতনের কম ভাল শিক্ষক পাওয়া যাইবেনা। অতএব উক্ত পদের জন্য ১৫ টাকা বেতন ধার্য্য করা হইল, সম্পাদক মহাশয় এই ১৫ পনর টাকা বেতনে সত্বর ড্রইং মাষ্টার নিযুক্ত করেন।

২। চতুর্থ শিক্ষক শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ সরকারের বেতন বৃদ্ধি সম্বন্ধে দরখাস্ত পাঠ করা হইল। * এবং উক্ত ৪র্থ শিক্ষক মহাশয়কে মাসিক ২ দুই টাকা বেতন বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হইল। ইতি

[ইংরেজি স্বাক্ষর]

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক।

[*-এর পর দু'সারি লেখা লিপিকর কেটে দিয়েছেন]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

[illegible] ।

তারিখ [illegible] ২৫শে জুন। ১৯৫০ [illegible]

উপস্থিত

শ্রীযুক্ত [illegible] সভাপতি

" " [illegible]

" " [illegible]

" " [illegible]

" " [illegible]

সম্পাদক

১। [illegible] দেওয়া হইল।

২। [illegible] গৃহীত হয়।

[illegible]
সম্পাদক

[illegible]

[illegible] ।

Dhaka University Institutional Repository

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের কমিটীর অধিবেশন।
তারিখ ৯ই জুন /১৯০০ শনিবার অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।

উপস্থিত

শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকিশোর মুনসী সম্পাদক
" " প্রমথনাথ মুনসী
" " হরিসচন্দ্র সান্যাল
" " দীননাথ সান্যাল
" " কেদারনাথ বাগছী

সভ্যগণ

১। সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের হেড্‌মাষ্টার শ্রীযুত বাবু শ্যামা কিশোর চক্রবর্ত্তী মহাশয় বিদায় লওয়াতে তাঁহার পদে অস্থায়ীরূপে একজন হেডমাষ্টারের জন্য *নোটীস দেওয়ায় ৯ খান দরখাস্ত আগত হয় তন্মধ্যে প্রথমতঃ শ্রীযুত বাবু নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে *মাসিক ৫৫ টাকা বেতনে এক বৎসরের জন্য অফিসিয়ারী হেড্ মাষ্টার *মনোনীত করিয়া নিযুক্তপত্র দেওয়া হইল তিনি কোন কারণে অস্বিকার করিলে ক্রমে শ্রীযুত বাবু উপেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং তিনিও অস্বিকার করিলে তৎপরে শ্রীযুত বাবু পূর্ণেন্দু চক্রবর্ত্তী মহাশয়কে পত্র লেখা হইবে।

২। লর্ড রবার্ট দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল রাজ্যের রাজধানী প্রিটোরীয়া অধিকারের সংবাদে স্কুল কমিটীর সভ্যগণ ভারতেশ্বরীর এই বিজয় সংবাদে সর্ব্বান্তকরণে আনন্দ প্রকাশ করেন এবং এতদুপলক্ষে স্কুল আগামী ১১ই জুন বন্ধ রাখা হয়।

সেরপুর
৯ই জুন ১৯০০।

শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
সম্পাদক

[*এখানে 'দরখাস্ত' শব্দটি কেটেদিয়ে সংশ্লিষ্ট লিপিকর স্বাক্ষর করেছেন এবং *চিহ্নদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানের পাঠ পরে সংযোজিত]

Dhaka University Institutional Repository

(মূল দলিলের প্রতিলিপি)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরেজী স্কুল কমিটির অধিবেশন।
তারিখ ২২শে ডিসেম্বর। ১৯০০ অপরাহ্ন ৩ ঘটিকা।

উপস্থিত—

শ্রীযুত বাবু চন্দ্র কিশোর মুন্সী— সভাপতি—
" " প্রমথ নাথ মুন্সী—
" " মুকুন্দ [illegible] মজুমদার—
" " বৃন্দ কিশোর চৌধুরী
" " হরি চন্দ্র [illegible]—
" " দীননাথ [illegible]— সম্পাদক। —
" " [illegible] কুণ্ডু —

১। অদ্য হইতে সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় শ্রীযুত বাবু [illegible] নাথ সরকার বর্তমান চতুর্থ শিক্ষক মহাশয় উক্ত তৃতীয় শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্তী বর্তমান পঞ্চম শিক্ষক মহাশয় উক্ত চতুর্থ শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে ও শ্রীযুত বাবু [illegible] নাথ বর্তমান ষষ্ঠ শিক্ষক মহাশয় উক্ত পঞ্চম শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে এবং শ্রীযুত বাবু [illegible] অস্থায়ী [illegible] ষষ্ঠ শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা গেল।

সেক্রেটারী মহাশয় [illegible] আফিস হইতে আসিবার [illegible] [illegible] হইয়া গিয়াছে [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] করেন [illegible] আপাততঃ সমিতির উক্ত বিষয় স্থির করা হইল না।

সেক্রে— D[illegible]
২২/১২/১৯০০

শ্রী [illegible] চৌধুরী
সভাপতি

Dhaka University Institutional Repository

১৩৩

(প্রতিবর্ণীকৃত পাঠ)

সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরেজী স্কুল কমিটীর অধিবেশন।
তারিখ ২২শে ডিসেম্বর /১৯০০ অপরাহ্ন ৬ ঘটিকা।
উপস্থিত
শ্রীযুত বাবু চন্দ্রকিশোর মুন্সী সম্পাদক
" " প্রমথনাথ মুন্সী
" " মুকুন্দমোহন সান্যাল
" " ব্রজকিশোর মৈত্রেয়
" " হরিশ্চন্দ্র সান্যাল
" " দীননাথ সান্যাল সভ্যগণ।
" " যজ্ঞেশ্বর কুণ্ডু

১। অত্রহ সেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী উচ্চ ইংরেজী স্কুলের তৃতীয় শিক্ষকের পদ শূন্য হওয়ায় শ্রীযুত বাবু কেদার নাথ সরকার বর্ত্তমান ফোর্থ মাষ্টার মহাশয়কে উক্ত তৃতীয় শিক্ষকের পদে স্থায়ীভাবে ও শ্রীযুত বাবু দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী বর্তমান ফিফথ মাষ্টারকে উক্ত ফোর্থ মাষ্টারের পদে স্থায়ীভাবে ও শ্রীযুত বাবু জগদ্বন্ধু সাহা বর্ত্তমান ছিকছথ্ মাষ্টারকে উক্ত ফিফ্থ মাষ্টারের পদে স্থায়ীভাবে এবং শ্রীযুত বাবু গোলোকেশ্বর অধিকারী মহাশয়কে ছিকছথ মাষ্টারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা গেল।

২। ডিরেকটর সাহেব বাহাদুরের অফিস হইতে আগতীয় নূতন সারকুলার *নং ৮০ পাঠ করা হইয়া স্থিরীকৃত হইল যে বগুড়া জেলা স্কুলে উক্ত সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করেন তাহা জানিয়া আগামী কমিটীতে উক্ত বিষয় স্থির করা হইবেক। ইতি

সেরপুর [ইংরেজি স্বাক্ষর] শ্রীচন্দ্রকিশোর শর্ম্ম মুনশী
২২/১২/১৯০০ শম্পাদক

[*চিহ্নিত স্থানের পাঠ পরে সংযোজিত]

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১

দলিলপত্রসমূহের কালানুসারী তালিকা

১। মনিস্যবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-১১১):

সাকিন ও পরগনা- তরপ; লিপিকাল- ১২০৮ সাল (১৮০১খ্রি)

২। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৩):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

৩। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৫):

গ্রাম: মাটীয়ান, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

৪। তাহুত কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-১৬):

গ্রাম: মাটীয়ানী, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

৫। ভূমিবাটওয়ারা দরখাস্ত (পত্রসংখ্যা-১১):

বরাবর কালেক্টর, রাজশাহী জেলা; লিপিকাল- ১২৩৮ সাল (১৮৩১ খ্রি)।

৬। মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-২৫):

ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল-১২৩৮ সাল (১৮৩১খ্রি)।

৭। হাশীলনামা (পত্রসংখ্যা-১৭):

ডিহি কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৩৯ সাল (১৮৩২ খ্রি)।

৮। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-৯):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা -মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ সাল (১৮৩৫ খ্রি)।

৯। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-১০):

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা - মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ সাল (১৮৩৫ খ্রি)।

১০। অবহিতকরণপত্র (পত্রসংখ্যা-২৪):

ডিহি-কচুয়াপাড়া, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪২ সাল (১৮৩৫খ্রি)।

Dhaka University Institutional Repository

১১।　অভিযোগপত্র (পত্রসংখ্যা-১৮):

মৌজা- তেথুলিয়া, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪৩ সাল (১৮৩৬ খ্রি)।

১২।　রোবকারি (পত্রসংখ্যা-২১):

গ্রাম-পাকুড়িয়া, মৌজা- চৌগাঁও, পরগনা-মেহমানসাহী;　　লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৩ খ্রি)।

১৩।　তদন্ত প্রতিবেদন (পত্র সংখ্যা-৮):

মৌজা- খোর্দ্দসীমলা, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৪।　নথীফর্দ (পত্রসংখ্যা-১৪):

বগুড়া জেলা কাচারী অফিস; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৫।　তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-১৯):

মৌজা- তিরাইল, পরগনা-মেহমানসাহী;　লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৬।　তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-২০):

গ্রাম- পীরইল, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৭।　তদন্ত প্রতিবেদন (পত্রসংখ্যা-২২):

মৌজা- সাগরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

১৮।　মোকদ্দমা খারিজনামা (পত্রসংখ্যা-২৬):

রেভিনিউ কমিশনার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৬খ্রি)।

১৯।　ব্যাঙ্কশেয়ার বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-১):

জেলা- বগুড়া;　লিপিকাল - ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি.)।

২০।　পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫) :

পরগনে- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া;　লিপিকাল- দানিশাব্দ ৯৬ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

২১।　পুষ্করিনী বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৬):

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

২২।　মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-৭):

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

২৩।　মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৫):

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৪। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৬):

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৫। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৭):

গ্রাম-শাঁখারিপাড়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৮):

গ্রাম-নওপাড়া প্রেমপুর, পরগনা- লস্করপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৯):

গ্রাম-রাজারামপুর, পরগনা- বিজ্ঞাবগা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৫১):

মোকাম-বগুড়া, পরগনা- শেলবর্ষ; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

২৯। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫২):

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা- দাখিয়া জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩০। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৬০):

লাট-ইনাতপুর, পরগনা-পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ৯৭ দানিশাব্দ ১২৫৪, সাল (১৮৪৭খ্রি)

৩১। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬১):

লাট- রায়পুর, মৌজা- তাহিরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩২। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬২):

গ্রাম-পীপড়া, মৌজা- দেহড়, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৩):

লাট-ইনাতপুর, চাকলে- দানিশনগর, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল, ৯৭ দানিশাব্দ (১৮৪৭খ্রি)।

৩৪। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৩):

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩৫। বায়নানামা (পত্রসংখ্যা-৬৪):

চাকলে-দানিশনগর, পরগনা- পোলাদসী, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩৬। পত্তনীপত্র (পত্রসংখ্যা-৩১):

মৌজা- দোরবস্ত, পরগনা- সলকৌর; লিপিকাল- দানীশান্দ ৯৭, ১২৫৪ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৭। ডিক্রি বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৩২):

প্রধান সদর আমিনী আদালত, জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৮। মাল জামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৩):

মৌজা- বোলখুর, পরগনা- বার্ব্বকপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩৯। বায়নানামা (পত্রসংখ্যা-৩৪):

গ্রাম: আচলাই, পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪০। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৫):

গ্রাম- আচলাই, পরগনা- প্রতাপবায়ু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪১। করজ উশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৬):

গ্রাম- আচলাই, তালুক-আলিগাও,পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪২। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৩৭):

গ্রাম- আচলাই, ডিহি- ডৌঙর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৮):

লাট-ইনাতপুর, পরগনা পোলাদশী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৪। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৩৯):

গ্রাম-আচলাই, পরগনা-প্রতাপবাজু, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৫। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪০):

গ্রাম-শোমস্পাড়া, পরগনা-তেগাছি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪১):

মোকাম- বগুড়া, পরগনা শেলবর্ষ; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

Dhaka University Institutional Repository

৪৭। কটকবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৪২):

গ্রাম-কুসুম্বী, পরগনা-খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৪৩):

গ্রাম-আচনাই, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪৯। কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-৪৪):

গ্রাম-গণ্ডগ্রাম, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৫০):

গ্রাম-অলয়া, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫১। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৪):

গ্রাম-মালীগাঁতী, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫২। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৫):

গ্রাম-উদিসা, পরগনা- চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৩। ভূমিবিক্রয়কবালাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৬):

গ্রাম-জালসা, পরগনা- ভাতোড়িয়া, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৪। মাল জামীনতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৭):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৫। ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৮):

গ্রাম-বাইগ্রাম, পরগনা-বার্ব্বকপুর, জেলা-রাজশাহী (বর্তমান বগুড়া); লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৬। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৫৯):

গ্রাম-ময়দান হাটা, পরগনা-কুঞ্জঘোড়াঘাট, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৭। অনুমতিপত্র (পত্রসংখ্যা-১১০):

শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫৮। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৬):

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৫৯। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৪):

জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৬০। মোক্তারনামা (পত্রসংখ্যা-৮৫):

গ্রাম-পদুমপাল, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

৬১। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২৩):

সাকিন-কবচমাঝিড়া, তপ্পে-কুশম্বি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৬২। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬৫):

গ্রাম-ত্রিকুটটোলা, থানা-শেরপুর, বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল, ৯৭ দানিশান্দ (১৮৫০খ্রি)।

৬৩। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৬৭):

সাকিন-খিয়াইল, পরগনা মেহেমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৪। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৮):

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাত্তা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৫। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৯):

গ্রাম-হুস্তলী, পরগনে- প্রতাপপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৬। পত্তনিতালুক বিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭০):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৭। ভূমিবিক্রয়কবালাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭১):

গ্রাম-খাভুয়া, পরগনা- কাটার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬৮। করজউশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৭২):

গ্রাম-ধুবিল, পরগনা- কাটারমহল্যা; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৬৯। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৭৩):

পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭০। হেবানামা (পত্রসংখ্যা-৭৪):

গ্রাম-বাঘুপাড়া, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭১। ডিক্রিবিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৭৫):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭২। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৬):

সাকিন-ঠনঠনিয়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৭৩। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৭):

গ্রাম-আচলাই, পরগনা - প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৭৪। বাজেয়াপ্তীভূমি বিক্রয়পত্র (পত্রসংখ্যা-৭৮):

গ্রাম-হরিপুর, পরগনা শোনাবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৫। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৭৯):

গ্রাম-ইছাইদহ, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৬। পত্তনিতালুকবিক্রয় কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৮০):

গ্রাম- ঘুবিল, পরগনা-কাটারমহল্য, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৭। করজউশুলপত্র (পত্রসংখ্যা-৮১):

গ্রাম-ঘুবিল, কাটারমহল্য, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭৮। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮২):

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল- (১৮৫০খ্রি)।

৭৯। ভূমিবিক্রয়কবলাপত্র (পত্রসংখ্যা-৬৮):

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাত্তা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮০। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৩):

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৬):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮২। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৭):

মোকাম- কানাড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৩। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৮):

সাকিন-বেহার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৪। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৮৯):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৫। কিস্তীবন্দী (পত্রসংখ্যা-৯০):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯১):

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-পদুমপাল, পরগনা বড়বাজু, জেলা- বগুড়া;   লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯২):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৩):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৮৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৪):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৫):

জেলা- বগুড়া;   লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯১। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৬):

সাকিন-সুতরাপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯২। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৭):

সাকিন-শেরপুর, পরগনা- মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৩। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৮):

সাকিন-তারতা, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৪। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৯৯):

গ্রাম-রত্নেশ্বর, পরগনা- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৫। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০০):

গ্রাম- পাকৈড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া;   লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৬। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০১):

মোকাম-মিরগ্রাম, পরগনা-তালুকজয়, জেলা-বগুড়া;লিপিকাল-১২৫৭ সাল(১৮৫০ খ্রি)।

৯৭। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০২):

গ্রাম-দামাগ্রী, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৩):

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯৯। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৪):

জেলা- বগুড়া;   লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৫):

পরগনা-চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০১। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৬):

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০২। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৭):

গ্রাম- প্রতাপপুর পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৩। মালজামানতিপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৮):

গ্রাম-ইছাইদহ, পরগনা- প্রতাপবাজু, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

১০৪। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-১০৯):

পরগনা-নশীরশাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১০৫। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬০ সাল (১৮৫৩ খ্রি)।

১০৬। দরখাস্ত (পত্রসংখ্যা-১১২):

গ্রাম-ফুলদিঘী, থানা ও জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬১ সাল (১৮৫৪খ্রি)।

১০৭। উইল (পত্রসংখ্যা-৩০):

গ্রাম- শিবগঞ্জ, পরগনা- প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬২ সাল (১৮৫৫ খ্রি)।

১০৮। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-৩):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬৮ সাল (১৮৬১ খ্রি)।

১০৯। ইজারা পাট্টাপত্র (পত্রসংখ্যা-৪):

গ্রাম-মিএগাটোলা, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৭২ সাল (১৮৬৫ খ্রি)।

১১০। করজখতপত্র (পত্রসংখ্যা-২৭):

গ্রাম- বনীপুর, পরগনা- শেলবর্ষ, থানা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

১১১। রেহেনখতপত্র (পত্রসংখ্যা-২৮):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

১১২। একরারপত্র (পত্রসংখ্যা-২৯):

গ্রাম- বারপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

১১৩। পত্তনিপত্র (পত্রসংখ্যা-১১৩):

মৌজা-মহিষাবান, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৯৪ সাল (১৮৮৭ খ্রি)।

১১৪। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৪):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৫খ্রি।

১১৫। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৫):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৫খ্রি।

১১৬। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৬):

থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

১১৭। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৭):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

১১৮। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৮):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১১৯। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১১৯):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি।

১২০। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২০):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি।

১২১। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২১):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১২২। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২২):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

১২৩। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৩):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি।

১২৪। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৪):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৮খ্রি।

১২৫। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৫):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি।

১২৬। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৬):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি।

১২৭। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৭):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি।

১২৮। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৮):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১২৯। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১২৯):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩০। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩০):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩১। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩১):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩২। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩২):

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৩৩। সিদ্ধান্তনামা (পত্রসংখ্যা-১৩৩):

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-২

দলিলপত্রসমূহের বিষয়ানুসারী তালিকা

(এক) অনুমতিপত্র :

১। পত্রসংখ্যা ১১০

শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

(দুই) অবহিতকরণপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৯ :

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা -মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ সা (১৮৩৫ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-১০ :

ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা -মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪১ স (১৮৩৫ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-২৪ :

ডিহি-কচুয়াপাড়া, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪২ সাল (১৮৩৫খ্রি)।

(তিন) অভিযোগপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-১৮ :

মৌজা- তেথুলিয়া, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৪৩ সাল (১৮৩৬ খ্রি)।

(চার) ইজারাপাট্টাপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৪ :

গ্রাম-মিঞাটোলা, থানা- শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৭২ সাল (১৮৬৫ খ্রি)।

(পাঁচ) উইল :

১। পত্রসংখ্যা-৩০ :

গ্রাম- শিবগঞ্জ, পরগনা- প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬২ সাল (১৮৫৫ খ্রি)।

(ছয়) একরারপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-২ :

Dhaka University Institutional Repository

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬০ সাল (১৮৫৩ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-২৩ :

সাকিন-কবচমাঝিড়া, তপ্পে-কুশম্বি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-২৯:

গ্রাম- বারপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৪৬ :

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৬৯ :

গ্রাম-হুস্তলী, পরগনে- প্রতাপপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৮৪ :

জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

(সাত) কটকবলাপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৪২ :

গ্রাম- কুসুম্বী, পরগনা খাত্তা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

(আট) করজ-উশুলপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৩৬ :

গ্রাম- আচলাই, তালুক-আলিগাও,পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৭২ :

গ্রাম-ধুবিল, পরগনা- কাটারমহল্যা; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৮১ :

গ্রাম-ধুবিল, কাটারমহল্য, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(নয়) করজখতপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৩ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬৮ সাল (১৮৬১ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-২৭ :

গ্রাম- বনীপুর, পরগনা- শেলবর্ষ, থানা- আদমদিঘী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৪০ :

গ্রাম-শোমস্‌পাড়া, পরগনা-তেগাছি, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৪১ :

মোকাম- বগুড়া, পরগনা শেলবর্ষ; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৪৩ :

গ্রাম-আচনাই, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৪৮ :

গ্রাম-নওপাড়া প্রেমপুর, পরগনা- লস্করপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৭। পত্রসংখ্যা-৪৯ :

গ্রাম-রাজারামপুর, পরগনা- বিজাবগা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৮। পত্রসংখ্যা-৫০ :

গ্রাম-অলয়া, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৯। পত্রসংখ্যা-৫১ :

মোকাম-বগুড়া, পরগনা- শেলবর্ষ; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

১০। পত্রসংখ্যা-৮৬:

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১১। পত্রসংখ্যা-৮৭ :

মোকাম- কানাড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১২। পত্রসংখ্যা-৮৯ :

Dhaka University Institutional Repository

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৩। পত্রসংখ্যা-৯১ :

গ্রাম-পদুমপাল, পরগনা বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৪। পত্রসংখ্যা-৯২ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৫। পত্রসংখ্যা-৯৩ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৬। পত্রসংখ্যা-৯৪ :

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৭। পত্রসংখ্যা-৯৫ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৮। পত্রসংখ্যা-৯৭ :

শাকিন-শেরপুর, পরগনা- মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১৯। পত্রসংখ্যা-৯৮ :

শাকিন-তারতা, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২০। পত্রসংখ্যা-৯৯ :

গ্রাম-রত্নেশ্বর, পরগনা- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২১। পত্রসংখ্যা-১০০ :

গ্রাম- পাকৈড়, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২২। পত্রসংখ্যা-১০১ :

মোকাম-মিরগ্রাম, পরগনা-তালুকজয়, জেলা-বগুড়া;লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

২৩। পত্রসংখ্যা-১০২ :

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-দামাগ্রী, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৪। পত্রসংখ্যা-১০৩ :

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৫। পত্রসংখ্যা-১০৪ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৬। পত্রসংখ্যা-১০৫ :

পরগনা-চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৭। পত্রসংখ্যা-১০৬ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৮। পত্রসংখ্যা-১০৭ :

গ্রাম- প্রতাপপুর পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২৯। পত্রসংখ্যা-১০৯ :

পরগনা-নশীরশাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(দশ) কিস্তীবন্দী :

১। পত্রসংখ্যা-৪৪ :

গ্রাম-গণ্ডগ্রাম, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৯০ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(এগার) ভিক্রিবিক্রয়পত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৩২ :

প্রধান সদর আমিনী আদালত, জেলা- রাজশাহী; লিপিকাল- ১২৫৫ (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৭৫ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(বার) তদন্ত প্রতিবেদন :

১। পত্র সংখ্যা-৮ :

Dhaka University Institutional Repository

মৌজা- খোর্দ্দসীমলা, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-১৯ :

মৌজা- তিরাইল, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-২০ :

গ্রাম- পীরইল, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-২২ :

মৌজা- সাগরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

(তের) তাহুত কিস্তীবন্দী :

১। পত্রসংখ্যা-১৩ :

ডিহি- কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-১৫ :

গ্রাম: মাটীয়ান, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-১৬ :

গ্রাম: মাটীয়ানী, ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২২৩ সাল (১৮১৬ খ্রি)।

(চৌদ্দ) দরখাস্ত :

১। পত্রসংখ্যা-১১ :

বরাবর কালেক্টর, রাজশাহী জেলা; লিপিকাল- ১২৩৮ সাল (১৮৩১ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-১২ :

বরাবর কালেক্টর, রাজশাহী জেলা; লিপিকাল- ১২৩৬ সাল (১৮২৯ খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-১১২ :

গ্রাম-ফুলদিঘী, থানা ও জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৬১ সাল (১৮৫৪খ্রি)।

(পনের) নথিপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-১৪ :

বগুড়া জেলা কাচারী অফিস; লিপিকাল- ১২৫২ সাল (১৮৪৫ খ্রি)।

Dhaka University Institutional Repository

(ষোল) পত্তনিপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৫ :

পরগনে- পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- দানিশাব্দ ৯৬ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৩১ :

মৌজা-দোরবস্ত, পরগনা-সলকৌর; লিপিকাল-দানিশাব্দ ৯৭, ১২৫৪ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৩৮ :

লাট-ইনাতপুর, পরগনা পোলাদশী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৫২ :

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা- দাথিয়া জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৫৩ :

গ্রাম-মথুরামপুর, পরগনা জাহাঙ্গীরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৬০ :

লাট-ইনাতপুর, পরগনা-পোলাদশী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ৯৭ দানিশাব্দ ১২৫৪, সাল (১৮৪৭খ্রি)

৭। পত্রসংখ্যা-৬৩ :

লাট-ইনাতপুর, চাকলে- দানিশনগর, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল, ৯৭ দানিশাব্দ (১৮৪৭খ্রি)।

৮। পত্রসংখ্যা-৯৬ :

সাকিন-সুতরাপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৯। পত্রসংখ্যা-১১৩ :

মৌজা-মহিষাবান, থানা-গাবতলী, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৯৪ সাল (১৮৮৭ খ্রি)।

(সতের) পত্তনিতালুক বিক্রয়কবলাপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৭০ :

Dhaka University Institutional Repository

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৮০ :

গ্রাম- বুবিল, পরগনা-কাটারমহল্য, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(আঠার) পুষ্করিনী বিক্রয়পত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৬ :

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

(ঊনিশ) বায়নানামা :

১। পত্রসংখ্যা-৩৪ :

গ্রাম: আচলাই, পরগনা- প্রতাপবাজু; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৬৪ :

চাকলে-দানিশনগর, পরগনা- পোলাদসী, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

(বিশ) বাজেয়াপ্তীভূমি বিক্রয়পত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৭৮ :

গ্রাম-হরিপুর, পরগনা শোনাবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(একুশ) ব্যাঙ্কশেয়ার বিক্রয়পত্র :

১। পত্রসংখ্যা-১ :

জেলা- বগুড়া; লিপিকাল - ১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি.)।

(বাইশ) ভূমিবিক্রয় কবলাপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৩৫ :

গ্রাম- আচলাই, পরগনা- প্রতাপবাযু; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৩৯ :

গ্রাম-আচলাই, পরগনা-প্রতাপবাজু, থানা- শিবগঞ্জ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫।

৩। পত্রসংখ্যা-৫৪ :

Dhaka University Institutional Repository

গ্রাম-মালীগাঁতী, পরগনা- বড়বাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৫৫ :

গ্রাম-উদিসা, পরগনা- চৌগাও, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৫৬ :

গ্রাম-জালসা, পরগনা- ভাতোড়িয়া, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৫৮ :

গ্রাম-বাইগ্রাম, পরগনা-বার্ব্বকপুর, জেলা-রাজশাহী (বর্তমান বগুড়া); লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৭। পত্রসংখ্যা-৫৯ :

গ্রাম-ময়দান হাটা, পরগনা-কুঞ্জঘোড়াঘাট, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৮। পত্রসংখ্যা-৬২ :

গ্রাম-পীপড়া, মৌজা- দেহড়, পরগনা-শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৯। পত্রসংখ্যা-৬৬ :

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

১০। পত্রসংখ্যা-৬৮ :

সাকিন-দমদমা, পরগনে- খাট্টা, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১১। পত্রসংখ্যা-৭১ :

গ্রাম-খাড়ুয়া, পরগনা- কাটার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

১২। পত্রসংখ্যা-৭৬ :

সাকিন-ঠনঠনিয়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

১৩। পত্রসংখ্যা-৭৭ :

গ্রাম-আচলাই, পরগনা - প্রতাপবাজু, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০ খ্রি)।

১৪। পত্রসংখ্যা-৭৯ :

গ্রাম-ইছাইদহ, জেলা- দিনাজপুর; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(তেইশ) মনিস্যবিক্রয় কবলাপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-১১১ :

সাকিন ও পরগনা- তরপ; লিপিকাল- ১২০৮ সাল (১৮০১খ্রি)।

(চব্বিশ) মালজামানতিপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-৩৩ :

মৌজা- বোলখুর, পরগনা- বার্ব্বকপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৪৫ :

গ্রাম-শেরপুর, পরগনা-মেহমানসাহী, থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৪৭ :

গ্রাম-শাঁখারিপাড়া, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৫৭ :

জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৮২ :

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল- (১৮৫০খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৮৩ :

মোকাম-বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৭। পত্রসংখ্যা-৮৮ :

সাকিন-বেহার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

(পঁচিশ) মোকদ্দমা খারিজনামা :

১। পত্রসংখ্যা-২৬ :

রেভিনিউ কমিশনার, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৬খ্রি)।

(ছাব্বিশ) মোক্তারনামা :

১। পত্রসংখ্যা-৭ :

মৌজা-হোপ, পরগনা-ঘোড়াঘাট,জেলা-দিনাজপুর; লিপিকাল-১২৫৪ সাল (১৮৪৭ খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-২৫ :

ডিহি-কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল-১২৩৮ সাল (১৮৩১খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৮৫ :

গ্রাম-পদুমপাল, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৪৯খ্রি)।

(সাতাশ) রোবকারি :

১। পত্রসংখ্যা-২১ :

গ্রাম-পাকুড়িয়া, মৌজা- চৌগাঁও, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৫১ সাল (১৮৪৩ খ্রি)।

(আটাশ) রেহেন খতপত্র :

১। পত্রসংখ্যা-২৮ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৭১ সাল (১৮৬৫খ্রি)।

(উনত্রিশ) সিদ্ধান্তনামা :

১। পত্রসংখ্যা-১১৪ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৫খ্রি।

২। পত্রসংখ্যা-১১৫ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৫খ্রি।

৩। পত্রসংখ্যা-১১৬ :

থানা-শেরপুর, জেলা-বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

৪। পত্রসংখ্যা-১১৭ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৬খ্রি।

৫। পত্রসংখ্যা-১১৮ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি।

৬। পত্রসংখ্যা-১১৯ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি।

৭। পত্রসংখ্যা-১২০ :

Dhaka University Institutional Repository

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৭খ্রি ।

৮। পত্রসংখ্যা-১২১ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি ।

৯। পত্রসংখ্যা-১২২ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৭খ্রি ।

১০। পত্রসংখ্যা-১২৩ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি ।

১১। পত্রসংখ্যা-১২৪ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল-১৮৯৮খ্রি ।

১২। পত্রসংখ্যা-১২৫ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৮খ্রি ।

১৩। পত্রসংখ্যা-১২৬ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১৪। পত্রসংখ্যা-১২৭ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১৫। পত্রসংখ্যা-১২৮ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৮৯৯খ্রি ।

১৬। পত্রসংখ্যা-১২৯ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৭। পত্রসংখ্যা-১৩০ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৮। পত্রসংখ্যা-১৩১ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

১৯। পত্রসংখ্যা-১৩২ :

থানা- শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

২০। পত্রসংখ্যা-১৩৩ :

থানা-শেরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১৯০০খ্রি ।

(ত্রিশ) হাশীলনামা :

১। পত্রসংখ্যা-১৭ :

Dhaka University Institutional Repository

ডিহি কচুয়াপাড়া, পরগনা-মেহমানসাহী; লিপিকাল- ১২৩৯ সাল (১৮৩২ খ্রি)।

(একত্রিশ) হেবানামা :

১। পত্রসংখ্যা-৩৭ :

গ্রাম- আচলাই, ডিহি- ভৌগুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৫ সাল (১৮৪৮খ্রি)।

২। পত্রসংখ্যা-৬১ :

লাট- রায়পুর, মৌজা- তাহিরপুর, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৪ সাল (১৮৪৭খ্রি)।

৩। পত্রসংখ্যা-৬৫ :

গ্রাম-ত্রিকুটটোলা, থানা-শেরপুর, বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল, ৯৭ দানিশাব্দ (১৮৫০খ্রি)।

৪। পত্রসংখ্যা-৬৭ :

সাকিন-খিয়াইল, পরগনা মেহেমানসাহী, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৬ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৫। পত্রসংখ্যা-৭৩ :

পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

৬। পত্রসংখ্যা-৭৪ :

গ্রাম-বাঘুপাড়া, পরগনা- শেলবর্ষ, জেলা- বগুড়া; লিপিকাল- ১২৫৭ সাল (১৮৫০খ্রি)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৩

পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় ব্যক্তিনামের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

(ক) মুসলিম নাম :

অস্থীরা সরদার (৫৬) : হামীন্দপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি ভূমিবিক্রয়কবলা পত্রে ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

আক্কেল মাহাম্মদ (হাজী) (৬২) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন দেহর মৌজার পীপড়া গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান জমিদার ছিলেন। ৬২ সংখ্যক পত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়, ১০৭১ সালে (বঙ্গাব্দে) তৎকালীন মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীর উক্ত হাজী 'আক্কেল মাহাম্মদকে' ১৮৫ওান ভূমি আয়মা (নিষ্কর) সম্পত্তিরূপে দান করেন।

আছদন্বেছা বিবি (৯৬ক): ইনি ছিলেন বগুড়ার সুতরাপুর নিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত বিধবা মহিলা; স্বামীর নাম মরহুম মৌলবি আবদুর রব। আছদন্বেছা বিবি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

আছমতউল্যা প্যাদা (৮৩ খ) : ইনি বগুড়া সদর থানার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি মালজামানতি পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

আজম নস্য (৯৯) : ইনি বগুড়ার গণ্ডগ্রাম নিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখত পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

আজিমউল্যা সরকার (১১২) : ইনি বগুড়া জেলার ফুলদিঘীর একজন বিত্তশালী ব্যবসায়ী ছিলেন। ১২৬০ সালের ১ চৈত্র তারিখে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তিনি জীবিত দুই স্ত্রী ১ কন্যা সন্তান ও দুই পালক পুত্র রেখে যান। তাঁর পরিত্যাক্ত বাড়িঘর, ব্যবসা ও তালুক সম্পত্তির তৎকালীন বাজারমূল্য ছিল প্রায় দেড় হাজার টাকা।

Dhaka University Institutional Repository

আতা শাহা (১০৮) : ইনি বগুড়া জেলার মাহরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি জামীনি পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

আবদুল হায়েদ তরপদার (১২৩ খ) : ইনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলাধীন শেরপুর ডি, জে হাইস্কুলের ৫ম শিক্ষক ছিলেন।

আবু মণ্ডল (৭০ খ) : ইনি বগুড়া জেলাধীন শোনাকান্দী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি কবলা পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

আমিরন্নেছা চৌধুরানী (সৈয়দানী) (৩০ ক) : ইনি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত চান্দনীয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাবান জমিদার ছিলেন। কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এবং নিজে সুতিকা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইনি তার সমুদয় সম্পত্তি তার তিন নাবালিকা কন্যা ও স্বামী শৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরীকে উইল করেন। উইলে শর্ত ছিল যে, তাঁর পতি উক্ত চৌধুরী সাহেব জমিদারী ও খানাবাড়ীর মালিকানা স্বত্ব পাবেন না অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় করতে পারবেন না; তিনি শুধু উপসত্য ভোগ করবেন, পূণ্যকর্মাদি সম্পাদন করবেন এবং অলিয়তরূপে নাবালিকা কন্যাদের প্রতিপালন ও যথাসময়ে সৎপাত্রে বিয়ে দিবেন। সৈয়দানী আমিরন্নেছা চৌধুরানী ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

আমিরা প্যাদা (৪) : ইনি একজন ইজারাদার। এঁর কোন পূর্বপুরুষ সম্ভবত পেয়াদা ছিলেন। ইনি শেরপুর থানার কীল্লাপশী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আমিরন বিবি (১১২) : ইনি বগুড়া জেলার ফুলদিঘী নিবাসী আজিম-উল্যা সরকারের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। ভদ্রমহিলা ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন। নিঃসন্তান আমিরন বিবি সরিয়তুল্লাকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

আমির সরকার (২৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত উলিপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৬৫ সালের একটি করজখত পত্রের ইনি অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আতা শাহা (১০৮) : ইনি বগুড়া জেলার মাহরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি জামীনি পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

আবদুল হায়েদ তরপদার (১২৩ খ) : ইনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলাধীন শেরপুর ডি, জে হাইস্কুলের ৫ম শিক্ষক ছিলেন।

আবু মণ্ডল (৭০ খ) : ইনি বগুড়া জেলাধীন শোনাকান্দী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি কবলা পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

আমিরন্নেছা চৌধুরানী (সৈয়দানী) (৩০ ক) : ইনি বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত চান্দনীয়ারের একজন সম্ভ্রান্ত এবং ক্ষমতাবান জমিদার ছিলেন। কোন পুত্র সন্তান না থাকায় এবং নিজে সুতিকা রোগে আক্রান্ত হওয়ায় ইনি তার সমুদয় সম্পত্তি তার তিন নাবালিকা কন্যা ও স্বামী শৈয়দ একরাম হুসেন চৌধুরীকে উইল করেন। উইলে শর্ত ছিল যে, তাঁর পতি উক্ত চৌধুরী সাহেব জমিদারী ও খানাবাড়ীর মালিকানা স্বত্ব পাবেন না অর্থাৎ উক্ত সম্পত্তি দান বিক্রয় করতে পারবেন না; তিনি শুধু উপসত্য ভোগ করবেন, পূণ্যকর্মাদি সম্পাদন করবেন এবং অলিয়তরূপে নাবালিকা কন্যাদের প্রতিপালন ও যথাসময়ে সৎপাত্রে বিয়ে দিবেন। সৈয়দানী আমিরন্নেছা চৌধুরানী ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

আমিরা প্যাদা (৪) : ইনি একজন ইজারাদার। এঁর কোন পূর্বপুরুষ সম্ভবত পেয়াদা ছিলেন। ইনি শেরপুর থানার কীল্লাপশী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আমিরন বিবি (১১২) : ইনি বগুড়া জেলার ফুলদিঘী নিবাসী আজিম-উল্যা সরকারের দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। ভদ্রমহিলা ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন। নিঃসন্তান আমিরন বিবি সরিয়তুল্লাকে পালক পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন।

আমির সরকার (২৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত উলিপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৬৫ সালের একটি করজখত পত্রের ইনি অন্যতম সাক্ষী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আরজান বিবি (১১২) : ইনি বগুড়া জেলার ফুলদিঘীর আজিম উল্যা সরকারের তৃতীয় স্ত্রী ছিলেন। আরজান বিবি নিঃসন্তান ছিলেন। ইনি দেয়ানতুল্লাকে পালক পুত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন।

আলমগীর বাদশাহ (৬২) : ইতিহাস খ্যাত বাদশাহ আলমগীর সম্রাট শাজাহানের পুত্র; ১৬৫৮ খ্রিষ্টাব্দে সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হন। বাদশাহ আলমগীর এক ফরমান জারী করে ১০৭১ সালে (=বঙ্গাব্দে) বগুড়ার শেলবর্ষ পরগনার দেহড় ও পীপড়া গ্রামের ১৮৫ ওান জমি হাজী আক্কেল মাহাম্মদকে আয়মা সম্পত্তি স্বরূপ দান করেন।

আলম শাহা (৬৯খ) : বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন জোড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

আলে মাহামুদ শরকার (৩৮) : ইনি একজন পত্তনি তালুকদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লাট ইনাতপুরের জমিদার শ্রীবনয়ারীরাম চট্টোপাধ্যায়ের নিকট থেকে মৌজা শোন্দাবাড়ী বাৎসরিক ৭১০ টাকা জমায় পত্তনি নেন।

আশদজ্জমা চৌধুরী (শৈয়দ) (৯৬ক) : বগুড়া জেলার একজন সম্ভ্রান্ত প্রতাপান্বিত মুসলমান জমিদার। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন। (দ্র: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস (বগুড়া,২০০০, প্রথম প্রকাশ ১৯১৩) পৃ: ৩৩৫)।

ইনামদি প্যাদা (৮৫) : ইনি বগুড়া জেলার কামালপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি মোক্তারনামায় ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

ইরফানুল্বা (মহাম্মদ) (১১৮) : ইনি ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে সিরাজগঞ্জ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯ ডিসেম্বরের রেজল্যূশনে এঁকে সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রার্থী বিবেচনা করে শেরপুর ডি, জে হাইস্কুলের ৪র্থ শিক্ষক পদে মাসিক ১৮ টাকা বেতনে নিয়োগের জন্য মনোনয়ন দেয়া হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উজীর সাহা (৭৬) : বগুড়া জেলার ঠনঠনিয়ার বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

একরাম হুসেন চৌধুরী (শৈয়দ) (৩০ ক) : স্ত্রী সৈয়দানী আমিরন্নেছা চৌধুরানী কর্তৃক হেবা সূত্রে প্রাপ্ত বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্গত চান্দনীয়ারের জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

কাদের খানসামা (৩০ গ) : পেশায় খানসামা বা খিদমতগার ছিলেন। সম্ভবত ইনি জমিদার সৈয়দানী আমিরন্নেছা চৌধুরানীর ব্যক্তিগত খানসামা ছিলেন। ১৮৫৫ খ্রিষ্টাব্দে উক্ত জমিদার কর্তৃক লিখিত একটি উইলনামায় ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

কালে আকন্দ (৪০) : ইনি বগুড়া জেলার গাবতলী থানাধীন মহিষাবান গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখত পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

কিতাব্দি (কিতাব উদ্দীন) বরকন্দাজ (১৮) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অধিবাসী ছিলেন। পেশায় একজন বরকন্দাজ ছিলেন। ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

কোরবানউল্লা (মুনসী) (১২৫ খ) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের সাব-রেজিষ্ট্রার ছিলেন। ইনি ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি জে হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য ছিলেন।

কোরবানউল্লা তালুকদার (মুনসী) (১২৮) : ইনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের একজন মুসলমান সদস্য ছিলেন।

খেতাব খাঁ (৫৯ খ) : কৃষ্ণপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি জমি বিক্রয় খোস কবলা পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

খেলু প্রাং (৯১) : ইনি বগুড়া জেলার পরগনা প্রতাপবাযুর অন্তর্গত চক রতিনাথ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

খোওাজ প্রামানীক (শাধু শ্রী) (৫২) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। সম্ভবত ইনি একজন সাধু ছিলেন।

খোদা বকস (৬৫) : ইনি বগুড়া জেলার কশবে (নগর) শেরপুরের ত্রিকুট টোলার অধিবাসী ছিলেন। এব্যক্তির দু'স্ত্রী ছিল; কোন সন্তান ছিলনা। ইনি দ্বিতীয় স্ত্রীকে কুচরিত্রদোষে তালাক দেন এবং প্রথম স্ত্রী ও পালক পুত্রকে তার সকল স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি লিখে দেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

খোদা বক্কস (শেএখ) (৬২খ) : ইনি বগুড়া জেলার চক লোকমান নিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি কবলা পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

গমীরা বাবুরচী (৭৫খ) : ইনি বগুড়ার চেলেপাড়া নিবাসী ছিলেন। জমিদার জয়গমজ্জমা চৌধুরীর বাবুর্চি ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

গরিবুল্বা ফোকির (২) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের প্রসিদ্ধ পীর (ধর্মপ্রচারক) গাজিমিঞা ওরফে মাদার পীরের পীরপাল (দেবোত্তর) সম্পত্তির প্রধান খাদেম ছিলেন। তিনি ১৮৫৩ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

গসিমণ্ডল (৬,৭) : একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। তিনি ১২৫৪ সালে দিনাজপুর জেলার পরগনা ঘোড়াঘাটের অন্তর্গত নাটচাচড়া গ্রামে ছয় বিঘা জমিতে একটি পুকুর খনন করেন।

গাজি মিঞা সাহেব (২) : ইনি 'গাজিমিঞা' মতান্তরে মাদারপীর নামে খ্যাত। কথিত আছে তিনি ১৬ শতকের পূর্বে বগুড়া জেলার শেরপুরে আস্তানা গাড়েন এবং ধর্মমত প্রচার করেন। শেরপুরের মীরগঞ্জে (বর্তমান বারদুয়ারী ঘাট) করতোয়া নদীর তীরে তাঁর মাজার রয়েছে। প্রতি বৎসর জ্যৈষ্ঠ মাসের দ্বিতীয় রবিবারে শেরপুরের কেল্লাকুশী নামকস্থানে পীর গাজিমিঞা (মাদারপীর) স্মরণে উৎসব (মেলা) অনুষ্ঠিত হয়। (দ্র: অধ্যক্ষ মুহম্মদ রোস্তম আলী, শেরপুরের ইতিহাস, (শেরপুর ১৯৯৯) পৃ: ১৬৯ ও প্রভাসচন্দ্রসেন

বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস (বগুড়া, পুনর্মুদ্রন ২০০০, প্রথম প্রকাশ ১৯১৩) পৃঃ ১০৭-১০৮, ১৩৫)।

গোলাম গোফফার চৌধুরী (৯২) : ইনি বগুড়া জেলার বেহার অঞ্চলের নাবালক জমিদার ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বয়স ১৮ বছরের কম ছিল।

জয়গমজ্জামা চৌধুরী (শৈয়দ) (৭৫ ক) : বগুড়া জেলার অন্যতম সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার। ইনি ৩০০০০ টাকা দেনমোহর ধার্য্য করে ও নগদ পরিশোধ করে ১২৫৭ সালের ৭ শ্রাবণ শৈয়দানী ফয়জন্বেছা বিবি চৌধুরানীকে বিয়ে করেন।

জাঁ বকস্ (জাহান>জাঁহা>জাঁ) (৬৫) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর শহরের ত্রিকুটটোলা নিবাসী খোদাবকস্ এর পালিত পুত্র ছিলেন। খোদাবকস্ এক হেবানামার মাধ্যমে ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তার সমস্ত সম্পদ স্ত্রী ও এই পুত্রকে দান করেন।

জানমামুদ নষ্য (৫) : লাট ইনাইতপুরের অন্তর্গত পশ্চীমপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং ঐ সময়ের একটি পত্তনি দলিলের একজন সাক্ষী ছিলেন।

জাদু পাইক (৯৩) : বগুড়ার মানিকচকের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

জামীরুল্বা কারী (৮৬) : ইনি চাকুড়াপাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

তুফানু প্যাদা (৯৫) : ইনি বগুড়া জেলার প্রতাপবাজু পরগনাধীন জাঙ্গীরাবাদ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

দলেল মাহামুদ মুনশী (৬৩) : ইনি একজন পত্তনি তালুকদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দাইম খাঁ (৬৪ খ) : মটুর দারাদহ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি পত্তনিনামার সাক্ষী ছিলেন।

দাইমুল্লা সরদার (৮৭) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখত পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

দুখু চাপরাশী (৪৮) : বগুড়া নিবাসী একজন নিম্নবিত্ত লোক দিলেন। সম্ভবত ইনি পেশায় একজন চাপরাশী ছিলেন। এই ব্যক্তি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি একরারপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

দোস্তমামুদ চৌধুরী (১৯,২৩) : ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। ইনি একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম জমিদার ছিলেন। বগুড়া জেলার মেহমানসাহী পরগনার তিরাইল মৌজায় তাঁর লাখেরাজ ভূমি ছিল।

ধলা মিঞা (৮৮ ক) : বগুড়ার বেহারের অধিবাসী ধলা মিঞার প্রকৃত নাম আজীমদ্দীন মিয়া। ইনি একজন পত্তনি তালুকদার ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

ন্যামত (নিয়ামত) সরদার (৪১) : ইনি বগুড়ার কাটনার গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এই ব্যক্তি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখতপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

নিজামদী (নিজামউদ্দীন) মণ্ডল (৭৩ খ) : ইনি বগুড়ার সাকপালা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি হেবানার সাক্ষী ছিলেন।

পিয়ার মামুদ (৩৮ খ) : মেঘাগাছা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খিষ্টাব্দের একটি দরপত্তনি তালুকনামার সাক্ষী ছিলেন।

ফএজদ্দীন মুনসী (মোক্তার) (৯০ খ) : ইনি পেশায় সম্ভবত একজন মোক্তার ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

ফকিরচন্দ্র সরকার (৫৯ খ) : বানীয়াল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ফজু মিস্ত্রী (২৯) : ইনি বগুড়া জেলার অন্তর্গত বারপুরের বাসিন্দা ছিলেন। আতি মিস্ত্রী, জবানী মিস্ত্রী ও কারু মিস্ত্রীর সহযোগে ইনি ১৮৬৫ খিষ্টাব্দে একটি রাস্তা সংস্কারের কন্‌টাক্ট নিয়েছিলেন।

ফতু চকিদার (৪৩) : আচলাই নিবাসী একজন দরিদ্র ব্যক্তি। সম্ভবত ইনি পেশায় চকিদার ছিলেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখতপত্রে ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

ফয়েজন্নেছা বিবি চৌধুরানী (শৈয়দানী) (৭৫ ক) : ইনি মৌলবি মনীরুদ্দীনের কন্যা ছিলেন। বগুড়ার অন্যতম মুসলিম জমিদার শৈয়দ জয়গমজ্জমা চৌধুরী ১২৫৭ সালের (১৮৫০ খ্রি:) ৭ শ্রাবণ ৩০ হাজার টাকা দেনমোহরে ফয়েজন্নেছাকে বিয়ে করেন।

ফরখন্দা বিবি (১৯,২৩) : ইনি বগুড়া জেলার মেহমানসাহী পরগনার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা ছিলেন। তিনি লাখেরাজ সম্পত্তির মালিক ছিলেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

ফারু প্যাদা (৯০ খ) : ইনি বগুড়ায় মালতীনগরের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি কিস্তীবন্দীপত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

ফেলা পাইক (৮৪ খ) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার উলিপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি একরারপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

ফৌজদারিয়া পাইক (১০২) : বগুড়ার খাট্টা পরগনাধীন দুবচেছয়া (দুপচেচিয়া) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখতপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

বড়ু মোল্লা (৩,৭২) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর নিবাসী একজন দলিল লেখক। বড়ু মোল্লা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক ছিলেন। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

বাকেরমামুদ সরকার (৭১ খ) : ইনি বগুড়া জেলার রায়মাজিড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

বাদাম বেওা (৩) : অর্থলগ্নী করার (মহাজনী) ব্যবসায় নিয়জিত সম্ভ্রান্ত মহিলা। বগুড়া জেলার শেরপুরের অধিবাসী এই মহিলা ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বাদুল্ল চকীদার (৭) : ইনি গুপীনগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ৪০ বছর বয়সী 'বাদুল্ল চকীদার' পেশায় চাকুরিজীবী ছিলেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি মোক্তারনামার সাক্ষী ছিলেন।

বেকু নষ্য (৩৮ খ) : চকরত্নেশ্বর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি পত্তনী তালুকনামার সাক্ষী ছিলেন।

ভিকা সরদার (৬২) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন দেহড় গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তার পিতার নাম আরিব সরদার। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

মকম্বল সরকার (শেক) (৬৩) : ইনি হেয়াতপুর গ্রামে বাস করতেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি দরপত্তনীনামার ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

মখমল সরদার (৬০) : একজন পত্তনি তালুকদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

মছল্য মণ্ডল (৭৮) : ইনি চালীতাবাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

ময়মনন্নেছা চৌধুরানী (১০৮ ক) : বগুড়ার অন্যতম চৌধুরী পরিবারের সন্তান। বগুড়ার প্রতাপবাজু পরগনাধীন জাঙ্গীরাবাদ অঞ্চলে এনার জমিদারী ছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

ময়না (৬৫) : বগুড়া জেলার শেরপুর শহরের ত্রিকুটটোলা নিবাসী খোদাবকস্ এর দ্বিতীয় স্ত্রী ছিলেন। খোদাবকস্ এই মহিলাকে তার কুচরিত্র দোষে তালাক দেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

মরু দপথরি (৫৫) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন সুতরাপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। সম্ভবত 'দপ্তরীগিরি'এই লোকের পেশা ছিল।

Dhaka University Institutional Repository

মলাম পসারী (৯৬ খ) : ইনি পেশায় সম্ভবত একজন দোকানী ছিলেন। বগুড়া জেলার ঠনঠনিয়ায় তাঁর বসবাস ছিল। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি পত্তনি তালুক পট্টকের একজন সাক্ষী ছিলেন।

মহবুবন্নেছা চৌধুরানী (শৈয়দানী) (১০০) : বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন পাকৈড় গ্রামের সম্ভ্রান্ত মহিলা জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তার ভ্রাতা এবং কার্যকারক (তার অধীনে কর্মরত) শৈয়দ নুর আলী চৌধুরীর মারফত কৃষ্ণনাথ গুহ বক্শীর নিকট থেকে ৭০০ টাকা ধার নিয়ে ছিলেন।

মহম্মদ উল্লা (মৌলবী) (১২৮) : ইনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ধর্ম শিক্ষক ছিলেন।

মির বক্স নস্য (৫৯ খ) : বানীয়াইল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি জমি বিক্রয় খোসকবলাপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

মুনা বিবি (৬৫) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর শহরের ত্রিকুটটোলা মহল্লা নিবাসী খোদাবক্স-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

রছুল মামুদ মন্ডল (৫০) : কুন্দেস গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখতপত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

রজবুল্যা সরদার (৩২) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানার উলিপুরের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

রহিম উদ্দীন আকন্দ (১১৩) : ইনি বগুড়া জেলার গাবতলী থানার মহিষাবান গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান। ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

রহিমুল্লা সাহা (মৃত) (৭৬) : ইনি বগুড়ার ঠনঠনিয়া নিবাসী পরিপা বিবির স্বামী ছিলেন।

রাহুল সরদার (৯৭) : ইনি বগুড়া জেলার চোপীনগর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রূপাই মন্ডল (৭০ খ) : বগুড়া জেলার ঢাকস্তা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

রোমা খাঁ (৬৭ খ) : ইনি বেটখৈর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি হেবানামায় ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

লঙ্গ সরদার (৯২) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনার দসটীকা গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খিষ্টাব্দে একটি করজখতপত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

রজীয়ন্নেছা চৌধুরানী (১০৮ ক) : ইনি বগুড়া জেলার অন্যতম সম্ভ্রান্ত মুসলিম মহিলা জমিদার। বগুড়া জেলার প্রতাপবাজু পরগনাধীন ডিহি জাঙ্গীরাবাদ অঞ্চল এনার জমিদারীভুক্ত ছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

লতিপ প্রাং (লতিফ প্রামানিক) (৫৪) : ইনি কাসুন্দা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি ভূমীবিক্রয়কবলাপত্রে ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

লতীফন বিবি চৌধুরানী (৫৫) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনার আটআনা হিস্যার একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান মহিলা জমিদার ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

রফিক খলীফা (৩৩, ৫৭) : ইনি আএড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পেশায় একজন পোশাক প্রস্তুতকারী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি মালজামিনীপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

রমজান খাঁ (৩৪) ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত ভবানীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি বায়নানামার সাক্ষী ছিলেন।

রহমতউল্যা সরকার (৫২, ৫৩) : ইনি কুমরৌল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি মিরাস জোত পট্টকপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রোসনা প্যাদা (৪০) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন উলীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উনার পূর্ব পুরুষ সম্ভবত পিয়াদা ছিল। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

লতীফ সরকার (৩৮ খ) : ইনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

শফরদ্দি প্যাদা (৮৯) : ইনি বগুড়ার নন্দন গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখতপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

শমজদি মণ্ডল (শামস্উদ্দীন) (৫০) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন শিবপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

শামশ প্রামানীক (৫) : ইনি লাট ইনাইতপুরের অন্তর্গত মিরপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দের একটি জমিদারী পত্তনী দলিলের সাক্ষী ছিলেন।

শাদি খানশামা (৭৫ খ) : ইনি বগুড়ার সুতরাপুরের বাসিন্দা ছিলেন। এই ব্যক্তি বগুড়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার জয়গমজ্জমা চৌধুরীর একজন খানসামা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ডিক্রিবিক্রি কবলাপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

শাদী চৌকীদার (১৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৩৬ সালের একটি ভূমি বেদখল অভিযোগনামার একজন সাক্ষী ছিলেন।

শুকুর মামুদ (৪৭) : বগুড়া জেলার বিন্দাবনপাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি মালজামিনী পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

সফরূ শেখ (৬১ খ) : পোড়াবাড়ী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের একটি হেবানামায় ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

সরিতুল্যা সরদার (শরিয়তুল্লাহ) (৪৮) : ইনি বগুড়া নিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখত পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

সরিতুল্যা নস্য (৪১, ৭৪) : বগুড়ার নিশিন্দারা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

সাকাতুল্যা মণ্ডল (৭) : দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনার অন্তর্গত হোপ গ্রামে অধিবাসী 'সাকাতুল্যা' মণ্ডল একজন মধ্যবিত্ত ঋণগ্রস্ত মুসলমান ছিলেন। তিনি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

সাতকড়ি মণ্ডল (৬) : একজন ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি ছিলেন। ঋণের দায়ে তিনি তার পিতামহ কর্তৃক খননকৃত 'পুস্কর্ন্নী' (পুকুর) বিক্রি করে দেন। তিনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

সোনাউল্যা মণ্ডল (৬) : ইনি বগুড়া জেলার পরগনা আলিগাও এর অন্তর্ভুক্ত সিলিমপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে একটি 'পুস্কর্নি' বিক্রির দলিলে সাক্ষী ছিলেন।

সোমতউল্যা বকসী (১) : ব্যাঙ্ক সেয়ারক্রেতা সম্পদশালী ব্যক্তি। এইব্যক্তি (১০১ সংখ্যক দলিল অনুযায়ী) ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে 'উলিএমছ পেটর' নামের এক ইংরেজ মহাজনের আমলা হিসাবে কর্ম্মরত ছিলেন।

সোহাগাত সাবীদার (১০২) : বগুড়ার দুরচেছয়া (দুপচেঁচিয়া) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

হযরত সাহা (৭৬) : ইনি বগুড়ার ঠনঠনিয়া নিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভূমিবিক্রয় পত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন। .

হবু সরকার (১০৬) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানায় অন্তর্গত শিবপুর গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখতপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হাএদর খাঁ সরদার (১০৪) : বগুড়ার দুবচেছয়ার (দুবচেচিয়া) অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

হাটু প্রামানিক (৩৯) : ইনি জগনাথপুর (জগন্নাথপুর) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি খোশ কবলাপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

হেয়াত মামুদ বরকন্দাজ (১০৩) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন ফুলবাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখতপত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

(খ) হিন্দু নাম :

অক্ষয়লাল সাহা (১১৭) : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর (বগুড়া) ডি,জে হাইস্কুলের চতুর্থ শ্রেণীর (বর্তমান সপ্তম) ছাত্র ছিলেন। অসুস্থতার কারনে পরীক্ষায় খারাপ করায় তিনি একই শ্রেণীতে দু'বছর অধ্যয়ন করেছেন এবং পরবর্তীতে বিশেষ বিবেচনায় তাকে তৃতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান অষ্টম) প্রমোশন দেওয়া হয়।

অজজুন সরদার (৫৮) : পরগনা ফতেজঙ্গপুরের শীমীলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি জমি জড়খরিদাপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

আদিতরামশাহা পাইকাড় (৪৪) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন গওগ্রাম নিবাসী ছিলেন। পাইকাড়ি ব্যবসা করতেন। মহাজন 'প্রশন্নকুমার' ঠাকুরের নিকট হতে বাঁকিতে মালামাল নিতেন। তেমনি একটি বাকি পরিশোধ করতে ইনি ও এনার পুত্র রাধানাথ শাহা ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি কিস্তিবন্দীপত্র লিখে দিয়েছেন এবং ৬ কিস্তিতে তার বকেয়া টাকা পরিশোধ করেছেন।

আনন্দ কিশোর তরপদার (১২৫) : শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

আনন্দনাথচৌধুরী (১০৭) : সমাজের একজন বিত্তশালী লোক ছিলেন। এনার সম্ভবত মহাজনী কারবার ছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

আহ্লাদমুনী দাস্যা (৬১ক) : 'মুরশীদাবাদের' অন্তর্গত ঝাউবাড়ীয়া নিবাসী সম্ভ্রান্ত হিন্দু পরিবারের একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। পিতা মৃত দেওয়ান সূর্য্যনারায়ণ মজুমদার। মাতা তারামুনী দাশ্যা অসুস্থতার কারনে স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি একমাত্র কন্যা আহ্লাদমুনীকে ১২৫১ সালে (১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে) হেবা করে যান।

উম্বর (১১১) : ইনি একজন হতভাগ্য নরদাসী ছিলেন। ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে এই মহিলার বয়স ছিল ৩৫ বছর। উম্বর ও তার কন্যা নয় বছরের মহমাতকে সদারাম সম্মন নামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি জীবন ভিত্তিক নরদাসী হিসাবে ক্রয় করেন।

কত্যায়নী দেব্যা (৪০) : একজন সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী হিন্দু রমনী। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তেগাছীর জমিদার শ্রীদুর্গাকান্তশর্ম্ম রায়কে ৪০০০ টাকা ধার দিয়েছিলেন।

কমলনারায়ণ তল্পাপাত্র (২৭) : ইনি পেশায় মোক্তার ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখত পত্রে ইনি একজন সাক্ষী সনাক্তকারী ছিলেন।

করমচান্দ পাড়ে (৭৪) : ইনি 'মুরশিদাবাদ' (বর্তমানে কলকাতা, ভারত) জেলার আজীমগঞ্জ গ্রামের অধিবাসী ভবানী শঙ্কর পাড়ের একমাত্র জামাতা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

কামনা জিউনী (১৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার গোপালপুর গ্রামবাসী একজন দরিদ্র জেলে ছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দের একটি ভূমিবেদখল অভিযোগপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

কালী কিশোর মুন্সী (১১৪, ১১৫, ১১৮, ১১৯, ১২০) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের একজন উদারমনা বিদ্যোৎসাহী জমিদার ছিলেন। ইনি বহু বছর শেরপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। ইনি ১৮৯৫, ৯৬, ৯৭ প্রভৃতি খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন। তিনি

Dhaka University Institutional Repository

স্কুলটির প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতম। তার নানাবিধ মহৎ কর্মের স্বীকৃতি স্বরূপ ইংরেজ সরকার তাঁকে 'রায় বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন।

কালীচন্দ্র মৈত্র (২৭) : পেশায় মহাজন ছিলেন। সুদে অর্থলগ্নী করতেন, ইনি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

কাসীশ্বরি দেব্যা (৪৯) : দিনাজপুর জেলার বিজাবগা পরগনাধীন রাজারামপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ও সম্ভবত তার বোন শান্তমনী দেব্যা ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে 'চন্দ্র কীশোর' চৌধুরীর নিকট থেকে বার্ষিক আট আনা হারে সুদে ১৯০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন।

কিশোরী মোহন মৈত্র (১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০) : বগুড়ার শেরপুরের একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু। ইনি ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দ থেকে পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ছিলেন।

কেদারনাথ বাগছী (১২৫) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছিলেন। বিদ্যানুরাগী ছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

কুকুরা হাড়ি (১০১) : ইনি পরগনা আয়জলের পুরানা অপৈল গ্রামের একজন নিম্নবিত্ত অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজখত পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

কেশবানন্দ গোস্বামী (১৮) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত তেথুলিয়া মৌজার মদন মোহন ঠাকুরের দেবত্তোর সম্পত্তির একজন সেবাইত ছিলেন। তিনি ১৮৩৬ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন এবং ঐ খিষ্টাব্দেই জমিদার রঘুনাথগিরি গোসাঞী কর্তৃক উক্ত দেবত্তোর সম্পত্তি বেদখল হওয়ায় তিনি বগুড়া জেলার ডেপুটি কালেক্টর বরাবর একটি অভিযোগ পত্র দাখিল করেন।

কৈলাশচন্দ্র মৈত্রেয় (১১৬) : ইনি শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের (শেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) ৩য় শিক্ষক ছিলেন। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৩০ টাকা।

কৃষ্ণচন্দ্র গোস্বামী (৫৯ ক) : ইনি কলকাতার নদিয়া জেলার শান্তিপুর পরগনাধীন রামনগর পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে বর্তমান বাংলাদেশের দিনাজপুর জেলার কুঞ্জ গোড়াঘাট পরগনাধীন ময়দানহাটা গ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

কৃষ্ণনাথগুহ বকসী (৯০ ক) : একজন সম্ভ্রান্ত অর্থশালী ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত বেঁচে ছিলেন।

কৃষ্ণপ্রসাদ শীরোমনী (৩৪,৩৫) : ইনি একজন ভূমি ক্রেতা ছিলেন। আচলাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

কৃষ্ণসুন্দর শর্ম্মন ভাদুড়ী (৩৪,৩৫) : ইনি আচলাই গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত তালুকদার ছিলেন। স্ত্রীপুত্র কেউ ছিলনা এবং নিজে রক্তাপীত্তয়াদী রোগে ভুগছিলেন। ফলে তিনি তির্থবাসের সিদ্ধান্ত নেন এবং তাঁর তালুক সম্পত্তি বিক্রি করেদেন এবং তাঁর ভদ্রাশন বাটীতে ব্রাহ্মণ সংস্থাপন করেন এবং তাদের উপজীবিকার জন্য ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তাঁর বাকি সম্পত্তিও হেবা করে যান।

কৃষ্ণেন্দ্রনারায়ণ রায় (৪৮) : ইনি বগুড়া জেলার লস্করপুর পরগনাধীন নওপাড়া প্রেমপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীচন্দ্রমোহন শাহার নিকট থেকে মাসিক ১ টাকা সুদে ৪০০০ টাকা ধার নিয়েছিলেন।

গওসী ডাক (৬৫) : বগুড়া জেলার শেরপুর শহরের রঙ্গরেজ টোলার অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত ডাক তথা যাদু-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি হেবানামার সাক্ষী দিলেন। ইনি সম্ভবত রং-এর কাজও জানতেন।

গদাধর দাম (৮৪ক) : বগুড়ার কুষ্টীয়া নিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

গিরিশচন্দ্র সান্যাল (২৮) : বগুড়া জেলার শেরপুরের একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছিলেন। ইনি ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীবলরাম ময়ুমদারের নিকট হতে ৩০০০ টাকা ধার হিসাবে গ্রহণ করেছিল।

গুইয়া হকার (৩৬) : আচলাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি করজউশুলপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

গুরুদয়ালগীর গোশাঞী (১১, ১২, ১৭) : একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার (সন্ন্যাসী) (দ্র: প্রভাসচন্দ্রসেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস, পৃ:-১১৮)। ইনি মেহমানসাহী পরগনার অধিন ডিহি কচুয়াপাড়ার মহিপুর গ্রামের (বর্তমান বগুড়া জেলার শেরপুর) 'এজমালি' (যৌথ) জমিদার ছিলেন তার জমীদারি অংশীদার ছিলেন শ্রীরাজগীর গোশাঞী। তিনি ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

গুরুপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী (৫৪) : ইনি একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু তালুকদার ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার পরগনা আমরুলের অন্তর্গত ডিহি ব্রজপুর ও ডিহি ভাগসুন্দরের কাসুন্দা, গোবিন্দনটী ও জয়নাথবাটী মৌজা তাঁর স্ত্রী বিমলা দেব্যার নামে ক্রয় করেন।

গোবর্দ্ধনগীর গোশাঞী (৯, ১০, ২৪) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের অন্যতম 'গিরিগোশাঞী' (সন্ন্যাসী) জমিদার ছিলেন। কাস রোগে আক্রান্ত হয়ে ১২৪১ সালের ১২ মাঘ মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পূর্বে তিনি তাঁর সকল সম্পত্তি ভাই জয়কৃষ্ণগীর গোশাঞীকে দান করেন।

গোবিন্দচন্দ্র তরফদার (৪৫, ৪৬) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার একজন সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন। ইনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার ডেপুটি কালেক্টরেট অফিসের খাজাঞ্চিগিরি কার্যে নিযুক্ত হন।

গোলোকেশ্বর অধিকারী (১৩৩) : ইনি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের 'ছিকছথ' মাস্টারের পদে স্থায়ীভাবে নিযুক্তি লাভ করেন।

Dhaka University Institutional Repository

গৌর নারায়ণ (১৭) : ইনি একজন সরকারী আমিন ছিলেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

গোরাচান্দ সাহা (৭২) : ইনি একজন সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

চন্দমনি চৌধুরানী (২০) : বগুড়া জেলার মেহমানসাহী পরগনার অন্তর্গত বিরইল মৌজার জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

চন্দ্রকিশোরশর্ম্ম মুনশী (১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪) : বগুড়ার শেরপুরের প্রখ্যাত মুনশী জমিদার পরিবারের অন্যতম জমিদার। ইনি সমাজহিতৈশী ও শিক্ষানুরাগী ছিলেন। শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের প্রতিষ্ঠাতাদের মধ্যে ইনিও একজন। তিনি সর্বসম্মতিক্রমে ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে উক্ত স্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক নিযুক্ত হন। তাঁরই অর্থ সাহায্যে স্কুলের ইমারত নির্মিত হয়।

চন্দ্রমোহনশাহা (৪৭) : ইনি বগুড়া জেলার তপ্পা ইছাহাক নগরের অন্তর্গত শাঁখারি পাড়ার অধিবাসী একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। এই ব্যক্তি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি মালজামিনী পত্রের জামিন্দার ছিলেন।

চিন্তুমণ্ডল (৭৭) :'বার্ব্বকপুর ধর্ম্মপুর' পাড়া নিবসী একজন নিম্নবিত্ত গ্রামবাসী। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ব্রহ্মত্তর ভূমিবিক্রয় কবলাপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

চিমনলাল (চিন্ময়) (৬৮ক) : ইনি সম্ভবত বৃহত্তর রাজশাহী জেলার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

ছিদাম হকার (৪৯) : ইনি খেতলাল থানার হজরতপুর গ্রামের একজন দরিদ্র অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখত পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

জগদম্বা দেব্যা (১০৫, ১০৬) : একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু মহিলা মহাজন ছিলেন। ইনি সুদে বড় অঙ্কের টাকা ধার দিতেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

জগদিশ্বরি দেব্যা (৬৭ক) : ইনি বগুড়া জেলার মেহমানসাহী পরগনাধীন খিয়াইল গ্রামে অধিবাসী ছিলেন। পতি ও পুত্রহীন ছিলেন এবং 'পিলাহাদি' (প্লিহা) রোগগ্রস্থ ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি তার সকল সম্পত্তি হেবা করে দেন।

জগন্যাথ মন্ডল (২৩) : ইনি পরগনা মেহমানসাহীর অন্তর্গত তিরাইল মৌজার একজন প্রজা ছিলেন। ইনি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

জগদ্বন্ধু সাহা (১৩৩) : এনাকে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ফিফ্‌থ মাষ্টার পদে স্থায়ী ভাবে নিযুক্ত করা হয়।

জগমোহন দাস (৯৪) : ইনি বগুড়ার রাজাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি রেহেনি করজখত পত্রের একজন সাক্ষী ছিলেন।

জয়কৃষ্ণগীর গোশাঞ্জী (৯, ১৪) : বগুড়া জেলার শেরপুরের অন্যতম গোশাঞ্জীগীর জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

জয়দুর্গা দ্যাস্যা (৫০) : ইনি বগুড়া জেলার বড়বাজু পরগনাধীন অলয়াবাসী একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার। এই মহিলা সম্ভবত বিধবা ছিলেন। স্বামীর নাম গুরুদাস গুহ। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

জিতু শাহা (৫১) : ইনি বগুড়ার 'এরুলীয়ার' অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখত পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

ডোমন সরদার (৬৬খ, ৬৮খ) : ইনি বোওালীয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ভুমিবিক্রয় কবলাপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

তারাচান্দ মুখোপাধ্যায় (৮২) : ইনি 'বর্দ্ধমান' জেলার বুতীপুর পরগনাধীন জলকুল গ্রামের (বর্তমান কলকাতা, ভারত) একজন সম্ভ্রান্তব্যক্তি ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

তারিনীপ্রশাদ মুখয্যা (৩১) : ইনি একজন পত্তনি জমিদার ছিলেন। ইনি দানিশাব্দ ৯৭ সনে, (ইংরেজি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে) বেঁচে ছিলেন।

ত্রিপুরসুন্দরি দের্বা (১০৯) : একজন সম্ভ্রান্ত বিত্তশালী হিন্দু রমনী। এনার মহাজনী ব্যবসা ছিল। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

দ্বারকানাথ ঘোষ (৩৮খ) : জমিদার বনয়ারী রাম চট্টোপাধ্যায়ের জমানবিশ (ক্যাশিয়ার) ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দ্বারকানাথ চক্রবর্তী (১১৮) : ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে এক রেজলূশন্ অনুসারে এনাকে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের একটিং দ্বিতীয় পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত করা হয়।

দেওান সুর্য্যনারায়ণ মজুমদার (৬১ক) : ইনি 'মুরশিদাবাদের' ঝাউবাড়ীয়ার সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বেই পরলোক প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

নন্দগোপাল মজুমদার (৫২) : পরগনা কাটার অন্তর্গত হাটী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দিনবন্ধু তালুকদার (৮০) : বগুড়া জেলার কাটার মহাল্য পরগনাধীন ঘুবিল গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দীনদয়াল মিত্র (২৬) : পেশায় একজন সেরেস্তাদার ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

দুর্গাকান্তশর্ম্ম রায় (৪০) : হিন্দু জমিদার ছিলেন। বর্তমান বগুড়া জেলার গাবতলী থানাধীন বালিয়াদিঘী (মহিষাবান) ও মালীয়ান ভাঙ্গা অঞ্চল তাঁর জমিদারীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

দুর্গাচরণ পোতদার (৮৩খ) : ইনি বগুড়ার অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

ধলা মাটীয়াল (৬৭ক) : বগুড়ার নিসন্দারা বর্তমান (নিশিন্দারা) গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

নওাই মাটীয়াল (৮) : ইনি কচুগাড়ি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৫ সালের একটি সরেজমিন ভূমি বিরোধ নিষ্পত্তি প্রতিবেদনের সাক্ষী ছিলেন।

নন্দলাল মুখোপাধ্যায় (১৩২) : শেরপুর ডায়মণ্ড জুবিলী স্কুলের হেডমাস্টার মহাশয় শ্যামাকিশোর চক্রবর্ত্তীর অবসরের পর ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে এনাকে মাসিক ৫৫ টাকা বেতনে এক বৎসরের জন্য 'অফিসিয়ারী হেডমাস্টার' হিসাবে মনোনীত করা হয়।

নিতাই সিংহদার (৩৯) : আচলাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি খোশকবলাপত্রের সাক্ষী ছিলেন।

নেপূ মিস্ত্রী (৭৭) : ইনি একজন ভূমি ক্রয়কারী। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

প্রশন্নকুমার ঠাকুর (৪৪) : ইনি একজন সম্ভ্রান্ত কারবারী (ব্যবসায়ী) ছিলেন। বগুড়া জেলার নওদাপাড়ায় এনার কুঠী ছিল। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বনওারিরাম চাটুয্যা/মহারাজা জগইন্দ্র বনয়ারী লাল বাহাদুর (৫, ৬০, ৬৩, ৬৪, ৯০) : একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু জমিদার ছিলেন। মহারাজা, জগইন্দ্র ও বাহাদুর সম্ভবত এনার উপাধি ছিল। পরগনা পোলাদশী ও রংপুর, দিনাজপুর এবং বগুড়া জেলার হিস্যা পরগনা লাট ইনাতপুরের জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বলরাম মযুমদার (২৮) : একজন হিন্দু মহাজন ছিলেন। ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বলরাম সাহা (৭) : ঘোড়াঘাট নিবাসী বলরাম সাহা পেশায় একজন মুহরি ছিলেন। ইনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

বিনোদবিহারী সাহা (১১৬, ১১৭) : ইনি স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইনি ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের পরিচালনা পরিষদের একজন সদস্য ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

ব্রজকিশোর মৈত্র (১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০) : বগুড়া জেলার শেরপুরের অধিবাসী ছিলেন। বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। ১৮৯৫ - ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

ব্রজমোহন রায় (বাবু) (৩৩) : ইনি ও এনার ভ্রাতা বাবু কৃষ্ণকিঙ্কর রায় বগুড়া জেলার 'বার্ব্বকপুর পরগনার' অধিন বোলখুরের জমিদার ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচেছিলেন।

বিশ্বনাথ ভাদুড়ি (৫৬) : ইনি দিনাজপুর জেলার ভাতোড়িয়া পরগনাধীন হালসা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বৈকুণ্ঠনাথ মৈত্রয় (৩৭) : ইনি একজন সদব্রাহ্মণ ছিলেন। আচলাই নিবাসী বিপত্মীক ও নিঃসন্তান সম্রান্ত শ্রীকৃষ্ণসুন্দর ভাদুড়ি এঁকে তার নিজের বাড়িতে সংস্থাপন করেন। পাকা বাড়িঘর ও আসবাপত্র দান করেন এবং জীবিকার জন্য নিজের বেশ কিছু বিষয় সম্পত্তি হেবা করে যান। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বৈষ্টমচরণ কুণ্ড (৬৯খ) : ইনি ফরাসডাঙ্গা গ্রামের অধিবাসী। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি একরার পত্রের সাক্ষী ছিলেন।

ভবানীনাথ চক্রবর্ত্তী (১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের একজন সম্রান্ত বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি দীর্ঘকাল স্থানীয় ঐতিহ্যবাহী শতাব্দী প্রাচীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শেরপুর উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয়ের (শেরপুর ডি,জে হাইস্কুল) ম্যানেজিং কমিটির সম্পাদক ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দের ১ মে শারীরিক অসুস্থতার কারনে তিনি সম্পাদক পদ হতে অব্যাহতি গ্রহণ করেন।

ভবানিনারায়ণ পাল (১১১) : ইনি একজন সম্রান্ত ব্যক্তি। ইনি ১৮০১ খ্রিষ্টাব্দে পৈত্রিক সূত্রে প্রাপ্ত নরদাসী উম্বর ও তার নয় বছর বয়সের কন্যা মছমাত কে সদারাম সম্মন নামক এক ব্যক্তির নিকট ৪০ টাকা মূল্যে বিক্রী করেন।

ভবানীশঙ্কর পাড়ে (৪১, ৪৭) : ইনি (বর্তমান ভারতের) 'মুরশীদাবাদ' জেলার আজিমগঞ্জের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে (বর্তমান বাংলাদেশে) বগুড়া জেলার স্থায়ী ভাবে বসতি স্থাপন করেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে ইনি অসৃপ বিবি ও প্রাণ বিবির জমিদারী সম্পত্তি ক্রয় করে নব্য জমিদার হিসাবে আবির্ভূত হন।

ভাজন প্রামানিক (২৩) : ইনি পরগনা মেহমানসাহীর অন্তর্গত তিরাইল মৌজার একজন প্রজা ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি সরকারী তদন্ত প্রতিবেদনে তার জবানবন্দী গ্রহণ করা হয়।

ভাজনা হরকরা (৪৪) : ইনি রাজাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। সম্ভবত পেশায় ডাক পিয়ন ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি কিস্তীবন্দীপত্রে একজন সাক্ষী ছিলেন।

ভিক্ষাকর শর্ম্ম তালুকদার (৭১ক) : ইনি বগুড়া জেলার মাঝিড়া অঞ্চলের তালুকদার ছিলেন। এনার প্রকৃত নাম 'জয় সঙ্কর', পিতার নাম 'রক্ষ্যাকর তালুকদার'। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

ভুলনমুনী দেব্যা (৪০) : ভবানীশঙ্কর পাড়ের স্ত্রী, ইনি পতিসহ মুরশিদাবাদ হতে বগুড়ায় বসতি স্থানান্তর করেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

ভুস্তুরা সরদার (৪০) : অত্যন্ত ধনবান শ্রীযুতা কত্যায়নী দেব্যার গৃহপরিচালক ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

মলুকচন্দ্র শাহা (৫৮) : ইনি সন্তোষ পরগনাধীন কাজিবাড়ি গ্রামের বাসিন্দা। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি জমীজড়খরিদ কওলাপত্রের একজন নবিশিন্দা ছিলেন।

মনেন্দ্রচন্দ্র দাস গুপ্ত (১১৪) : ইনি ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের (শেরপুর উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়) ৪র্থ শিক্ষক পদে মনোনয়ন পেয়েছিলেন।

মহেশনারায়ণ মুন্সী (১১৫) : ইনি বগুড়া জেলা শেরপুর থানার মুন্সী জমিদার পরিবারের অন্যতম শিক্ষানুরাগী ও দানশীল সদস্য ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে

Dhaka University Institutional Repository

হাইস্কুলের স্কুলঘর নির্মানের খরচ বাবদ তিনি আর্থিক সাহায্য দান করেছিলেন।

মীঠন সরদার (৬৮খ) : বোওালীয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি ভূমিবিক্রয় কবলানামায় ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

মুকুন্দ মোহন সান্যাল (১১৪ - ১৩৩) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৯৫-১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের বিভিন্ন সময়ে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির সদস্য ছিলেন।

মোহন হকার (৭) : ইনি আটগাড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ৩০ বছরের যুবক ছিলেন। তিনি একটি মোক্তারনামার সাক্ষী ছিলেন।

যজ্ঞেশ্বর কুন্ড (১১৯) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের একজন সম্ভ্রান্ত হিন্দু ছিলেন। শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের ম্যানেজিং কমিটির একজন সদস্য ছিলেন। ১৮৯৭ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

রঘুনাথগীর গোশাঞী (১৩, ১৫, ১৬) : ইনি বগুড়া জেলার অন্তর্গত মেহমানসাহী পরগনার ডিহি কচুয়াপাড়ার (বর্তমান শেরপুর/বগুড়া) সন্ন্যাসী জমিদার ডোম্বরগীর গোশাঞীর চেলা (অনুসারী) ছিলেন জমিদারের মৃত্যুর পর তিনি ১৮১৬ খ্রিষ্টাব্দে সরকারি সেরেস্তায় জমিদার হিসাবে নিজের নাম জারি করেন।

রজক প্রামানীক (৭৩খ) : ইনি সাকপালা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

রসমুনী দাস্যা/দেব্যা (৩২) : বগুড়া জেলার শেরপুরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিরক্ষর ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি ডিগরি আদায় রশিদে উক্ত রাসমুনী, হরসুন্দর ও ইন্দ্রমনী দেব্যার কালীর দ্বারা নেশানী করার (টিপসহি) প্রমান মেলে।

রাজগীর গোশাঞী (১২) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের গোশাঞী জমিদার গুরু ভুম্বরগীর গোশাঞীর একজন চেলা (অনুসারী) ছিলেন। ১১২-সংখ্যক পত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা

Dhaka University Institutional Repository

যায়, তার স্বভাব চরিত্র ভাল না থাকায় গুরু মহাশয় তাকে তের্য্য ঘোষণা করেন। তিনি শেলবর্ষের জমিদার 'আমদজুমা' চৌধুরীর মোক্তার নিযুক্তথাকাকালীন মালামালসহ জমীদারপত্নীকে নিয়ে পলায়নরত অবস্থায় দারগা কর্তৃক ধৃত হন এবং ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত হন।

রাধানাথশর্ম্ম চক্রবর্তী (৪২) : ইনি বগুড়া জেলার খাট্টা পরগনার অন্তর্গত কুসুম্বী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ও এনার ভাই গোলকচন্দ্র শর্ম্ম চক্রবর্তী মহাজনের নিকট ঋণগ্রস্ত ছিলেন। ঋণ পরিশোধনিমিত্ত এঁরা পৈত্রিক ১০৬ বিঘা জমি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে সিবানন্দ শর্ম্মন চৌধুরীর নিকট বিক্রি করেন।

রাধারমন মুনসী (১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানার সুপ্রসিদ্ধ ও প্রতাপশালী মুনসী জমিদার পরিবারের একজন উদার, দানশীল ও বিদ্যানুরাগী জমিদার ছিলেন। ইনি শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও দীর্ঘ দিন এই স্কুলের পরিচালনা পরিষদের সদস্য ছিলেন।

রামকৃষ্ণ পোদ্দার (২৪) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার মহীপুর গ্রামের একজন অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

রামকৃষ্ণ মজুমদার (১৯) : ইনি মেহমানসাহী পরগনার তিরাইল মৌজার অধিবাসী ছিলেন। তিনি ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। তিরাইল মৌজায় তার ও শ্রীনাথ মজুমদারের দেবোত্তর সম্পত্তি আছে বলে দাবী করেছিলেন, যদিও সরকারী তদন্তে তা প্রমাণিত হয়নি।

রামজয় শরকার (২২খ) : ইনি পরগনা মেহমানসাহীর অন্তর্গত কাশীমপুরের জমিদার রমানাথ চৌধুরী ও হরকান্ত চৌধুরীর কারপরদাজ ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

রামজীবন বসু (১১) : ইনি পেশায় একজন মোক্তার ছিলেন। ১৮৩১ খ্রিষ্টাব্দে ইনি জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রামতনু শাহা (১১০) ইনি বগুড়া জেলার শেরপুর থানা সদরের অধিবাসী ছিলেন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে স্ত্রী ব্রজ কিশোরী দাস্যাকে দত্তক পুত্র রাখার জন্য একটি অনুমতিপত্র লিখে দেন।

রামবড়ু ভূইত (৮০) : কোদলা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি পত্তনি তালুক কবলাপত্রে ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

রামমোহন (মাঝী) (২৪) : ইনি আচলাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পেশায় একজন মাঝি ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে একটি বায়নানামার সাক্ষী ছিলেন।

রামরত্ন ভূমীক (৬৬ক) : বগুড়া জেলার খাট্টা পরগনাধীন দমদমা গ্রামে অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

রামশ্বরণ প্রামানিক (২২ক) : ইনি পরগনা মেহমানসাহীধীন 'শাগরপুর' গ্রামের একজন সম্ভ্রান্ত বয়োবৃদ্ধ অধিবাসী ছিলেন। তিনি 'শাগরপুর' ও 'ঠাকুরশাহী' মৌজার অন্তর্ভুক্ত লাখেরাজ জমি সংক্রান্ত নানা তথ্য জানতেন। তাঁকে ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দের একটি তদন্ত প্রতিবেদনে সাক্ষী করা হয়েছিল।

রামশীংহ শাহা (৪৩) : ইনি একজন হিন্দু মহাজন ছিলেন। সুদে টাকা ধার দিতেন। ১৮৪৯ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখতপত্রে রামকমলশর্ম্ম ভাদুড়িকে ইনি ৪০ টাকা ধার দিয়েছিলেন।

রামসুন্দর কাসারি (৭৯) : ইনি তেঘরি গ্রামের বাসীন্দা ছিলেন। পেশায় সম্ভবত কাসারি ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে একটি ব্রহ্মোত্তর ভূমিবিক্রয়কবলাপত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

রামশ্রী তালুকদার (৫০) : ইনি জয়দুর্গা দাস্যা ও বরদেস্বরী দাস্যা এবং বরদেস্বরীর নাবালগপুত্র হরিহরগুহর কারপরদাজ (আমলা) ছিলেন। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

রুদ্রকীশোর শর্ম্ম তালুকদার (২৭) : ইনি বগুড়া জেলার স্টেশন আদমদীঘির অন্তর্গত শেলবর্ষ পরগনাধীন বনীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি এবং সম্ভবত এনার ভাই শ্রীনবকৃষ্ণ শর্ম্ম তালুকদার ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে শ্রীকালীচন্দ্র মৈত্রের নিকট হতে অর্থ ধার নিয়েছিলেন।

লালমোহন ভট্টাচার্য (১২৯) : ইনি ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের থার্ড মাস্টার ছিলেন।

শ্যামাকিশোর চক্রবর্ত্তী (১৩২) : ইনি প্রায় দেড় শতাব্দী প্রাচীন শেরপুর ডি,জে হাইস্কুলের একজন প্রথিতযশা প্রধান শিক্ষক ছিলেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে অবসর গ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৫৫ টাকা।

শাতকৈড়ী শাহা (৩৪) : আচলাই গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি বায়নানামার সাক্ষী ছিলেন।

শীবচন্দ্র নেওগী (১০২) : ইনি বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগনাধীন দামাঞ্জী গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। নেওগী পদবি দৃষ্টে অনুমেয় ইনি একজন রাজস্য আদায়কারী ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

শীবনারায়ণ শর্ম্ম মুনশী (৪৫, ৪৬) : ইনি বগুড়া জেলার শেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ প্রতাপশালী জমিদার অনুপনারায়ণ মুনশীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া ডেপুটি কালেক্টরি অফিসের খাজাঞ্চী গোবিন্দচন্দ্র তরফদারের পক্ষে মালজামিনদার হন। দানশীল ও শিক্ষানুরাগী হিসাবেও তাঁর প্রসিদ্ধি ছিল।

শ্রীকান্তগুপ্ত কবিরাজ (৮৭) : ইনি ভারতের নদীয়া জেলার অগ্রদির্খানার অন্তর্গত পলাশী পরগনাধীন নুখুরিয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। পরবর্তীতে বগুড়া জেলার শেলবর্স পরগনার কানাড় গ্রামে বসতি স্থানান্তর করেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

শ্রীকান্ত রায় (৫৭) : ইনি একজন সম্ভ্রান্ত জমিদার ছিলেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

শ্রীকৃষ্ণকীঙ্কর (৮, ১৪, ২০, ২২, ২৩) : ইনি পেশায় একজন সরকারী আমীন ছিলেন। ১৮৪৫ খ্রিষ্টাব্দে মেহমানসাহী পরগনার অন্তর্গত 'খোর্দ্দসীমলা' গ্রামে একটি ব্রহ্মত্তর জমি নিয়ে বিরোধ সংক্রান্ত মামলাসহ বহু মামলার তদন্ত করেছিলেন।

শ্রীধরশর্ম্ম পণ্ডীত (৫৮) : ইনি সম্ভবত পেশায় শিক্ষক ছিলেন। মেহমানসাহী পরগনাধীন 'শীবপুর' গ্রামের বাসিন্দা শ্রীধর পণ্ডীত ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

সতীশচন্দ্র সান্যাল (১২৭ক) : ইনি ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে শেরপুর ডি জে হাইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টার ছিলেন। সে সময়ে তাঁর মাসিক বেতন ছিল ৩৫ টাকা।

সুকটী চকিদার (২১খ) : পেশায় একজন চকিদার ছিলেন। তার কর্মস্থল ছিল বগুড়া জেলার চৌগাও পরগনার পাকুড়িয়া গ্রাম। ইনি ১৮৪৩ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

সুদেবী দাস্যা (৫৩) : ইনি পরগনা 'কাটারমল্লের' অধীন হাটী গ্রামের (বর্তমান হাটিকুমোরোল, সিরাজগঞ্জ) অধিবাসী ছিলেন। তীর্থ (গয়া) গমন উপলক্ষ্যে ইনি হেমলতা দাস্যা ও মাধবনাথ রায় তাদের তালুক সম্পত্তি কিসামত মথুরাপুরের অন্তর্গত গাঁড়াখোলার চড়ায় ও বারিয়াবাড়ির (বর্তমান বেড়েরবাড়ি) চড়ায় মোট ২০ বিঘা জমি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বিক্রী করে দেন। সুদেবী দাস্যা নিরক্ষর ছিলেন। ইনি দলিলে 'কালির নেশানী' (টিপসই) করেছিলেন।

সুরেন্দ্রমোহন মৈত্র (১১৭) : শেরপুর ডি, জে, হাইস্কুলের প্রাক্তন ছাত্র। ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দে তৃতীয় শ্রেণীর (বর্তমান অষ্টম) ছাত্র ছিলেন এবং অল্প নম্বরের জন্য ইংরেজিতে ফেল করায় তাকে অনুগ্রহ নম্বর দিয়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে (বর্তমান নবম) প্রমোশন দেওয়া হয়।

হট্টু নাপীত (৭২) : ইনি পরগনা কাটার মহল্যের অন্তর্গত ধুবিল দক্ষিণ পাড়ার অধিবাসী ছিলেন। ইনি পেশায় একজন নরসুন্দর (নাপিত) ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

হরিশচন্দ্র সান্যাল (১২৬) : বগুড়ার শেরপুরের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ছিলেন। ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দ সহ বিভিন্ন সময়ে ইনি শেরপুর ডি, জে, হাইস্কুলের কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য ছিলেন।

হরিহর গুহ (৫০) : ইনি একজন পিতৃহীন নাবালক জমিদার ছিলেন। পিতার নাম ব্রজনাথ গুহ এবং মাতা বরদেশ্বরি দাস্যা। বগুড়ার বড়বাজু পরগনাধীন অলয়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে বেঁচে ছিলেন।

হারানু প্রামানীক (৯৮) : ইনি বগুড়া জেলার খেহালী গ্রামের বাসিন্দা ছিলেন। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দের একটি করজখতপত্রের ইনি একজন সাক্ষী ছিলেন।

হাড়িনস্য (১) : বগুড়া সদরের কাটনাহার গ্রামবাসী একজন দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

(গ) খ্রিষ্টান নাম :

মিং আর,পী, হারিসন (মিস্টার আর,পি, হ্যরিসন*) (৬৫) : একজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন। ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে তিনি বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা রেজিস্ট্রার ছিলেন (*দ্র: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস, পৃষ্ঠা-১৪৭, ৩৩৭)।

মিং একিল (মিস্টার একিল) (৬১খ) : ইনি 'মুরশিদাবাদের' (কলকাতা) জেলা রেজিস্ট্রার ছিলেন। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বেঁচে ছিলেন।

উলিএমছ পীটর (উইলিয়ামস্ প্রেটার*) (১, ৩৩, ৫৭, ১০১) : ইনি ইংরেজ নীলকর ছিলেন। ইনি ইউনিয়ন (ইওনিয়েন বেঙ্ক) ব্যাঙ্ক এর শেয়ার অংশীদার ছিলেন এবং ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন। উলিএমছ পীটরের মহাজনী কারবার ছিল, তিনি সুদে টাকা ধার দিতেন। ইনি ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের একটি কস্য মালজামানতিপত্রের পত্তনিদার তার ভ্রাতুস্পুত্র মিস্টার জর্জ রুবেল (জার্জ রুবেল পেটর) সাহেবের জামীনদার ছিলেন (*দ্র: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস, পৃ: ১৪৭, ৩৩৭)।

Dhaka University Institutional Repository

জান ক্র্যাফোর্ড ডজশন (জন কেপহুড ডগসন*) (৮৭) : ইনি একজন ইংরেজ অফিসার। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বগুড়ার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট ও জেলা রেজিস্ট্রার ছিলেন (*দ্র: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস, পৃ: ১৪৭, ৩৩৭)।

জার্জ আডলী ইউন (জর্জ আডলি ইউন) (১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৪৩, ৪৫, ৪৮) : ইনি একজন ইংরেজ অফিসার ছিলেন। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বগুড়া জেলা রেজিস্ট্রার ছিলেন।

মেস্তর জার্জ রূবেল পেটর (মিস্টার জর্জ রুবেল প্রেটার*) (৩৩, ৫৭) : জাতিতে ইংরেজ ছিলেন। ইনি জমিদার বাবু ব্রজমোহন রায় ও বাবু কৃষ্ণকিঙ্কর রায়ের পৈত্রিক জমীদারিভুক্ত বগুড়া জেলার বেলপুর মৌজায় অবস্থিত একটি কুঠী তের বছরের জন্য পত্তনি নিয়ে ছিলেন। এঁর চাচা উইলিয়ামস্ প্রেটার একজন নীলকর ছিলেন (*দ্র: প্রভাসচন্দ্র সেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস, পৃ: ১৪৭, ৩৩৭)।

মস্তর তামষ টেলর (মিস্টার টেমস টেলর) (২৬ ক) : ইনি একটিং রেভিনিউ কমিশনার ছিলেন। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে জীবিত ছিলেন।

বিবি বাটন (১) : ইংরেজ মহিলা। ইনি ইউনিয়ন (ইওনিয়েন) ব্যাঙ্কের (১৮৪৭খ্রি) একজন অংশীদার ছিলেন।

মেসীএল কিন্কীং (১) : একজন ইংরেজ। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে তিনি ইউনিয়ন (ইওনিয়ন) ব্যাঙ্কে তাঁর শেয়ারের অংশ বিক্রি করে দেন।

লর্ড রর্বার্ট (১৩২) : ইনি ইংলন্ডের লর্ড ছিলেন। ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দে ইনি দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সভাল-রাজ্যের রাজধানী প্রিটোরীয়া অধিকার করেন। এই বিজয়-আনন্দে ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের ১১ জুন শেরপুর ডি,জে, হাইস্কুল বন্ধ রাখা হয়।

হেনরী রোজ (৯৬খ) : ইনি ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে বগুড়া জেলার একটিং রেজীস্ট্রার ছিলেন।

মি: হেণ্ডির এষ্টক (মিস্টার হেনরি স্টক) (২৯) : ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে ইনি বগুড়া ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড-সুপারেন্টেন্ড ছিলেন।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৪

পত্রসমূহে প্রাপ্ত স্থাননামগুলোর বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অরঙ্গনগর (তপ্পে) (৬৬) : বগুড়া জেলার খাট্টা পরগনাভুক্ত (১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে) অরঙ্গনগর একটি তপ্পা ছিল।

অলয়া (সাকিন) (৫০) : বগুড়া জেলার ধুনট থানাধীন মথুরাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত গ্রাম (আলোয়া)। আয়তন ৫৪৫ একর, লোকসংখ্যা ১৬০০ (প্রায়)। [দ্র: গ্রাম পরিসংখ্যান, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, গ. প্র. বা. স. কর্তৃক প্রকাশিত, ৪১নং সিদ্বেশ্বরী, ঢাকা, ১৯৭৭।(এই পরিশিষ্টের সকল তথ্য উক্ত গ্রন্থ থেকে সংগৃহীত)।]

আএড়া (সাকিন) (৫৭) : দিনাজপুর জেলার ফুলবাড়ি থানাধীন বিনাইল ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (আয়ড়া)। আয়তন ৪৬৫.৮০একর, লোকসংখ্যা ১৫০০ (প্রায়)।

আঁচলাই (সাকিন) : (৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত রায়নগর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ১৭৩.৫৬ একর, লোকসংখ্যা ৩০০০ (প্রায়)।

আদমদিঘি (ইষ্টেশন) (২৭) : বর্তমান বগুড়া জেলার একটি থানা/ উপজেলা।

আড়িয়া (সাকিন) (৭২) : বগুড়া জেলার শাজাহানপুর থানাধীন আড়িয়া ইউনিয়ন। বর্তমানে জায়গাটি আড়িয়াবাজার নামে সমধিক পরিচিত।

আলাদিপুর (সাকিন) (৯৫) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ সদর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম (আলাদীপুর)। গ্রামটির আয়তন ৬৭১.৪৮ একর, লোকসংখ্যা ৩৮০০ (প্রায়)।

আলিগাঁও (মৌজা) (৩৪, ৩৯) : সিরাজগঞ্জ জেলার উল্লাপাড়া থানার অন্তর্ভুক্ত বড় পাঙ্গাশী ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (আলী গাঁ)। আয়তন ৪৬৩ একর, লোকসংখ্যা ১৭০০ (প্রায়)। [উনিশ শতকে বগুড়া জেলার প্রতাপবাজ পরগনাধীন একটি মৌজা ছিল আলিগাঁও]

আশেকপুর (১) : বগুড়া সদর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম (আসেকপুর)। গ্রামটির আয়তন ৩৪৯.২০ একর, লোকসংখ্যা ২৮০০ (প্রায়)।

ইছাদহ (সাকিন) (৭৯) : সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানাধীন ভুবিল ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (ইছিদহ) গ্রামটির আয়তন ১৬৭ একর, লোকসংখ্যা ৫০০ (প্রায়)।

ইছাহাক নগর (তপ্পে) (৪৭) : প্রতাপবাজু পরগনাধীন একটি তপ্পা ইছাহাক নগর। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে তপ্পাটির অস্তিত্ব ছিল।

ইটিদহ (সাকিন) (১০৮) : প্রতাপবাজু পরগনার অন্তর্ভুক্ত ইটিদহ গ্রামটির উল্লেখ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ১০৮-সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

ইনাইতপুর (লাট) (৫) : উল্লাপাড়া (সিরাজগঞ্জ) থানাধীন উল্লাপাড়া ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (এনায়েতপুর) আয়তন ১,০৫৪ একর, লোকসংখ্যা ৫০০০ (প্রায়)।

উদিসা (সাকিন) (৫৫) : চৌগাও পরগনাধীন উদিসা গ্রামটির উল্লেখ ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫৫ সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

উলীপুর (সাকিন) (২৮, ৩২, ৪০, ৮০) : বর্তমান বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার অন্তর্ভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা।

এরুলীয়া (গ্রাম) (৪৭, ৫১) : বগুড়া সদর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম এবং ইউনিয়ন। গ্রামটির আয়তন ৯৩৯.৫২ একর, লোকসংখ্যা প্রায় ৩,৬০০ (প্রায়)।

কচুয়াপাড়া (ডিহি) (৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ২৪) : বর্তমান বগুড়া জেলার শেরপুর থানার বিসালপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আয়তন ৪৭৬.৭৩ একর, জনসংখ্যা ২০০০ (প্রায়)।

কম্বলপুর (মৌজা) (৭২) : প্রতাপবাজু পরগনার অন্তর্ভুক্ত কম্বলপুর মৌজাটির উল্লেখ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৭৮ সংখ্যক পত্রে রয়েছে।

কাটনাহার (১) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার নারহট্ট ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আয়তন ২৬৭.১৯ একর জনসংখ্যা ১২০০ (প্রায়)।

কামালপুর (সাকিন) (৮৫) : সারিয়াকান্দি (বগুড়া) থানার একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। ইউনিয়নটির আয়তন ১৬৭.৬৮ একর, লোকসংখ্যা ১২,০০০ (প্রায়)। [বর্তমান জয়পুরহাট জেলার ধলাহার ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রামের নামও কামালপুর।]

কাসুন্দা (সাকিন) (৫৪) : বগুড়া জেলার আমরুল পরগনাভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

কাল্লীপশী (মোকাম) (৪) : বর্তমানে বগুড়া জেলার শেরপুর থানার কসুম্বী ইউনিয়নভুক্ত পাশাপাশি দু'টি গ্রাম কেল্লা ও পোশী। স্থান দু'টি অত্যন্ত প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী;

বিশেষত মেলার জন্য প্রসিদ্ধ। কথিত আছে গাজিমিঞা নামক একজন ধর্মপ্রচারক (মাদারপীর) ১৬ শতকের পূর্বে কীল্লাপশী নামক স্থানে আস্তানা গাড়েন এবং মেলাভিত্তিক ধর্মমত প্রচার করেন। [দ্র: অধ্যক্ষ মুহাম্মদ রুস্তম আলী, শেরপুরের ইতিহাস, পৃ: ১৬]

কুতুবপুর (সাকিন) (১০৯) : বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি থানাধীন একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন। গ্রামটির আয়তন ২৮৫৩.১০ একর, লোক সংখ্যা ৯০০০ (প্রায়)।

কুন্দগাও (সাকিন) (৯৬ক) : বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানাধীন একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম (কুন্দগ্রাম)। গ্রামটির আয়তন ২১৭৫.৮১ একর, লোকসংখ্যা ৬০০০ (প্রায়)।

কুমরৌল (সাকিন) (৫২খ, ৫৩) : বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানাধীন হাটীকুমরুল একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। (১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে হাটী ও কুমরৌল দুটি ভিন্ন গ্রাম ছিল)।

কুমীরা (মৌজা) (৭৭) : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত ভাতরা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৩৭ একর, লোকসংখ্যা ৯০০ (প্রায়)।

কুসুম্বী (সাকিন) (৪২) : বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানার অন্তর্ভুক্ত আদমদিঘি ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (কুশুম্বী) গ্রামটির আয়তন ৩১৮.৪৮ একর, লোকসংখ্যা ১৪০০ (প্রায়)। (শেরপুর থানার একটি ইউনিয়নের নামও কুসুম্বী)।

কুষটীয়া (সাকিন) (৮৪) : বগুড়া সদর থানার (বর্তমান শাহজাহানপুর থানা) চোপীনগর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম (বৃ কুষ্টিয়া)।

কৈচড় (গ্রাম) (৭৬) : শেলবর্ষ পরগনাধীন একটি উল্লেখযোগ্য গ্রাম।

কোঙরপুর (সাকিন) (৫৭) : সিরাজগঞ্জ জেলার কজিপুর থানাধীন ধামাইনগর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (কোমরপুর)। আয়তন ২৬৯ একর, লোকসংখ্যা ৬০০ (প্রায়)।

কোলাবাড়ি (মৌজা) (৪৭) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৪৭ সংখ্যক পত্রে কোলাবাড়ি মৌজাটির অস্তিত্ব পাওয়া যায়।

কৃষ্ণপুর (সাকিন) (৩৪, ৩৫) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৩২.০২ একর। লোকসংখ্যা প্রায় ১২০০। (বগুড়া সদর থানার এরুলিয়া ইউনিয়নে ও সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানাধীন ধামাইনগর ইউনিয়নেও কৃষ্ণপুর নামক গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে)।

Dhaka University Institutional Repository

খান্দার (সাকিন) (১০১) : বর্তমানে বগুড়া শহরের অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা।

খাড়ুয়া (সাকিন) (৭১) : সিরাজগঞ্জ সদর থানাধীন মেছরা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩১৭ একর, লোকসংখ্যা ২৬০০ (প্রায়)।

খামারকান্দী (গ্রাম) ৪০, ১০৫) : বর্তমান বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও ইউনিয়ন।

খিয়াইল (মৌজা) (৬৭) : বর্তমান সিরাজগঞ্জ জেলার রায়গঞ্জ থানার ধামাইনগর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২১৪ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

খোর্দ্দসীমলা (মৌজা) (৮) : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম সদর থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম (খোর্দ শিমলা)। আয়তন ১২৬ একর, লোকসংখ্যা ৪০০ (প্রায়)।

গণ্ডগ্রাম (সাকিন) (৪৪) : বগুড়া সদর থানাধীন সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৭৯১ একর, লোকসংখ্যা ৫০০০ (প্রায়)।

গাড়ামারা (মৌজা) (৬৩) : গাইবান্ধা জেলার গোবিন্দগঞ্জ থানাধীন শালমারা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩২৬ একর, লোকসংখ্যা ১২০০ (প্রায়)।

গোপালপুর (সাকিন) (১৮) : বগুড়া জেলাধীন শেরপুর থানার খানপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২৬০৭.২৪ একর, লোকসংখ্যা ১৫,০০০ (প্রায়)।

জাঙ্গীরাবাদ (ডিহি) (৩০) : বগুড়া শহরের শিবগঞ্জ সদর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম (জাহাঙ্গিরাবাদ) গ্রামটির আয়তন ৬৪৩.৫৬ একর, লোকসংখ্যা ৩,০০০ (প্রায়)। (অপর একটি জাহাঙ্গীরাবাদ বগুড়া শহরের উপকণ্ঠে বনানীর পশ্চিম পাশের এলাকা)।

জোড়া (সাকিন) (৭৯ খ) : বগুড়া জেলার শাহাজানপুর থানার অন্তর্গত আসেকপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। এখানে একটি মাদ্রাসা ও দুটি হাইস্কুল রয়েছে। গ্রামটির আয়তন ১১৮২.৯৪ একর, লোকসংখ্যা ৫,০০০ (প্রায়)।

চক কাতুলী (মৌজা) (৪৭) : বগুড়া জেলার গাবতলী থানাধীন নাড়ুয়ামালা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৫৩২.১৩ একর, লোকসংখ্যা ২,৬০০ (প্রায়)।

চক রত্নেশ্বর, চক রত্নেস্বর (সাকিন) (৩৯, ৯৯) : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত বুরাইল ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৭৫ একর, লোকসংখ্যা ৪০০ (প্রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

চকলোকমান (সাকিন) (৬২ খ) : বগুড়া শহরের একটি মহল্লা। মহল্লাটি সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এর আয়তন ১২১.৭৬ একর, লোকসংখ্যা ২,০০০ (প্রায়)।

চলীতাবাড়ী (সাকিন) (৭৮) : বগুড়া জেলার প্রতাপবাজু পরগনাধীন চালীতাবাড়ী একটি গ্রাম।

চুপীনগর,চোপীনগর (সাকিন) (২৭, ৯৭) : বগুড়া জেলার বর্তমান শাহাজানপুর থানার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম ও ইউনিয়ন (চোপীনগর)। গ্রামটির আয়তন ৩৮৬.১৩ একর, লোকসংখ্যা ৩,০০০ (প্রায়)।

চেলোপাড়া (সাকিন) (৭৫খ) : বগুড়া শহরের পূর্বাংশে করেতোয়া নদীর পূর্বতীর ঘেষে চেলোপাড়ার অবস্থান। এর আয়তন ৫৮ একর, লোকসংখ্যা ৩,০০০ (প্রায়)। চেলোপাড়া সাবগ্রাম ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত।

ছাতীন (গ্রাম) (৯৪) : বগুড়া জেলার ধুনট থানাধীন মথুরাপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (ছাতিয়ানী) আয়তন ৫১৩.৪৬ একর, লোকসংখ্যা ২,০০০ (প্রায়)।

ঠনঠনিএগ্রা (সাকিন) (৭৬) : বগুড়া শহরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। এটি একটি সমৃদ্ধ মহল্লা (ঠনঠনিয়া)। মহল্লাটি সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। আয়তন ২০২.৫০ একর, লোকসংখ্যা ১৬০০ (প্রায়)।

ডালমরা (সাকিন) (৪২) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৪২ সংখ্যক পত্রে ডালমরা গ্রামটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

ঢাকস্তা (সাকিন) (৭০খ) : বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন মালঞ্চ ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩৫৭.০৪ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

তালদিঘী (সাকিন) (১০৭) : ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ১০৭ সংখ্যক পত্রে তালিদিঘী গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে।

তালোড়া (সাকিন) (৯৬খ) : বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানাধীন একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ১২৯৮.১১ একর, লোকসংখ্যা ১০,০০০ (প্রায়)।

তিরাইল (মৌজা) ১৯, ২৩) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন ভবানীপুর ইউনিয়নভুক্ত গ্রামটির বর্তমান নাম তিরইল। গ্রামটির আয়তন ৪০৮.৮৬ একর, লোক সংখ্যা ১,০০০ (প্রায়)।

তেথুলিয়া (মৌজা) (১৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার বিসালপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটির বর্তমান নাম তেঁতুলিয়া। গ্রামটির আয়তন ৫৩৬.৮১ একর, লোকসংখ্যা ৯০০ (প্রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

ত্রিকুটটোলা (সাকিন) (৬৫) : বগুড়া জেলার প্রাচীন নগরী শেরপুরের একটি বিলুপ্তনাম মহল্লা। শেরপুরে বর্তমানে তিনটি টোলা নামের অস্তিত্ব আছে। মিঞাটোলা-বর্তমান আলিয়া মাদ্রাসা অঞ্চল, পাঠানটোলা-বর্তমান হাম্ছায়াপুর ও বর্তমান খন্দকারটোলা। ত্রিকুটটোলা সম্ভবত আশপাশেরই কোন মহল্লার নাম ছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৬৫-সংখ্যকপত্রে ত্রিকুটটোলার অস্তিত্ব লক্ষযোগ্য।

দমদমা (সাকিন) (৬৬, ৬৮) : বগুড়া জেলার নন্দীগ্রাম থানার অন্তর্ভুক্ত ভাতরা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২৮৯ একর, লোকসংখ্যা ৫০০ (প্রায়)।

দসটীকা (সাকিন) (৯২, ১০৩) : বগুড়া সদর জেলার অন্তর্ভুক্ত নুনগোলা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (দশটিকা)। গ্রামটির আয়তন ৫৫৬ একর, লোকসংখ্যা ২১০০ (প্রায়)।

দানিশনগর (চাকলে) (৫, ৩৮) : পোলাদশী পরগনাধীন এই গ্রামনামের উল্লেখ রয়েছে যথাক্রমে ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খিষ্টাব্দে লিখিত উল্লিখিত ৫ ও ৩৮-সংখ্যক পত্রদ্বয়ে।

দামাঞী (সাকিন) (১০২) : শেলবর্ষ পরগনাধীন একটি সমৃদ্ধ জনপদ দামাঞীর উল্লেখ ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ১০২ সংখ্যক পত্রে রয়েছে।

দামুয়া (সাকিন) (৪০) : দামুয়া গ্রামনামটির উল্লেখ ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৪০-সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

দিঘাপতিয়া (মোকাম) (১২) : নাটোর জেলায় অবস্থিত একটি ঐতিহাসিক স্থান। নাটোরের দিঘাপতিয়ায় রানী ভবানীর রাজপ্রাসাদ বর্তমানে উত্তরা গণভবন নামে খ্যাত।

দুবচেছয়া (সাকিন) (১০২, ১০৪) : বগুড়া জেলার বর্তমান দুপচাঁচিয়া থানাধীন দুবচাঁচিয়া ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৬৯৪.২৫ একর, লোকসংখ্যা ৬,০০০ (প্রায়)।

দেহড় (গ্রাম) (৬২) : বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন মুরইল ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (দেওড়)। গ্রামটির আয়তন ২০৭.১৯ একর, লোকসংখ্যা ১২০০(প্রায়)।

ধর্ম্মপুর (সাকিন) (৫৮) : সন্তোস পরগনাধীন ধর্ম্মপুর গ্রামটির অস্তিত্ব ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫৮-সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

ধিয়ার (সাকিন) (৫৬) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫৬-সংখ্যক পত্রে এই গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে।

ধুবিল (সাকিন) (৭২) : রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থানার ভুবিল ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৩৯ একর, লোকসংখ্যা ২৮০০ (প্রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

নওয়াপাড়া প্রেমপুর (সাকিন) (৪৮) : বগুড়া জেলার লস্করপুর পরগনার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম।

নশীপুর (গ্রাম) (৪৭) : বগুড়া জেলার গাবতলী থানাধীন একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩৩৮৩.৫৫ একর, লোকসংখ্যা ১০,০০০ (প্রায়)।

নিত্যানন্দবাদ (চাকল) (৫, ৩৮) : পোলাদশী পরগনাধীন চাকলে নিত্যানন্দবাদের উল্লেখ পাওয়া যায় যথাক্রমে ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫ ও ৩৮-সংখ্যক পত্রদ্বয়ে।

নিসুন্দারা/ নিশিন্দারা (সাকিন) (৪১, ৮৯) : বর্তমানে বগুড়া শহরের একটি মহল্লা। এটি বগুড়া সদর থানাভুক্ত একটি ইউনিয়নও বটে। এর আয়তন ৯০৯.৬৬ একর, লোকসংখ্যা ১৫,০০০(প্রায়)।

পদুমপাল (সাকিন) (৮৫) : সিরাজগঞ্জ সদর থানাধীন বহুলী ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। আয়তন ২২৬ একর, লোকসংখ্যা ১,০০০ (প্রায়)।

পাওগাছা (তরফ) (৭৫) : বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া থানাধীন গুনাহার ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৫১.৭০ একর, লোকসংখ্যা ৩,১০০ (প্রায়)।

পাকুড়িয়া (সাকিন) (২১, ৩২) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন দেউলী ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (পাকুরিয়া)। গ্রামটির আয়তন ৪৭৪.৯১ একর, লোকসংখ্যা ২,৫০০ (প্রায়)।

পাকৈড় (সাকিন) (১০০) : শেলবর্ষ পরগনাভুক্ত পাকৈড় একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ১০০ সংখ্যক পত্রে এই গ্রামনামটির উল্লেখ রয়েছে।

পীপড়া (গ্রাম) (৬২) : বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন দুর্গাপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (পিপড়া)। গ্রামটির আয়তন ২৩৮.৮৪ একর, লোকসংখ্যা ১২০০ (প্রায়)।

পীরইল (গ্রাম) (২০, ২১) : বর্তমানে বগুড়া জেলার শেরপুর থানার মির্জাপুর ইউনিয়নভুক্ত গ্রাম (বিরইল)। গ্রামটির আয়তন ৪৮৮.২১ একর, লোকসংখ্যা ১৪০০ (প্রায়)।

পেচুল (সাকিন) (১০, ৮৪খ) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন বিসালপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। কুসুম্বী ইউনিয়নেও আর একটি পেচুল গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে।

পোড়াবাড়ী (সাকিন) (৬১খ) : সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানাধীন মাইজবাড়ি ইউনিয়নের অন্তর্গত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২৯০ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

ফুলদিঘি (সাকিন) (৯৬খ, ১১২) : বগুড়া সদর থানার সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি মহল্লা। এর আয়তন ৪৩৬.৩৯ একর, লোকসংখ্যা ১৮০০ (প্রায়)।

বড়বীলা (মৌজা) (২৫) : বগুড়া জেলার ধুনট থানার গোসাইবাড়ি ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৬০০.২৮ একর, লোকসংখ্যা ৩২০০ (প্রায়)।

বরর্দ্ধনকুঠী (সাকিন) (৭৩) : গাবতলী থানার সোনারায় ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (সর্ধনকুটী)। আয়তন ৭৮১ একর, লোকসংখ্যা ৪,০০০ (প্রায়)।

বসীপুর (সাকিন) (৬৮খ) : বগুড়া জেলার আদমদিঘি থানাধীন সান্তাহার ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (বশীপুর)। আয়তন ৭৪০ একর, লোকসংখ্যা ১০০০ (প্রায়)।

বাইগনী (সাকিন) (৬০) : বগুড়া জেলার গাবতলী থানার দূর্গাহাটা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ১০২৪.৫০ একর, লোকসংখ্যা ৫,০০০ (প্রায়)।

বাজীতনগর (এলাকা) (৯৯) : গাইবান্ধা জেলার সাঘহাট্টা থানাধীন কচুয়া ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (বাজিতনগর) গ্রামটির আয়তন ১০২৮ একর, লোকসংখ্যা ২,০০০ (প্রায়)।

বার্ব্বকপুর (কিসামত) (৭৫, ৭৭) : বগুড়া সদর থানার নিশিন্দারা ইউনিয়নভুক্ত বার্ব্বকপুর বর্তমানে বগুড়া পৌরসভার অধীন একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা। গ্রামটির আয়তন ১৪৬৫.৭০ একর, লোকসংখ্যা ২০,০০০ (প্রায়)।

বালিয়াদীঘি (১১৩) : গাবতলী (বগুড়া) থানার একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৭৪২৩ একর, লোকসংখ্যা ১০,০০০ (প্রায়)।

বাসবাড়ীয়া (মৌজা) (৬৫) : ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে ৬৬ সংখ্যক পত্রে গ্রামটির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়।

বেটখৈর (সাকিন) (৬৭) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন সীমাবাড়ি ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪৪৪ একর, লোকসংখ্যা ২২০০ (প্রায়)।

বেহার (তরফ) (৯২) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম (বিহার)। গ্রামটির আয়তন ৮২৬.৭০ একর, লোকসংখ্যা ১১০০ (প্রায়)।

বোওালীয়া (সাকিন) (৬৬খ) : সিরাজগঞ্জ জেলার কাজিপুর থানার অন্তর্গত তাড়াশ ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (বোয়ালিয়া)। আয়তন ৬৪৬ একর, লোকসংখ্যা ৪,০০০ (প্রায়)।

বৃন্দাবন পাড়া (সাকিন) (২৯) : বর্তমান বগুড়া শহরের উত্তর অংশের একটি প্রসিদ্ধ মহল্লা।

ব্রজপুর (মৌজা) (৫৪) : বগুড়া জেলার আমরুল পরগনাভুক্ত একটি মৌজা।

ভবানীপুর (সাকিন) (৩৪, ৩৫, ৭০) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ও ইউনিয়ন।

Dhaka University Institutional Repository

ভাগ-সুন্দর (মৌজা) (৫৪) : বগুড়া জেলার আমরুল পরগনাধীন একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৫৪ সংখ্যক পত্রে মৌজা ভাগ-সুন্দরের উল্লেখ রয়েছে।

মথুরাপুর (কিসামত) (৫২, ৫৩) : ধুনট (বগুড়া) থানাধীন মথুরাপুর একটি ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২৮৬.৯৭ একর, লোকসংখ্যা ১০০০ (প্রায়)। রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থানাধীন নলকা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রামের নামও মথুরাপুর।

মহিপুর (সাকিন) (১১, ২৪) : বর্তমানে বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত গাড়িদহ ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম। আয়তন ৪৯১.২১ একর, লোকসংখ্যা ২,০০০ (প্রায়)। এই গ্রামে শেরপুরের অন্যতম গোশাঞ্রীগীর জমিদার ভুম্বরগীর গোশাঞ্রীর সমাধি আছে।

মহিশাবান (সাকিন) (৪০, ১১৩) : বর্তমান বগুড়া জেলার গাবতলী থানার অন্তর্গত একটি ইউনিয়ন ও বর্ধিষ্ণু গ্রাম (মহিষাবান)। গ্রামটির আয়তন ১২২১.৬৪ একর, লোকসংখ্যা ৬,০০০ (প্রায়)।

মহেষবাথান (কিশামত) (৭৪) : বগুড়া জেলার কাহালু থানাধীন বিরকেদার ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ২৮০.০৯ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

মাচগ্রাম (৩২) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৩২ সংখ্যক পত্রে মাচগ্রাম গ্রামটির উল্লেখ রয়েছে।

মাজবাড়ি (মৌজা) (৪৭) : বগুড়া জেলার গাবতলী থানার নসিপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। একই নামে সারিয়াকান্দী থানার ফুলবাড়ী ইউনিয়নে একটি গ্রামের অস্তিত্ব বিদ্যমান আছে।

মাটীয়ান (সাকিন) (১৫, ১৬) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানার অন্তর্ভুক্ত কিচক ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (মাটিয়ান)। গ্রামটির আয়তন ৪৪৭.৫৫ একর, লোকসংখ্যা ৩৩০০ (প্রায়)। (দিনাজপুর জেলার বিরল থানাধীন ধামইর ইউনিয়নেও মাটিয়ান নামক একটি গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে)।

মানিক চক (সাকিন) (৯৩, ৯৪) : বগুড়া সদরের রাজাপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি মহল্লা। আয়তন ১৪১.৮৬ একর, লোকসংখ্যা ৯০০ (প্রায়)।

মালতীনগর (সাকিন) (৯০খ) : বর্তমান বগুড়া শহরের অন্যতম একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা। মহল্লাটি সুলতানগঞ্জ ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। এর আয়তন ৩০৫.৩২ একর, লোকসংখ্যা ২০০০ (প্রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

মালিগাঁতী (সাকিন) (৫৪) : বগুড়া জেলার বড়বাজু পরগনাধীন একটি গ্রাম।

মালীয়ানডাঙ্গা (গ্রাম) (৪০) : বগুড়া জেলার গাবতলী থানার বালিয়াদিঘি ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম।

মিঞাটোলা (সাকিন) (৪) : ৪-সংখ্যক পত্রে ১৮৬৭ খ্রিষ্টাব্দে এই গ্রামটির অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যাচেছ। বর্তমানে বগুড়া জেলার শেরপুর পৌরসভার অন্তর্গত খন্দকারটোলার দক্ষিণপাশে মিঞাটোলা অবস্থিত।

মিরগ্রাম (সাকিন) (১০১) : তালুকজয় পরগনার অন্তর্ভুক্ত মিরগ্রাম একটি সমৃদ্ধ জনপদ।

মেঘাগাছা (সাকিন) (৩৮খ) : ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৩৮-সংখ্যক পত্রে উল্লিখিত মেঘাগাছা একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম।

ম্রজাপুর/মৃজাপুর (মৌজা) (১৭, ২১, ২৬) : বর্তমান নাম মির্জাপুর। বগুড়া জেলার শেরপুর উপজেলার একটি ইউনিয়ন ও সমৃদ্ধ গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৬২৬.৪৮ একর, লোকসংখ্যা ৩০০০ (প্রায়)।

রঙ্গরেজটোলা (সাকিন) (৬৫) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার ইতিহাস-বিস্মৃত একটি মহল্লা। বর্তমানে শেরপুরে মিঞাটোলা, পাঠানটোলা ও খন্দকারটোলার অস্তিত্ব থাকলেও রঙ্গরেজটোলার অস্তিত্ব বিলুপ্ত। রঙ্গরেজটোলা নামকরণে সহজেই অনুমেয় যে, এটি একটি নির্দিষ্ট পেশাজীবীদের (যারা রং-এর কাজ করে) বসবাসের মহল্লা ছিল। ১৮৫০ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৬৫-সংখ্যক পত্রে প্রাপ্ত এই রঙ্গরেজটোলা শেরপুর (কশবে শেরপুর) নগরীর প্রাচীনত্বের অন্যতম স্মারক। কসবা অর্থ: নগর।ভিন্ন ভিন্ন পেশাজীবীদের নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মহল্লা, প্রাচীন নগর-পরিকল্পনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

রাজাপুর (সাকিন) (৪০) : বর্তমানে বগুড়া শহরের একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা। বগুড়া থানাধীন রাজাপুর একটি ইউনিয়ন। এর আয়তন ২৭২.৪৯ একর, লোকসংখ্যা ১২০০ (প্রায়)।

রাজারামপুর (সাকিন) (৪৯) : দিনাজপুর জেলার বিজাবগা পরগনাধীন একটি গ্রাম।

রায়মঝিড়া (মৌজা) (৭১ক) : বগুড়া সদর থানাধীন লাহিড়ীপাড়া ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম (রায়মাজিরা)। গ্রামটির আয়তন ২৭৩.৭৪ একর, লোকসংখ্যা ১৮০০ (প্রায়)।

রুদ্রবাড়ীয়া (তরফ) (১০৬) : বগুড়া জেলার ধুনট থানার চৌকিবাড়ি ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৪১৫.৪৬ একর, লোকসংখ্যা ১৫০০ (প্রায়)।

Dhaka University Institutional Repository

শাখারিপাড়া (সাকিন) (৪১) : বগুড়া সদর থানাভুক্ত একটি প্রসিদ্ধ মহল্লা।

শীবপুর (সাকিন) (৫০, ৫৮) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত গাড়ীদহ ইউনিয়নভুক্ত একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম (শিবপুর)। গ্রামটির আয়তন ৩৪৫.৭৮ একর, লোকসংখ্যা ১৫০০ (প্রায়)।

শুজাপুর (সাকিন) (৫২) : রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থানার নলকা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (সুজাপুর)। গ্রামটির আয়তন ৩৬৮ একর, লোকসংখ্যা ১৫০০ (প্রায়)।

শেরপুর (২, ৩, ৯, ২৮, ৩২, ৬৫, ১১৪, ১৩৩) : বগুড়া জেলার অন্যতম থানা ও পৌরসভা শেরপুর একটি প্রসিদ্ধ ও সুপ্রাচীন নগরী। ১৫৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রচিত আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে শেরপুরের উল্লেখ রয়েছে। বলাহয় শেরশাহের নামানুসারে শেরপুরের নামকরণ করা হয়েছে। ১৮৫০ খিষ্টাব্দে লিখিত ৬৫ সংখ্যকপত্রে 'কশবে শেরপুরের' উল্লেখ পাওয়া যায়। কশবা অর্থ নগর; অত্যন্ত সুপরিকল্পিত নগরের নামের পূর্বে (১৭/১৮ শতকে) কশবা শব্দটি ব্যবহৃত হত।

শোনাকান্দী (সাকিন) (৭০খ) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন পিরব ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (সোনাকান্দি)। গ্রামটির আয়তন ১২৬.০৩ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

শোমস্‌পাড়া (সাকিন) (৪০) : তেগাছী পরগনাধীন শোমস্‌পাড়া গ্রামটির অস্তিত্ব ১৮৪৮ খ্রিষ্টাব্দে লিখিত ৪০-সংখ্যক পত্রে পাওয়া যায়।

শোলাগাড়ি (গ্রাম) (৭৯) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কিচক ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (সোলাগাড়ী)। গ্রামটির আয়তন ৬২০.১০ একর, লোকসংখ্যা ১৪০০ (প্রায়)। বিহার ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত অপর আর একটি সোলাগাড়ী গ্রামের অস্তিত্বও পাওয়া যায়।

সাখারিকোলা (কিসামত) (৭৩) : প্রতাপবাজু পরগনাভুক্ত একটি জনবহুল গ্রাম।

সাগরপুর/শাগরপুর (মৌজা) (২১, ২২, ২৬) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানার অন্তর্গত মির্যাপুর ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৩৬৭.৩৬ একর, লোকসংখ্যা ৮০০ (প্রায়)।

সিবগঞ্জ/ শিবগঞ্জ (৩০) : বগুড়া জেলার অন্তর্গত একটি থানা বা উপজেলা।

সুতরাপুর (সাকিন) (৭৩) : বগুড়া শহরের অন্তর্ভুক্ত একটি মহল্লা।

Dhaka University Institutional Repository

সেকেরকোলা (সাকিন) (৮৩) : পোলাদশী পরগনাভুক্ত একটি জনবহুল গ্রাম।

যুবিল (সাকিন) (৮১) : বগুড়া জেলার শেরপুর থানাধীন একটি প্রসিদ্ধ গ্রাম।

হরিপুর (সাকিন) (৭৮) : বগুড়া জেলার শিবগঞ্জ থানাধীন কিচক ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (হরিপুর)। গ্রামটির আয়তন ৩৫৩.৭৫ একর, লোকসংখ্যা ২৪০০ (প্রায়)। (কাহালু থানার দুর্গাপুর ইউনিয়নেও হারিপুর নামক একটি গ্রামের অস্তিত্ব রয়েছে)।

হাটী (সাকিন) (৫২, ৫৩) : বর্তমানে রায়গঞ্জ (সিরাজগঞ্জ) থানাধীন হাটিকুমরুল ইউনিয়ন ও গ্রাম। গ্রামটির আয়তন ৭৭৮ একর, লোকসংখ্যা ২৬০০ (প্রায়)।

হামচাপুর (সাকিন) (৬৫) : বগুড়া জেলার শেরপুরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একটি বর্ধিষ্ণু মহল্লা (হামছায়াপুর)। এর পূর্বনাম ছিল পাঠানটোলা।

হালসা (সাকিন) (৫৬) : দিনাজপুর জেলার নওয়াবগঞ্জ থানাধীন ভাতুরিয়া পরগনার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম।

হেলঞ্জাপাড়া (সাকিন) (১১০) : বগুড়া সদর থানাধীন মাদলা ইউনিয়নভুক্ত একটি গ্রাম (হেলেঞ্জাপাড়া) আয়তন ২১২.৪৬ একর, লোকসংখ্যা ১৪০০ (প্রায়)।

হোপ (মৌজা) (৬, ৭) : দিনাজপুর জেলার ঘোড়াঘাট পরগনার অন্তর্গত একটি মৌজা বা গ্রামের নাম। ১৮৪৭ খ্রিষ্টাব্দে হোপনামক মৌজাটির অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৫

পত্রসমূহে প্রাপ্ত বিশিষ্ট আঞ্চলিক শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অতি জরদা (২২) : জর্দা; সুগন্ধি মসলাযুক্ত তামাক পাতাচূর্ণ। (এখানে) পাঠ-অনুপযোগী জীর্ণ চিঠি বা কাগজকে 'অতিজরদা' বলা হয়েছে।

এক হামতাম (৯) এক ছামতাম (২৪) : এক গোত্র বা গোষ্ঠীভুক্ত, একহাম বা একছাম বলতে এক সমাজভুক্ত বুঝায়।

এউনা (এউনাকারণ) (৯, ১০) : এইকারণ।

ওান (৬২) : বিঘা বা একরের মত ভূমির পরিমাণ বিশেষ। আঠার-উনিশ শতকে বগুড়া অঞ্চলে জমির পরিমাণ নির্দেশে ওান (ওয়ান)-এর প্রচলন ছিল। ১৮ ইঞ্চি = ১ হাত হিসাবে এরূপ ৭৫ হাতবর্গে এক বিঘা এবং ১ বিঘার ২২৫/২৫৬ = ১ ওান (ওয়ান)। [দ্র: প্রভাসচন্দ্রসেন বি.এল. বগুড়ার ইতিহাস (বগুড়া পুনর্মুদ্রণ ২০০০, প্রথম প্রকাশ - ১৯১৩) পৃ: ১৫৯]

ওসার (২৯) : চওড়া, প্রশস্ত।

ঔনীষ সও (৪৯) : উনিশ 'শ, (১৯০০ সংখ্যার আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

কচায়ল (ক্যাচাল) (৬৫) : ঝগড়া বা বিবাদ।

কুটী (৫৭) : কোটা, কুঠরী, প্রকোষ্ঠ, ঘর, পাকা বাড়ি, দালান।

কম্পানিকল (৪০) : ব্রিটিশ আমলে কোম্পানি প্রবর্তিত ছাপানো টাকা। (এখানে) ছাপাকলে তৈরী টাকাকে বুঝানো হয়েছে।

কোম্পানী শীক্কা (৫৯) : কোম্পানির মুদ্রা, ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি প্রবর্তিত মুদ্রা।

ক্ষেমৃতা (৫৭) : ক্ষমতা (আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

ক্ষেমবান (৩০) : ক্ষমতা সম্পন্ন, (এখানে) ক্ষমতা দেওয়া অর্থে ব্যবহৃত।

খাদা, পাখি (১১৩): জমির পরিমাণ বিশেষ; ১ বিঘার ৬৩৮২৫/৬৪০০ = ১ পাখি এবং ১৬ পাখিতে এক খাদা।

খেতী (৫৭) : ক্ষতি, লোকশান।

চান্দা (১১৮) : চাঁদা, কোন বিশেষ কাজ সাধনের জন্য অনেক লোকের নিকট থেকে সংগৃহীত অর্থ সাহায্য (ফা) চান্দাহ।

Dhaka University Institutional Repository

চেলা (১০, ১৩): পুত্র, শিষ্য, শাগরেদ, অনুচর (এখানে) বগুড়া জেলার শেরপুরের সন্ন্যাসী শ্রেণীর 'গীর-গোশাঞ্জী' অকৃতদার জমিদারের শিষ্য বা অনুচরদের চেলা বলা হত।

চৌয়াল্লীস (৮৪) : চুয়াল্লিশ (৪৪ সংখ্যাটির আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

ছাড়িয়াদেওয়া (৬৫) : বিবাহ বিচ্ছেদ, স্ত্রী পরিত্যাগ (Divorce) তালাকের বিকল্প হিসাবে বহুল প্রচলিত আঞ্চলিক শব্দ।

ছাপপন্ন (৬৭), ছাপন্ন (৬৮) : 'ছাপ্পান্ন' (৫৬ সংখ্যাশব্দের প্রাচীন ও অঞ্চলিক উচ্চারণ)।

জাইত (৯) : জাত, বংশ। (এখানে) ঐতিহ্য বা প্রচলিত নির্দিষ্ট রীতিপদ্ধতি বুঝাতে 'জাইত' শব্দটির প্রয়োগ বিশেষ ভাবে লক্ষ্যযোগ্য।

জিউনী (১৮) : জেলে বা মাঝি সম্প্রদায়।

জেতক-সেতক (৪০) : জে-পর্যন্ত সে-পর্যন্ত।

জোএ (৯৩) : জোগাড়, সংগ্রহ, জোটানো।

ডাক (স্ত্রী=ডাকিনী) (৬৫) : সম্প্রদায় বিশেষ (যারা যাদুবিদ্যায় পারদর্শী)।

তেত্তিস (৬৮) : তেত্রিশ (৩৩ সংখ্যার আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

দাম (৮৪) : পদবি বা উপাধি বিশেষ।

দাব্যা (৩২) দেব্যা (৪১): 'দেবী' শব্দের অশুদ্ধ কিন্তু প্রাচীন কালে প্রচলিত রূপ।

দাষ্যা (৩২) দাস্যা (৫০) দাশী (৬১) : 'দাসী' শব্দের অশুদ্ধ কিন্তু প্রাচীন কালে প্রচলিত রূপ।

নইরাশ (৩০) নৈরাস (৬৭) : নিরাশা, আশাহীনতা, নৈরাশ্য।

নাজাই, লাজাই (৯৩) : ঘাটতি বা কমপরা (Short fall)

নিশা (১৩, ১৫, ১৬) : শেষ, অবসান।

নেওগী (১০২), (১০৪) : নিয়োগী নবাব/সরকারের কর্মের পুরস্কার স্বরূপ সম্মানাত্মক উপাধি বিশেষ; প্রশাসনিক পদবি রূপেও ব্যবহৃত হত, রাজস্ব আদায়কারীকে নেওগী বলা হত।

পালান (১১৩) : গৃহ সংলগ্ন ক্ষুদ্র ভূমিখণ্ড। (স) প্রাঙ্গণ> পালন।

পোচপান্ন (৬২) : পঞ্চান্ন (৫৫ সংখ্যা বা অঙ্কের আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

পোন্দর (৫৬) পোন্দ্র (১০৪) : পনের (১৫ সংখ্যার প্রাচীন ও আঞ্চলিক উচ্চারণ)।

পোলাপান (২) : ছেলেপিলে বা সন্তান-সন্ততি,(স,পুত্র> পো+ লা+পান)। (এখানে) উত্তরাধিকারী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

বাজার গল্প (১১৮) : গুজব, (Remour)।

ভূমীক (৬৬, ৬৮) ভূইত (৮১) : উপাধি বিশেষ, ভূস্বামী, ভূঁইয়া।

রঙ্গরেজটোলা (৬৫) : রং এর কাজ করে এমন পেশাজীবীদের পাড়া বা আবাসস্থল।

শ্রীশ্রীজাহান (৯৪) : দুনিয়ার মালিক তথা আল্লাহ অর্থে ব্যবহৃত। [প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজে, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে লেখা শুরু করা হত সাধারণত শ্রীশ্রীদুর্গা, শ্রীশ্রীকালী, শ্রীশ্রীহরি প্রভৃতি 'মঙ্গলাচরণ' দিয়ে। সেক্ষেত্রে শ্রীশ্রী-জাহান যেমন ব্যতিক্রম, তেমনি মুসলিমঐতিহ্যেরও স্মারক।]

সুকী (৭০) : সিকি, $^{১}/_{৪}$ অংশ।

হওনে (৭৭) : হওয়াতে।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৬

পত্রসমূহে প্রাপ্ত আরবি, ফারসি ও হিন্দি শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

অলিয়ত (৩০) : জিম্মা, অভিভাবক, কতৃত্ব (আ) অলায়াতুন্/ বেলায়াতুন্।

আঞ্জাম (৯) : নির্বাহী, সরবরাহ, বন্দোবস্ত; (ফা)।

আরজদাস্তফিদ্বি (৯, ২৪) : আপনার একান্ত অনুগত; প্রাচীন দরখাস্ত বা আবেদপত্রের ভাষা। (আ)।

আরজি (৮) : আবেদনপত্র, দরখাস্ত, প্রার্থনা, অনুরোধ; (আ), (ফা)।

আরাজীয়াত (৪২) : মাটি, ভূখণ্ড, ভূমি, দেশ, মেঝে, হালকা সবুজ পাতাওয়ালা এক প্রকার বৃক্ষ। (আ), আরাজীউন্, আরজিইয়াতুন।

আলাহিদা (৩) : আলাদা, পৃথক, স্বতন্ত্র; (আ) আলাহিদাহ্।

আয়মা (৬২) : পুরস্কার স্বরূপ বিনামূল্যে প্রাপ্ত জমি। মুসলিম নবাব বা সম্রাটগণ কর্তৃক ধর্মপ্রচারাদি সৎকর্মের জন্য বা ধর্মপরায়ণ মুসলিমগণকে প্রদত্ত নিষ্কর জমি। (আ)।

ইজারা (৪) : বন্দোবস্ত, ভূমি- ভোগাধিকার স্বত্ব। (আ), (ফা)।

ইবনে (৬, ৫৮) : পুত্র; (আ) ইব্ন।

ইয়াদিকির্দ (১,৩১, ৬৩, ৯৪) : স্মরণার্থলিপি, স্মারকলিপি; (ফা); Memorandum ; স্মরণার্থ যে কাগজে কিছু লেখা হয়।

ইশাদী, ইসাদ, (১, ৫, ৭, ৩২, ৩৪) : সাক্ষী, witness (ফা), (আ)।

উছিতরফ (৯২) : অছি, নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার জন্য নিযুক্ত অভিভাবক (আ)।

উছীয়ান (৪৫) : অছি, ওছি, তত্ত্বাবধায়ক, অভিভাবক, trustee ; (আ)।

উলদে (৫৮) : ওয়ালেদ, পিতা; (আ)।

একরর (২) : চুক্তি; (আ)।

এজমালী (৭১, ১০৮) : পাঁচ জনের অধিকারভুক্ত, সাধারণ (আ) ইজমাল্ (অর্থ) একত্র করা।

এত্তেলানামা (২১), ইত্তেলা (৬৪) : বিজ্ঞাপন, লিপিবদ্ধ বর্ণনা, সমন; (আ), ইত্তিলা।

এলাকা (৪), ইলাকা (৮৪) : অঞ্চল, প্রদেশ; সংস্রব, : সম্বন্ধ। (আ), ইলাকাহ। এলাকা ও ছরকার নাহি (১১২); (এখানে) সংস্রব বা সম্বন্ধ নেই অর্থে।

এস্তাহার (৯৪) : ইশতাহার, ইস্তাহার (১০) প্রচারপত্র, বিজ্ঞাপন, নোটিশ (আ), ইশ্তিহার।

ওাদা (৩) : প্রতিজ্ঞা, প্রতিশ্রুতি, অঙ্গীকার (আ), বাদাহ্।

ওান (৫৫) : ঐ, পূর্বেকার, বাসগৃহ সংলগ্ন সবজিবাগান, ভিটা; (ফা) অন্/ভন্ (এখানে) জমির পরিমাণ বিশেষ বগুড়া জেলার শেলবর্ষ পরগণায় ১৮ ইঞ্চি= ১হাত হিসাবে এরূপ ৭৫ হাত বর্গে এক বিঘা এবং ১ বিঘার ২২৫/২০৬=১ওান (ওয়ান) এই ভূমির পরিমাণ প্রচলিত ছিল। [দ্র:প্রভাসচন্দ্রসেন প্রণীত বগুড়ার ইতিহাস, পৃ: ১৫৯]

ওাপোষ (৫, ৮৬) : পাল্টা, ফেরত (ফা), বাপস্।

ওারিশআন (৩৭) : বংশধরগণ, উত্তরাধিকারীগণ; (আ)।

ওাশীল (৩) : আদায়, পাওনা; (আ)।

কবলা (১,৫৪, ৬৬) : বিক্রয় পত্র, ক্রয়-বিক্রয়ের দলিল (আ)।

কবিলা-কেতকি (বিবি) (১২) : উপযুক্ত লায়েক ;(এখানে) কেয়া ফুলের মত যুবতী স্ত্রী (আ), (স)।

কবুলিয়ত (৪) : খাজনা দেবার চুক্তিপত্র; (আ)।

করজখত (৩) : ঋণ বা টাকা ধার নিয়ে যে খত বা স্বীকারপত্র (আ)। কর্জ।

কশবে (৬৫) : কসবা, সমৃদ্ধ বসতি, পরিকল্পিত, নগর, শহর, তুর্কিত আমলের ছোট প্রশাসন কেন্দ্র। (এখানে) 'কশবেশেরপুর' তথা নগর বা শহরশেরপুরকে নির্দেশ করেছে। (আ), কস্‌বাহ।

কানুন [১২(খ)] : আইন, বিধি; (ফা) কানুন/ গানুন।

কারপরদাজ (৫০) : কর্মচারী, তত্ত্বাবধায়ক, যে কাজ তদারক করে, ভৃত্য; (ফা)।

কাবেজ (৬, ৩৬) : আয়ত্ব, করতলগত; (আ), কবজ।

কিফাইত (৬৪) : পর্যাপ্ত, যথেষ্ট (আ) ।

কিস্তীবন্দী (৫) : ঋণ পরিশোধের দেয় টাকা ইত্যাদির অংশ, নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট বা অল্প পরিমাণ ঋণ পরিশোধের অঙ্গীকারনামা (আ) ।

কেতা, কীতা (১) : খণ্ড, ভাগ, ভূমিখণ্ড, গোছা, পঙ্ক্তি (আ) কিতা।

ক্রোক (৬২) : দেনার দায়ে সম্পত্তি আটক (আ), করক্।

ক্ষেওনাত (৮৩) : ক্ষতি, বিশ্বাসঘাতকতা, গচ্ছিত দ্রব্য আত্মসাৎ; (আ), খিয়ানত।

খরিদার (৭) : যে খরিদ করে, ক্রেতা, খদ্দের (ফা) খরীদ।

খাদমদার (২) : যে খেদমত করে, সেবক, ভৃত্য, সেবাইত, খাদ্য পরিবেশক; বিনয় প্রকাশেও অনেক ক্ষেত্রে নামের পূর্বে খাদেম লেখা হয়। (আ), খাদিম।

খালাস (১২) : ছাড়, মুক্তি, খালি, শুণ্য, ছাড়পত্র; (আ)।

Dhaka University Institutional Repository

খোদাওন্দা (১০) : প্রভু, দীনদুনিয়ার মালিক, কর্তা, মনিব, মহান আল্লাহ; (ফা), খুদা।

খোরপোষ (১২) : খাদ্য ও বস্ত্র, গ্রাসাচছদন, খোরাক-পোশাক, (ফা)।

গয়রহ্ (৮) : ইত্যাদি, প্রভৃতি, অন্যান্য অপরাপর (আ) বগায়রাহ্।

গুজরান (৭) : যাপন, অতিবাহন, নির্বাহ; (ফা)।

চাকরান (৫) : ভৃত্যের ভরণপোষনার্থ প্রদত্ত জমি (ফা)।

চাহরম [১২(খ)] : চতুর্থ; (ফা) চাহারম।

জওজে (৩০) : জওজ, স্বামী; (আ) জওজ।

জবানবন্দী (৮) : সাক্ষ্য; আদালতে হাকিমের সামনে হলফ করার পর যা বলা হয়; (আ)।

জাবেদা (৩) : আইন, বিধান, দৈনিক হিসাবের পাকা খাতা; (আ)।

জায়দাদ [৪৫(ক)] : অতিরিক্ত, বর্ধন; (ফা) যীয়াদাত।

জিম্মা (৪) : হেফাজত, তত্ত্বাবধান, সংরক্ষণ; (আ), যিম্মাহ্।

জেরবার [১১২(খ)] : পর্যুদস্ত, হয়রান, নাকাল; (ফা)।

জেহ্রাত (৯) : জহরত, মণিমাণিক্য (আ) জাওহারাত্।

জোনাবেআরজ (১০) : সম্মানসূচক, সম্বোধন বিশেষ; Your Excellency. (আ)।

ঝুটা-বাতিল (৩৫) : মিথ্যা, নামঞ্জুর, অগ্রাহ্য, নাকচ; (হি), (আ)।

তছরূপ (৬, ৯, ৪৬) : অপচয়, ক্ষতি, চুরি, অপব্যবহার; (ফা)।

তজদিক, তছদিক [২৭, ৩১(ক)] : সত্যায়ন, প্রমাণিত; (ফা) তাস্দীগ।

তজবিজ (১২) : বিচার, অনুসন্ধান, খোঁজ, তল্লাস, অনুমোদন, ব্যবস্থা; (আ)।

তদবিয়াত (২৫) : প্রতিকার, আরোগ্য, লিপিবদ্ধকরণ, সংকলন, নথিভুক্তকরণ, নিবন্ধন; (আ) তদবিয়ান্।

তপ্তীস (৮) : খোঁজকরা, পরিদর্শনকরা, পরীক্ষা-নিরীক্ষাকরা, অনুসন্ধান, তালাশ;(আ) তাফ্তীশ।

তফাওৎ (৭০) : তফাত, দূরত্ব, পার্থক্য, প্রভেদ, ব্যবধান, পৃথক; (আ) তফাবুত।

তবদিল (৫), **তব্দিল** (১২), **তপদিল** (১৩) কর্তন, পরিবর্তন, পরিত্যাগ; (আ)।

তমশুক (২৮) : ঋণস্বীকারপত্র, বন্ধকনামা, বন্ধকিখত, mortgage deed (আ) তমস্সুক।

তলব (৮) : ডেকে পাঠানো, হাজির হবার আদেশ, ডাক, আহব্বান; (আ)।

তহ্কিক (৪৫), **তহকীক** (২৬) : তদন্ত; (আ)।

তাএদাদ (২৬) : সংখ্যা, হিসাব; (আ)।

Dhaka University Institutional Repository

তাদোমজিস্ত [৭৫(ক)] : সমগ্র জীবন; (ফা) তা-পর্যন্ত, দোম-নিঃশ্বাস, জিস্ত-জীবন; (এখানে) তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ফারসি শব্দের একত্র-প্রয়োগ ঘটেছে।

তালুকাত (১২) : ভূ-সম্পত্তিসমূহ, জমীদারিসমূহ; (আ) তালুকাআত।

তাহুত (১৩) : অঙ্গীকার, প্রতিশ্রুতি, প্রদেয় কর, চুক্তিপত্র, খাজনা, ইজারা; (আ)। নিচে বা নিম্নের অংশ, (ফা) তাহ্‌ৎ।

তেজারতি-করজাদী (১০) : ব্যবসা সংক্রান্ত ঋণ; (ফা)।

দরখাস্ত (৪) : আবেদনপত্র, আরজি, Application; (ফা)।

দরিয়াপ্ত (৮) : অনুসন্ধান, খোঁজ, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা। (ফা), দরিয়াফত্‌।

দস্ত-আন্দাজ (৫) : হস্তক্ষেপ; (ফা) দস্‌তআন্‌দায।

দস্তবদস্ত (১,৩, ৬, ৫৪) : হাতে হাতে; (ফা)।

দস্তাবেজাত (১৮) : কাগজাত, দলিলসূত্রে; (ফা)।

দাদখা (১২) : বিচার প্রার্থী; বিচারালয়; (ফা) দাদ্‌গা।

দেনমোহর (৭৫) : মুসলিম বিবাহে স্বামী স্ত্রীকে যে-অর্থ দিতে অঙ্গীকার করে; (আ), দায়ীনমহর।

দেহেন্দা (২৭) : প্রদানকারী; (ফা) দাহান্‌দে।

দৌলত (১০) : ঐশ্বর্য, ধনরত্ন, সম্পদ; (আ)।

ডৌইল (৪৭) : সুন্দর, সুন্দরভাবে, সুবন্দোবস্ত; (হি)।

নবিশীন্দা (৩০) : মুনশি; Scribe যে কেরানি পত্রাদি লেখে (ফা)

নাচারি [অবস্থা] (৪৪): উপায়হীন, নিরুপায়, নিঃসহায়, অসহায়তা (আ),(ফা) লা-চারহ> লাচার।

নিশাদিহী (৪৫) : জবাবদিহি; (আ)।

নিস্পী (৫৫) : অর্ধেক, অর্ধাংশ, দু'ভাগের এক ভাগ; (ফা) নেস্‌ফ।

নেজারতি (৮২) : ছুতার, সুত্রধরের কাজ (এখানে) কাঠের কাজ বুঝিয়েছে; (আ) নেজারতুন্‌।

নেশানী ৫৩ (খ) : নিশানা, চিহ্ন, স্বাক্ষর, চিহ্নিত; (এখানে) নিরক্ষর লোকের টিপসহিকে বুঝানো হয়েছে (কালি দ্বারা নেশানী করা); (আ)।

প্যাদা (৪) : পত্রবাহক, চাপরাশি, পাইক; (ফা) পিয়াদাহ।

পরওর (৯) : প্রতিপালক, পালনকর্তা আল্লাহ; (ফা)।

পয়দা (৬২) : জন্ম, উৎপত্তি, উদ্ভব, উৎপাদন; (ফা)।

পয়স্তী (৫, ৩৮) : নদী ভাঙ্গনের স্থানে পুনরায় চর জাগা (ফা)।

ফারগতি (ফারখতি) (২৭) : ছাড়পত্র, সম্বন্ধচ্ছেদ; (আ)।

Dhaka University Institutional Repository

ফিদবি (৮) : অনুগত, বংশবদ। (আ) ফিদ্‌বী।

ফিরিস্তি (১৪) : ফর্দ, তালিকা, সূচিপত্র, বর্ণনা; (ফা) ফিহরিস্ত।

ফি-সত (৪৮) : প্রতিশত; (ফা)।

ফেরার (৫৬) : পলাতক, নিখোঁজ, লুকায়িত; (আ) ফিরার।

ফেরেপ (১২) : প্রবঞ্চনা, জুয়াচুরি, জাল, ধূর্তামি, ঠগ, জালিয়াতি; (ফা) ফেরেব।

ফৌত (১৩, ১১২) : মৃত্যু (ফা)।

বকলমে-দস্তখত (৪৯) : যে ব্যক্তি লিখতে জানেনা তার প্রতিনিধিরূপে অপর ব্যক্তি কর্তৃক নামসহি; (ফা), (আ)।

বরকন্দাজ (১৮) : বন্দুকধারী সিপাই, দেহরক্ষী; (আ) বরক + (ফা) আন্দাজ।

বরখেলাপ (৩৩) : অন্যথা, ব্যতিক্রম; বিরুদ্ধ আচরণ; (ফা)।

বরাওদ্দে (৯৪) : বরাদ্দ, নির্ধারিত, নির্দিষ্টপরিমাণ অর্থ; (ফা)।

বয়নামা (৬৪) : অগ্রিম মূল্যপ্রদান, মূল্য নির্ধারণ করে কিয়দংশ অগ্রিম দান বা গ্রহণ করে ক্রয় বা বিক্রয়ের অঙ্গিকার (ফা)।

বহাল তবিয়ত (৬) : সুস্থ দেহ, শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা; (আ)।

বাগাত ও তালাব (৫) : বাগান ও পুকুর; (আ)।

বাদায় (ব + আদায়) (৫) : সংগ্রহ, উশুল করা; (ফা), (আ)।

বাস্তীদুরস্তী [৪৫(ক)] : সাধুতা, সততা, ন্যায়পরায়ণতা; (ফা) দেরোস্‌তী। (এখানে) বিশ্বস্ততারসঙ্গে অর্থে প্রযুক্ত।

বিন্তে (৭৫) : কন্যা; (আ)।

বিলকুল (১২) : স্রেফ, একদম, সম্পুর্ণ, সমুদয়; (আ)।

বেবাক (৩) : সমস্ত, (ফা); (আ)।

বেহুদ্দা-বেমুদ্দা (৪) : বেহায়া নির্বোধ; বরখেলাপ; প্রতিকুল আচরণ (এখানে) শর্ত না মানা অর্থে ব্যবহৃত; (ফা)।

মউছুফ, মৌছুফ (৯) : উপরিলিখিত, পূর্বোক্ত; (সম্মানার্থে কোন ব্যক্তির উল্লেখস্থলে দলিলে ব্যবহৃত হয়); (আ) মৌসুফ।

মওক্কলাকৃত (৬) : ক্ষমতা প্রাপ্ত, উকিল বা এজেন্ট নিয়োগকারী; (আ) মুত্তয়াক্কাল।

মওাজি-মায়জনা (৬, ৪১) : মোট, সাকল্য, একুন; (আ)।

মকরর (১০) : চিরস্থায়ী ভূমি বন্দোবস্ত; (আ) মুকররকী।

Dhaka University Institutional Repository

মছিহা [১৮৪৭] (৫) : হযরত ঈসা (আ:), আল্লাহর বাণী প্রচারক; (এখানে) খ্রিষ্টাব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত; (আ), মসীহ্‌।

মজকুর (৬) : উল্লিখিত বিবরণ, পূর্বোক্ত, উল্লিখিত; (আ)।

মজমুন-ওাকীপ (১৮) : বিষয়বক্তব্য, সারকথা, বর্ণিতবিষয়; (আ)।

মনকজি (১১) : সমাপ্ত, শেষ, অতিক্রান্ত বিগত, গত; (আ) মুনকাজী, মুনকাদী।

মপস্বল (১২) : নগরের বহির্ভূত স্থান, গ্রাম্য প্রদেশ; (আ), মুফস্‌সল।

মবলগ (১, ২, ৩, ৭, ৫৪) : নগদ টাকা, মোট; (আ)।

মসুহক/ মশুহক (৩৯), (৬২) : উপস্থিতি, হাজিরি (আ) মশ্‌হাদ, স্বত্ব, অধিকার, অংশীদার; (ফা) মাস্‌স + হক্‌। এখানে ভূইফোড় দাবিদার অর্থে।

মাদরে (৩২), (৫০) : মাতা; (ফা), মদার (ই) Mother.

মায়-বৃক্ষাদি (৬) : বৃক্ষসকলসহ; (আ), (স)।

মায়মিতী (১০০) : সমুদয় মাস; (ফা)।

মালগুজারি (৫) : ভূমিকর, খাজনা; (ফা)।

মহাবমাহা (১৩) : মাসেমাসে (ফা)।

মিরাস-জোত (৫৩) : ওয়ারিশি সম্পত্তি, উত্তরাধিকারসূত্রে পাওয়া জমি; (আ), মিরাছ।

মিলকিয়ত (৪৫) : মিলিক বা মিল্ক (Milk) হচেছ, নিষ্কর-লাখেরাজ কোন ভু-সম্পত্তি; (ই), (ফা)।

মুছল্যম (৫৫) : এককালে, একবারে, গোটা, সমস্ত; (আ) মুসল্লম।

মুতালক (১০) : অধিন, সংযুক্ত, সংক্রান্ত, সম্পর্কিত; (আ) মুতলক।

মেকদার (৩১) : পরিমাণ, পরিমাপ বা হার; (আ)। পরিমাণ, সংখ্যা, অংশবিশেষ (ফা) মেগ্‌দার।

মোওাফিক (৭০) : মাফিক, অনুসারে, অনুযায়ী, মতন; (আ)

মোকনসি (১২) : ক্ষমতা, যোগ্যতা, আশ্রয়, উদ্ধার; (আ) মুক্‌নাতুন, মাকনাসুন।

মোকররি (৭৩) : নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে দখলকৃত জমি; (আ) মুকররর।

মোতফা (৫০) : মোতফিয়ান (৫৫), মৃত, নির্বাপিত, (আ) মুতাফা/ মুত্‌ফা। পরলোকগত; (ফা) মোতাভাফ্‌ফা।

মোক্তারনামা (৭) : মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য ক্ষমতাদানের দলিল; মোক্তার নিয়োগপত্র Power of Attorney (আ)।

মোজাহেম, মুজাহিম (১১) : প্রতিবন্ধক, আপত্তি, স্বত্বের দাবিদার; (আ)।

মোতাবেক অঞীন (৪০) : আইন অনুসারে, নিয়ম মাফিক; (আ)।

Dhaka University Institutional Repository

মোদ্দতে-মিঞাদে (৪) : কার্যকাল, মেয়াদীসময়, সময়ের ব্যপ্তি; (ফা)।

মোনশেফ (৪৫), মনছফ (৬২) : মুনসেফ, ইনসাফ করেন যিনি, দেওয়ানী আদালতের বিচারক (আ) মুনসিফ।

মোলাহেজা (১২, ১১২) : মনোযোগের সাথে দেখা, চিন্তা করে দেখা, বিচার বিবেচনা, পর্যবেক্ষণ; (আ) মুলাহিজাহ্।

মৌরুসি (২) : ওয়ারিশ সূত্রে প্রাপ্ত, প্রজন্ম ক্রমে ভোগ করা হয় এমন, খাজনার বিনিময়ে পুরুষানুক্রমে বন্দোবস্ত; (আ) মব্রুছী।

য়োজর (২) : ওজর, আপত্তি, ছল, বাহানা; (আ)।

রাজী-শাকের (৫) : সম্মত, স্বীকৃত, খুশিরাখা; (স), (ফা)।

রেহান (২৮) : বন্ধক, ধার; (আ) রহ্ন।

রোবকারী (১৩, ২৬) রুবকারী (২১) : আদালতের বিচার বিবরণী, মোকদ্দমা বা মামলার, কার্যবিবরণী আদেশপত্র, হুকুমনামা; (ফা)।

রোয়দাদ [২৬(ক)] : বিচারের রায়; (ফা) রায় + দাদ।

রোসন [১২(খ)] : আলোকিত, উজ্জ্বল, পরিস্কার; (ফা) রোওশান।

লওাজিমা (১১২) : প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সঙ্গের জিনিসপত্র, জমিদারির কাগজপত্র; (আ) লব্য়াজিমা।

লাখেরাজ (৫) : নিষ্কর জমি, যে জমির জন্য খাজনা দিতে হয় না (আ), লা-খারাজ।

লায়েক (১২) : সাবালেগ, উপযুক্ত; (আ)।

শনব্বসন, শনবসন (২) : প্রতি বৎসর, Annually (আ)।

শন-শদর (১, ২৭) : হাল বা বর্তমান সাল; (আ)।

শনাছাইতে (৪৪) : প্রতি বছরে, বার্ষিক, বর্ষে-বর্ষে; (আ)।

শলন্দ [৩১(ক)] : বাৎসরিক, প্রতি বৎসর; (ফা) সালানে।

শহিশীক্কা (১৩) : আসল মুদ্রা, বাদশাহী মুদ্রা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির টাকা (আ)।

সরায়ত (৩৩) : শরিয়ত, ইসলামী বিধানাবলী, ইসলামী কানুন বা জীবন বিধান; (আ)।

সাকিন (৩) : ঠিকানা, নিবাসস্থান; (আ)।

সালিয়ানা (১৬) : বার্ষিক, বাৎসরিক খাজনা, (ফা) সালিয়ানহ্।

সেরস্থা (১২) : দপ্তর, অফিস, আদালত (ফা) সুরিশাতাহ্।

সেলামত (৯) : মঙ্গল বা শুভ; (ফা)।

হকদার (১০) : ন্যায্য অধিকারী, উচিত দাবিদার; (আ)।

হক-পয়হাল (১১) : ন্যায্য অধিকার নষ্ট করা; (আ), (ফা)

হক্কে (৭৫) : ন্যায্য, ন্যায্যকথা, প্রকৃত সত্য, খাঁটি; (আ)।

হদুদবহদুদ (৫), হদ্দওবহদ্দ (৩৮) : শেষ সীমা, চরম, চূড়ান্ত; (আ:), (কা)।

হলফ (১, ৩৭, ৩৯) : দিব্য, শপথ, সত্য বলার জন্য যে শপথ করা হয়; (আ) হ্লফ।

হাকিমানহুকুম (৬৪) : বিচারকের নির্দেশ; (আ), হাকিম।

হাজীরান-মজলিস (৫৯) : উপস্থিত জনতা, আগত লোকজন, সভা; (আ)।

হাদার (৮২) : অপচয়, ক্ষতি, নষ্ট, অকেজো; (আ)।

হামছায়া (৮, ২২) : প্রতিবেশী (ফা)।

হাম-তাম (৯) : একত্র, সম, সমান; (ফা)।

হিন-হিয়াত, হিন-হায়াতি (১২, ১০৫) : জীবনকাল, বেঁচে থাকা পর্যন্ত; (ফা) হায়াত।

হিস্যা, হিছ্যা, (৫, ১০, ৫৫) : প্রাপ্য অংশ বা ভাগ, অংশীদার, ভাগিদার। (আ) হিস্সাহ।

হুকুম-ফরমাইয়া (১৯) : আজ্ঞা, আদেশ (আ), (ফা)।

হেবানামা (৯) : দান বা উপহার সংক্রান্ত পত্র বা দলিল; (আ)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৭

পত্রসমূহে প্রাপ্ত কিছু বিকৃত ইংরেজি শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

আকট্যবর (১), আক্টবর (১), আকটোবর (৬১) আক্তুবর (১০৪) : অক্টোবর মাস (October), ইংরেজি বর্ষের দশম মাসের নাম।

আপীস (৭৮), আপীশ (১২০) : অফিস (Office), দপ্তর, কার্যালয়।

ইওনিয়েন (১) : ইউনিয়ন (Union) ঐক্য, মিলন, সমিতি, সংঘ।

ইঙ্গরাজী (২৩) : ইংরেজি (English) ইংরেজ সম্বন্ধীয়, ইংরেজ জাতি ।

ইজসরি, ইজটরি (৭), রেজীষ্টরি (১, ৩২, ৫২, ৮০) : রেজিস্ট্রি (Registry) নিবন্ধন, (এখানে) নিবন্ধনকরা অর্থে ব্যবহৃত।

ইষ্টামিট (২৯) : এস্টিমেট (Estimate) ব্যয়, মূল্য, আকার ইত্যাদি হিসাব করা।

উলিএমছ (১) : উইলিয়াম (William) ব্যক্তির নাম বিশেষ।

একটীন (২৬), একটীঙ্গ (৯৬) (Acting) সাময়িকভাবে অন্যের দায়িত্বে অধিষ্টিত।

এন্টান্স পরীক্ষা (১১৫) : এন্ট্রান্স (Entrance) প্রবেশিকা পরীক্ষা, মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রথম পরীক্ষা, বর্তমানে (S.S.C) সমতুল্য পরীক্ষা।

এপ্রেল (৫২, ১২০) আপরেল (৬২) : এপ্রিল (April) মাস, ইংরেজি বর্ষের চতুর্থ মাসের নাম।

এষ্টেশন (২৮) : স্টেশন (Station) রেলগাড়ি, বাস বা অনুরূপ যানবাহন ছাড়ার বা থামবার স্থান। (এখানে) প্রাচীন থানা বা মহকুমা বিশেষ।

ক্লেক্টারি (১২), কালেষ্ট্ররি (৮০) : কালেক্টরেট (Collectorate) The office or jurisdiction of a collector রাজস্ব আদায় প্রতিষ্ঠান।

কমপুনী (৩), কুমপানি (৫৬), কর্পনী (১০৩), কমপপানি (১০৪), কম্পনি (১০৬) : টাকা, কোম্পানি (Company) পুরোনাম ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি। এই কোম্পানি প্রবর্তিত টাকার দেশীয় নাম ছিল কোম্পানি টাকা।

গবনরমিন্ট (২৬), গবর্ণমেন্ট (১১৫): গর্ভর্ণমেন্ট (Government) সরকার।

ছিকছথ মাষ্টার (১৩৩) : সিকস্থ মাস্টার (Sixth master) ষষ্ঠ শিক্ষক।

জানওারি (১), জানুয়ারী (January) মাস : ইংরেজি বর্ষের প্রথম মাসের নাম।

জান্টু-মেজষ্টর (১২), মেজেষ্টর (৪৬) : ম্যাজিস্ট্রেট (Magistrate) প্রশাসক।

Dhaka University Institutional Repository

টেকষ (১৫) : ট্যাক্স (Tax) কর বা খাজনা।

ডিকিরি (৬৯) : ডিক্রি (Decree) আদালতের হুকুম বা নিস্পত্তি ও নির্দেশ,বিচারকের আদেশ।

ডিপোটী কালেট্টর (১৪) : উপ-সংগ্রাহক (Deputy Collector) রাজস্ব আদায়কারী অফিসার।

ডিসমীল (১০৮) : ডেসিমাল, decimal দশমিক।

ডেবিডেন্ট (১): ডিভিডেন্ড (Dividend) লভ্যাংশ, যৌথ ব্যবসায়ে লভ্যাংশ রূপে প্রদেয় অর্থ।

দিজম্বর (১৩) ডিশাম্বর (৪৬) : ডিসেম্বর (December) মাস। ইংরেজি বর্ষের দ্বাদশ মাস।

নবমবর (৩৪), নবেম্বর (১২২) : নভেম্বর (November) মাস। ইংরেজি বর্ষের একাদশ মাসের নাম।

প্রাইভিট পড়ানো (১১৮) : প্রাইভেট টিউশন (Private tuition) ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাদান।

ফারম (১২৫) : ফর্ম (form) মুদ্রিত চিঠি বা ছক কাটা কাগজ।

ফিস (১১), ফিশ (১০১) : ফি (Fee) পারিশ্রমিক বেতন, দর্শনী, দেয়ক।

ফেবওয়ারি (২৪), ফেবরওারি (৩১) : ফেব্রুয়ারী (February) মাস, ইংরেজি বর্ষের দ্বিতীয় মাসের নাম।

বারেন্ডা (৪৭) : ভেরান্ডা (Veranda) বারান্দা, অলিন্দ।

বিলের মুদ্রা (৯৩) : রশিদ (Bill), রশিদে উল্লেখিত টাকা।

বেঙ্ক (১) : ব্যাঙ্ক (Bank) পুজি রক্ষক, যেখানে টাকা আমানত রাখা হয়।

মেই (৫,৪১,৫০,৫৫) : মে (May) মাস। ইংরেজি বর্ষের পঞ্চম মাসের নাম।

মেস্তর (১) : মিস্টার (Mister) জনাব, পুরুষের বংশনাম বা পদের পূর্বে যোজিত খেতাব।

রিজলিউশন (১২০) : রেজলূশন্ (Resolution) প্রস্তাব, সিদ্ধান্ত।

রেজষ্টর (১), রেজীষ্টর (৩২, ৫২, ৭৮) : রেজিস্ট্রার (Registrar) দলিলপত্র বা তালিকাদি সংরক্ষণের দায়িত্বে নিয়জিত ব্যক্তি।

রেপট (২৬) : রিপোর্ট (Report) প্রতিবেদন।

রেবনিয় কমীশনরি (২৬) : রেভেনিউ কমিশন (Revenue Commission) রাজস্ব কমিশন।

শুপ্রেনন্টেনডেন্ট (২৯) : সুপারিনটেন্ডন্ট (Superintendent) তত্ত্বাবধায়ক।

শেটাম্প (৫), ইষ্টাম্প (৩১, ৫০, ৫২) : স্ট্যাম্প (Stamp) টিকেট (এখানে) দলিলপত্র লিখবার উপযোগী বিশেষ ছাপানো মোহরকৃত কাগজ।

শেতাম্বর (৪৫, ৫৮, ৬০) : সেপ্টেম্বর (September) মাস, ইংরেজি বর্ষের নবম মাসের নাম।

সাবরেজেস্টার (১২৭) : সাব-রেজিষ্ট্রার (Sub-registrar) উপভূমি-দলিল কর্মকর্তা।

সিএর (১) : শেয়ার (Share) অংশ, হিস্যা, ভাগ, অংশভাগ।

সেক্রেন্টরী (১১৯) : সেক্রেটারি (Secretary) সম্পাদক।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট - ৮

পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সংক্ষেপিত শব্দের বর্ণানুক্রমিক তালিকা

ইং (১৮) (= ইংরেজি) : ইংরেজ সম্বন্ধীয়, ইংরেজের পঞ্জিকানুযায়ী, খ্রিষ্টীয় বর্ষগণনানুসারে (ইংরেজি নববর্ষ)।

ইউ (৩২) (= আডলী) : নামের সংক্ষেপাংশ (জার্জ আডলী ইউন)।

এং (৭২, ৮২) (= এজেন) : মুনশী, এটি একটি পেশা সংক্রান্ত পদবি ছিল, (স্বাক্ষর গ্রহণকারী কেরানীকে এই নামে অভিহিত করা হত) (আ)।

কিং (১১২) (=কিসামত) : খণ্ডঅংশ, (এখানে) গ্রাম বা মৌজার প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত, (আ)।

কিং, কীং (১৫) (= কিস্তী) : কিস্তীবন্দী, কয়েক দফায় ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা, ক্রমে ক্রমে টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি বা চুক্তিপত্র, (ফা)।

কোং (৮৩) : (= কোম্পানী), (Company) বণিক সংঘ, ভারতবর্ষে ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানির শাসনকাল অর্থাৎ ইংরেজ আমল।

খাঁ (৮) (= খান) : পাঠানদের উপাধি, মুসলিমদের সম্মান সূচক উপাধি বিশেষ, বংশের পদবী, সাহেব, বাহাদুর (ইংরেজ আমলে সরকার কর্তৃক মুসলমানদের প্রদত্ত সম্মানসূচক উপাধি : (ফা) খান, খাকান, (তু) কাকান।

জি: (৩২) (=জর্জ) : ইংরেজ নামের পূর্বে ব্যবহৃত উপাধি বা খেতাব বিশেষ।

তে, তেং (৮, ১৪) তাং, (২২খ) (=তেরিখ) : 'তারিখ'- শব্দের তেং প্রাচীন বাংলা রূপ (আ) তাওয়ারিখ>তারিখ।

নং (৫) (= নম্বর) : (Number), সংখ্যা, অঙ্ক, পরিমাণ, (ই)।

পাং (৬), পং, পরং, (১০৩) (= পরগনা) : কতগুলো গ্রামের সমষ্টি, জেলার অংশ। (ফা) পরগনাহ্।

প্রাঃ (৮) (= প্রামানিক) : নেতা, মোড়ল (হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে বংশের পদবী বিশেষ)। (স) প্রমাণ + ইক।

বং (১১) (= বকলম) : কিছু লিখবার বিষয়ে প্রতিনিধিত্ব, যে ব্যক্তি লিখতে জানেনা তার প্রতিনিধিরূপে অপর ব্যক্তির নাম সহি, (আ) বকলম্।

বং (৮) (= বরাবর) : নিকটে, উদ্দেশ্যে, (বাংলা পত্র লিখনে ব্যবহৃত), (ফা)।

মং (৪৪, ৪৭, ১২৪) (= মবলগ) : মোট, নগদ টাকা, (আ)।

মঃ, মং (১৪) (= মরকুমা) : উপরিউক্ত, লিখিত, চিহ্নিত, (ফা)।

Dhaka University Institutional Repository

মেং (১, ২৯) (= মিস্টার) : (Mister) জনাব। (অন্যকোন খেতাব না থাকলে পুরুষের বংশ, নাম বা পদের পূর্বে যোজিত খেতাব) (ই)।

মোং (২৮) (= মোকাম) : ঠিকানা, গৃহ, ব্যবসা- স্থান, মাকাম্।

মোং (১৫) (= মোতাবেক) : অনুসারে, সামনা-সামনি, অনুযায়ী, (আ) মুতাবিক।

মোঃ (২২, ২৪) (=মৌজা) : গ্রাম, কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি, পরগনার বিভাগ বা ভাগ,(আ) মারদ্বা।

সং (৩১)(=সন) : সাল, বাংলা নববর্ষ।

সাং (১), সাঃ (৭৯), (= সাকিন), শাঃ (৪০), শাং (১০৩) (= শাকিন) : নিবাস স্থান, ঠিকানা, (আ)।

পরিশিষ্ট - ৯

পত্রসমূহে প্রাপ্ত কতিপয় সাংকেতিক শব্দ, বর্ণ ও চিহ্ন

( ) (২০, ৬৪) (= কৃষ্ণ) : (একীভূত শব্দ); পুরানো বাংলা গদ্যে 'কৃষ্ণ'-শব্দটির বিকল্পে এই একীভূত শব্দটির বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়।

(৮৪) (= ঃ) : বিসর্গ বর্ণের প্রাচীন রূপ।

গয়া (৫৩), শহায় (৩০), গাজী মিঞা সাহেব (২), না করেন (৩০) (= চন্দ্র বিন্দু, বর্ণ বিশেষ) : পুরোনো বাংলা গদ্যে বর্ণটির বিচিত্র ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, যেমন- মৃত ব্যক্তির নামের পূর্বে, সম্ভ্রান্ত বা সম্মানিত ব্যক্তির নামের পূর্বে আল্লাহ, ঈশ্বর, ভগবান সহায় অর্থে, ইত্যাদি।

( ) (১০) (= ত্রিশূলচিহ্ন) : বগুড়া জেলার শেরপুরের প্রাচীন গীর-গোঁশাঞী (সন্ন্যাসী) জমিদারগণ এই চিহ্ন ব্যবহার করতেন। এঁরা অকৃতদার থাকতেন এবং এঁদের পরবর্তী অনুসারী 'চেলা'-নামে অভিহিত হতেন।

ঀ (১,২৭) (= ওঁ) : হিন্দুধর্মের মঙ্গলসূচক চিহ্ন বিশেষ (বিতর্কিত)।

Dhaka University Institutional Repository

পরিশিষ্ট-১০

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

(ক) **পুথির তালিকা ও বিবরণীগ্রন্থ** (অমুদ্রিত):
(ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুথিশালায় রক্ষিত)

মণীন্দ্রনাথ সমাজদার — গ্রন্থ বিবরণী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিভিত্তিক); ১ম থেকে ৮ম খণ্ড (সর্বমোট ৩১৫০ খানা বাংলা সংস্কৃতাদি পুথির বিবরণ-সংবলিত)।

ঐ — গ্রন্থবিবরণী ('কিশোরগঞ্জ পাবলিক লাইব্রেরী'-র ২৭২টি পুথির বিবরণ সংবলিত)।

ঐ — গ্রন্থবিবরণী (সিলেট কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, 'এশিয়াটিক সোসাইটি অব্ বাংলাদেশ' এবং 'অধ্যাপক মুফাখ্খারুল ইসলাম সংগ্রহ' এর ৯৭টি পুথির বিবরণ-সংবলিত)।

ঐ — গ্রন্থবিবরণী ('দিনাজপুর নাজিমুদ্দিন মুসলিম হল লাইব্রেরী'র ২৪৩টি পুথির বিবরণ-সংবলিত)।

মুহম্মদ শাহজাহান মিয়া (ড.) — সংক্ষিপ্ত পুথি-বিবরণী (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথিভিত্তিক); ১ম খন্ড (সর্বমোট ১২৪৭টি বাংলা পুথির সংক্ষিপ্ত বিবরণ-সংবলিত)।

(খ) **পুথির তালিকা ও বিবরণীগ্রন্থ**:

আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ) — বাঙ্গালা পুঁথির বিবরণ (১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা, কলিকাতা, ১৩২০।

আবদুল করিম (সাহিত্যবিশারদ) ও ব্যোমকেশ মুস্তফী সম্পাদিত — বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ (অতিরিক্ত সংখ্যা), সাহিত্য-পরিষৎ, পত্রিকা নং ১৩০৪-৭,১৩০৯, ১৩২০, ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা ১৩৩০।

আলী আহমদ — বাঙ্গালা কলমী পুঁথির বিবরণ (১ম ভাগ), কুমিল্লা, ১৩৫৪।

আহমদ শরীফ (ড.) — পুথি-পরিচিতি (সম্পা.) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলা বিভাগ, ১৯৫৮।

তারাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য এবং বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ (সম্পা.) — বাংলা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা ১৩৬৭ (পুথি ১-৭০০ পর্যন্ত) ২য় খণ্ড, ১৩৬৯ (পুথি ৪০১-৭২৫)।

পঞ্চানন মণ্ডল — পুঁথি-পরিচয়, বিশ্বভারতী, ১ম খণ্ড থেকে ৪র্থ খণ্ড (১৯৫১-১৯৮০)।

মণীন্দ্রমোহন চৌধুরী — বরেন্দ্র রিসার্চ মিউজিয়ামের বাংলা পুঁথির তালিকা, রাজশাহী, ১৯৫৬।

Dhaka University Institutional Repository

যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য — বাংলা পুঁথির তালিকা সমন্বয়, কলিকাতা, ১৯৭৮, (Catalogus Catalogorum of Bengali Manuscripts-Volume No-1)

(গ) অভিধান ও কোষ-গ্রন্থাদি:

আবদুল হাকিম খানবাহাদুর (সম্পা.)বাংলা বিশ্বকোষ (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড) ঢাকা ১৯৭২-১৯৭৬)।

আশুতোষ দেব — নূতন বাঙ্গালা অভিধান (সংশোধিত ৩য় সংস্করণ), কলকাতা, ১৯৭৬।

ইসলামী প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা থেকে প্রকাশিত : ফার্সী- বাংলা-ইংরেজী অভিধান।

কামিনীকুমার রায় — লৌকিক শব্দকোষ, ১ম খণ্ড পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ, ১৯৭৭।

জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস — বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, ১ম ও ২য় খণ্ড, ২য় সং, কলকাতা, ১৯৩৭।

নগেন্দ্রনাথ বসু — বিশ্বকোষ (দ্বাদশভাগ), কলকাতা ১৩১৭।

মুহম্মদ এনামুল হক (ড.)(সম্পা.) বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ২০০৩।

মুহম্মদ ফজলুর রহমান (ড.) — আধুনিক আরবি-বাংলা অভিধান, রিয়াদ প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০০।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.) — বাংলাদেশের ব্যবহারিক বাংলা অভিধান, স্বরবর্ণ খণ্ড, ১৯৬৫, ব্যঞ্জনবর্ণ খণ্ড, ১৯৬৮, বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

রাজশেখর বসু — চলন্তিকা (১১শ সং), কলকাতাঙ ১৩৮০।

রাজা রাধাকান্ত দেব — শব্দকল্পদ্রুম (১ম থেকে ৫ম কাণ্ড), ১৮০৮।

শেখ গোলাম মকসুদ হিলালী — 'পারসো এ্যারাবিক ইলিমেন্টস ইন বেঙ্গলী' (ইংরেজী গ্রন্থ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৭।

সুধীরচন্দ্র সরকার — পৌরণিক অভিধান (পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ), কলকাতা, ১৩৮০।

সুবোধ সেনগুপ্ত ও অঞ্জলি বসু (সম্পা.) — সংসদ বাঙ্গালী চরিতাভিধান, সাহিত্য-সংসদ, কলকাতা, ১৯৭৬।

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — বঙ্গীয় শব্দকোষ (দুই খণ্ড, ১ম ও ২য়), সাহিত্য একাডেমী, নিউ দিল্লী, ১৯৭৮।

Dhaka University Institutional Repository

(ঘ) ইতিহাস ও আলোচনা গ্রন্থ:

অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় — গৌড় লেখমালা (গৌড় বিজয়), রাজশাহী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি, ১৯১২।

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ১ম ও ২য় খণ্ড।

আনিসুজ্জামান এ,টি,এম, — পুরোনো বাংলাগদ্য, একুশে, কলকাতা, ১৯৮৪।

আনিসুজ্জামান, এ,টি,এম — মুসলিম মানস ও বাংলা সাহিত্য, লেখক সংঘ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৬৪।

আহমদ শরীফ (ড.) — বাঙালী ও বাঙলা সাহিত্য (১ম খণ্ড), বর্ণ-মিছিল, ঢাকা, ১৯৭৮।

গোলাম হোসায়ন সলীম — বাংলার ইতিহাস বা রিয়াজ-উস্-সালাতীন (অনু.) আকবরউদ্দীন, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৭৪।

দীনেশচন্দ্র সেন (ড.) — বৃহৎবঙ্গ (১ম খণ্ড), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৫।

দীনেশচন্দ্র সেন (ড.) — বঙ্গভাষা ও সাহিত্য (৩য় সং), ইন্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস, কলকাতা, ১৯০৮।

দুর্গাচরণ সান্যাল সংগৃহীত ও ফকিরচন্দ্র দাস সম্পাদিত — বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস, (পরিশোধিত সং), কলকাতা, ১৩১৭।

নাজিরুল ইসলাম মুহম্মদ সুফিয়ান — বাঙ্গালা সাহিত্যের নূতন ইতিহাস, ছায়াবীথি প্রকাশনালয়, ঢাকা, ১৯৫০।

নীহাররঞ্জন রায় — বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), কলকাতা, ১৩৫৯।

পরিকল্পণা মন্ত্রণালয় গ. প্র. বা. স. কর্তৃক প্রকাশিত — গ্রাম পরিসংখ্যান (বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, দিনাজপুর, রংপুর, রাজশাহী) ৪১নং সিদ্ধেশ্বরী, ঢাকা, ১৯৭৭।

প্রভাস চন্দ্র সেন বি,এল — বগুড়ার ইতিহাস, বগুড়া, ২০০০, প্রথম প্রকাশ, ১৯১৩।

প্রমথ চৌধুরী — প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যে হিন্দু-মুসলমান, ১৩৬০।

বসন্তকুমার সেনগুপ্ত — বৈদ্যজাতির ইতিহাস, কলকাতা, ১৩২০।

মুহম্মদ এনামুল হক (ড.) — মুসলিম বাংলা সাহিত্য (২য় মুদ্রন), ঢাকা, ১৯৬৫।

মুহম্মদ মনসুর উদ্দীন — বাংলা সাহিত্যে মুসলিমসাধনা, ১ম খণ্ড, ঢাকা, ১৯৬০।

মুহম্মদ রোস্তম আলী (অধ্যক্ষ) — শেরপুরের ইতিহাস (অতীত ও বর্তমান), শেরপুর, বগুড়া, ১৯৯৯।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.) — বাংলা সাহিত্যের কথা (২য় খণ্ড), ঢাকা, ১৯৬৫।

Dhaka University Institutional Repository

যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত — কেদার রায়, ঢাকা, ১৩২১।

রমেশচন্দ্র মজুমদার — বাংলাদেশের ইতিহাস, ২য় খণ্ড (মধ্য যুগ), কলকাতা, পরিবর্তিত ২য় সংস্করণ, ১৩৮০।

রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাস (২য় খণ্ড), নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৪।

সতীশচন্দ্র মিত্র — যশোর-খুলনার ইতিহাস, কলকাতা, ১৩৬৩, ৩য় সং. (১ম খণ্ড)।

সুকুমার সেন — ইসলামী বাংলা সাহিত্য, বর্দ্ধমান সাহিত্যসভা, কলকাতা, ১৩৫৮।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড-পূর্বার্ধ, ইষ্টার্ণ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৮।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড-অপরার্ধ, ৩য় সং. ১৯৭৫।

সুকুমার সেন — বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, ৩য় সং., কলিকাতা, ১৩৫৬।

সুখময় মুখোপাধ্যায় — বাংলার ইতিহাসে দু'শো বছর, স্বাধীন সুলতানের আমল (২য় সং), কলকাতা।

(ঙ) ভাষাবিজ্ঞান ও ভাষাতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় গ্রন্থ :

পরেশচন্দ্র ভট্টাচার্য — ভাষাবিদ্যাপরিচয় (২য় প্রকাশ), জয়দুর্গা লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৯৮৯।

পরেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙ্গলাভাষাপরিক্রমা (১ম খণ্ড, ১ম প্রকাশ), সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮৩।

পরেশচন্দ্র মজুমদার — বাঙ্গলাভাষাপরিক্রমা (২য় খণ্ড, ১ম প্রকাশ), সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, ১৩৮৬।

পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য — বাংলাভাষাজিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৬।

মুহম্মদ আবদুল হাই — ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৬৪।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (ড.) — বাংলাভাষার ইতিবৃত্ত (৩য় সং), রেনেসাঁস প্রিন্টার্স, ঢাকা, ১৯৭৩।

সুকুমার সেন — ভাষার ইতিবৃত্ত, (১২ সং), ইষ্টার্ন পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৭৫।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় — বাঙ্গালা ভাষা-প্রসঙ্গে, জিজ্ঞাসা, কলকাতা, ১৯৭৫।

(চ) গ্রন্থ-তালিকা ও পুথিবিবরণী (ইংরেজী) :

An alphabetical Index of Bengali Manuscripts in the Dhaka University Library (Part-I), 1985.

Dhaka University Institutional Repository

A descriptive Catalogue of SansKrit Manuscripts in the Varedra Research Museum Library, Volume-1.

(ছ) অভিধান ও বিশ্বকোষ (ইংরেজী):

Azhari, Alauddin — Al-Arabic Bengali Dictionary, Bengali Academy, 1973, V. 1-4.

Bhattachariya, Sachidananda: A Dictionary of Indian History, New York, 1967.

Dey, Nandalal — The Geographical Dictionary of Ancient and Medieval India.

Staingass, F — Persian-English Dictionary.

Sukumar Sen — An Etymological Dictionary of Bengali (1000-1800 A.D.), Vol. No.-1 and 2, Eastern Pubbishers, Calcutta, 1997.

(জ) ইতিহাস ও আলোচনা-গ্রন্থ (ইংরেজী):

Campos, J.J.A. — History of Portuguese, Calcutta, Bullerworth & Con, 1919.

Fazal, Abul — Ayeen-i-Akbari (Tr.) Francis Gladwin-ed Jagadish Mukharjee, Calcutta, 1983.

Fazal, Abul — Akbar Nama of Abul-Fazal: History of the Reign of Akbar including an account of his Predecessors (Tr) by H. Beveridge, Delhi, 1977, 3 Vols.

Fazal, Abul — Ayeen-i-Akbari (Tr). H. Blochmann, Calcutta, 1873.

Grierson, G.A. — Linguistic Survey of India, Culcutta (Supdt. govt. Printings) Vol. V, Part-I, Eastern group.

Hunter, W. W — Annals of Rural Bengal, London, Smith, 1868

Nagendra Basu — The Social History of Kamrupa, Calcutta, 1922.

Nathan, Mirja — Baharistan-i-Ghayebi (Tr) M. I. Borah, Gauhati, 1936, in 2 Volumes.

Rahim, Abdur — Social and Cultural History of Bengal, Vol. No. 1 and 2, 1965, 1967, Pakistan Publishing House, Karachi.

Sarkar J.N. — History of Bengal, Dacca University, 1948, Vol. 2.

Dhaka University Institutional Repository

নির্ঘণ্ট

[' '-চিহ্নমধ্যে ব্যক্তিনাম, " " - চিহ্নমধ্যে গ্রন্থনাম, ** চিহ্নমধ্যে স্থাননাম এবং বিবিধ শব্দ চিহ্নহীন ।]

আপন হরফ ২৩
'আয়মা'- সম্পত্তি ২৫
ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের স্বর্ণযুগ ২০
উত্তরাঞ্চল লিপি ৯
একাক্ষর ১৩
একীভূত শব্দ ১৩
ওান (ওয়ান) ২৫
কলকাতা ৭
কালীর নেশানী করা ২৩
কুষাণলিপি ৯
খরোষ্ঠী (লিপি) ৯
গীর-গোশাগ্রী জমিদার ২১
গুপ্তলিপি ৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ২০
চৈতন্যাব্দ ২৬
জমিদারিস্বত্ব ২৫
জমিদারিস্বত্ব বিলোপ আইন ২৫
জিউনী বা জেলেসম্প্রদায় ২২
'ডাক'- সম্প্রদায় ২২
তত্ত্ববোধে ও যুক্তিজ্ঞানে পরিশীলিত ৭
দক্ষিণাঞ্চললিপি ৯
দানিশাব্দ ২৬
নব্য জমিদারতন্ত্র ২০
পালাব্দ ২৬
পূর্বাঞ্চললিপি ৯
পৌণ্ড্রবর্ধন ৮
প্রতাপবাজু ২১
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ ৭
বঙ্গবিদ্যালয় ২৩
"বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা" ১২
ব্রাহ্মীলিপি ৯
'ভিক্ষাকর শর্ম্ম চক্রবর্ত্তী' ২১
মছিহা ২৬
মহাস্থানগড় ৮
মিলকিয়ত ২৫
'মিস্টার ইউল সাহেব' ২৩
'মুঘল সম্রাট বাদশাহ আলমগীর' ২৫
মুঘল সামন্তশাসন ২০
মূল উচ্চারণের কাছাকাছি প্রতিবর্ণীকরণ ১৯
'মৌর্যরাজ অশোকবর্ধন' ৮
রঙ্গরেজটোলা ২২
'লর্ড ক্লাইভ' ২০
লাখেরাজ ২৫
লিপিবিবর্তন ৯
শন শদর ২৬
শ্রীশ্রীজাহান ১৮
সম্ভাষণরীতি ১৭
সাদৃশ্যমূলক প্রতিক্রিয়া ১২
সেরপুর ইংরেজী উচ্চবিদ্যালয় ২৩
স্বরসংযুক্তবর্ণ ১২